ডেথ সিটি

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল, ১৯৮৭

এক

'হয়ত মরণের দিকেই তোমাকে ঠেলে দিচ্ছি।'

অশুভ কথা। নিচু অকম্পিত স্বরে কথাগুলো উচ্চারণ করল বক্তা। ভাবাবেগ গোপন রাখাটা তার বহুদিন অভ্যাসের ফল। বেঁটে, মোটাসোটা গড়নের মাঝ-বয়সী লোকটার পরনে কালো স্যুট। মাড় দেয়া সাদা শার্টের ওপর গলায় লিনেনের রুমাল যত্ন করে বাঁধা। সাধারণ মানুষের থেকে তাকে আলাদা করে চেনার উপায় খুব সীমিত। তবে তার তীক্ষ্ণ ধূসর চোখ দেখে লোকটার বিচক্ষণতা, সাহস আর দৃঢ় সঙ্কল্পের কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। ভদ্রলোক ওয়াইওমিঙের গভর্নর বারলো—ওই নাম শুধু ওয়াইও-মিঙে নয়, সারা আমেরিকার আইনবিহীন এলাকায় সম্মান, ভয় ও ঘৃণার উদ্রেক করে।

'আপনি আমাকে একটু ভয় পাইয়ে দিতে চাইছেন না তো, স্যার?'

প্রশ্ন শুনে গভর্নরের গম্ভীর মুখে ক্ষীণ একটা হাসির আভাস দেখা দিল। প্রশ্নকারী কথায় ভয় পাওয়ার লোক নয়। তার দেহের কাঠামো অত্যন্ত সুন্দর—চওড়া কাঁধ, সরু কোমর আর লম্বা শক্তিশালী গড়ন। কালো চোখ আর শক্ত চোয়াল। সব কিছুই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে ওর সাথে লাগতে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। উরুর দুপাশে দুটো পিস্তল ঝুলছে। দুটোই চামড়ার ফিতে দিয়ে পায়ের সাথে বাঁধা—যেন দ্রুত পিস্তল বের করা যায়—ওটা আর একটা সাবধান বাণী।

বয়স্ক লোকটা নীরবে কিছুক্ষণ সঙ্গীর কৌতূহলী দৃষ্টিতে চারপাশে চাওয়া দেখে বলল, 'ভাবছ তোমাকে মরুভূমির মাঝে সেজ-ঝোপের ভিতর একটা ছাপরার মধ্যে কেন দেখা করতে বলেছি?' জবাবের জন্যে অপেক্ষা না করেই সে আবার বলল, 'শহরে দেখা করায় অনেক ঝুঁকি—আমার গতি-বিধির ওপর নজর রাখা হচ্ছে—তোমার সাথে আমার যোগাযোগের ব্যা-পারটা গোপন থাকা এই অ্যাসাইনমেন্টের সফলতায় বিশেষ জরুরী।'

পুরো ব্যাপারটা উপলব্ধি করে হাসল এরফান জেসাপ। তার প্রতি নির্দেশ ছিল নির্দিষ্ট দিনে স্যান্ডি ক্রীকে যেতে হবে। ওখানে নির্দিষ্ট সেলুনে তাকে একজন অপরিচিত লোক পোকার খেলায় চ্যালেঞ্জ করবে—খেলার জন্য তারা একটা নির্দিষ্ট হোটেল-রুমে একা বসবে।

'আমি অবশ্য আঁচ করেছিলাম আপনি একশো মাইল দূরে এই নিভৃত এলাকায় খোশ-গল্প করার জন্য আসেননি,' বলল সে।

'না, এটা খেলা নয়, সিরিয়াস ব্যাপার,' জবাব দিল বারলো। 'এখানে ঝুঁকি খুব বেশি। তুমি নিজের জীবন হারাতে পার—আর আমি বন্ধু।'

'ধন্যবাদ, স্যার। আমি আপনার সাথেই আছি—বলুন?'

গভর্নরের দৃষ্টিতে প্রশংসার চিহ্ন ফুটে উঠলো। কিন্তু সে যা বলল তা হচ্ছে, 'ধ্যাৎ, আমি জানতাম। কিন্তু তোমাকে পাঠাতে আমার খুব খারাপ লাগছে, কিন্তু আমার বিশ্বাস তুমি ছাড়া আর কেউ এত বড় একটা কাজ সামলাতে পারবে না।'

'বলুন, স্যার।'

বারলো এরফানকে একটা সিগার অফার করে নিজেও একটা ধরাল। কয়েকটা টান দেয়ার পর সে শুরু করল: 'অ্যারিজোনার একজন লোক আইন ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে অরাজকতার সৃষ্টি করেছে। ওকে শায়েস্তা করা দরকার।' বারলোর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এরফানের উপর—কিন্তু ওর প্রতিক্রিয়া কিছুই বুঝলো না সে। 'হেল-সিটির নাম শুনেছ তুমি?'

সামান্য বিস্ফারিত হল এরফানের চোখ। 'ওই ধরনের একটা নাম আমার কানে এসেছে। ওটা নাকি সব রকম আউট ল'র জন্য একটা নিরাপদ আশ্রয়। যে যা-ই করুক ওখানে তার আশ্রয় মিলবে। তবে, ব্যাপারটা আমি আষাঢ়ে গল্প বলেই ধরে নিয়েছিলাম।'

'কিন্তু দুঃখের বিষয় গল্পটা সত্যি,' বিষণ্ণ স্বরে জবাব দিল গভর্নর। 'ওই এলাকায় ওরা তো নিরাপদে আছেই—আশপাশের লোকজনকেও তারা সন্ত্রস্ত করে তুলেছে।'

'শহরটা কোথায় জানেন?'

'হ্যাঁ, কিন্তু তাতে কোন লাভ নেই। খবর পেয়েছি দুর্গটা এমনভাবে সংরক্ষিত যে বিশাল আর্মি আর প্রচুর গোলাবারুদ ছাড়া ওটা কব্জা করা সম্ভব নয়। আমার নিয়ন্ত্রণে ছুটোর একটাও নেই। ওখান থেকে ডাকাত

দল চারপাশে অবাধে ডাকাতি আর হামলা করে চলেছে। ওই শহরের আশেপাশে প্রায় একশো মাইল পর্যন্ত সবাই আতঙ্কে বসবাস করছে। বছরখানেক আগে প্রথম যখন রিপোর্ট আসা শুরু করে, তখন আমি খবর নেয়ার জন্য একজনকে পাঠিয়েছিলাম। কয়েক মাস তার কোন খবর পেলাম না। পরে সে ফিরে এল—একটা কফিনে। ওর বুকের ওপর পিন দিয়ে আটকান ছিল একটা ছোট চিঠি। চিঠিতে উদ্ধতভাবে আমাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে, সাহস থাকলে আমি যেন আবার চেষ্টা করি।'

'তাহলে ওরা আপনাকে ভাল করে চেনে না, স্যার।'

গভর্নরের গলার স্বর কঠিন হল। 'না, চ্যালেঞ্জটা ছিল অবান্তর,' বলে চলল সে। 'আবার লোক পাঠিয়েছিলাম আমি। পরে এটা পেলাম।' একটা কাগজ এরফানের দিকে বাড়িয়ে দিল সে।

ডিয়ার গভর্নর,

তোমার দ্বিতীয় চর আগেরজনের মতই অগোছাল। যখন আর প্রয়োজন থাকবে না তখন ওকে ফেরত পাঠাব। আপাতত টার্গেট প্র্যাকটিসের জন্য লোকটা আমার কাজে আসছে। চিঠির সাথে পাঠান জিনিসগুলো দেখেই তা বুঝতে পারবে। একটা ভাল লোক পাঠালেই তো পার।

ইতি,
স্যাটান

'নিজের জন্য যোগ্য উপাধিই বেছে নিয়েছে পাজি লোকটা,' ব্যাখ্যা করল গভর্নর। 'ওর অনুচরদের নাম দিয়েছে 'ইম্প'—অর্থাৎ শয়তানের বাচ্চা। কেউ ওদের কারও ক্ষতি করলে এমন নিষ্ঠুর প্রতিশোধ নেয়া হয় যে কেউ ওদের মুখোমুখি দাঁড়াতে সাহস পায় না।'

এরফান তখনও কাগজটা পরীক্ষা করছে। হাতের লেখাটা খুব সুন্দর—বোঝা যায় লোকটা শিক্ষিত।

'লোকটা ধাপ্পা দিচ্ছে না তো?' প্রশ্ন করলো সে।

'চিঠির সাথে এক জোড়া কান পাঠান হয়েছে। একটা করে গুলির ফুটো রয়েছে ওতে,' জবাব দিল বারলো। 'ব্লাফ হোক আর না হোক, এবার আমি সবচেয়ে যোগ্য লোককেই পাঠাতে চাই—অবশ্য সে যদি যায়।'

'থার্ড টাইম লাকি,' হাসল সে। 'ওই কানগুলো আমাকে আগ্রহী করে

তুলেছে।'

গভর্নর বারলোর মুখ আরও গম্ভীর হল। 'কাজটা কিন্তু খুব বিপজ্জনক—তোমার হয়ত আরও ভেবে দেখা দরকার। বাইরে থেকে কোন সাহায্যই পাবে না তুমি। তবে তোমার নাম তোমাকে কিছুটা সাহায্য করবে।'

'আউট ল হিসেবে আমার নাম?'

'হ্যাঁ। আমি জানি মেক্সিকোয় তোমার বন্ধু সিস্কোকে সাহায্য করতে গিয়ে তুমি মিথ্যা অভিযোগে আউট ল বলে ঘোষিত হয়েছ। তবে হেল-সিটিতে ঢুকে ওদের দলে যোগ দিতে তোমাকে ওই নামটা সাহায্য করবে। আমি তোমাকে পাঠাতে পারি এটা ওরা কখনও ভাবতে পারবে না।'

উঠে দাঁড়াল এরফান। 'ওদিকে কোন র‍্যাঞ্চ নেই?'

'কয়েকটা আছে—কিন্তু ওরা সবাই গরুর স্টক হারাচ্ছে। সবচেয়ে বড় র‍্যাঞ্চটার নাম ডাবল কে। মালিক কেনেথ ক্রুপ। ছোট্ট শহর ডাগ আউ-টের কাছেই ওটা।'

'আমার বিশ্বাস যা জানার সবই জানা হয়েছে, এবার তাহলে চলি,' বলল এরফান।

বয়স্ক ভদ্রলোক একটা থলে বের করে টেবিলের ওপর রাখল। ঝুন করে মধুর একটা আওয়াজ হল। 'সোনার বুলেট, এরফান। এগুলো তোমার কাজে লাগবে। কোনকোন সময়ে এতে পিস্তলের গুলির চেয়েও বেশি কাজ হয়।'

'আমার কাছে টাকা আছে,' আপত্তি করল এরফান।

'শুনে খুশি হলাম, কিন্তু যুদ্ধে নামতে যাচ্ছ তুমি, পকেট বেশ ভারি থাকা দরকার। ওদের প্রত্যেককে যদি গুলি করেও মারতে হয় তবে তাই ক'রো—হেল-সিটি সাফ করে ফে'লো।' গভর্নরের ধূসর চোখ দুটো গ্র্যানিট পাথরের মত কঠিন হয়ে উঠল। 'গুড লাক, এরফান।'

'ধন্যবাদ, স্যার।' হাত মিলিয়ে বিদায় নিল এরফান জেসাপ।

দুই

আধঘণ্টা কঠিন পরিশ্রম করে খাড়া চড়াই-এর মাথায় উঠে কালো ঘোড়ার আরোহী থামল। ঘোড়ার পিঠে বসে সিগারেট তৈরির ফাঁকে দৃশ্যটা উপ-

ভোগ করছে সে। ওর ঠিক সামনেই পাথুরে ঢালটা নিচের দিকে নেমে গেছে। পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট গাছ ছিটিয়ে রয়েছে। একেবারে নিচে বিশাল বেসিনের মত একটা আগ্নেয়গিরির নিষ্ক্রিয় জ্বালা-মুখ। দূরে বেগুনী রঙের পাহাড়ের সারি।

'গা ঢাকা দিয়ে থাকার জন্য আদর্শ জায়গা,' কালো ঘোড়াটাকে বোঝাচ্ছে এরফান। 'যে-কোন মানুষ এখানে সত্যিকার নিঃসঙ্গ বোধ করবে।'

ওর কথার প্রতিবাদেই যেন একটা রাইফেল গর্জে উঠল। বুলেটটা শব্দ তুলে বাতাস কেটে জেসাপের মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল।

পর'মুহূর্তেই একটা আদেশ এল। 'ওটা একটা ওয়ার্নিঙ। এবার মাথার ওপর হাত তুলে এগিয়ে এসে নিজের পরিচয় দাও।'

হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে মানুষের দেখা পেয়ে বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠল এরফানের মুখে। লোকটা তাড়া লাগাল।

'অস্থির হয়ো না, আসছি…'

কয়েকশো গজ দূরে ধোঁয়া উঠে বাতাসে ছড়িয়ে যাওয়া দেখে বোঝা গেল গুলিটা কোথা থেকে এসেছে। ঢাল বেয়ে নিচে নামতে শুরু করল এরফান। অসাবধান থাকার জন্য নিজের ওপর রাগ হচ্ছে, কিন্তু সেইসাথে অন্য লোকটার ওপরও রাগ হচ্ছে। গুলিটা অল্পের জন্য তার মাথায় লাগেনি। ওই মুহূর্তে নড়াচড়া করলে লাগতে পারত।

'তোমাকে মাথার ওপর হাত তুলে এগোতে বলেছি,' রূঢ় স্বরে মনে করিয়ে দিল লোকটা।

'বলেছ, এটা সত্যি, কিন্তু তাহলে ঘোড়াটাকে কে সামলাবে?' জবাব দিল এরফান। 'ঠিক আছে, আমার জন্য একই কথা—ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়লেও মরব, গুলি খেলেও মরব।'

নির্দেশ মত হাত তুলে জিনের ওপর পিছন দিকে হেলে নামছে এরফান। হাঁটু দিয়ে ঘোড়াটাকে চালাচ্ছে সে। লোকটার কয়েক গজের মধ্যে এসে পড়েছে, এই সময়ে পাথরের ওপর ঘোড়ার পা পিছলে গেল। পড়ে যাচ্ছিল এরফান, কোনমতে স্যাডল হর্ন ধরে নিজেকে সামলাল। কিন্তু হাত দুটো আবার ওপরে তোলার পর দেখা গেল ওর দু'হাতে দুটো পিস্তল। হোঁচট খেতে দেখে পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছিল লোকটা। বোকার মত অসহায় ভাবে তার দিকেই তাক করা পিস্তলের নল দুটোর দিকে চেয়ে

রইল সে। চেহারা মোটেও আকর্ষণীয় নয়; চোখ দুটো খুব কাছাকাছি বসান। অযত্নে বেড়ে ওঠা দাড়ির আড়ালে লোকটার ঢিলে ঠোঁট ঢাকা পড়েনি। তামাকের দাগ পড়া দাঁত ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে। রাইফেলটা ওর হাতের ভাঁজে ঝুলছে।

'নিশ্চিন্ত ছিলে, তাই না? রাইফেলটা ফেলে দাও। তারপর গান-বেল্ট খুলে মাটিতে রেখে পিছিয়ে যাও। কোন চালাকির চেষ্টা করলে একেবারে জাহান্নামের দরজায় পাঠিয়ে দেব।' আদেশ মেনে রাইফেল আর পিস্তল ছেড়ে লোকটা সরে যাওয়ার পর একটা পিস্তল খাপে ভরে অন্যটা উঁচিয়ে শাসাল এরফান। 'কয়োটি মারতে একটা গুলিই যথেষ্ট। এই ছোট্ট যন্ত্রের মধ্যে ছয়টা রয়েছে। একজন নিবিবাদী যাত্রীকে এভাবে আটক করার কি অর্থ?'

'তোমার সম্পর্কে কিছু তথ্য জানতে চেয়েছিলাম—ব্যাস,' বিষণ্ন সুরে জবাব দিল লোকটা। 'এদিকে আশেপাশে অনেক অদ্ভুত ঘটনা প্রায়ই ঘটছে।'

'সে তো নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছি,' খোঁচা দিয়ে বলল এরফান। 'তুমি শেরিফ বা মার্শাল গোছের কোন কীট নও তো?'

'আমি র‍্যাটারি লোগান—ডাবল কে-র ফোরম্যান। এই এলাকায় থাকার ইচ্ছা থাকলে আমার সাথে সদ্ভাব না রেখে কারও উপায় নেই,' মুখ খিঁচিয়ে বলল সে। 'এবার বল, তোমার নাম কি?'

'আমি যে কেউ হতে পারি। ইউনাইটেড স্টেটসের প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে তোমার রাজনৈতিক মতবাদ অনুযায়ী নিচে বা উপরের যে-কোন মানুষ।' একটু থামল সে। লোকটা তার কথার রস নিতে পারেনি বুঝেই আবার বলল, 'আমি ওয়াইওমিঙের একজন কাউ-হ্যাণ্ড, নাম—এরফান জেসাপ।'

'স্বাস্থ্যের কারণে এদিকে এসেছ নিশ্চয়?' মুখ বাঁকা করে প্রশ্ন করল লোগান।

'ভালই বুঝেছ—ইস্কুলের কিছু শিক্ষাও হয়ত আছে। হ্যাঁ, ডাক্তার বলেছে আমার নার্ভের খুব খারাপ অবস্থা—যে-কোন অচেনা আওয়াজ বা দ্রুত নড়াচড়ায় আমার আঙুলগুলো ট্রিগারের ওপর স্থির থাকতে চায় না। সরে বেল্টের দিকে এগোলে তোমার লোভই বাড়বে, কাজ হবে না কিছু।

কারণ কিছু করার আগেই তুমি গুলি খেয়ে মরবে। কোদাল ছাড়া কবর খোঁড়া আমার মোটেও পছন্দ নয়।'

উত্যক্ত লোকটা বুঝল চালাকি খাটবে না, এখন সম্পূর্ণভাবে অন্য লোকটার হাতের পুতুল। পরিস্থিতি এখন পালটে গেছে।

'তবে সানডে স্কুলে (ধর্মীয় ক্লাসে) যাওনি বলেই মনে হচ্ছে।' হাতের পিস্তলটা তর্জনির ওপর ঘোরাতে শুরু করল এরফান। বিস্ফারিত চোখে ওদিকে চেয়ে আছে র‍্যাটারি লোগান। দেখছে পিস্তলটা ঘুরলেও ওটার তাক ওর ওপর থেকে বিন্দুমাত্র সরেনি। যে-কোন মুহূর্তে ওর গায়ে গুলি লাগতে পারে। 'আমার দিকে গুলি ছুঁড়ে তুমি মিস করেছ।'

'আমি মিস করতেই চেয়েছিলাম।'

'ওটা তোমার গল্প; আমি বিশ্বাস করি না।'

'ঢালের ওপর তোমাকে গুলি করতে পারতাম আমি।'

'গত দশ মিনিটে যখন খুশি তা আমিও পারতাম। অর্থাৎ এখন আমরা সমান-সমান।' একটু চুপ করে থেকে সে আবার বলল, 'আমি চাকরির খোঁজে এসেছিলাম, দেখছি একটা কাজ আমাকে সেধে দেয়া হচ্ছে। তোমাকে গুলি করে একটা গর্তের মধ্যে ফেলে দু'একদিন অপেক্ষা করে খোঁজাখুঁজি শেষ হলে ডাবল কে র‍্যাঞ্চে হাজির হলেই হল—হয়ত ওরা আমাকে ফোরম্যানও করতে পারে।'

র‍্যাটারি ভীতু লোক নয়, তবু উদ্বিগ্ন বোধ করছে। স্থির কালো চোখ, ঘুরন্ত পিস্তল আর অকম্পিত কণ্ঠস্বরে বিচলিত হয়ে উঠেছে। সে জানে আশেপাশেই বিশ-পঁচিশটা জায়গা আছে যেখানে ওর মৃতদেহ পড়ে থাকবে—কেউ জানবে না। জীব-জন্তু যদি ওকে টেনে নাও নিয়ে যায়, ধুলোর দেহ ধুলোতেই মিশবে। ঘুরন্ত পিস্তলটার দিকে চাইল র‍্যাটারি। সূর্যের আলোয় ওটা প্রতিবারই নিচে নামার সময়ে ঝিলিক দিয়ে উঠছে—নিস্তার নেই ওর।

'শোন,' বোঝাতে চেষ্টা করলো সে, 'তোমাকে দেখে মনে হয় না তুমি ঠাণ্ডা মাথায় খুন করার মানুষ—' শুরু করল র‍্যাটারি, কিন্তু আগন্তুকের ঠোঁটে রহস্যময় হাসি ফুটে উঠতে দেখে বলে উঠল, 'সত্যি বলছি তোমাকে মারার চেষ্টা আমি করিনি—কেবল দু'একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলাম। যাক, তোমার সাথে এখন আপোষ করতে চাই, এখানকার ঘটনা

সব ভুলে যাও। আগামীকাল ডাবল কে র‍্যাঞ্চে এস, তোমার জন্য একটা চাকরির ব্যবস্থা আমি করব। তুমি কি বল?'

এক মুহূর্ত ভেবে এরফান জবাব দিল, 'হয়ত—হ্যাঁ, তোমার প্রস্তাব আমি গ্রহণ করলাম।'

'ঠিক আছে,' একটা শ্বাস ছেড়ে বলল র‍্যাটারি। 'চল যাওয়া যাক।'

এক পা এগোতেই দেখল পিস্তলের ঘোরা থেমেছে—ওটার নল সোজা ওর দিকেই চেয়ে আছে।

'এক মিনিট,' সংশোধন করল এরফান। 'আমি এগোচ্ছি, তুমি পিছন পিছন এস।'

ফোরম্যানের মুখটা রাগে কালচে হয়ে উঠল। 'আমাকে বিশ্বাস কর না তুমি?'

'নিশ্চয় করি,' জবাব দিল এরফান। 'কেন, ওই চাকরিটার ব্যাপারে আমি তোমার কথাই সত্যি বলে মেনে নিইনি? তোমার মত আমিও একটু সাবধান থাকছি। তোমাকে বেশিদূর হাঁটতে হবে না।'

ঘোড়া থেকে নেমে র‍্যাটারির দিকে নজর রেখে লোকটার রাইফেল আর পিস্তল তুলে ওর ঘোড়ার ওপরই রেখে আবার ঘোড়ায় চড়ল এরফান।

'ডাগআউট এখান থেকে কতদূর?' প্রশ্ন করল সে।

'ছয় মাইল—তবে ডান দিকের ডেড ট্রি গালচের ভিতর দিয়ে এগোলে পথ আরও দু'মাইল কম হবে।'

'ধন্যবাদ,' বলল এরফান। 'অল্পদূর এগিয়েই তোমার ঘোড়া দেখতে পাবে তুমি। আবার দেখা হবে।'

রওনা হল এরফান। পিছন ফিরে না তাকিয়েও লোকটার জ্বলন্ত দৃষ্টি পিঠের ওপর অনুভব করতে পারছে। আধমাইল এগিয়ে একটা ঝোপের সাথে ঘোড়াটাকে বেঁধে চক্রাকারে ঘুরে পাথরের ওপর দিয়ে ফিরে এসে একটা ঝোপের আড়ালে লুকাল। লোগানের টাট্টু থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরেই রয়েছে সে। ঘোড়াটা অলস ভঙ্গিতে লেজের বাড়ি মেরে মাছি তাড়াচ্ছে।

ঘটনা এমন একটা মোড় নিক এটা চায়নি এরফান। লোকটাকে তার যেমন নীচ বলে মনে হয়েছে, আসলেই সে তেমন কিনা দেখার জন্যই অপেক্ষা করছে ও। আসছে র‍্যাটারি। কালো ঘোড়াটাকে স্থির থাকার

নির্দেশ দিল এরফান। মুহূর্তে ঘোড়াটা ইবনি মূর্তির মত জমে গেল।

অনভ্যস্ত পায়ে এগিয়ে এল র‍্যাটারি। হাঁটার অভ্যাস নেই ওর, জীবনের বেশিরভাগ সময় জিনের ওপরই কেটেছে। গাল বকতে বকতে এগিয়ে এল লোকটা।

লোকটার গালি-গালাজের স্টক অফুরন্ত—ভাবল এরফান।

পৌঁছে প্রথমেই ঘোড়ার পাঁজরে একটা লাথি মারল র‍্যাটারি। ব্যথায় ককিয়ে উঠে ঘোড়াটা ওকে কামড়ে দেয়ার চেষ্টা করল। জিনের ওপর থেকে ঘোড়া চালানর ছড়িটা নিয়ে নির্দয়ভাবে ঘোড়াকে পেটাল সে।

'তোর ভাল মত শিক্ষা হওয়া দরকার,' সন্তুষ্ট দৃষ্টিতে ভীত, কম্পিত জন্তুটার দিকে তাকাল র‍্যাটারি। 'এবার যে বাহাদুর তোকে এখানে এনেছে, তাকে শায়েস্তা করব।' বেল্টটা কোমরে পরে পিস্তল আর রাইফেল দুটোই পরীক্ষা করে দেখল। ওগুলো আনলোড করা হয়নি দেখে নিজের মনেই হাসল। 'মাথায় বুদ্ধি কম,' মন্তব্য করল সে। 'যে পথে ওকে পাঠিয়েছি ওই পথ ধরে থাকলে ডেড ট্রি কানাক্যানিয়ন এটা এতক্ষণে বুঝেছে। আমি যখন পৌঁছব তখন সেও ফিরবে। 'আবার দেখা হবে,' বলেছিল সে। 'দেখা পাবে না, তবে গুলির আওয়াজ শুনবে।'

ঘোড়ার পিঠে উঠে র‍্যাটারিকে অদৃশ্য হতে দেখল এরফান। প্রতিশোধ নেয়ার চিন্তায় লোকটার মুখের ভাব ভয়ানক দেখাচ্ছিল। এরফান যা সন্দেহ করেছিল সেটাই ঠিক হল। যারা নিজের ঘোড়াকে কষ্ট দেয় তাদের দেখতে পারে না ও।

'খেলার মাত্র শুরু না হলে আজ তোমার খবর নিতাম,' নিজেকেই বলল সে। 'যাই হোক, অন্তত স্বভাবটা চেনা রইল।'

এরফানও ঘোড়ায় চাপল, কিন্তু ওকে অনুসরণ করল না। ডান দিকে ঘুরে কাঁটা-ঝোপের ভিতর দিয়ে পথ করে নিয়ে এগোল। একটা অগভীর শুকনো নালা ধরে এগিয়ে কয়েকটা ছোট মাঠ পেরোল। মাঠে গাছ নেই। কেবল ঘোড়ার পেট সমান উঁচু ঘাস বাতাসে দুলছে।

অল্পক্ষণ পরেই একটা রাস্তার দেখা পেল। ভারি মাল-টানা ওয়াগনের চাকা রাস্তায় গভীর দাগ কেটেছে। অসংখ্য খুরের দাগও দেখা যাচ্ছে। একটা চোখা বাঁক ঘুরে আর এক আরোহীর সাথে গুঁতো খাওয়ার জোগাড় হল। দুজনেই একটু পিছিয়ে পরস্পরকে যাচাই করে দেখল। অন্য লোক-

টাই প্রথম কথা বলল।

'ছোট্ট জায়গা এই পৃথিবী,' বলল সে।

'আমি খুব দুঃখিত,' জবাব দিল এরফান, 'ট্যারা নই বলে বাঁকের ওপাশে কি আছে দেখতে পাই না।'

'আমিও না,' বলল সে। 'প্রকৃতি পক্ষপাতিত্ব করে ট্যারা লোকদেরই ভাগ্যবান করেছে।' দাঁত বের করে একটা নির্মল হাসি হাসল লোকটা। 'তুমি পথ হারিয়ে ফেলেছ?'

'এটা যদি বিশাল আর কর্মচঞ্চল ডাগআউট মহানগরীর পথ না হয় তবে সত্যিই ভুল পথে চলেছি।'

'তাহলে ঠিক পথেই যাচ্ছ। ওখানে কি রাত কাটাবার ইচ্ছা আছে তোমার?'

'হ্যাঁ, হোটেলে জায়গা পেলে থাকব।'

প্রাণ-খোলা হাসি দিল আগন্তুক। 'ওখানে সব হোটেলেই জায়গা পাবে; তবে ব্ল্যাক জশের হোটেলে ওঠাই ভাল—চামড়া কালো হলেও ওর মনটা সাদা। দামও কম—আর ওর বউ রান্না জানে বটে। উঃ, বেশ গরম পড়েছে, তাই না?'

মাথার হ্যাট খুলে নিজেকে বাতাস করছে লোকটা। বিস্ময়ের সাথে এরফান লক্ষ্য করল ছেলেটার বয়স বিশের বেশি হবে না, তবু তার চুলগুলো বুড়ো মানুষের মতই সাদা।

'তোমাকে অনেক ধন্যবাদ—ফ্রস্টি,' বলল সে।

এবার অন্যজনের বিস্মিত হওয়ার পালা। 'তুমি আমার নাম কিভাবে জানলে?' ছেলেটা জানতে চাইল।

'জানতাম না—তোমার চুল দেখে আন্দাজ করেছি।'

হাসল তরুণ। 'ঠিকই আন্দাজ করেছ। আমার চুলের কাহিনী তোমাকে না বলে পারছি না। ইণ্ডিয়ানদের কাজ—ওরা একদিন আমাদের কেবিন আক্রমণ করে বাবা-মাকে আমার চোখের সামনে কেটে ফেলল। তারপর একজন আমার সোনালী চুল ধরে ছুরি বের করল। ওর হাতের মুঠোতেই আমার চুল মুহূর্তে সাদা হয়ে গেল—ভয়ে। লোকটার চিৎকার আমাকে ছেড়ে ছুরি ফেলে দিল—ভাবল আমি অশরীরী কোন আত্মা। চট করে ছুরি তুলে ওর বুকে ঢুকিয়ে দিলাম। আমার বয়স তখন মাত্র পাঁচ।'

'আশা করি ওরাই ছিল তোমার একমাত্র বাবা-মা?' গম্ভীর মুখে বলল এরফান।

সুন্দর সাদা দাঁত বের করে হেসে হাত বাড়িয়ে দিল ছেলেটা। 'তোমাকে প্রতি মুহূর্তে আমার আরও ভাল লাগছে,' উৎফুল্ল স্বরে বলল সে। 'তুমি এই এলাকায় থাকলে আশা করছি আমাদের বন্ধুত্ব ভালই জমবে।'

'আমারও একই মত,' বলে ওর হাতটা গ্রহণ করল এরফান। 'আমার বিশ্বাস ডাবল কে বেশি দূরে নয়।' ঘোড়ার ব্র্যাণ্ডটা আগেই খেয়াল করেছে ও।

'মাত্র দশ মাইল। ওখানে জডি মসের খোঁজ ক'রো—ওটাই আমার নাম—তবে ফ্রস্টি বললেও চলবে।'

'আমার নাম এরফান। তবে, যাদের সাথে পরিচয় নেই তাদের জন্য নামের পর জেসাপ ব্যবহার করি। ব্ল্যাক জশ—তাই বললে না?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল ফ্রস্টি, একটু বিচলিত দেখাচ্ছে ওকে। 'শোন, আমি তোমার সাথে একটু তামাশা করছিলাম। ওটাই ডাগআউটের একমাত্র হোটেল—আর নেই। ডাগআউট নামটা যথার্থই স্বার্থক, একটা কাদার গর্ত ছাড়া ওটা আর কিছুই নয়। সরি।'

'ভুলে যাও,' হাসল এরফান। 'বাপ-মাকে ওভাবে হারিয়ে…'

অস্থিরভাবে হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিয়ে দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হল জডি মস। আগে বাড়ল এরফান। এরই মধ্যে একজন বন্ধু আর একজন শত্রু জুটিয়ে ফেলেছে সে।

তিন

পাইন বনের ছায়া থেকে বেরিয়ে সামনে একটা খোলা জায়গা এরফানের চোখে পড়ল। ওয়্যাগন রাস্তার দুপাশে ঘর-বাড়ি ছড়ান রয়েছে। কুড়াল দিয়ে কাটা কাঠ থেকে তৈরি কাঁচা বাড়ি। ছাপরার ছাদে মাটির ছাউনি। ক্রীক থেকে বেরিয়ে শহরের দিকে এগোল সে। তার কেবলই মনে হচ্ছে কেউ লক্ষ্য করছে ওকে।

একটা দোকানের পর কামারশালা, এবং তারপরেই সে যা খুঁজছে পেয়ে গেল। ওটাই সবচেয়ে বড় দালান—দোতালা। শক্ত কাঠের গুঁড়ি দিয়ে

তৈরি। উঁচু বারান্দার ওপরও ছাদ রয়েছে। উপরে একটা সাইনবোর্ড ঝুলছে: ব্ল্যাক জশের সেলুন। বাইরে হিচ রেইলের সাথে ডাবল কে ব্র্যাণ্ডের একটা ঘোড়া বাঁধা। ভিতরে ঢুকল এরফান।

প্রখর রোদ থেকে এসে ঘরের কিছুটা অন্ধকার পরিবেশ ভালই ঠেকছে। ওটা টিপিক্যাল একটা ওয়েস্টার্ন সেলুন। লম্বা বার, পিছনের শেলফ-গুলোতে থরে থরে চকচকে বোতল সাজান। ঝুলান কেরোসিন বাতির আলোয় ঘরটা আলোকিত। দেয়ালে কিছু সাধারণ ছবি আর আয়না ঝুলছে। ভিতরে একটা বিশাল দেহ নিগ্রো ছাড়া আর কেউ নেই। খদ্দের দেখে লোকটার চেহারা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'হাওডি স্যাহ্, আমাদের ডাগআউটে স্বাগতম!' গমগমে কণ্ঠে বলল সে।

মৃদু হেসে টেবিলের ওপর একটা ডলার রাখল এরফান। 'হুইস্কি,' বলল সে। 'ভাল হুইস্কি।'

'এখানে ভাল ছাড়া আর কিছু বিক্রি করা হয় না, স্যাহ্,' জবাব দিল কালো লোকটা। 'ভাল মদ, খাবার, বিছানা আর ভদ্র ব্যবহার—এই মিলিয়েই আমি, ব্ল্যাক জশ।'

ড্রিঙ্কটা চেখে দেখল এরফান···পশ্চিমে যেসব রদ্দি মাল বিক্রি হয় তার-চেয়ে ওটা অনেক উন্নত মানের। 'জডি মসের কাছেও আমি ওই রকমই শুনেছি।' কৌতূহল নিয়ে জশুয়ার দিকে চেয়ে আছে এরফান।

আবার একটা আন্তরিক হাসি দিল ব্ল্যাক জশ। 'ওহ, ফ্রস্টি বলেছে? যাক, জীবনে অন্তত একবার সে সত্যি কথা বলেছে!'

'ওই ভাল জিনিসগুলো সবই আমার দরকার, সেইসাথে একটা আস্তা-বলও দরকার।'

'বাড়ির পিছনেই ওটা, স্যাহ্। আমি ঘোড়াটা নিয়ে—'

'কিন্তু বিধবা হলে তোমার বউ আমার জন্য খাবার রান্না করার আগ্রহ হারাবে,' হেসে বলল এরফান। 'তারচেয়ে ওটা আমিই খুঁজে নিচ্ছি।'

অল্পক্ষণ পরেই রাইফেল, জিন আর কম্বল নিয়ে ফিরে এল। মালিক পথ দেখিয়ে উপর তালায় নিয়ে গেল ওকে। কামরায় ঢুকে মাত্র জিনিসপত্র নামিয়ে রেখেছে, অমনি নিচে থেকে গুলির আওয়াজ শোনা গেল। দুজনেই একসাথে ছুটে নিচে নেমে এল। চারজন লোক বারে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে

আছে। ওদের একজনের পিস্তল থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। লোকটা জশকে দেখে ভেংচি কাটল।

'আমাদের এভাবে অপেক্ষায় রাখার মানে কি, কালো কুত্তা?' গর্জে উঠল সে। 'তোমাকে গুলি করে মারা উচিত।'

কাঁপছে ব্ল্যাক জশ। কিন্তু সেটা ভয়ে না রাগে, ঠিক বুঝল না এরফান। বিড়বিড় করে উপরে ঘর দেখাতে যাওয়ার কথা বলে একটা বোতল আর গ্লাস বের করল জশ। একটা টেবিলে বসে সিগারেট তৈরির ফাঁকে লোক-গুলোর ওপর নজর রেখেছে এরফান। কঠিন চেহারার টাউট ওরা। আইন-শৃঙ্খলাহীন দেশে মাত্র কয়েক ডলারের জন্য কারও গলা কাটতে ওদের এক-টুও বাধবে না। পরনে দেশের উপযোগী ফ্ল্যানেল শার্ট আর ঘরে বোনা ট্রাউজার্স। উঁচু বুটের ভিতর গোঁজা রয়েছে ওদের প্যান্ট। কাত করা হ্যাট, আর কোমরের বেল্ট থেকে বেরিয়ে আছে ভারি পিস্তলের বাঁট। প্রত্যে-কের বুকের ওপর রক্ত-লাল চামড়ায় তৈরি একটা শয়তানের মূর্তি আঁটা। শিঙ আর লেজও রয়েছে। ওটা দেখে এরফানের ঠোঁটে একটা ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠল।

যে লোকটা সেলুনের মালিককে ধমকেছে, তাকেই দলপতি বলে মনে হচ্ছে। ওর চেহারা দেখলে গা শিউরে ওঠে। ফোলা মুখে সাপের মত ঢেউ-খেলান কালো চুল। বাম দিকের গালে ভুরু থেকে চিবুক পর্যন্ত একটা কাটা দাগ। সম্ভবত ছুরির ক্ষত, শুকানোর সময়ে ঠোঁটে টান পড়ে মুখ-টাকে বাঁকা করে তুলেছে। সঙ্গীরা ওকে 'গালকাটা' নামেই ডাকছে।

একটা ড্রিঙ্ক শেষ করে আবার গ্লাসে মদ ঢালল ওরা। বারের সাথে অলসভাবে হেলান দিয়ে বারবার এরফানের দিকে উদ্ধত দৃষ্টিতে চাইছে। ড্রিঙ্কের দাম মেটায়নি ওরা।

'এদিককার খবর কি, নিগার?' গালকাটা জিজ্ঞেস করল।

'কোন খবর নেই, স্যাহ্। শহর একেবারে ঠাণ্ডা।'

লোকটা সঙ্গীদের দিকে চাইল। 'একটু গরম করা দরকার, না? আমা-দের আরও ঘনঘন এখানে আসা উচিত।'

'ঠিক বলেছ,' স্বীকার করল একজন। 'জশ আমাদের আপ্যায়ন করবে, অ্যা?' প্রশ্নটা মালিকের দিকে ছুঁড়ে দিল সে।

আমতা আমতা করে জশ বললো, 'ব্যবসার খদ্দের পেলে আমি সব সম-

যেই খুশি।'

কথাটা শুনে সবাই হাসিতে ফেটে পড়ল। প্রশ্নকারী উচ্ছ্বসিত হয়ে গাল-কাটার পিঠে একটা চাপড় মেরে চেঁচিয়ে বলল, 'শোন ওর কথা। খদ্দের! আমাদের খদ্দের ভেবেছে ও। এস, এর ওপরই আর এক রাউণ্ড মদ খাওয়া যাক। না, এবার আমার দাম-না-দেয়ার পালা।'

বোতলটা তুলে চলকে মদ ফেলে গ্লাসগুলো ভরল। গ্লাস শেষ করে ওদের লীডার জশের দিকে ফিরল।

'তাহলে আমাদের বলার মত কোন খবরই তোমার কাছে নেই? নতুন যে লোকটা এখানে উঠেছে সে কে? কি চায় এখানে?'

চারজন গুণ্ডার চোখই জশের উপর। বেচারার অপ্রস্তুত অবস্থা ওরা উপভোগ করছে। হঠাৎ একটা গুলির আওয়াজ হল। গালকাটা চট করে হাত উঠিয়ে নিজের ঘাড়ের পিছন দিক ছুঁয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

'ব্যাপারটা কি?' চিৎকার করে উঠল সে।

যাকে প্রশ্ন করা হল সে চেয়ারটাকে পিছনে কাত করে দেয়ালে ঠেকিয়ে বসে নিশ্চিন্তে শূন্যে পা দোলাচ্ছে। ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি। ওর কোমরের কাছে ধরা পিস্তলটা থেকে অলস গতিতে উপরে উঠছে ধোঁয়া।

'তোমার ঘাড়ের ওপর একটা বিছা ছিল,' শান্ত স্বরে ব্যাখ্যা করল এরফান। 'ওগুলো আমি একদম দেখতে পারি না—লেজে দারুণ বিষ। ইশ্, একটা মাকড়সাও রয়েছে দেখছি।' সামান্য নড়েই পিস্তলটা আবার গর্জে উঠল। বিস্মিত দর্শকরা দেখল দেয়ালে যেখানে গুলি গেঁথেছে, সেখানে একটু লালচে রস লেপটে রয়েছে—ওটার চারপাশে মাকড়সার কয়েকটা পা দেখা যাচ্ছে। 'মিস্টার,' এবার ল্যাণ্ডলর্ডের উদ্দেশে বললো সে, 'তোমার এখানে দেখছি পোকা-মাকড়ের ছড়াছড়ি।'

বারে দাঁড়ান চারজনের দিকে চেয়েই মন্তব্যটা করেছে এরফান, কিন্তু অপমানটা ওরা গায়ে মাখল না। অন্য তিনজন, সঙ্গীর ঘাড়ে কোন বিছা দেখেনি। কিন্তু যে লোক বসা অবস্থায় তাক না করেই দশকদম দূরে মাকড়-সা মারতে পারে তার সাথে তর্ক চলে না। গালকাটা একটা ভেঙচি কেটেই সন্তুষ্ট থাকল।

'কাজটা একটু বোকার মতই করেছ, বিদেশী,' নরম সুরে বলল সে। 'আমি মারাও পড়তে পারতাম।'

'ঠিক, আমি চাইলে মারা পড়তে,' জবাব দিল এরফান। 'শুনলাম আমার ব্যাপারে তুমি কৌতূহলী?'

'না, না। তোমার ব্যাপারে আমার মোটেও জানার আগ্রহ নেই,' মিথ্যা বলল সে।

'জেনে খুশি হলাম,' বলল এরফান।

বড়বড় চোখ করে এতক্ষণ স্রোত কোনদিকে বয় দেখছিল জশ। গাল-কাটা এবার ওর দিকে ফিরে প্রশ্ন করল, 'বাইরে ডাবল কে ঘোড়াটার আরোহী কোথায়?'

প্রশ্নের কোন জবাব আসার আগেই বারের ভিতর দিককার দরজা খুলে একটা মেয়ে ভিতরে ঢুকল। বারে লোকজন রয়েছে দেখে ইতস্তত করল—তারপরেই চিবুকটা একটু তুলে ধরে এগিয়ে এল।

'আমার এখন যাওয়ার দরকার, জশ,' বলল সে। 'নইলে বাবা চিন্তা করবে। তুমি তো তাকে ভাল করেই জান।'

'ভাল করেই জানি, মিস জুলিয়া,' জবাব দিল জশ। 'বিশেষ করে তোমার বেলায় কর্নেল ক্রুপ দুশ্চিন্তায় সবার সেরা। তুমি পেগির সাথে দেখা করতে আসায় আমি কৃতজ্ঞ।'

'বাজে কথা…ওর হাতে তৈরি কেক খাওয়ার জন্য দশ মাইল যাওয়াও সুখের,' হেসে বাইরের দরজার দিকে এগোল মেয়েটা।

তাড়াতাড়ি সরে পড়তে চাইছে ও। লোকগুলোকে যদিও চেনে না, ওই ব্যাজ তার চেনা। তাই অস্বস্তি বোধ করছে। মেয়েটা ঘরে ঢোকার পর থেকে এতক্ষণ ওরা চুপ করেই ছিল, কিন্তু ওদের নির্লজ্জ চাহনি দেখেই বোঝা যায় ওরা কি ভাবছে।

ওদের অবশ্য বড় একটা দোষ ধরা যায় না, কারণ মেয়েটা আসলেই দেখতে অপূর্ব। বয়স এখনও বিশ হয়নি, মাঝারি উচ্চতা, সুঠাম সোজা দেহ—চলার ভঙ্গি হরিণীর মত সাবলীল। সুন্দর সরু-কোমরের শার্ট, রাই-ডিঙ-স্কার্ট, স্পারওয়ালা বুট, সবই ওর তরুণ কাঠামোতে চমৎকার মানি-য়েছে। চওড়া হ্যাটের তলায় কোঁকড়া সোনালী চুল উঁকি দিচ্ছে। যেকোন পুরুষের কাছেই মেয়েটাকে ভাল লাগার কথা। গালকাটাও তার ব্যতিক্রম নয়। মেয়েটা এক পা এগোতেই ওর পথ রোধ করে দাঁড়াল সে।

'এক মিনিট,' জোরাল স্বরে বলল গাল-কাটা। নিজের কোমরে দুহাত

রেখে মেয়েটাকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখল। নেশায় লাল হয়ে ওঠা চোখ দুটো লালসায় চকচক করছে। 'তাহলে তুমিই কেনেথ ক্রুপের মেয়ে, অ্যাঁ? তোমার কথা আমি শুনেছি।'

বুকের ভিতরটা ভয়ে ঢিপঢিপ করলেও মেয়েটার চাহনি বা কণ্ঠস্বরে তা মোটেও প্রকাশ পেল না।

'তুমি শুনলেও আমি তোমার কথা শুনিনি,' জবাব দিল সে।

'হতে পারে, কিন্তু অসুবিধা নেই—এখনই সেটা ঠিক করে নিচ্ছি। আমার নাম কনার্ড। এমন কানা জায়গায় তোমার মত জিনিস আছে জানলে আরও ঘন ঘন এদিকে আসতাম। এস, একটা ড্রিঙ্ক নিয়ে দুজনে পরিচিত হই।'

মেয়েটার গাল লাল হয়ে উঠল, কিন্তু সংযম হারাল না। 'তোমার সাথে পরিচিত হওয়ার কোন ইচ্ছা আমার নেই,' জানাল সে। 'এখন পথ ছেড়ে আমাকে যেতে দাও।' কিন্তু লোকটার নড়ার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। বরং কনার্ডের সঙ্গীরা পিছন থেকে ওকে ঘিরে ফেলছে।

আমাদের র‍্যাঞ্চের কেউ এখানে থাকলে তোমাকে ভদ্রতা শিখিয়ে ছেড়ে দিত,' বলল মেয়েটা।

'কিন্তু তা যখন নেই, তখন তুমিই কিছু শিক্ষা নাও,' জবাব দিল গাল-কাটা কনার্ড। 'শুরুতে একটা ছোট্ট কিস্ দাও দেখি?'

এই প্রথম জুলিয়ার চোখে ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠল। বুঝতে পারছে লোকটা মিথ্যা হুমকি দিচ্ছে না। মদের প্রভাব আর জুলিয়ার রূপ ওর কামনাকে জাগিয়ে তুলেছে। ঝুঁকে এগিয়ে এল সে—বিকৃত ঠোঁটে একটা পাশবিক হাসি ফুটে উঠেছে। মরিয়া হয়ে সাহায্যের আশায় জশের দিকে চাইল মেয়েটা। কিন্তু নিগ্রো লোকটা আতঙ্কে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে আছে। সে জানে বাধ সাধতে গেলে নির্দ্বিধায় তাকে গুলি করা হবে। কনার্ডের হাত দুটো মেয়েটার কাঁধ ধরার জন্য এগিয়ে আসছে। এই সময়ে একটা শান্ত কণ্ঠস্বর ওকে বাধা দিল।

'থাম।' স্বর না চড়িয়ে বলে চলল এরফান, 'মানুষ, মাকড়সার চেয়ে অনেক বড় টার্গেট—তোমাদের চারজনকে শেষ করতে আমার চার সেকেণ্ডও লাগবে না। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, ভোঁদড় মরলেও বাজে গন্ধ ছড়ায়।'

নতুন লোকটার কথা ওরা ভুলেই গিয়েছিল। এখনও চেয়ার কাত করে

একই ভাবে বসে আছে সে। ওর হাঁটুর ওপর খোলা পিস্তলটা লেভেল করে ধরা আছে। গাল-কাটার ধারণা হচ্ছে ওটা তার দিকেই তাক করা আছে। তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে নিল সে।

'যাক, সময় মতই হাত সরিয়েছ,' বলল এরফান, 'আর একটু দেরি হলেই তোমাকে আমাদের মাঝখান থেকে বিদায় নিতে হত।'

'তুমি আবার এর মধ্যে গুঁতোতে এলে কেন?' বিরক্তি প্রকাশ করল কনার্ড। 'এটা কি তোমার পেশা?'

'না, তবে বলতে পার নেশা। চোখের সামনে মেয়েদের অপমান আমি সহ্য করি না,' জবাব দিল এরফান। তারপর জুলিয়ার উদ্দেশে বলল, 'এগিয়ে যাও, ম্যাম; কেউ তোমার পথ আটকালে তার লাশের উপর দিয়ে টপকে চলে যাও।'

এরফানের কথায় মেয়েটার পথ সম্পূর্ণ পরিষ্কার হল। এরফানকে একটা কৃতজ্ঞতার হাসি উপহার দিয়ে দরজার দিকে এগোল জুলিয়া। ব্ল্যাক জশ ওর কাছে গিয়ে বিড়বিড় করে নিজের অক্ষমতার জন্য ক্ষমা চেয়ে মেয়েটাকে বিদায় করল। ফিরে এসে দেখল তখনও নতুন লোকটার নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে সব। গালকাটা ভাবল মেয়েটা নিশ্চয় এখনও বেশিদূর যেতে পারেনি, তাড়াতাড়ি বেরোতে পারলে ওকে ধরা যাবে।

'পাখি তো উড়ে গেছে, এবার তাহলে আমরাও যাই?' অনুমতি চাইল সে।

হাসল এরফান। 'তুমি কি আমাকে গাধা পেয়েছ? তাছাড়া মদের দামও তোমরা মেটাওনি।'

'দাম?—ব্ল্যাক জশকে?' ছ্যাঁৎ করে উঠল কনার্ড। 'আমি—'

'ওটা বাকির খাতায় লেখা হবে, স্যাহ,' উদ্বিগ্ন স্বরে বলে উঠল বারের মালিক।

'আজকেরটা খাতায় যাবে না, এটা আলাদা,' রায় দিল এরফান। 'চার রাউণ্ড, পঁচিশ সেন্ট হিসেবে চার ডলার। দাম মিটিয়ে দাও।'

'পঁচিশ? হুইস্কি পনেরো করে,' প্রতিবাদ করল একজন।

'এটা ভাল মাল—তোমাদের জন্য পঁচিশ।'

'আমাদের কাছে একটা সেন্টও নেই—জশকে অন্যান্যবারের মত এবারও আমাদের বিশ্বাস করতে হবে,' বলল কনার্ড।

'নিশ্চয়, স্যার—' শুরু করল বার-মালিক।

'তা হবে না,' জোরাল কণ্ঠে বাধা দিল এরফান। 'তোমরা বন্ধক হিসেবে পিস্তল জমা রাখতে পার।'

এই অভাবনীয় প্রস্তাব শুনে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেল ওরা। 'চারটা পিস্তল জমা রাখতে হবে সামান্য চার ডলারের জন্য?' ওদের মধ্যে ট্যারা লোকটা খেপে উঠল। 'সাহস আছে তোমার।'

'আমার হাতে একটা পিস্তলও আছে,' স্মরণ করিয়ে দিল এরফান। 'এবং এটা শুধু চার ডলারের ব্যাপার নয়; তোমাদের প্রত্যেকের দশ ডলার করে পড়বে—আমার বিশ্বাস তোমাদের আগেরও কিছু বাকি রয়েছে। জশ, চটপট কাজে লেগে যাও।'

খদ্দেরকে নিরস্ত্র করাটা ওর মোটেও পছন্দ হচ্ছে না, তবু আদেশ অমান্য করল না সে। এরমধ্যেই জশ বুঝে নিয়েছে ওই গম্ভীর নতুন অতিথির সাথে তর্ক করা চলে না। ক্রুদ্ধভাবে ওরা অত্যাচারটা মেনে নিল।

কনার্ড মন্তব্য করল, 'তৈরি পিস্তল হাতে থাকলে সবাই বাহাদুরি দেখাতে পারে। তোমার হাতে—'

চেয়ারের সামনের পায়া দুটো সশব্দে মেঝেতে আছড়ে পড়ল। তিন সেকেণ্ডে বারের কাছে পৌঁছে নিজের পিস্তলগুলো জমা দিল এরফান। ওর নিখুঁতভাবে কামানো রোদে পোড়া মুখটা কঠিন, আর চোখ দুটো ভয়াবহ দেখাচ্ছে।

'ওগুলো রাখ, জশ, এর মধ্যে নিজেকে জড়িও না,' আদেশ করল এরফান জেসাপ। 'এই ক'টা শিয়ালকে আমি একাই সামলাতে পারব।' ঘুরে দাঁড়াল সে। 'কি যেন বলছিলে?'

কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ওরা। এরফানের এভাবে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করায় অভিভূত হয়ে পড়েছে। ওদের বিশ্বাসই হচ্ছে না চারজনের বিরুদ্ধে একা মোকাবেলা করার জন্য কেউ স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসতে পারে। গালকাটা কনার্ডই প্রথম বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে নিল। খুশিতে চকচক করছে ওর চোখ।

'নিজেকে খুব বাহাদুর ভাব, না?' বলল সে। 'আমরা চারজনে মিলে তোমাকে তুলো-ধোনা করে ছেড়ে দেব।'

বিড়বিড় করে একটা গাল বকে অলস ভঙ্গিতে বারে দাঁড়ান লোকটার

দিকে এগোলো এরফান—ওদের আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করল না। দ্রুত এক পা এগিয়েই প্রচণ্ড একটা ডান-হাতি ঘুসি মারল ওর চোয়ালে। যেন জোড়া পায়ে ঘোড়ার লাথি খেয়েছে—গোড়ালির ওপর একমুহূর্ত টলমল করে জ্ঞান হারিয়ে ঝপ করে মেঝেতে পড়ল লোকটা।

'একজন গেল,' বলে হালকা পায়ে কামরার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল এরফান। ওখানে তাকে কোণঠাসা করতে পারবে না ওরা। 'এগিয়ে এস, হতচ্ছাড়ার দল—নাকি আমিই একে একে তোমাদের টেনে নিয়ে আসব?'

খোঁচায় কাজ হল, সে যা চেয়েছিল তাই ঘটল। অন্ধ রাগে তিনজনই একসাথে ছুটে এল এরফানের দিকে। লাফিয়ে সরে ওদের পথের ওপর একটা টেবিল উল্টে দিল এরফান। এতে ওদের আক্রমণ ঠেকল তো বটেই, বিভক্তও হল। গাল-কাটা আর ট্যারা টেবিলের একপাশ দিয়ে এগোলো—বাকি লোকটা অন্য পথ ধরল। এমনই আশা করেছিল জেসাপ। এক লাফে এগিয়ে তৃতীয় লোকটা তৈরি হওয়ার আগেই বাম হাতে ওর মুখে ঘুসি মারল। ঘুসি খেয়ে মাথাটা পিছিয়ে গেল। ডান হাতের ঘুসিটা পড়ল সোলার প্লেক্সাসে—ঠিক পেটের ওপর পাঁজরের সন্ধিস্থলে। প্রচণ্ড মারে দু'-ভাঁজ হয়ে মেঝেতে পড়ে যন্ত্রণায় গড়াগড়ি করছে লোকটা।

'দুজন গেল,' গম্ভীর স্বরে বলল এরফান।

লোকগুলোকে খেপিয়ে তোলাই ওর উদ্দেশ্য। কারণ মারপিটে যারা মাথা ঠাণ্ডা রাখে তাদের হারান কঠিন। অধৈর্য হয়ে ট্যারা লোকটা ঝুঁকে বসার টুল তুলে ছুঁড়ে মারল। ওটা আসতে দেখে মাথা নিচু করে কাটাল এরফান। পিছনে কাঠের দেয়ালে বাড়ি খেয়ে টুলটা জ্বালানি কাঠে পরিণত হল। কিন্তু এরফানের ছোঁড়া টুলটা কাটাবার সময় পেল না সে। টুলের পায়া ওর কপালে জোর আঘাত হানল—ফাইট থেকে বাতিল হয়ে মেঝেতে পড়ল ট্যারা লোকটা।

'তিন নম্বর,' বলে হাসল এরফান। 'এবার সমান-সমান দাঁড়াল—কি বল? এস, তোমার বখরাটা নিয়ে যাও।'

সঙ্গী তিনজনের অবস্থা দেখে একটু হকচকিয়ে গেলেও জিদের বশে সে এগোল। এতক্ষণ নতুন লোকটা অনেক চমক দেখিয়েছে; এবার তাকে কিছু চমক দেখাবে কনার্ড। সাবধানে, দরকার হলে লাফিয়ে সরে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়েই এগোচ্ছে। একটু একটু করে কাছে সরে আসছে। ওর

মতলবটা ঠিক বুঝতে পারছে না এরফান। জশের চিৎকারে ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝল।

'ছুরি! সাবধান।'

তাহলে কারণ এই? ডান হাতটাকে ওর নজর থেকে আড়ালে রাখার জন্যই কাঁকড়ার মত অদ্ভুত ভঙ্গিতে এগোচ্ছিল লোকটা। সময় মতই এরফানকে সতর্ক করেছে জশ। নিগ্রোর কথা শেষ হওয়ার আগেই ছয় ইঞ্চি ব্লেডের ছুরিটা বাগিয়ে ধরে ঝাঁপিয়ে পড়ল কনার্ড। ঝট করে বাম হাত দিয়ে ছুরিশুদ্ধ নেমে আসা কব্জি ধরে ঠেলে উপরে তুলে ডান হাতে থুতনির ওপর একটা আপার কাট মারল। মেঝের ওপর বেজে উঠল ছুরি। ওকে ছেড়ে একটু পিছিয়ে, টেনে ওর নাকে আর একটা প্রচণ্ড ঘুসি বসাল এরফান। থেঁতলে গেল নাক—দড়াম করে উল্টে পড়ে গেল সে।

কাউন্টারের পিছন থেকে বেরিয়ে এসে পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করল জশ। তারপর উদ্বিগ্ন স্বরে বলল, 'আমার মনে হয় ওদের সবাইকে তুমি মেরে ফেলেছ, স্যাহ।'

'আরে না, ওদের কেউই বিশেষ চোট পায়নি—বেশি মদ খেয়েছে বলেই এই অবস্থা,' জবাব দিল এরফান। জশের হাত থেকে নিজের পিস্তল দুটো খাপে রাখতে রাখতে বলল, 'এখনই দু'একজনের জ্ঞান ফিরে আসছে। জায়গাটা যখন আমিই নোংরা করেছি, তখন আমারই পরিষ্কার করা উচিত।'

মেঝের স্থির দেহগুলোতে কিছুটা জীবনের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে এখন। একজন কোনমতে নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াল। পর মুহূর্তেই টের পেল কলার আর বেল্ট ধরে তাকে দরজার কাছে নিয়ে ছুঁড়ে সিঁড়ির ওপর গড়িয়ে বাইরে ফেলে দেয়া হল। বাইরের নরম বালুতে লাঙল চষল লোকটার নাক। কয়েকজন দর্শক হাততালি দিয়ে খুশিতে চিৎকার করে উঠল।

হাততালি আর চিৎকারের শব্দে কি ঘটছে দেখার জন্য আরও লোকজন বেরিয়ে এল। ওরা এসে দ্বিতীয় লোকটাকে একইভাবে পড়তে দেখল। তৃতীয় এবং চতুর্থজনেও একই দশা হল।

চতুর্থ লোকটা হামাগুড়ি দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পাকান মুঠো ঝাঁকিয়ে শাসাল। লোকটাকে চিনতে পেরে দর্শকদের আনন্দিত চেহারায় দুশ্চিন্তার ছায়া দেখা দিল।

'গালকাটা কনার্ড,' বিড়বিড় করে উচ্চারণ করল ডাগআউটের কামার, বিল। 'লোকটা বোঝেনি কোথায় হাত দিয়েছে। এবার ডাগআউটের ওপর বিপদ নেমে আসবে।'

সেলুনের দরজায় এরফানকে দেখা গেল। বুড়ো আঙুল দুটো বেল্টের ভিতর ঢুকান। ওর পিছনে সেলুনের মালিক জশকে নার্ভাসভাবে এপাশ ওপাশ করতে দেখা যাচ্ছে।

ওদের চারজনের উদ্দেশে চিৎকার করে এরফান সবাইকে শুনিয়ে বলল, 'আমি এই এলাকায় কিছুদিন থাকব। আগেই সাবধান করে দিচ্ছি, ব্ল্যাক জশের যদি কিছু ক্ষতি হয় তবে তোমাদের প্রত্যেককে আমি জাহান্নামে পাঠাব। যাও, সময় থাকতে ভেগে যাও।'

ওরা অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত ওখানেই দাঁড়িয়ে রইল এরফান। চারজনই পশ্চিমের নিচু পাহাড়গুলোর আড়ালে চলে গেলে জশের দিকে ফিরল সে। 'তোমার চারজন খদ্দের তাড়ালাম আমি,' বলে হাসল।

'ভালই করেছ,' জবাব দিল ব্ল্যাক জশ। 'ওই শয়তানের বাচ্চাগুলো পয়সা দিয়ে কিছুই কেনে না।'

লোকজন খবর জানার জন্য সেলুনের দিকে এগোল। ব্ল্যাক জশের ওপর ব্যাখ্যার ভার ছেড়ে দিয়ে নিজের কামরায় চলে গেল এরফান।

চার

এরফানের কামরাটাকে বিলাসী বলা যায় না। ঘরে কেবল একটা খড়ের গদির বিছানা, একটা চেয়ার, এক বালতি পানি, সাবান আর তোয়ালে রয়েছে। কিন্তু সবই তকতকে পরিষ্কার।

জানালা দিয়ে পিছনের করালটা দেখা যাচ্ছে। ওখানে নিজের ঘোড়াটাও সে দেখতে পাচ্ছে। আপন মনে ঘাস খাচ্ছে ওটা। জানালা ঠেলে উপরে তুলে নিচের দিকে চাইল এরফান। মাটি ওখান থেকে বারো ফুট—দরকার হলে সহজেই ওই পথে বেরোন যায়। এখন পর্যন্ত ব্যাটারি লোগান ছাড়া আর সব কিছু ভালোয়-ভালোয় কেটেছে। যাদের সে পিটিয়েছে তারা রহস্যময় 'স্যাটানের' লোক। ওদের শায়েস্তা করতেই সে এসেছে, তাই ইচ্ছে করেই ওদের সাথে লেগেছে।

'স্যাটান' নামধারী লোকটার সম্পর্কে এরফানের ধারণা যদি সত্যি হয়, তবে যে লোক তার চার-চারজন গুণ্ডাকে একা পিটিয়েছে, তাকে সে নিশ্চয় দেখতে চাইবে। তাছাড়া কর্নেল ক্রুপ হয়ত ওই ঘটনায় তার প্রতি কিছুটা কৃতজ্ঞ থাকবে—এতে ব্যাটারির ব্যাপারটা ব্যালেন্স হবে।

এতক্ষণে বাস্তব চাহিদার দিকে এরফানের খেয়াল হল। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। নিচে নেমে দেখল বারের পিছনে বসার কামরায় ওর জন্য খাবার অপেক্ষা করছে। এরফান ঘরে ঢুকতেই কাউন্টারের পিছনে চকচকে চেহারার থলথলে নিগ্রো মহিলা মাথা ঝুঁকিয়ে ওকে সম্মান দেখাল।

'খাবারটা নষ্ট না হলেই বাঁচি,' বলল মেয়েটা। 'আমার কর্তাকে কতবার তাড়া দিলাম: খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, অতিথিকে ডেকে আন, কিন্তু সে তার বার নিয়েই মশগুল।'

'দোষ আমারই, ম্যাম,' হাসল এরফান। 'আমি জেগে-জেগেই স্বপ্ন দেখছিলাম। ওহ! মাংসটা দেখেই মনে হচ্ছে দারুণ হয়েছে।'

এরফান একগাল খাবার মুখে দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে মহিলা প্রস্থান করল। ওর কানে এরফানের প্রশংসা-ধ্বনি বাজছে। নিজের অজান্তেই নতুন অতিথির আর একজন বন্ধু জুটে গেল। তবে এরফান বাড়িয়ে প্রশংসা করেনি—খাবারটার স্বাদ আসলেই অপূর্ব।

খাওয়া শেষ করে বারে ঢুকল এরফান। জোর ব্যবসা চলছে। দুপুরের ঘটনাই সবার আলোচনার বস্তু। লম্বা-চওড়া কাঠামোর কামার এরফানকে দেখামাত্র এগিয়ে এল। লোকটার চেহারা রুক্ষ, কিন্তু কদর্য নয়।

'মিস্টার, আমার নাম বিল—তোমার সাথে আমি হাত মেলাতে চাই,' বলল সে। 'তুমি ওই মাতালগুলোকে যেভাবে শায়েস্তা করেছ; দেখেও সুখ।'

হ্যাণ্ডশেক করে নিজের নাম বলল এরফান। বিল আর সবার সাথে ওর পরিচয় করিয়ে দিল। লিয়াম ডাগআউটের একমাত্র স্টোরের মালিক। ক্রিসটি রেস্টুরেন্ট চালায়। শুকনো আর চুপচাপ লোক ডমিনিক—সে মালবাহী ওয়্যাগনের মালিক। বাইরের জগতের সাথে সে-ই যোগাযোগ রক্ষা করে।

'শহরের মালিক যে ওরা নয় এটা ওদের বুঝিয়ে দেয়ার সময় এসেছে,' মন্তব্য করল লিয়াম। 'কয়েক সপ্তাহ আগে আমার দোকানে ঢুকেছিল। কিছু জিনিসপত্র নিয়ে সোজা হাঁটা ধরল। দাম দেয়া হয়নি স্মরণ করিয়ে দিতেই কুৎসিত চেহারা করে বলল, "কেন, আমাকে বিশ্বাস করে বাকি দেয়া যায় না?" জানালাম আমি কাউকে বাকি দিই না। "তাহলে আজ থেকে শুরু কর," বলে আমার দিকে পিস্তল ধরে পিছু হেঁটে বেরিয়ে গেল। দশ ডলারের জন্য কে জীবন খোয়াতে চায়?'

'আজ ওরা ভালমত একটা শিক্ষা পেয়েছে। তবে হেল সিটিতে খবর পৌঁছানর পর একটা তোলপাড় হবে,' নিজের মতামত ব্যক্ত করল ক্রিসটি।

এরফান একটা প্রশ্ন করল—জবাব দিল লিয়াম।

'ওটা একটা চোর, গুণ্ডা আর বদমাশের আখড়া। আউট ল-দের জন্য একটা নিরাপদ আশ্রয়। যার রেকর্ড যত খারাপ ওখানে তার তত বেশী কদর। ওদের লীডার নিজের নাম দিয়েছে স্যাটান—কাজেও সে তাই। সে আর তার ইম্পের দল এদিককার পুরো এলাকা জুড়ে ত্রাসের রাজত্ব চালাচ্ছে। ওদেরই চারজনকে তুমি পিটিয়েছ।'

'তুমি কি ভাবছ ওরা মুখ খুলবে?' প্রশ্ন করল এরফান। 'আমি হলে তো ঠোঁটে ক্লিপ এঁটে থাকতাম।'

'স্যাটান ঠিকই জানতে পারবে, স্যার,' দুঃখের সাথে বলল জশ। 'সে সবই শুনতে পায়—লোকটা যাদু জানে।'

হেসে বারের ওপর শব্দ করে একটা স্বর্ণমুদ্রা রাখল এরফান। 'ওটাই তার যাদু, বাছা,' জবাব দিল সে। 'এই দুটোই পৃথিবীর সব থেকে বড় শক্তি।' একটা কার্তুজ বের করে মুদ্রার পাশে রাখল এরফান। 'সীসার গুলি যখন কোন মানুষের থেকে জীবন কেড়ে নেয় তখন পৃথিবীর সমস্ত সোনার বিনিময়েও তা আর ফিরিয়ে আনা যায় না। যাক, কথাটা স্যাটানের কানে পৌঁছলেও চিন্তার কোন কারণ নেই—চারজন লোক একজনের হাতে মার খেয়ে এসেছে শুনলে ওদের প্রতি তার কোন সহানুভূতি থাকবে না।'

'কথাটার মধ্যে যুক্তি আছে,' স্বীকার করল লিয়াম। 'শুধু বকা খেয়েই পার পেলে বলতে হবে ওরা যমের ওপর দিয়েই রেহাই পেয়েছে।'

'লোকটা কেমন?'

'যুবক—তোমার মতই বয়স—মাঝারি আকার, সব সময়ই মুখে একটা মুখোশ পরে থাকে। এমনকি নিজেদের লোকের মাঝেও! ঘোড়া চালান

আর গোলাগুলিতে সে সাক্ষাৎ শয়তানের দোসর বলে খ্যাতি আছে।'

'ব্যাস, ওর সম্পর্কে তোমরা এইটুকুই জান?'

এতক্ষণে স্বল্পভাষী ডমিনিক কথা বলল। 'আরও আছে,' বলল সে। 'আমরা জানি তাকে নিয়ে আলোচনা করা সে পছন্দ করে না।' কাষ্ঠ-হাসি হেসে এরফানের দিকে চাইল সে। 'মাসখানেক আগে নাইজেল মুখ খুলেছিল। দু'দিন পরে ওকে একটা গাছে ফাঁসিতে ঝুলতে দেখা গেল। ওর গেঞ্জির সাথে একটা 'রেড ডেভিল' পিন দিয়ে আটকান ছিল।'

ওই কথার সাথেই আলোচনার ইতি ঘটল। কার্তুজটা নিজের বেল্টে ভরে রেখে সোনার মুদ্রাটার দিকে দেখাল এরফান। 'জশ, আমার বিশ্বাস তুমি নিজেও একজন যাদুকর,' হাসল সে। 'ওটার ওপর হাত বুলিয়ে দেখ তো হুইস্কিতে পরিণত করা যায় কিনা। সবাইকে আমি ড্রিংক অফার করতে চাই।'

এই বদান্যতায় এরফানের জনপ্রিয়তা আরও বেড়ে গেল। সীমান্তের লোকজন নতুন লোককে সাধারণত সন্দিগ্ধ চোখে দেখে—সেটা কেটে গেল। ব্ল্যাক জশও ভয় ভুলে আবার হাসিখুশি হয়ে উঠল। কিন্তু সেলুন বন্ধ করার পর আবার ওর মুখটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।

সরাসরি কাজের কথায় এল এরফান। 'তোমরা সবাই আমার কাছে কিছু লুকাচ্ছ,' বলল সে। 'কে এই লোক, যাকে তোমরা সবাই এত ভয় পাও?'

মাথা নাড়ল নিগ্রো। 'আমি জানি না, স্যাহ্—কেউ জানে না। তবে অনেকে মনে করে সে কর্নেল ক্রুপের ছেলে হাভি।'

ভুরু উঁচাল এরফান। 'ডাবল কে র‍্যাঞ্চারের ছেলে? কেন?'

'ছেলের জন্মের সময়ে কেনেথ তার স্ত্রীকে হারায়,' ব্যাখ্যা দিল জশ। 'এজন্য ছেলেটাকে কোনদিন ক্ষমা করতে পারেনি কর্নেল। স্ত্রীকে খুব ভালবাসত সে। এতে পাথরের মত কঠিন হয়ে গেল তার মন। ছেলেটাও ওই ছাঁদেই গড়ে উঠল—গর্বিত আর জেদি। কিন্তু ছেলেটা কলেজের পড়া শেষ করে ফিরে আসার পরেই আসল গোলমাল বাধল। এটা চার-পাঁচ বছর আগের কথা। মালিকের ছেলে হওয়া সত্ত্বেও, তাকে একই বেতনে, সাধারণ র‍্যাঞ্চ কর্মচারীর মত কাজে যোগ দিতে হল। এ নিয়ে অবশ্য সে কোন প্রতিবাদ করেনি, তবে আমার মনে হয় পুবে অনেকদিন কাটিয়ে এখানকার

জীবন ওর কাছে একঘেয়ে লাগছিল। তিরিশ মাইল দূরে রেড রকে সে অনেক সময় কাটাত। শোনা যেত ওখানে হাভি ভীষণ মদ খেত আর চড়া বাজিতে জুয়া খেলত। তাসের টেবিলে জখম হল একজন। নিজের নামের খাতিরে হাভিকে কর্নেল ছাড়িয়ে আনল বটে কিন্তু জানিয়ে দিল ওর মুখ আর কখনও দেখতে চায় না সে। "ঠিক আছে," বলল সে। "আমার মুখ আর কখনও তুমি দেখবে না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে তোমার কথাতে চাবুক-খাওয়া কুকুরের মত আমি এই এলাকা ছেড়ে চলে যাব।"'

'ওই জন্যেই কি মুখোশের ব্যবস্থা?'

'সেই রকমই মনে হয়, স্যাহ্। অনেকদিন ওর কোন খবর আমরা পাইনি। পরে শুনলাম ডাবল কে-র একপাল গরু চুরি গেছে। গরু-চোরদের একজনের মুখে লাল রুমাল বাঁধা ছিল। খবর পাওয়া গেল পুরনো ইণ্ডিয়ান আস্তানায় কিছু লোক বাস করছে। ওই থেকেই হেল-সিটির জন্ম।'

'তোমার নিজের কি ধারণা, জশ?'

'আমার ভয় হয় ওটাই সত্যি, স্যাহ্,' অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলল সে। 'স্যাটান একবার ডাগআউটে এসেছিল। লোকটাকে দেখে আমার হাভি বলেই মনে হয়েছে। একই গড়ন, গলার স্বর, জামা-কাপড়। কথায় কথায় 'খুরছ আর ক্রিসমাসের কসম' বলা হাভির অভ্যাস—ওই লোকও তাই বলে।'

যা শুনল সেটাই কয়েক মুহূর্ত নিজের মনে নাড়াচাড়া করে দেখল এরফান। তারপর প্রশ্ন করল, 'তাহলে জুলিয়া মেয়েটা কে?'

'সে কর্নেলের এক পুরনো বন্ধুর এতিম মেয়ে। বছর দশেক আগে জুলিয়ার সমস্ত ভার নেয় কেনেথ,' জানাল জশ। 'আমার ধারণা কর্নেলের আশা ছিল মেয়েটাকে নিজের ছেলের সাথেই বিয়ে দেবে। এটা হচ্ছে না বলে ছেলের প্রতি কর্নেল আরও বিরক্ত।'

'মেয়েটা তো দেখতে খুব সুন্দর,' মন্তব্য করল এরফান।

'হ্যাঁ, রূপ আছে মেয়েটার,' স্বীকার করল ব্ল্যাক জশ। 'কর্নেল যদি ছেলেকে জোর করে বাধ্য করতে না চাইত তবে হয়ত আপনা-আপনিই এটা হত।'

এরফান মাথা ঝাঁকাল। 'হেল সিটিতে কখনও গেছ তুমি?'

'আমার মাথা খারাপ হয়নি, স্যাহ্,' বলল জশ। 'ওসব বাজে লোকের সাথে দেখা না হওয়াই ভাল। তাছাড়া কেউ চুপিচুপি ওদিকে যাওয়ার

চেষ্টা করলে গুলি খাওয়ার ভয় আছে।'

ওই সতর্কবাণীতে কোন কাজ হল না। 'ওটা আমার দেখতেই হবে,' বলে হাসল এরফান। আমার কৌতূহল হচ্ছে, তাছাড়া বলা যায় না, আমি হয়ত শেষ পর্যন্ত মিস্টার স্যাটানের সাথে যোগও দিতে পারি।'

নিজের কামরায় ফিরে গেল এরফান। ওর কথার শেষ অংশ শুনে হত-বুদ্ধি হয়ে উলের সোয়েটার চুলকাচ্ছে জশ।

ভোর বেলা বসার ঘরে এরফান নাস্তা শেষ করছে, এই সময়ে বার থেকে একটা জোরালো উৎফুল্ল গলার স্বর ওর কানে গেল।

'হ্যালো, জশ, তোমার এখানে নতুন একজন লোক উঠেছে—লম্বা গড়ন, চুল তোমার চামড়ার মতই কালো—দেখতে রাসলারের মত? হয়ত গরু চুরিই ওর পেশা।'

'মিস্টাহ জেসাপ, স্যাহ্,' শুরু করল বার-মালিক।

'হ্যাঁ, ওই নামেরই লোক,' মুখরভাবে বলল উৎফুল্ল লোকটা। 'ওকে গিয়ে জানাও ডাগআউটের শেরিফ এই মুহূর্তে তাকে দেখা করতে বলেছে।'

'ডাগআউটে আবার শেরিফ কবে থেকে হল?' প্রশ্ন করল জশ।

'মাত্র দশ মিনিট—আমাকে বিশেষ কাজের ভার দেয়া হয়েছে। দেখো, ও যেন জানালা দিয়ে না পালায়।'

'পাজি ছেলে। ওর কি অপরাধ?'

'কি করেনি সে? খুন, ঠগবাজি, সশস্ত্র ডাকাতি, তাসে জচ্চুরি, বৌ-ছেলেমেয়েকে অসহায় অবস্থায় ফেলে পালান, আর—'

'জডি মস নামে একটা বাজে লোকের সাথে তাকে মিশতে দেখা গেছে,' বারের পিছনে দরজায় দাঁড়িয়ে কথাটা শেষ করল এরফান। 'হাওডি।'

হাঁ করে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল ক্রস্টি। 'মারপিট না প্রেম? মুখে তো একটা দাগও দেখছি না,' বিড়বিড় করল সে। তারপর আবার বলল, 'একটু আগেই বিলকে বলছিলাম তোমাকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছি। সে আমাকে র‍্যাঞ্চের সব লোক নিয়ে আসার পরামর্শ দিল। বলল গতকাল তুমি নাকি স্যাটানের চার চ্যালাকে একাই পিটিয়ে কানে ধরে বের করে দিয়েছ।'

'ও তোমাকে বাড়িয়ে বলেছে,' বলল এরফান। 'আচ্ছা, তুমি মিছে-

কথা বলার চেয়ে ভাল পার, এমন কিছু নেই?'

'নিশ্চয়,' হালকা সুরে বলল ক্রস্টি। 'ড্রিঙ্ক লাগাও, জশ।' পকেটে হাত ঢুকিয়ে বিস্মিত চেহারা বানাল সে। 'হায়, আগামী বেতনের আগে আর টাকা নেই।'

'তুমি পিস্তল বন্ধক রাখতে পার,' প্রস্তাব দিল এরফান। বারের পিছনে জশের দিকে চেয়ে চোখ টিপে আবার বলল, 'এখানে এখন এই নিয়মই চালু হয়েছে। তাই না, জশ?'

'ওই নিয়মই হয়েছে,' জবাব এল।

খেপে উঠে জশের দিকে ফিরল জডি মস। 'এই দেশে কে ওতে রাজি হবে শুনি?'

'কেন, গালকাটা কনার্ড আর তার তিন সঙ্গী ওই শর্তেই মদ খেয়ে গেছে গতকাল,' জবাব দিল এরফান।

এতক্ষণে ডাবল কে রাইডারের কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। 'বিল তাহলে সত্যি কথাই বলেছে—তুমি ওদের শিক্ষা দিয়ে দিয়েছ!'

'একটু কথা কাটাকাটি হয়েছিল,' স্বীকার করল এরফান। 'যাওয়ার সময় তাড়াহুড়ায় ওরা পিস্তল ফেলে গেছে।'

প্রাণ-খোলা হাসি হেসে পিস্তল বের করে বারের ওপর রাখল ক্রস্টি। 'ড্রিঙ্ক আন, জশ,' বলল সে। 'নতুন নিয়মই চালু থাক।'

পিস্তলটা ঠেলে সরিয়ে দিল ব্ল্যাক জশ। 'নিয়মটা আমার বন্ধুদের জন্য নয়, স্যাহ্,' সংশোধন করল সে। 'এটা আমার তরফ থেকে।'

'হ্যাঁ, এবার বল, শেরিফ,' শুরু করল এরফান।

'ছাড় ওসব কথা,' হাসল সে। 'ডাগআউটে শেরিফের দরকার নেই, মরা শহরকে দাফন করার লোক দরকার।'

পরে ডাবল কে র‍্যাঞ্চে যাওয়ার পথে হঠাৎ এরফান প্রশ্ন করল, 'কর্নেল ক্রুপ আমার সাথে দেখা করতে চায় কেন?'

'এর কারণ খুঁজতে চারটা চোখের দরকার পড়ে না,' জবাব এল। 'কেন, তুমি তার মেয়েকে বিপদ থেকে রক্ষা করনি? তোমারই কপাল—এমন একটা সুযোগের জন্য আমাদের র‍্যাঞ্চের যে-কেউ একমাসের বেতন দিতেও রাজি।'

'নিশ্চয় নাকি,—আর বলতে হবে না,' এমন তিক্তভাবে বলে উঠল

এরফান, যে জডি মস অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল। 'কারও ধন্যবাদ আমার দরকার নেই ; আমি ফিরে যাচ্ছি।'

'তাহলে দলবল নিয়েই আমাকে আবার আসতে হবে,' বলল ক্রস্টি। 'বুড়ো যখন যা চায় সেটা তার পাওয়াই চাই—ছুনিয়া উল্টে গেলেও ক্ষতি নেই। তুমি কি তার কাছে আমাকে অপদার্থ প্রমাণ করতে চাও?'

নতুন বন্ধুর উপস্থিত বুদ্ধি দেখে ওর প্রতি এরফানের শ্রদ্ধা অনেক বেড়ে গেল। সে এমনই একটা যুক্তি তুলে ধরেছে, যার জবাব মাত্র একটাই।

'তুমিই জিতলে,' তৎক্ষণাৎ বলল সে। 'গতরাতে বারে ওরা হেল-সিটি সম্পর্কে আলাপ করছি—ওটা তুমি দেখেছ?'

'বাইরে থেকে—কিন্তু যা দেখেছি যথেষ্ট, আর চাই না।'

'ওদের বস কি তরুণ হার্ভি?'

ডাবল কে-র লোকটা কাঁধ ঝাঁকাল। 'গুজবে তাই শোনা যায়, আর যেটুকু চিহ্ন বা ইঙ্গিত পাওয়া গেছে তাতেও ওই রকমই ধারণা হয়। কিন্তু তার পরেও বলব আমি জানি না। হার্ভি খারাপ ছিল না—একটু বুনো আর জেদী ; এই যা। কোল্ট ঘোড়াকে পোষ মানাতে গিয়ে বেশি চাপ দিলে যেমন বিগড়ে যায়—এও তেমনি। কর্নেল বোঝেনি সে কি করছে। লোকটা ভাল র‍্যাঞ্চার, ভদ্রও, কিন্তু সে যদি স্বর্গেও যায়, আমি বাজি ধরে বলতে পারি সে ওটা নিজের ইচ্ছা মত চালাতে চাইবে।'

'ঘাড় ট্যারা?'

'যা বলেছ। আমার মনে হয় না লোকটা আশেপাশের কিছু দেখতে পায়। সে চেয়েছিল হার্ভি আর জুলিয়া জুটি বাঁধুক—অন্ধও দেখতে পেত পরিণতি ওই দিকেই এগোচ্ছে, কিন্তু তার তর সইল না। ওটাই তার দোষ, কোনকিছুতেই বিলম্ব তার সহ্য হয় না। আমি জানি এখনও সে আমাকে গাল দিচ্ছে, বিশ মাইল বিশ মিনিটে কেন ফিরতে পারিনি।'

পাঁচ

বড় বেসিনটার শেষ মাথায় বিশাল খোলা এলাকা জুড়ে ডাবল কে র‍্যাঞ্চ। লম্বা একটা ঘেসো জমি খুব ধীরে উঁচু হতে হতে দূরে চলে গেছে—ওদিকেই র‍্যাঞ্চ-হাউসের মুখ। বিরাট বড় পাইন গাছগুলো বাড়িটাকে রোদ থেকে

রক্ষা করছে। চওড়া একতালা বাড়ি—গাছের গুঁড়ি কেটে তৈরি হয়েছে ওটা। পুরো সামনের দিকটায় ছাদ দিয়ে ঢাকা বারান্দা। চিমনিগুলো পাথরের। বাঙ্ক-হাউস, গুদাম, কোরাল, এসব বাড়ি থেকে প্রায় একশো গজ দূরে। এগিয়ে যেতে যেতে আরোহী দুজন দেখতে পাচ্ছে বারান্দায় একজন লম্বা লোক অস্থির পায়ে পায়চারি করছে।

'বলিনি?' হাসল ক্রস্টি, 'ওই দেখ, আমাকে গাল দিয়ে স্টক ফুরিয়ে যাওয়ায় এখন পায়চারি করছে। যাই হোক, তোমাকে যদি কোন কাজ অফার করে, নিয়ে নিও। তোমাকে এখানে পেলে আমি খুব খুশি হব।'

'আমার তো ধারণা হচ্ছিল তুমি আমাকে ভয় দেখিয়ে ভাগাতে চাইছো।' হাসলো এরফান।

চোরা-চোখে একবার সঙ্গীর মুখটা দেখে নিল ক্রস্টি। 'আমি বলব সহজে ভয় পাওয়ার লোক তুমি নও। আমার কথায় বুড়ো সম্পর্কে ভুল ধারণা কর না। লোকটা ভাল, এজন্য আমরা সবাই গর্ব বোধ করি। তাছাড়া বেতন আর খাবারও ভাল।'

'ফোরম্যান—সেও কি ভাল?'

মুখ বাঁকাল ক্রস্টি। 'জশের পেটে কোন কথা থাকে না।'

'জশ ওর নামও উচ্চারণ করেনি। আমি জানতে চাই যার থেকে অর্ডার নেব সেই লোকটা কেমন।'

'ওর সাথে আমার ঠিক বনে না, তবে লোকটা নিজের কাজ ঠিকই বোঝে।' সরাসরি বলল ক্রস্টি।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই র‍্যাঞ্চ-হাউসে পৌঁছে ওরা ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল। কর্নেল ক্রুপের বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি, কিন্তু তার ঋজু দেহ আর পাতলা গড়নে বয়সের কোন ছাপ পড়েনি। খাড়া আর লম্বা নাক, ঘন ভুরুর নিচে তীক্ষ্ণ একজোড়া কালো চোখ। পাতলা, নিখুঁতভাবে কামানো ঠোঁট। পাকা চুলগুলো বেশ লম্বাই রেখেছে। সুন্দর সাদা লিনেনের স্যুট তাকে র‍্যাঞ্চারের চেয়ে ধনী প্ল্যান্টারের মতই দেখাচ্ছে।

'অভিজাত বংশ, দম্ভও আছে বোঝা যায়,' ভাবল এরফান। 'পছন্দ না হলে ওই লোক রাজার সামনেও মাথা নোয়াবে না।'

'বস, এই যে ওকে নিয়ে এসেছি,' ঘোষণা করল ক্রস্টি।

'আমার দুর্বল বুদ্ধিতেও সেটা ধরা পড়েছে,' গম্ভীর স্বরে জবাব এল।

‘আশা করি তুমি তাড়াহুড়া করনি।’ ওকে জবাব দেয়ার সুযোগ না দিয়ে অতিথির দিকে ফিরল কর্নেল। ‘তোমার ঘোড়াটা চমৎকার; মস ওটার যত্ন নেবে।’

মাথা নাড়ল এরফান। ‘কাজটা আমাকেই করতে হবে,’ বলল সে। ‘ঘোড়াটা কেবল একজনকেই মানে।’

ঘোড়ার পিঠ থেকে জিন নামিয়ে করালে ছাড়ার সময়ে মুখ কাঁচুমাচু করে দুঃখিত স্বরে ক্রস্টি বলল, ‘বলেছিলাম না ওর জিভে অনেক ধার?’

‘তুমি তো সেধে বকাটা খেলে—ওর কি চোখ নেই?’

এরফান একাই বারান্দায় ফিরল। আর বকা খাওয়ার শখ ক্রস্টির নেই।

চেয়ার দেখিয়ে র‍্যাঞ্চার বলল, ‘তোমার পছন্দ হলে আমরা এখানেই বসি—এদিককার দৃশ্যটা সুন্দর।’

এরফান চোখ তুলে চেয়ে দেখল সত্যিই তাই। কিন্তু বেশিক্ষণ দৃশ্য উপভোগ করার সুযোগ দিল না র‍্যাঞ্চার।

‘মিস্টার জেসাপ, আমি দু'দিক থেকে তোমার কাছে ঋণী। প্রথমত, আমার মেয়েকে অপমানের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য, আর দ্বিতীয়ত, আমাকে ধন্যবাদ জানাবার সুযোগ দেয়ার জন্য।’ পুরনো আমলের কায়দায় কুর্নিশ জানাল কর্নেল কেনেথ ক্রুপ।

‘ও কিছু নয়, স্যার,’ অস্বস্তিভরে প্রতিবাদ করল এরফান। ‘ভাগ্যক্রমে আমি ওখানে ছিলাম—ব্যাস।’

‘জুলিয়ার জন্য সেটা সৌভাগ্যের কথা,’ বলল কেনেথ। ‘জশের সার্ভিস ভাল, লোকটাও ভাল, কিন্তু বুকের পাটা নেই।’ কর্নেলের চোখ দুটো জ্বলে উঠল। ‘লোকগুলোর মরাই উচিত ছিল, অবশ্য তুমি নতুন মানুষ...’

‘ওদের কিছুটা শায়েস্তা করে দিয়েছি আমি,’ উল্লেখ করল এরফান।

‘হ্যাঁ, ঘটনার কথা আমি শুনেছি, স্যার,’ জবাব দিল কেনেথ। একটা সূক্ষ্ম হাসির রেখা ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে। ‘আমারও কিছু যায় আছে—এই এলাকায় কোথায় কি হচ্ছে সেসব খবর আমাকে রাখতে হয়। এটা নিছক কৌতূহল নয়। আচ্ছা, তুমি এই এলাকায় কি জন্য এসেছ?’

‘আমি একজন ব্যাংক কর্মচারী, প্রতিদিন সকালে একই দৃশ্য দেখতে দেখতে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম—তাই বেরিয়ে পড়েছি। এক জায়গায় বেশিদিন স্থির থাকতে পারি না, আবার পথে নামার চুলকানি ওঠে। বন্ধু বা

আত্মীয়স্বজন কেউ নেই আমার।’ সফলভাবে অ্যাসাইনমেন্ট শেষ করার বৃহত্তর স্বার্থে ওকে মিথ্যা বলতে হল। রাকা, জিম আর নীরার চেহারাগুলো একেএকে ভেসে উঠল ওর মনের পর্দায়।

মাথা ঝাঁকাল র‍্যাঞ্চার। এই টাইপের মানুষ সে চেনে, তাই সে জানত নির্দিষ্ট কোন তথ্য পাওয়া যাবে না। সাধারণ কাউবয় প্রায়ই যাযাবর প্রকৃতির—মনের তাগিদেই তারা নতুনের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। ব্যাখ্যাটা গ্রহণ করলেও পুরোপুরি মেনে নিতে পারছে না কর্নেল। সে নিশ্চিত যে কোমরে দুটো পিস্তল ঝোলান শক্ত-সমর্থ চেহারার লোকটা নিজের সম্পর্কে যা বলেছে সেটুকুই সব নয়। নিজের অসাধারণ ক্ষমতার প্রমাণ সে ডাগআউটেই দিয়েছে।

‘আমার হয়ে কাজ করবে তুমি?’ হঠাৎ প্রস্তাব দিল র‍্যাঞ্চার।

ইতস্তত করছে এরফান। একমাত্র বিপদের সময়েই সে বিদ্যুৎগতিতে সিদ্ধান্ত নিতে পারে—অন্যসময়ে মনস্থির করতে সময় নেয়। কেনেথ ওর নীরবতাকে ভুল বুঝল।

‘ও, মালিক হিসেবে আমার বদনাম শুনেছ বুঝি?’

‘না, স্যার। শুনেছি তোমার লোকজন তোমাকে নিয়ে গর্ব করে, এখানকার বেতন আর খাবারও ভাল,’ হাসল এরফান। ‘চাকরি কেন দিতে চাচ্ছ তাই ভাবছি।’

‘আমার একটা উপকার করেছ তুমি,’ মনে করিয়ে দিল কর্নেল। অতিথির আপত্তি জানানর ভঙ্গি দেখে সে আবার বলল, ‘তাছাড়া মনে হচ্ছে তোমার মত লোকই আমার দরকার।’

‘গরু সামলানর কাজ আমার জানা আছে।’

‘আমি এমন লোক চাই যে মানুষ সামলাতে পারে—গতকাল যেমন লোককে শায়েস্তা করেছ ওই রকম পাজি লোকের কথাই আমি বলছি,’ কঠিন স্বরে বলল র‍্যাঞ্চার। ‘আমি ওই গুণ্ডা-বদমাশের আস্তানা, হেল-সিটি মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে চাই। সবচেয়ে বড় কথা, আমি ওদের লীডারকে আমার পায়ের কাছে ধুলোয় লুটিয়ে ক্ষমা চাইছে দেখতে চাই। লোকটা আমাকে অনেক জ্বালিয়েছে।’

উত্তেজনায় কঠিন নিচু স্বর, জ্বলন্ত চোখ, আর এঁটে বসা শক্ত চোয়াল কর্নেলের দৃঢ়-সঙ্কল্প আর তীব্র অনুভূতির পরিচয় দিচ্ছে। এক মুহূর্ত পরে

ওই ভাবটা কেটে গিয়ে কেনেথ ক্রুপ আবার ঠাণ্ডা, বিনীত ভদ্রলোকে পরিণত হল।

'ওই লোক পুরো লোক-সমাজের জন্য একটা অভিশাপ, মিস্টার জেসাপ,' বলে চলল সে। 'ওকে নির্দয়ভাবে সমূলে উপড়ে ফেলা দরকার। আমি গভর্নরের কাছেও এ-ব্যাপারে লিখেছি, কিন্তু মনে হচ্ছে তার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। তাই এখন আমাদের নিজের হাতে আইন তুলে নিয়ে একটা ব্যবস্থা করতে হবে। এখন বল, তোমার কি মত?'

মনেমনে ঠিক এই প্রস্তাবটাই চেয়েছিল এরফান। কিন্তু বেশি আগ্রহ দেখান ঠিক হবে না, তাই কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল, 'কাজটা আমি হাতে নিতে পারি, কিন্তু নিজের মত চলার স্বাধীনতা আমার থাকতে হবে। শুরুতে আমি তোমার আর একজন কাউহ্যাণ্ড হিসেবেই যোগ দেব—সবাই জানবে মিস ক্রুপকে সাহায্য করার জন্য আমাকে কাজে নেয়া হয়েছে। এতে আমি চারপাশটা ঘুরে দেখার সুযোগ পাব।' একটু থেমে সে আবার বলল, 'আমি যদি ওদের লীডারকে মেরে ফেলার সুযোগ পাই—মারব?'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল বুড়োর মুখ। 'আমি চাই ওকে আমার সামনে হাজির করা হলে আমিই রায় দেব,' ধরা গলায় বলল র‍্যাঞ্চার।

'বুঝেছি,' জবাব দিল এরফান। প্রশ্নটা করে ভালই হয়েছে। বোঝা গেল দাম্ভিক আর কঠিন বাপের বুকে এখনও ছেলের জন্য একটা কোমল অনুভূতি রয়েছে।

জুলিয়ার আবির্ভাবে ওদের আলাপে ছেদ পড়ল। বারবার ধন্যবাদ জানিয়ে এরফানকে একটু অপ্রস্তুত করে তুলল মেয়েটা।

'জেসাপ ডাবল কে-র হয়ে কাজ করবে, জুলিয়া,' জানাল কেনেথ। 'আমার মনে হয় না স্যাটানের দলের আর কেউ দ্বিতীয়বার কিছু করার সাহস পাবে।' কর্নেলের গলার স্বর কঠিন হয়ে উঠল। 'কিন্তু যদি করে তবে তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ আমি ওকে দিয়েছি।'

'আশা করি যে শিক্ষা তারা পেয়েছে সেটাই যথেষ্ট,' বলল জুলিয়া। কিন্তু তার চোখে ভয় দেখতে পেল এরফান।

র‍্যাঞ্চারের হাঁক শুনে করাল থেকে এগিয়ে এল ফ্রস্টি। ডাবল কে এক-জন নতুন লোক নিয়েছে শুনে ওর মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'ও কোথায় ঘুমাবে দেখিয়ে দাও। তারপর—' একটা ক্ষীণ হাসির রেখা

ফুটে উঠল কেনেথের ঠোঁটে— 'ওর সাথে ডাগআউটে গিয়ে জিনিসপত্র-গুলো তুমি নিয়ে আসতে পার।'

করালে ঘোড়া আনতে ঢুকে এরফানের দিকে চেয়ে ফ্রস্টি হেসে বলল, 'বুড়ো ওই রকমই। এক মুহূর্তে বকে শেষ করবে, আবার পরমুহূর্তেই, তুমি চাও, অথচ মুখ ফুটে বলনি, এমন কিছু করার অনুমতি নিজে থেকেই দেবে। তুমি আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছ শুনে দারুণ খুশি হয়েছি—জশও খুশি হবে।'

'একজন খদ্দের হারাচ্ছে সে।'

'কিন্তু তার বদলে একজন বন্ধু পাচ্ছে,' চট করে জবাব এল। 'রঙের জন্যে বেশি বন্ধু ওর জোটে না।'

দেখা গেল জডি মসের ভবিষ্যদ্বাণীই ঠিক। খবর শুনেই খুশিতে সেলুন-মালিকের সবক'টা দাঁত বেরিয়ে পড়ল।

'তুমি আমাদের ছেড়ে যাচ্ছ না শুনে আমি দারুণ খুশি হয়েছি, স্যাহ।'

'কিন্তু ওই লোকগুলো বলবে ওদের ভয়েই আমি পালিয়েছি,' বলল এরফান। 'ওরা এখনও পিস্তল ফেরত নিতে আসেনি?'

জানা গেল এরফান আর ফ্রস্টি ডাবল কে-র দিকে রওনা হওয়ার পরপরই এক তরুণ এসেছিল—টাকা দিয়ে পিস্তলগুলো নিয়ে গেছে ছেলেটা। যাও-য়ার সময়ে সে এরফানের জন্য একটা মেসেজ রেখে গেছে।

'লোকটা তোমাকে জানাতে বলেছে যে আবারও তুমি এই পিস্তল-গুলোর দেখা পাবে,' ব্ল্যাক জশ জানাল।

শব্দ করে হাসলো ফ্রস্টি। 'ওদের ছুটোকে আমি সামলাব, এরফান। তাহলে সমান-সমান হবে।'

দুপুরে খেতে বসে ওরা দুজনে পেগির রান্নার এত প্রশংসা করল যে হাসি বাড়তে বাড়তে কান পর্যন্ত গিয়ে ঠেকল। খাওয়া শেষ হলে আবার ডাবল কে-র উদ্দেশে রওনা হল ওরা। যখন পৌঁছল, তখন অন্যান্য কর্মচারীরা কাজ থেকে ফিরতে শুরু করেছে।

'তুমি যোগ দেয়ায় ফোরম্যানসহ আমাদের সংখ্যা পনেরোয় দাঁড়াল,' বলল ফ্রস্টি। 'সবাই মাঝারি থেকে ভালই বলতে হবে, তবে—মানে, এটা হয়ত আমারই দোষ।'

'ওরা ভাল, সেটা তোমার দোষ?'

'আরে না—তোমার মাথা মোটা। তুমি বুড়োর মতই কথা শুরু করেছ। এই র‍্যাঞ্চে অমন একজনই যথেষ্ট,' বলল জুডি। 'দু'একজনের সাথে বনে না সেটা হয়ত আমারই দোষ। সম্ভবত সহজে বন্ধু জোটাতে পারি না আমি।'

'সেটা আমি খেয়াল করেছি,' গম্ভীরভাবে মন্তব্য করল এরফান। 'দীর্ঘদিনের পরিচয় না থাকলে কাউকে তুমি আপন করে নিতে পার না।'

'ওহ, জাহান্নামে যাও!' বলে ঘোড়ার পাছায় চাপড় মেরে করালে ঢুকে গেল ফ্রস্টি।

বাঙ্ক-হাউসে যাওয়ার পথে একজন মোটাসোটা গোল মুখের কাউবয়কে দেখে চিৎকার করে ডাকল ফ্রস্টি।

'এই, "লেইজি", এসো, এরফান জেসাপকে "হাওডি" জানিয়ে যাও। তোমার হয়ে কাজ করে দেয়ায় আমাদের সাহায্য করবে ও।'

হেসে অপবাদ হজম করে লোকটা হাত বাড়িয়ে দিল। 'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,' বলল সে। 'আমার নাম লেইসি; আমি একাই ওদের তিনজনের সমান কাজ করি বলে হিংসা করেই ওরা আমার নাম বিকৃত করে উচ্চারণ করে।' ফ্রস্টির দিকে চাইল সে। 'সারাদিন তোমার দেখা নেই কেন জানতে চায় র‍্যাটারি।'

'সেটা কর্নেলের কাছ থেকে ওকে জেনে নিতে বলো।'

ডাবল কে-র বাঙ্ক-হাউসটা বিরাট বড়। দুপাশে দেয়াল ঘেঁষে সারি-সারি বাঙ্ক থাকার পরও মাঝখানে অনেক জায়গা রয়েছে। ওখানে একটা টেবিল পাতা—ওটাই খাবার টেবিল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। শেষ মাথায় একটা দরজা—ওপাশে রান্নাঘর। বেশির ভাগ লোক এরই মধ্যে টেবিলে আসন নিয়েছে—ওদের মধ্যে ঠাট্টা-ইয়ার্কি চলছে, এই সময়ে ফ্রস্টি তার সঙ্গীদের নিয়ে ভিতরে ঢুকল। এরফানকে নিয়ে সোজা টেবিলের মাথার দিকে এগোল ফ্রস্টি। ওখানে একজন ছোটখাট মাঝ বয়সী লোকের সাথে আলাপ করছে র‍্যাটারি। গর্তে-ঢোকা চঞ্চল চোখের অধিকারীর নাম গাওয়েন—ফোরম্যানের অন্তরঙ্গ লোক।

'ওহ, র‍্যাটারি, এ হচ্ছে এরফান জেসাপ,' ঘোষণা করল ফ্রস্টি। 'বুড়ো তোমাকে এর সম্পর্কে আগেই জানিয়েছে আশাকরি?'

ঘুরে দাঁড়িয়ে কটমট করে এরফানের দিকে চাইল ফোরম্যান। হাঙরের

আক্রোশ ওর চোখে। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিল সে। কিন্তু ব্যাপারটা এরফানের চোখ এড়াল না।

'আমার সাথে কেনেথের দেখা হয়নি,' রুক্ষভাবে বলল র‍্যাটারি। 'সে আমাকে কি জানাবে?'

'ওকে কাজে নেয়া হয়েছে সেটাই জানাবে নিশ্চয়।'

'আমি মালিকের সাথে কথা বলে জানার আগে এর মধ্যে কোন নিশ্চয় নেই,' খেঁকিয়ে উঠল ফোরম্যান। 'তুমি আজ সারাদিন কোথায় ছিলে?'

'ওটাও তাহলে মালিককে জিজ্ঞেস করেই জেনে নিও,' উপদেশ দিল ফ্রস্টি। 'এস, এরফান, ওরা সব শেষ করে ফেলার আগেই আমরা ছুটো খেয়ে নিই।' বসার জায়গা খুঁজে বসতে বসতে সে আবার বলল, 'আমি খুব সামান্যই খাই।'

পাশের পাতলা লম্বা লোকটা অবাক হয়ে মুখ তুলে বলল, 'ঈশ্বর! পাপীকে তুমি ক্ষমা করো।'

'খাওয়ার আগে প্রার্থনা করছে,' ব্যাখ্যা করল ফ্রস্টি। 'লাম্পিকে সুশিক্ষা দিয়ে বড় করা হয়েছে। কিন্তু এতসব আচার শিখতে গিয়ে আর কিছুই শেখেনি। মাথাটা একেবারে খালি।'

'খাবার সময়ে তোমার পাশে বসলে পেটও খালিই থাকবে,' অনুযোগ করল লম্বা লোকটা। 'নতুন লোক তুমি—তোমাকে একটা সত্যি ঘটনার কথা বলছি। ফ্রস্টি একবার এক র‍্যাঞ্চারের 'বারবেকিউ' পার্টিতে গেছিল। যেখানে আস্ত ষাঁড়টা রোস্ট করা হচ্ছে ওকে সেখানে নিয়ে গর্বের সাথে র‍্যাঞ্চার বলল, "কেমন? তোমার চলবে ওতে?" "আমার জন্যে চমৎকার হবে," জবাব দিল ফ্রস্টি। "কিন্তু বাকি লোক কি খাবে?"'

গল্প শুনে ফ্রস্টিসহ সবাই হেসে উঠল। 'লাম্পি, তুমি গুল মারতে যেমন ওস্তাদ, কাজেও তেমন হলে আমরা কেউ আর করার মত কাজই খুঁজে পেতাম না। ভাগ্য ভাল সেটা সম্ভব নয়।'

একটা কর্কশ গলার কথা টেবিলের গুঞ্জন থামিয়ে দিল।

'ব্যাপার কি? শুনলাম ব্ল্যাক জশ আত্মহত্যা করেছে?'

সবাই অবাক হয়ে মুখ তুলে চেয়ে মাথা নাড়ল। একমাত্র ফ্রস্টি ছাড়া দলের আর কেউ ডাগআউটে আগের দিন বিকেলে কি ঘটেছে শোনেনি। একজন দাড়িওয়ালা বয়স্ক লোকই প্রথম মুখ খুলল।

'দুঃসংবাদ। নিগ্রোদের পছন্দ করি না আমি, কিন্তু ব্ল্যাক জশ লোকটা ভাল ছিল। ওর মৃত্যুতে আমি সত্যিই দুঃখিত।'

'না, আমি বলিনি মরেছে—মরবে,' বলল র‍্যাটারি।

'আত্মহত্যা করা মানেই মরা,' জবাব দিল অন্যজন। 'আর কোন রকম আত্মহত্যার কথা আমি শুনিনি।'

'ওই একই কথা হল, রব,' নিজের কথাই উপরে রাখল ফোরম্যান। 'গতকাল চারজন ইম্পকে সেলুন থেকে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিয়েছে জশ। এখন সে আর কতদিন বাঁচবে বলে আশা কর?'

'গুড ওল্ড জশ,' কম বয়সী এক যুবক চিৎকার করে উঠল।

কিন্তু বেশিরভাগ চেহারাই বিষণ্ণ আর গম্ভীর হল। 'ঠিকই বলেছ, র‍্যাটারি, ওরা নির্ঘাত জশকে মেরে ফেলবে,' বলল রব।

'তুমি ভুল খবর পেয়েছ, র‍্যাট,' বাধা দিল ক্রস্টি। এরফানের কনুই-এর গুঁতো ওকে সাবধান করল। 'এক বিদেশী ওই গুণ্ডাদের পিটিয়ে বাইরে ফেলেছিল।' কোন নাম উল্লেখ না করে পুরো ঘটনার বিবরণ দিল ক্রস্টি।

'একা খালি হাতে চারজনকে পিটিয়ে ওদের পিস্তল বন্ধক রাখতে বাধ্য করেছে?' হাসল একজন। 'ওটা দেখার জন্যে এক তোড়া নীল নোট দিতেও আমার বাধত না।'

'লোকটাকে দেখতে ইচ্ছে করছে—বন্ধু হিসেবে।' লেইজি জানে না ওর পাশেই বসে আছে সেই লোক। 'নিশ্চয় জন্মেই ফাইট করা ধরেছে।'

'না, লোকটা বোকা হয়েই জন্মেছে,' বলল র‍্যাটারি। হঠাৎ ওর মনে একটা সন্দেহ দেখা দিল। আর একটা কথাও না বলে সে সোজা উঠে বেরিয়ে গেল। ভুরু কুঁচকে গোমড়া মুখে র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে এগিয়ে দেখল মালিক বারান্দায় বসে আছে।

'তোমার আবার কি হল, র‍্যাটারি?' প্রশ্ন করল কেনেথ।

'ওই নতুন লোকটা, যাকে কাজে নিয়েছ, ওর সম্পর্কে তুমি কি জান?'

'তোমার কি জানতেই হবে?'

'আমি ফোরম্যান; তোমার লোকজনের জন্য আমিই দায়ী।'

'যাক, বাঁচালে। আমি তো ভাবছিলাম আমাকেই বুঝি তোমার কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে,' শ্লেষাত্মক জবাব এল। 'আমি এইটুকু জানি, তোমরা এতদিনেও যা পারনি সে তাই করেছে—হেল সিটির কয়েকজনকে শিক্ষা

দিয়ে দিয়েছে।'

'তারপর এখানে পালিয়ে এসে ভাবছে ওকে আমরা রক্ষা করব,' পাল্টা খোঁচা দিল ফোরম্যান।

'ওসব কিছুই না, আমার আমন্ত্রণেই সে এখানে এসেছে। কেন, তোমার কি ওর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আছে?'

'ওর চেহারা আমার পছন্দ হচ্ছে না,' রুক্ষ জবাব এল।

'দুঃখজনক ব্যাপার,' বলল কর্নেল। 'তা এখন কি করবে তুমি—চাকরি ছেড়ে দেবে?'

মালিকের কঠিন প্রস্তাবে রাগে ফোরম্যানের গায়ে জ্বালা ধরে গেছে—কিন্তু ভয়ে প্রকাশ করতে পারছে না। কেনেথকে সে ভাল করেই চেনে, তাই নিজের বিপদটা চট করে বুঝতে পেরেছে। দলের অনেকেই ফোরম্যান হবার যোগ্যতা রাখে। বুড়ো শয়তানটা হয়ত তাকে জব্দ করার জন্যে নতুন লোকটাকে দিয়েই ওকে বরখাস্ত করাবে।

'তুমি জান আমি ওসব কিছুই ভাবছি না, বস,' প্রতিবাদ করল সে। 'আমি ভাবছি, স্যাটান যখন শুনবে আমরা ওই লোককে কাজে নিয়েছি তখন তার আক্রোশ আমাদের ওপর পড়বে।'

'সেটাও ওকে কাজ দেয়ার আর একটা কারণ,' জবাব দিল কেনেথ। 'কাউকে কাজে নেয়ার আগে কি আমাকে ওই বদমাশটার অনুমতি নিতে হবে?'

'না, তা নয়,' স্বীকার করল র‍্যাটারি। 'এটা তোমার র‍্যাঞ্চ, কিন্তু পরে বল না আমি তোমাকে সতর্ক করিনি। ওই নতুন লোকটা স্যাটানের দলেরই একজন নয় কিভাবে জান?'

র‍্যাঞ্চারের ভুরুতে একটা গভীর ভাঁজ পড়ল। 'তুমি যে তা নও, তাই বা কিভাবে জানব?' কাটা জবাব দিল কর্নেল। 'যাই হোক, নিজের বিবেচনা মতই আমি চলব।'

ঘুরে ঘরে ঢুকে গেল কেনেথ। ফোরম্যানের ঘৃণা-মেশান জ্বলন্ত দৃষ্টিটা সে দেখতে পেল না।

টেবিল থেকে র‍্যাটারির অনুপস্থিতিতে কর্মচারীদের কারও খিদেয় কোন ঘাটতি পড়ল না। রাঁধুনীকে ব্যস্ত রেখেছে ওরা। নাদুস-নুদুস লোকটার

ভেথ সিটি

মুখ লাল হয়ে উঠেছে। এরফান ওর রান্নার তারিফ করল।

'প্রশংসা কর না, এরফান,' অনুরোধ করল ক্রুস্টি। 'উন্নতি করছে ও, কিন্তু এখনও ব্ল্যাক জশকে ধরতে ওর অনেক বাকি।'

'তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কারণ ওর স্পেশাল অভিজ্ঞতা আমার নেই,' সহজভাবে স্বীকার করল রাঁধুনী।

'কিসের অভিজ্ঞতা?' অসাবধানে প্রশ্ন করে বসল ক্রুস্টি।

'এখানে আসার আগে জশ শুয়োর খাওয়াত,' বলে খিঁকখিঁক করতে করতে হাসি আর গালির ঝড় তুলে রান্নাঘরে ছুটে পালাল।

খাওয়া শেষ হলে লেইজির পোকার খেলার আমন্ত্রণ কাটিয়ে এরফানকে নিয়ে বেরিয়ে এল ক্রুস্টি।

'তোমাদের কারও পকেটেই পয়সা নেই—অমন দুই পয়সার পোকার পুরুষের খেলা নয়,' জবাব দিয়েছিল সে।

লেইজিও খোঁচা দিতে ছাড়ল না; বলল, 'সেইজন্যেই তো তোমাকে ডাকছিলাম।'

বাঙ্ক-হাউসের সামনে বেঞ্চে বসে দুজনে নীরবে সিগারেট ফুঁকছে। ক্রুস্টিই কথা শুরু করল। 'দলের লোকজনকে তোমার কেমন লাগল?'

'হাসি-খুশি—ভালই মনে হল।'

'ঠিক, কিন্তু—তোমাকে আগেই বলেছি—দু'একটা ঝামেলা করার লোকও আছে।'

'থাকতেই হবে,' স্বীকার করল এরফান। ওর চোখের দুই কোণে কিছু ভাঁজ পড়ল। 'তোমার ব্যাপারে ফোরম্যানের দুশ্চিন্তা পুরোপুরি ভালবাসা থেকে এসেছে বলে মনে হল না।'

'না, সে আমাকে পছন্দ করে না,' হাসল ক্রুস্টি। 'বললে তুমি বিশ্বাস করবে না, এজন্য অনেক ঘুম আমার নষ্ট হয়েছে।'

'ঠিকই বলেছ, বিশ্বাস করব না,' বলল এরফান। 'আমাকে দেখেও খুশির ভাবটা সে সুন্দরভাবে গোপন রেখেছিল।'

'হ্যাঁ, ওর সাথে আলাপ না করে বুড়োর তোমাকে কাজে নেয়াটা হয়ত সে পছন্দ করেনি।'

'হয়ত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সে নিজেই আমাকে চাকরি দেবে কথা দিয়েছিল।'

হাঁ করে চেয়ে আছে ক্রুস্টি। ওর চাহনিই বলছে কিছুই বোঝেনি সে। ব্যাখ্যা করল এরফান। সব শুনে ডাবল কে-র লোকটা শিস দিয়ে দিয়ে মন্তব্য করল, 'আসলেই তুমি চাপা প্রকৃতির মানুষ। তবে, তুমি কি আশা কর? খোলা পিস্তলের মুখে ওকে হাঁটানর পর সে তোমাকে ভালবাসবে?' এবার ক্রুস্টির মুখের ভাব গম্ভীর হল। 'ঠাট্টা থাক, এরফান, আসলে ক্ষমার অভ্যাসই নেই ওর।'

'এখন তুমি আমার রাতের ঘুম নষ্ট করতে চাচ্ছ,' হালকা সুরে বলল এরফান। 'আগামীকাল কি করছি আমরা?'

'জানি না, তবে এটুকু বলতে পারি, সবচেয়ে কঠিন আর ঝুঁকি আছে, এমন কাজই আমাদের জুটবে।'

ছয়

সকালে নাস্তার সময়ে ডাবল কে-র চেহারা সন্ধ্যা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সন্ধ্যার সেই রশাল হাসিখুশি ভাবটা আর নেই। খোশগল্পের জায়গায় কেবল ছুরি-কাঁটার আওয়াজ—দ্রুত প্লেট খালি হয়ে চলেছে। রাঁধুনীকে তাড়া দিয়ে সবাই ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে। রাঁধুনীর অনুযোগের জবাবে একজন বলল, 'খিদেয় মৃত্যু দারুণ কষ্টকর, রাঁধুনী ডার্লিঙ।'

ঘেমে ওঠা রাঁধুনী পাল্টা জবাব দিল, 'কয় সপ্তাহ বাইরে থাকবে তুমি?'

করালে ঘোড়া আনতে গিয়ে র‍্যাটারির সামনে পড়ল এরফান।

'এক মিনিট। তোমার সাথে কথা আছে,' বলল ফোরম্যান। 'এখন পর্যন্ত কপালের জোরে ভালই আছ বটে, তবে বেশি বেড় না। আমি রাগ পুষে রাখার মানুষ নই। মুখ বুজে ঠিকমত কাজ করলে আমাদের আর কোন বিরোধ থাকবে না।'

'তাতে আপত্তি নেই আমার,' জবাব দিল এরফান।

একটা লালচে রঙের টাট্টু নিয়ে করাল থেকে বেরিয়ে এল ক্রুস্টি। র‍্যাটারি লোগানকে দেখে সে জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে আজ কোথায় পাঠাচ্ছ?'

'তুমি আর জেসাপ আজ উত্তরে যাবে। গতকাল আমি ওদিকে গেছিলাম, মনে হল কিছু গরু হারানি গেছে।'

'ঠিক আছে, তোমার ঘোড়াটা নিয়ে এস, এরফান।' ওকে খালি হাতেই এক পা এগোতে দেখে ক্রস্টি আবার বলল, 'ঘোড়া ধরার জন্যে দড়ি নিলে না?'

জবাবে নিচু স্বরে একটা শিস দিল এরফান। সাথে সাথে কালো ঘোড়াটা সঙ্গীদের ছেড়ে আলাদা হল। গেটের উঁচু বারটা নামাতেই ব্ল্যাকি হালকা পায়ে লাফিয়ে অন্যগুলো পেরিয়ে তার রোজকার বিস্কিটের জন্য মুখ বাড়াল।

'সার্কাসী ঘোড়া, অ্যাঁ?' মুখ বাঁকাল ফোরম্যান।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল জেপাপ। 'ঢালের ওপর ওর পিছলাবার ভান করা দেখলে সত্যিই তুমি অবাক হবে।'

জিনের পেটি এঁটে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল এরফান। তারপর ক্রস্টির সাথে উত্তরে রওনা হল। ঘৃণার চোখে ওদিকে চেয়ে আছে ফোরম্যান। 'ওই লোকগুলো আমার মেসেজ পেয়ে থাকলেই হয়,' দাঁতে দাঁত ঘষে বলল সে।

গাওয়েন এগিয়ে এল ওর পাশে। 'চমৎকার একটা জুটি,' মন্তব্য করল সে। ওর চোখেও বিদ্বেষ।

'পাশাপাশি শোয়া আরও সুন্দর দেখাবে,' জবাব দিল র‍্যাটারি।

'ওদের কি হয় তাতে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই, আমি কেবল ওই কালো ঘোড়াটাকে খুঁজে পেতে চাই।'

'ওটার ওপর নজর দিলে সোজা জাহান্নামে যাবে তুমি।'

'অমন কথা স্বপ্নেও ভেব না, র‍্যাট। সহজে আমাকে সরাতে পারবে না কেউ।'

ফোরম্যানের চেহারা গম্ভীর হল। নিজের ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে আজ কোথায় কি কাজ হচ্ছে সেটা র‍্যাঞ্চারকে জানাতে ঘোড়ার পিঠে র‍্যাঞ্চ-হাউসের দিকে রওনা হল লোগান।

'নতুন লোকটাকে আজ কোথায় পাঠালে?' প্রশ্ন করল কেনেথ।

'জডি মসের সাথে ওকে উত্তর-সীমান্তে পাঠিয়েছি। ইদানীং ওদিকে অনেক গরু খোয়া যাচ্ছে।'

'ইদানীং?' ধমকে উঠল র‍্যাঞ্চার। 'এমনভাবে বলছ যেন এটা একটা নতুন ব্যাপার।'

'ওটাই র‍্যাঞ্চের সবথেকে কঠিন এলাকা,' যুক্তি দেখাল র‍্যাটারি। 'ওখানে গরু ছড়িয়ে পড়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।'

'হ্যাঁ, ওদের পিছনে তাড়িয়ে নেয়ার লোক থাকলে আরও জলদি সরে যাবে।'

'ওখানে আমরা একটা লোক হারিয়েছি—দুজন আহতও হয়েছে,' প্রতিবাদ করল ফোরম্যান। 'সেকথা ভুলে গেলে?'

'কি করে ভুলব? ওই ঋণ যে এখনও শোধ করা হয়নি,' জবাব দিল কেনেথ।

ওদিকে উত্তরে এগিয়ে চলেছে দুজন। খোলা এলাকায় কয়েক মাইল নীরবে পথ চলার পর ক্রস্টি মুখ খুলল। 'বলেছিলাম না সবচেয়ে খারাপ কাজটাই আমাদের জুটবে?'

'কেন, এতে খারাপের কি আছে? ছড়িয়ে পড়া গরু একত্র করা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়।'

'যে-কোন মুহূর্তে গরম সীসা খাওয়ার ভয় থাকলে কাজটা একটু কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।'

'কেন?' জানতে চাইল এরফান। 'আমরা তো নিজেদের র‍্যাঞ্চেই রয়েছি?'

'হ্যাঁ, কিন্তু হেল সিটির বদমাশগুলো এটা স্বীকার করে না। ওদের ধারণা এটা ওদের এলাকা।'

'তারমানে?'

'আমাদের একজন কর্মচারী এখানে বুলেটের ঘায়ে মারা পড়েছে। মাস তিনেক আগে আরও দুজন আহত হয়েছে। আমরা যে কাজে এসেছি, ওরাও একই কাজে এসেছিল,' ব্যাখ্যা করল ক্রস্টি। 'গরুচোর? হ্যাঁ, তবে ওরা ডেভিলের মনোগ্রাম পরা চোর ছিল।'

'এদিকে সীমান্তে একটা ঘর তৈরি করে দুজন লোক পাহারায় রাখলেই হয়?'

'সেই চেষ্টাও করা হয়েছিল, কিন্তু এদিকে কাঁচা কাঠের তৈরি ঘরও আগুনে পুড়ে যায়।'

খোলা এলাকা ছেড়ে ওরা এবার বেলে জমির ওপর দিয়ে পাড়ি দিচ্ছে। ওদের সামনের জমি ধীরে উঁচু হয়ে ন্যাড়া পাহাড়গুলোর দিকে উঠে গেছে।

মাঝেমাঝে কিছু ঘাস জন্মেছে। জমিতে বেশ খাড়া দেয়ালের গিরিখাত দেখা যাচ্ছে। কিছু 'জায়েন্ট ক্যাকটাস' বাহু ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যেন ওদের সামনে যেতে নিষেধ করছে। সামনের উঁচু পাহাড়গুলোর দিকে আঙুল তুলে দেখাল ক্রুস্টি। 'ওখানেই কোথাও আছে হেল সিটি,' জানাল সে।

'অনেক দূর? একটু দেখে আসা যায় না?'

'না, তাতে অনেক ঝুঁকি,' জবাব এল। 'তাছাড়া আমাদের হাতে কাজও রয়েছে।' হঠাৎ লাগাম টেনে ঘোড়া দাঁড় করাল ক্রুস্টি। 'ওখানে ওই ধোঁয়ার কি মানে?'

এরফান দেখল ধোঁয়ার একটা ছোট রেখা পাকিয়ে উঠে বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে। এবার একটা গরুর অস্পষ্ট ডাক শোনা গেল।

'হায়, ওরা আমাদের নাকের সামনে গরুর ব্র্যাণ্ড বদলাচ্ছে!' বলে উঠল ক্রুস্টি। 'এস!'

খাপ থেকে উইনচেস্টার বের করে ক্রুস্টি ঘোড়া ছুটিয়ে এগোতে যাচ্ছে, এই সময়ে ওকে বাধা দিল এরফান।

'দাঁড়াও, আগে চুপিচুপি ওদের দেখে নিই। ওই ধোঁয়া একটা ফাঁদও হতে পারে।'

জিনের ওপর কুঁজো হয়ে ঝোপের আড়াল দিয়ে ধোঁয়ার দু'শো গজের মধ্যে হাজির হল। ওখানে ঝোপের ভিতর ঘোড়া লুকিয়ে রেখে পায়ে হেঁটে একটা অগভীর নালার মুখে পৌঁছল। ওদিকে ডানপাশে একটা জায়গা থেকে পুরোটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। এক নজরেই ব্যাপারটা বোঝা গেল তিনজন আরোহী গোটা বিশেকের মত গরু একখানে জড় করে রেখেছে। তৃতীয় একজন দড়ির ফাঁস দিয়ে এক-একটা গরুকে আগুনের কাছে টেনে নিয়ে যাচ্ছে—ওখানে আরও দুজন লোক অপেক্ষা করছে। ওদের একজন গরুকে মাটিতে ফেলে বেঁধে ফেলেছে; ওর সঙ্গী আগুন থেকে গনগনে লাল লোহাটা বের করে গরুর ব্র্যাণ্ড বদলাচ্ছে। পশম পোড়া ঝাঁঝাল গন্ধ বাতাসে ভাসছে।

'এটা একটা ফাঁদ,' বলল এরফান। 'আর একটু হলেই বোকার মত আমরা ওদের ফাঁদে ধরা পড়েছিলাম। আগুনের ধারে ওই দুজন ছাড়া আর কেউ গরুর কাজ কিছুই জানে না। ওরা আমাদের জন্যেই অপেক্ষা

করছে। কিন্তু অন্য লোকটা কই?'

একসাথে তিনটা জিন চড়ান টাট্টু একপাশে আলাদা দাঁড়িয়ে আছে, দেখল এরফান। খেঁকিয়ে ওঠা শব্দের সাথে ওর হ্যাটের মাথা ফুটো করে একটা গুলি বেরিয়ে গেল। এক টুকরো ধোঁয়া বাতাসে ছড়িয়ে পড়ার আগে ওর প্রশ্নের জবাব দিল। সটান পাথরের আড়ালে শুয়ে পড়ল এরফান। দ্বিতীয় গুলিটা ওর কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

'সর্বনাশ! লোকটা আমাদের উপরে কোথাও রয়েছে—ওকে দেখতে পাচ্ছি না আমরা। কিন্তু আমরা সামনের লোকগুলোকে শায়েস্তা করতে পারি।'

কথা বলতে বলতেই ট্রিগার টিপল এরফান। লোহার সিক হাতে লোকটা ঘুরে পড়ে গেল। ওর সঙ্গী ছুটে পালাচ্ছিল, কিন্তু ক্রুস্টির গুলিতে সেও ধরাশায়ী হল। প্রথম গুলির শব্দেই গরুর কাছের তিনজন আরোহী সবকিছু ফেলে নালা ধরে ছুটে পালাল। পাহাড়ের ওপর লোকটাকে ওরা তার নিজের দায়িত্বেই ছেড়ে গেল। বুলেটের অবিরাম ধারায় মনে হচ্ছে লোকটা নিজের কাজ ঠিকমতই চালিয়ে যাচ্ছে।

'লোকটা ওই পাথরটার আড়ালে রয়েছে,' জানাল এরফান। 'প্রথমে ওর পায়ে হেঁটে ফেরার বন্দোবস্ত করি।' হঠাৎ একটা চিন্তা এলো মাথায়। 'আচ্ছা, ওরা কি ঘুরে এসে ফাইটে যোগ দিতে পারবে?'

'কোন সম্ভাবনা নেই,' নিশ্চিন্ত করলো ক্রুস্টি। 'ওই গিরিখাত প্রায় তিন মাইল লম্বা, ধার দুটো খাড়া—বেরোবার পথ নেই।'

টাট্টুগুলোর পায়ের কাছে দুটো বুলেট পড়তেই ওরা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাল। পাথরের আড়াল থেকে লোকটা এক পশলা সীসা-বৃষ্টি ঝরিয়ে ঘটনায় তার নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করল।

'লোকটা হাঁটা পছন্দ করে না বলেই সন্দেহ হচ্ছে,' মন্তব্য করল এরফান। তারপর আবার বলল, 'তবে শেষ পর্যন্ত ওকে হয়ত আর হাঁটতে হবে না। ও যে পাথরের আড়ালে রয়েছে, তার ডান পাশের পাথরটা দেখতে পাচ্ছ? ওটাতে গুলি করলে ওখানে বাড়ি খেয়ে দু'একটা ওই লোকের গায়েও লাগতে পারে। চেষ্টা করে দেখা যাক।'

নিষ্ঠার সাথে চেষ্টা চালাচ্ছে ওরা, একের পর এক গুলি লাগাচ্ছে পাথরের গায়ে। অদৃশ্য লোকটাও জবাব দিচ্ছে, কিন্তু ওরা আড়ালে রয়েছে বলে

ওদের কোন ক্ষতি হচ্ছে না। গুলি লক্ষ্য থেকে অনেক দূরে লাগছে বলে মাঝেমাঝে চিৎকার করে লোকটা টিটকারি দিচ্ছে। তারপর একটা গালির সাথে চিৎকার হঠাৎ মাঝপথেই থেমে গেল। ওদিক থেকে গুলি আসাও বন্ধ হল। অপেক্ষা করছে ওরা। লোকটা ধাপ্পা দিচ্ছে মনে করে এরফান নিজের হ্যাটটা বাড়াল—তবু কোন গুলি এল না।

'হয় আমাদের গুলিতে মরেছে নয়ত সরে পড়েছে,' বলল সে। এরফান উঠে দাঁড়ানর পরেও গুলি এল না। 'চল, এবার খোঁজ-খবর নেয়া যাক।'

গিরিখাতের মেঝেতে নামল ওরা। আগুনের ধারে ব্র্যাণ্ড করার লোকটা হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে। লোহাটা এখনও ওর হাতে ধরা। কয়েক গজ দূরে ওর সহকারী পড়ে আছে। দুজনের জামাতেই শয়তানের ছোট্ট লাল মনোগ্রাম রয়েছে। ছুরি বের করে সেলাই কেটে মনোগ্রামটা খুলে নিল এরফান।

'অন্যটাও খুলে নাও,' ক্রস্টিকে পরামর্শ দিল সে। 'পরে এক সময়ে কাজে আসতে পারে।'

ঘুরে খাড়া পাহাড়টার ওপর উঠল ওরা। দেখল পাথরটার পিছনে কেউ নেই। শত্রু পালিয়েছে। চারপাশ সিগারেটের টুকরা আর খালি কার্তুজে নোঙরা হয়ে আছে। ডান পাশের পাথরটার গায়ে ওদের গুলির দাগ দেখা যাচ্ছে।

'ওকে ভয় পাইয়ে ভাগিয়ে দিয়েছি আমরা,' বলল ক্রস্টি।

কয়েক গজ দূরে লাল দাগের দিকে চেয়ে আছে এরফান। সামনে আরও দাগ রয়েছে। টলমল পায়ে চলা ছাপের পাশে কিছু টেনে নেয়ার দাগ দেখা যাচ্ছে। ওটা ওর রাইফেলের দাগ হতে পারে।

চিহ্ন দেখে লোকটার পিছু না নিয়ে আবার নিচে ফিরে এল ওরা। নিজেদের ঘোড়া নিয়ে গরুগুলোকে জড় করে দেখল কেবল চারটা গরুর ব্র্যাণ্ড বদলান হয়েছে। ইংরেজি 'কে' অক্ষর দুটোর পাশে উল্টো 'কে' বসিয়ে বরফি তৈরি করা হয়েছে। এখন ওটা ডাবল ডায়মণ্ড চিহ্নের মত দেখাচ্ছে।

'ডাবল ডায়মণ্ড! আশ্চর্য!' বলে উঠল ক্রস্টি।

আশ্চর্য ব্যাপার সন্দেহ নেই,' গম্ভীরভাবে স্বীকার করল এরফান। 'কিন্তু কেন?'

হাসল ক্রস্টি। 'আমাদের দুজনে এত মিল যে মাঝেমাঝে আমি ভুলে যাই তুমি নতুন মানুষ। আসলে,' ব্যাখ্যা দিল সে, 'ডাবল ডায়মণ্ডের মালিক কেনেথকে খুব পছন্দ করে। আমাদের দক্ষিণ-পশ্চিমেই ওদের র‍্যাঞ্চ। ও আমাদের গরু চুরি করবে এটা ভাবাই যায় না।'

'হতে পারে কেউ দুই র‍্যাঞ্চের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে,' বদলান ব্র্যাণ্ডের দিকে দেখাল সে। 'কাঁচা কাজ। শুকানর পরেও যে-কোন বাচ্চা বুঝবে ওটা বদলান হয়েছে।'

'মনে হয় তুমি ঠিকই ধরেছ,' বলল ক্রস্টি। ওয়াইলি পলকের গরু কখনও এতদূর আসে না—এদিককার ঘাসও খারাপ—তাছাড়া ওদের লোকজনকেও অনেক কৈফিয়ত দিতে হবে। এখন কি করতে চাও?'

'এই গরু চারটা তাড়িয়ে ডাবল ডায়মণ্ডে নিয়ে যাব। ওরা দেখুক আমরা হাত-পা গুটিয়ে বসে নেই।'

ব্র্যাণ্ড বদলান গরুগুলোকে আলাদা করে নিয়ে রওনা হয়ে গেল ওরা। মৃত লোকদুটোকে কবর দেয়ার প্রশ্নে এরফান একটু রূঢ়ভাবেই জবাব দিল, 'তোমার কি মনে হয় ওরাও আমাদের জন্য তাই করত? তাছাড়া আমাদের কাছে কোদাল নেই, আর শকুনেরও খেয়ে বাঁচতে হবে।'

এরফানের কঠিন মুখের দিকে এক নজর চেয়ে আর কথা বাড়াল না ক্রস্টি। সে এই কম সময়ের মধ্যেই বুঝে নিয়েছে তার সঙ্গী বয়সে খুব বেশি বড় না হলেও অভিজ্ঞতায় তার থেকে অনেক বড়। কিছুদূর নীরবে পথ চলার পর এরফান মুখ খুলল।

'ওই তিনজন, যারা ঘোড়া নিয়ে পালাল, ওরা হচ্ছে কনার্ড আর তার দুই সঙ্গী। ওদেরই আমি ডাগআউটে পিটিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছিলাম। ওরা কিভাবে জানল আমি আজ এখানে আসব?'

'জানতেই পারে না—হতে পারে ভাগ্যক্রমে দেখা হয়ে গেছে,' জবাব দিল অন্যজন। 'তবে শোনা যায় স্যাটান লোকটা নাকি যাদু জানে।'

হাসল এরফান। 'তুমি কি সত্যিই তাই বিশ্বাস কর নাকি?'

'ঠিক তা নয়, তবে যেসব খবর লোকটা রাখে তাতে অবাক হতে হয়।' একটু চুপ করে থেকে সে আবার বলল, 'আজ সকালের আগে তো আমরা নিজেরাই জানতাম না।'

'যে আমাদের পাঠিয়েছে সে জানত,' মনে করিয়ে দিল এরফান।

ফ্রস্টির চোখ বিস্ফারিত হল। 'ওহ্, এরফান, লোকটাকে আমি পছন্দ করি না বটে, কিন্তু তাই বলে...'

'হয়ত না, কিন্তু তবু কথাটা মনে রাখা ভাল। যাকগে, ওয়াইলি পলক্ লোকটা কেমন?'

'বেঁটে মোটাসোটা লোক। সহজ সরল একটা হাসি সবসময় মুখে লেগেই আছে। এই এলাকায় ও-ই একমাত্র লোক যে কর্নেলের মুখের ওপর কথা বলতে পারে। কাউকে বকাঝকা করলেও হাসতে হাসতেই করে, তাতে ততটা খারাপ লাগে না। ওর কর্মচারীরা ওকে খুব মানে।'

'কিছুটা আন্দাজ পাওয়া গেল,' বলল এরফান।

দু'ঘণ্টা পরে একটা লম্বা চ্যাপ্টা ধরনের কাঠের বাড়ির সামনে গরু দাঁড় করাল ওরা। বাড়িটার অবস্থা খুব খারাপ, মেরামত করা জরুরী হয়ে পড়েছে। পর্দাহীন জানালাগুলো যেন হাঁ করে চেয়ে আছে। বাঙ্ক হাউস, গুদাম, করাল—সবকিছুরই প্রায় একই অবস্থা। সঙ্গীর আশ্চর্য হওয়া খেয়াল করল ফ্রস্টি।

'শিগগিরই একদিন দেখা যাবে ওয়াইলির মাথার ওপর ঘর ভেঙে পড়েছে। হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে ওয়াইলি লোকজনকে আর একটা বাড়ি তৈরি করার আদেশ দিচ্ছে,' বলল সে। 'না, এই র‍্যাঞ্চে কোন মেয়েলি ছোঁয়া নেই তা বুঝতে পেরেছ নিশ্চয়? ওর একটা চীনা রাঁধুনী আছে।' গলা ছেড়ে হাঁকল ফ্রস্টি, 'বাড়িতে কেউ আছো!'

জবাবে উচ্চতা আর পাশে সমান একটা লোক বেরিয়ে এল। বিরাট একটা গোল মেক্সিকান হ্যাট ওর মাথায় পিছন দিকে কাত করা রয়েছে। অতিথিদের দেখে ওর মুখে চওড়া একটা হাসি ফুটে উঠল।

'আরে, ফ্রস্টি যে! কি খবর?' চিৎকার করে উঠল সে। 'ঘোড়া থেকে নেমে বিশ্রাম নাও।'

নেমে দরজার কাছে পাতা একটা বেঞ্চের ওপর বসল ওরা। গরুগুলো লম্বা পথ চলার পর এখন নিশ্চিন্ত আয়েশে ঘাস চিবাচ্ছে। সঙ্গীর সাথে র‍্যাঞ্চারের পরিচয় করিয়ে দিল ফ্রস্টি। কতক্ষণ এরফানকে যাচাই করে দেখে শেষে চকচকে চোখে মন্তব্য করল, 'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, জেসাপ। দেশের সেকেণ্ড-বেস্ট বস পেয়েছ তুমি। ওখানে যোগ্য মর্যাদা না পেলে এসে বেস্ট বসের সাথে দেখা করতে পার।'

ভাবল কে-র কর্মচারী সশব্দে হেসে উঠল। 'তোমাকে আগেই বলেছি, এরফান, ভদ্রলোক খুব বিনয়ী,' বলল সে।

'ভাল, এবার বল তোমাদের কি খবর—নাকি গলা শুকিয়ে গেছে, ভেজান দরকার?' ফ্রস্টি চট করে স্বীকার করল গলা ভেজান দরকার। 'এই, চ্যাঙ, দুজন অতিথি এসেছে, এক জগ পানি দিয়ে যাও,' হাঁকল ওয়াইলি।

মুহূর্তের জন্য পানির কথা শুনে ফ্রস্টির মনটা দমে গিয়েছিল। কিন্তু ট্রেতে পানির জগের পাশে বোতলটা দেখে আবার হাসি ফুটল ওর মুখে। গ্লাসে চুমুক দেয়ার ফাঁকে ফ্রস্টি তার গল্প শোনাল। ওর কথা শেষ হলে মুখ খুলল ওয়াইলি।

'ওগুলোকে এখানে এনে ভালই করেছ; আমি কৃতজ্ঞ।'

'বুদ্ধিটা আমার নয়—এরফানের। ওর মতে তোমার আর কেনেথের মধ্যে ঝগড়া বাধাবার চেষ্টা করছে কেউ।'

মাথা ঝাঁকাল ওয়াইলি। 'তোমাদের দুজনের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। জেসাপ যদি ওই গরুগুলোর একটাকে দড়ির ফাঁস পরিয়ে মাটিতে শোয়ায়...'

তীক্ষ্ণ চোখে এরফানকে ঘোড়ার পিঠে চড়ে এগোতে দেখছে র‍্যাঞ্চার। গরুগুলো সরে যেতে শুরু করতেই কালো ঘোড়াটা লাফিয়ে আগে বাড়ল। দড়ির ফাঁসটা বাতাসে চক্কর কেটে নিখুঁতভাবে গরুর শিঙে আটকাল। ল্যাসোটা ডান দিকে ঝটকা দিয়ে ঘোড়াকে বাম দিকে নিয়ে ধাক্কা লাগিয়ে গরুটাকে মাটিতে ফেলল সে। তারপর কব্জির ঝাঁকিতে আরও দুটো ফাঁসের সৃষ্টি হল দড়িতে। ফাঁস দুটো অব্যর্থভাবে গরুর পা ছোঁড়া ঠেকাল।

'কাজ ভালই জানে,' মন্তব্য করল র‍্যাঞ্চার। গরুর কাছে এগিয়ে গেল ওরা। 'ঘোড়ার পিঠে বসে গরুকে মাটিতে ফেলতে সবাই পারে না।'

বদলান ব্র্যাণ্ডটার দিকে এক নজর দেখেই হো হো করে হেসে উঠল ওয়াইলি। 'চমৎকার কাজ,' বলল সে। 'একটা বাচ্চাও বুঝবে ওটা গরুর আসল ব্র্যাণ্ড নয়। এটাই চেয়েছিল ওরা। কেনেথকে বলো এই গরুগুলো আমি কিনে নিলাম—তাতে তোমাদের আর কষ্ট করে ওগুলো তাড়িয়ে নিতে হবে না।'

এরফানের ওপরই তার বন্দীকে মুক্ত করার ভার ছেড়ে দিয়ে র‍্যাঞ্চ-

হাউসে ফিরে গেল ওরা। জমিতে দাঁড়ান মানুষকে ভয় পায় না গরু—আক্রমণ করে বসতে পারে।

'শুনলাম একজন নতুন লোক নাকি হেল সিটির চারজন বদমাশকে পিটিয়ে সোজা করেছে?' জবাবের অপেক্ষা না করেই সে আবার বলল, 'লোকটাকে দেখার জন্য ডাকতে লোক পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু ভাগ্য খারাপ, লোকটা চলে গেছে।'

'যাক, তোমার ইচ্ছা শেষ পর্যন্ত পুরো হয়েছে,' এরফানের দিকে চেয়ে হাসল ক্রস্টি। ঝাঁকি দিয়ে দড়ির বাঁধন খুলে দিয়ে ফিরে এল এরফান।

'তারমানে তুমি বলছ এই সেই লোক?' প্রশ্ন করল র‍্যাঙ্কার। 'তাহলে কেনেথ আমার আগেই কাজ সেরে ফেলেছে? নতুন লোককে কাজে নেয়ার অর্থ?'

'প্রথমত ধন্যবাদ জানাবার জন্যেই ওকে ডেকেছিল কর্নেল,' জবাব দিল ক্রস্টি। তারপর বারে কি ঘটেছিল খুলে বলল।

বোঝার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল ওয়াইলি। 'জেসাপ, আসলে যতটা মনে করেছিলাম তোমার কাছে তারচেয়েও অনেক বেশি ঋণী আমি। মিস জুলিয়া আমার বিশেষ বন্ধু। এত আগে জন্মে না ফেললে আমি ঘনঘন ডাবল কে-তে ছুটতাম। তুমি তার জন্যে যা করেছ এটা আমি ভুলব না। আমার দরজা তোমার জন্য সব সময়েই খোলা থাকবে। কেনেথকে বলো যেন আমার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখে। আমি বাজি ধরে বলতে পারি নরকের কুকুরটা এই মুহূর্তে কোন শয়তানি ফন্দি আঁটছে।'

ডাবল কে ফেরার পথে ক্রস্টি কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করল, 'ওয়াইলিকে কেমন লাগল?'

'লোকটা ভাল হুইস্কি রাখে,' জবাব এল।

সাত

হেল সিটির পথটা খুব দুর্গম। রুক্ষ সরু একটা ওয়্যাগন চলার পথ সাপের মত এঁকেবেঁকে উপর দিকে উঠে গেছে। একদিকে খাড়া পাথরের দেয়াল আর অন্যদিকে শেষ মাথায় আরও একটা খাড়া পাহাড়। ডাগ আউটের দিক থেকে ওটাই একমাত্র পথ। একটা ভারি গেটের সামনে ওটা শেষ

হয়েছে। ওখানে সর্বক্ষণ পাহারা মোতায়েন রাখা হয়। ভিতরে একটা রাস্তা ছুটো খাড়া ক্লিফের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করছে। একবার বেঁকে ফুলে উঠে আবার ভিতর দিকে বেঁকে গেছে। ওদিকে আরও একটা গেট রয়েছে—পশ্চিমের প্রবেশ পথ ওটা। আগে হোপি ইণ্ডিয়ানরা এখানে ক্লিফের ওপর বাস করত। সেটাকেই বর্তমান লোকগুলো নিজেদের মত করে গড়ে নিয়েছে। কয়েকটা কাঠের বাড়িও ছড়িয়ে আছে। ওগুলোর মধ্যে একটা স্টোর আর সেলুনও রয়েছে কিন্তু বেশিরভাগ নতুন অধিবাসীই গুহায় বাস করেই সন্তুষ্ট। শুধু একটা দরজা বা জানালা বসিয়ে নিলেই ওগুলো বাস করার যোগ্য বাসা হয়ে যায়।

ওরই একটার বাইরে এসে থামল কনার্ড আর তার সঙ্গী দুজন। ঘোড়াগুলো এতদূর ছুটে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সবার চেহারাতেই একটা শঙ্কার ভাব।

'রিপোর্ট করা দরকার,' বলল ওদের লীডার।

'সেই ভাল,' বলল আর একজন। 'সে জেনেই যাবে—হয়ত ডাগআউটের ব্যাপারটার মত এটাও সে এখনই জানে।'

'কে জানাবে ওকে?' যুক্তি দেখাল গালকাটা। 'কাউবয় দুজন নিশ্চয় বলবে না, মেক্সিকান দুজন তো মারাই পড়েছে। ট্যারাও হয়ত মারা পড়েছে, নইলে এতক্ষণে ওর দেখা পাওয়া যেত।'

'আমি বলছি ও ঠিকই জানবে,' জোর দিয়ে বলল অন্যজন। 'কিন্তু তারপরে কি? আমরা হেরে গেছি—ব্যাপারটাকে আরও ঘোলা করে কোন লাভ নেই।'

'রলফ ঠিকই বলেছে, আমাদের ওষুধ আমাদেরই গিলতে হবে,' তৃতীয় লোকটা বলল।

'তোমার কথাই সত্যি, ডিক্সি,' কনার্ড বলল। 'কড়া এক ডোজ ওষুধের জন্য তৈরি হও।'

পাথরের ভিতর দিয়ে একটা সরু টানেল ধরে এগোল ওরা। একটা দরজার সামনে থেমে নক করল ওদের লীডার। একটা লোক দরজা খুলল। আধো আলোয় ওকে মানুষ আর জন্তুর মাঝামাঝি একটা জীবের মতই মনে হল। উচ্চতায় পাঁচ ফুটের বেশি হবে না। ব্যারেলের মত দেহটা ছুটো গাছের গুঁড়ির মত পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। হাত দুটো অস্বাভাবিক

রকম লম্বা—চওড়া শক্তিশালী কাঁধ। পশমে বোঝাই মুখ দেখলে জন্তুর সাথে সাদৃশ্যের কথাটাই বেশি করে মনে পড়ে।

'হ্যালো, সিলভার,' সম্ভাষণ জানাল কনার্ড। 'আমরা চীফের সাথে দেখা করতে চাই।'

দুশমনের মত একটা হাসি দিল লোকটা। বিষ দাঁতের মত হলদে দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ল। 'তোমাদের অপেক্ষাতেই বসে আছে সে,' জানাল সিলভার।

সংশয়ের দোলায় দুলছে ওদের মন। সার বেঁধে এগোল ওরা। কামরাটা বেশ বড়। নগ্ন দেয়ালের কিছু কিছু অংশ কাজ-করা রঙিন নাভাজো কম্বলে ঢাকা। দেয়ালের গায়ে দুটো গর্ত জানালার কাজ করছে। ওদের কাছে ওটা বিলাসিতা। মেঝেতে ছোট ছোট পুরু কারপেট বিছান রয়েছে। দামী আসবাবপত্র ছড়িয়ে আছে সারা ঘরে। ভালুকের চামড়ায় ঢাকা একটা চেয়ারে বসে আছে ওইসব সুন্দর জিনিসের মালিক।

দেখেই বোঝা যায় লোকটা তরুণ—তিরিশের নিচে হবে বয়স। একটা লালচে ভেলভেটের কাপড়ে মুখটা ঢাকা। দেখার জন্য মুখোশে দুটো গর্ত রয়েছে। লোকটার পাতলা ঠোঁট দুটো প্রায় রক্তশূন্য। কাউবয় পোশাক পরা থাকলেও ওর সিল্কের শার্ট, ছাগলের চামড়ার চ্যাপস্ আর হাইহীল বুট প্রত্যেকটাই উঁচু মানের জিনিস। এক জোড়া হাতির দাঁতে বাঁধান কোল্ট শোভা পাচ্ছে ওর কোমরে। লোকগুলো হ্যাট পরেই ঘরে ঢুকেছিল, কিন্তু ঠাণ্ডা নীল চোখের এক চাহনিতেই সবাই তাড়াতাড়ি মাথা থেকে হ্যাট নামাল।

'তাহলে আবার তোমরা ব্যর্থ হয়েছ?' স্বরটা নিচু, কোন ভাবাবেগ নেই, তবু ভয়াবহ। বিড়বিড় করে একটা কৈফিয়ত দেয়ার চেষ্টায় মুখ খুলেছিল কনার্ড কিন্তু কথা শেষ করার সুযোগ পেল না। 'মিথ্যা বলে লাভ নেই, ঘটনার খুঁটিনাটি আমার জানা আছে। প্রথমবার তোমরা ছিলে চারজন, আর এবার ছিল ছয়জন। একজন লোককে পরাজিত করতে তোমাদের কতজন লোক দরকার?'

উপহাসে মোচড়া-মুচড়ি করছে ওরা। 'ওরা দুজন ছিল,' রলফ শুধরে দিল।

অস্থিরভাবে কাঁধ ঝাঁকাল চীফ। 'তোমাদের তিনজনে ওরা ছিল একজন,'

বলল সে। 'ট্যারা কই?'

'ভেবেছিলাম তুমি জান,' জবাব দিল কনার্ড। কিন্তু চীফের চাহনি দেখে ভাবছে কথাটা না বললেই ভাল ছিল।

'হ্যাঁ, আমি জানি বৈকি। কিন্তু দেখতে চাইছিলাম তোমরা নিজেদের দোষ ঢাকতে কতটা মিথ্যার আশ্রয় নাও। এবার শোন, ওই জেসাপ লোকটাকে আমার অনুমতি ছাড়া আর তোমরা ঘাঁটাবে না—ওর ব্যাপারে আমার অন্য রকম পরিকল্পনা আছে। তোমরা দুবার বিফল হয়েছ, তৃতীয়বারই হবে তোমাদের শেষ। সিলভার, দরজা লাগাও।'

চাবুক-খাওয়া অপরাধীর মত তিনজনে গুটিগুটি বেরিয়ে গেল। নিজেদের খুপরিতে ফিরে ওরা দেখল ট্যারা বসে আছে। তিনজনকেই কাপুরুষের মত পালাবার জন্যে ঝাল মিটিয়ে গাল দিল সে।

'আমাদের করার আর কি ছিল?' ছুতো দিল গালকাটা। 'আমরা ঘুরে ওদের পিছন দিকেই পৌঁছতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ওই খাড়া দেয়াল বেয়ে একটা বাঁদরও উঠতে পারবে না। তুমি আড়ালে রইলে না কেন?'

'আড়ালেই তো ছিলাম, বোকার দল—ওরাই আর একটা পাথরে বাড়ি খাইয়ে গুলি করা শুরু করল, একটা ছুটে এসে আমার উরুতে লাগল,' বিরক্তি ভরে বলল ট্যারা।

'তুমি এখানে পৌঁছলে কিভাবে?' প্রশ্ন করল ডিক্সি।

'সিলভারের সাথে দেখা হয়ে গেল, সে-ই আমাকে কাঁধে করে নিয়ে এসেছে। উহ, লোকটার দারুণ শক্তি, ভালুকের মত ছুটতে পারে, পাহাড়ে চড়াতেও ওস্তাদ।'

'তাহলে এভাবেই চীফ খবর পেয়েছে,' মন্তব্য করল কনার্ড।

'যদি ভাব আমি তাকে জানিয়েছি—'

'তা ভাবছি না, জানি তুমি বোকা নও। স্যাটান কাউকে বিশ্বাস করে না। নিশ্চয় সিলভারকে নজর রাখতে পাঠিয়েছিল।'

'ভাল, ও না থাকলে আমাকে আর বাঁচতে হত না,' বলল ট্যারা। 'এখন আমার একটাই শখ—আমার রাইফেলের সাইটে জেসাপকে পাওয়া।'

'তারপরে একটা কাঠের বাক্সে পচবে তুমি,' জানাল গালকাটা। 'ওকে মারার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে চীফ।'

'সে আবার কেমন কথা? কেন?'

‘বলেনি, হয়ত জানাতে ভুলে গেছে।’

‘নিষেধ থাকুক আর না থাকুক, এর শোধ আমি নেবই,’ উরুর ব্যাণ্ডেজে হাত রেখে ককিয়ে উঠল ট্যারা।

কর্কশ স্বরে হাসল গালকাটা। ‘তোমার অভাব আমরা খুব টের পাব, ট্যারা।’

ডাবল কে-তে পৌঁছে ওরা দেখল ফোরম্যানের সাথে মালিক কথা বলছে। এরফানের মনে হল ওদের দেখে ফোরম্যানের ভুরুটা যেন একটু কুঁচকাল। ক্রস্টি দিনের ঘটনাবলীর বর্ণনা দিল।

‘ওরা আমার গরুর গায়ে ডাবল ডায়মণ্ডের ছাপ লাগাচ্ছিল?’ কথা শেষ হলে প্রশ্ন করল কেনেথ। ‘কিন্তু তা কেন করতে যাবে?’

‘এরফানের ধারণা দুই র‍্যাঞ্চের মধ্যে সম্পর্ক ঘোলা করে তোলার মতলবে ছিল ওরা।’

‘কারণটা একটু দুর্বল বলে মনে হচ্ছে,’ মন্তব্য করল র‍্যাটারি লোগান।

‘যুক্তিসঙ্গত আর কোন ব্যাখ্যা দিতে পার?’ তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করল কর্নেল। ‘ওয়াইলির মত কি?’

‘তারও একই ধারণা। তোমাকে জানাতে বলেছে যে গরুগুলো সে কিনে নেবে,’ জবাব দিল ক্রস্টি। ‘ব্র্যাণ্ডিঙের কাজ খুব নিচু মানের।’

‘লোকগুলোকে চিনতে পেরেছিলে?’

‘আগুনের কাছে যারা ছিল তারা মেক্সিকান। ওখানে আরও তিনজন ছিল যারা ডাগআউটের বারে ছিল। চতুর্থ লোকটাকে আমরা দেখতে পাইনি।’

এক মুহূর্ত ভাবল র‍্যাঞ্চার। ‘অসম্ভব মনে হলেও ওরা তোমাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিল বলে আমার ধারণা হচ্ছে।’

‘ব্যাপারটা ওই রকমই দেখায় বটে,’ স্বীকার করল ক্রস্টি। ‘আগুনটা কয়েক মাইল দূরে থেকেও যে-কোন মানুষের চোখে পড়বে।’

অবজ্ঞার হাসি হাসল লোগান। ‘সবাই বলে স্যাটান নাকি যাদুকর, কিন্তু আমার মনে হয় ওর পক্ষেও এতটা আঁচ করা অসম্ভব। আমরা কালেভদ্রে ওদিকে কাউকে পাঠাই।’

কিন্তু কথাটা বলেই বুঝল ভুল হয়ে গেছে। ঝট করে ওর দিকে ঘুরে

দাঁড়াল কেনেথ। ‘হুঁ, তাহলে-এই-ব্যাপার?’ ধীরে উচ্চারণ করল সে। ‘তুমি গরু চোরের জন্যে রাস্তা খুলে রাখলে আমার স্টক খোয়া যাবে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ওখানে ‘স্বাগতম’ লেখা একটা সাইনবোর্ড পুঁতে দিলে কেমন হয়?’

ফোরম্যানের মুখটা তীব্র বিদ্রূপের খোঁচায় লাল হয়ে উঠল। ‘হেল সিটির বিরুদ্ধে লড়ার মত শক্তি আমাদের নেই,’ বিষণ্ণ স্বরে বলল সে। ‘তবে আমাদের হয়ত তাই করতে হবে এবার,’ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে কাউবয় দুজনের দিকে চেয়ে কথাটা বলল র‍্যাটারি।

‘তুমি আজকের কাজের জন্য কি ওদের দোষ ধরছ? তাহলে ভুল করছ,’ কড়া সুরে বলল কর্নেল। ‘আমি দুঃখিত যে ওরা সবকটাকে মেরে রেখে আসতে পারেনি। জেসাপ, তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে।’ ওরা না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে সে বলল, ‘লোগান সম্পর্কে তোমার কি ধারণা?’

‘এখনও কোন স্পষ্ট ধারণা জন্মেনি,’ প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল এরফান।

‘কর্মচারীদের অনেকেই ওকে পছন্দ করে না।’

‘জনপ্রিয় ফোরম্যান হয় খুব ভাল অথবা খুব খারাপ হয়,’ বলে প্রসঙ্গ পালটাল এরফান। ‘হেল সিটির চীফের হাতে কত লোক আছে?’

‘গুজব শোনা যায় তিরিশ থেকে পঞ্চাশজন।’

‘দুটোর গড় নিয়ে ধরা যাক চল্লিশজন। এতগুলো লোকের মধ্যে যে তিনজনের সাথে আমার সংঘর্ষ হয়েছিল তারাই ওখানে ছিল—ব্যাপারটা একটু কেমন না?’

‘ঠিক,’ স্বীকার করল কেনেথ। ‘আমার ধারণা তোমাকে ওরা আশা করছিল। হয়ত লোগানের কথাই ঠিক—এর মানেই যুদ্ধ।’ কেনেথের চেহারা হঠাৎ কঠিন হল। ‘তোমাকে কি কেউ জানিয়েছে যে ওই মুখোশ পরা পাজি লোকটা আমারই ছেলে?’

‘হ্যাঁ, কথাটা যারা বিশ্বাস করে না তাদের মুখে শুনেছি।’

‘কিন্তু যেটুকু তথ্য-প্রমাণ পাওয়া গেছে তাতে সন্দেহের অবকাশ খুব কম,’ শীতল গলায় জানাল র‍্যাঞ্চার। ‘কথাটা যদি সত্যিও হয় তবু সমাজের দশের মঙ্গলের জন্য তার বিচার হওয়া উচিত।’ কঠিন স্বরটা তার একটুও কাঁপল না। কিন্তু ফ্যাকাসে মুখটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে কথাগুলো বলতে

তার কতখানি কষ্ট হয়েছে। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সে আবার মুখ খুলল। 'তুমি এখন কি করতে চাও?'

'এখন ওর চাল দেয়ার পালা,' বলল এরফান। 'ক্রস্টি আর আমি আজকের মতই ঘুরে বেড়াব—এই এলাকার সাথে আমি ভাল করে পরিচিত হয়ে নিতে চাই।'

বাঙ্ক-হাউসে ফিরে দেখল একটা উত্তেজনাময় আবহাওয়া বিরাজ করছে। গরু চোরদের হার হওয়ায় সবাই বেশ খুশি।

'টিমের মৃত্যুর কিছুটা শোধ উঠল,' বলল একজন।

'হাহ্!' ঘোঁৎ করে উঠল র‍্যাটারি। 'এক ডজন মেক্সিকান মরলেও টিমের শোধ উঠবে না।'

সবার মাঝে সমান উৎসাহ দেখা যাচ্ছে না। কয়েকজন অপেক্ষাকৃত বয়স্ক লোক এর বিরূপ দিকটাই বড় করে দেখছে। গাওয়েন সরাসরি বলেই ফেলল।

'সেধে বিপদ ঘাড়ে নেয়া হচ্ছে,' বলল সে। 'কয়েকটা গরুর চেয়ে মানুষের জীবনের দাম অনেক বেশি।'

'তোমাকে সামান্য দশ ডলার ঠকাতে চেয়েছিল বলে একটা লোককে তুমি গুলি করে মারনি?' প্রশ্ন করল ক্রস্টি। গল্পটা সবাইকে শোনাতে পছন্দ করে গাওয়েন।

'সেটা অন্য কথা ছিল,' নিজের পক্ষে যুক্তি দেখাল সে।

'হ্যাঁ, টাকাটা তোমার নিজের ছিল, আর গরুর মালিক বুড়ো,' খোঁচা মারল ক্রস্টি।

'তোমরা ছেলেপেলেরা মনে কর তোমরাই বুঝি সব জান। তোমরা যখন বুঝতে শিখবে—'

লেইজি কথার মোড় ঘুরিয়ে ঝগড়া বাধা ঠেকাল। 'মিস্টার স্যাটান এখন কি করবে বলে তোমার মনে হয়?' সবার উদ্দেশে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল সে।

'পায়ের ফাঁকে লেজ গুঁজে বাতাসে ঘুসি ছুঁড়বে নিশ্চয়,' বলল গাওয়েন।

এতক্ষণ মুখ বাঁকিয়ে সবার কথাবার্তা শুনছিল র‍্যাটারি। এবার বলল, 'জেসাপ, এখন থেকে উত্তর সীমান্তে তুমি টহল দেবে। আমার বিশ্বাস তুমি ওদের এত ভয় পাইয়ে দিয়েছ যে ওদের জন্য তুমি একাই যথেষ্ট।'

ক্রস্টি মুখ খুলতে যাচ্ছিল, কিন্তু এরফানের চোখের ইশারায় চুপ করে

গেল।

পরে র‍্যাটারিকে একা পেয়ে এরফান বলল, 'ও, র‍্যাটারি, ওদের সবার সামনে আমি বলতে চাইনি, কিন্তু কর্নেল ক্রস্টি আর আমাকে দুজনে মিলে একটা টীম করতে বলেছে।' ফোরম্যানের চোখ দুটো রাগে জ্বলে উঠল। 'হ্যাঁ, নিশ্চয়, তুমি একা ভয় পেলে ওকে সাথে নিতে পার—' শুরু করল সে।

হেসে উঠল এরফান। 'আমি ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছি। কিন্তু মালিক যখন আদেশ দেয়...'

'তখন ফোরম্যান ভিন্ন মত পোষণ করলেও তাকে মানতেই হবে?'

'আমি সেকথা বলছিলাম না, যাকে আদেশ দেয়া হয়েছে সে আদেশ মানবে, ফোরম্যান মালিকের সাথে তর্ক করতে পারে—'

'আমি ওই মাথা মোটা বুড়োর সাথে তর্ক করব?' বুনো আক্রোশে বাধা দিয়ে বলে উঠল র‍্যাটারি। 'করার মত আরও অনেক ভাল কাজ আমার আছে। লোকটা যদি তার নিজের র‍্যাঞ্চ গোল্লায় পাঠাতে চায়—পাঠাক।'

এরফানকে একা ছেড়ে রাগের মাথায় ধুপধাপ করে অন্যদিকে চলে গেল র‍্যাটারি।

আট

পরদিন আবার গতদিনের ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছল দুই বন্ধু। এখন এরফান জানে ওই ক্যানিয়নের নাম কয়োটি ক্যানিয়ন। লাশ দুটো অদৃশ্য হয়েছে। তবে বেশিদূর যায়নি। পাথরের তৈরি নতুন দুটো কবর দেখে তা বোঝা যাচ্ছে। আগুনের ছাই বালু দিয়ে ঢেকে ফেলা হয়েছে।

'কেউ জায়গাটা পরিষ্কার করেছে,' মন্তব্য করল এরফান। 'এখান থেকে হেল সিটি কতদূর?'

'প্রায় আট মাইল, ক্যানিয়ন ধরে সোজা যেতে হয়,' জানাল ক্রস্টি। 'কেন, ওখানে একবার ঘুরে আসার কথা ভাবছ?'

'না, দাওয়াত না পাওয়া পর্যন্ত যাব না,' হেসে জবাব দিল এরফান। ক্রস্টিও হাসল, কিন্তু ওর মন্তব্যের অর্থ পুরোপুরি বুঝল না।

পাহাড়ের খাঁজ থেকে গরু খুঁজে বের করে একত্রে জড় করাই হচ্ছে

ওদের কাজ। তাই দুজনে আলাদা হল। ঠিক হল, দ্রুত দুবার গুলির শব্দ হলে যত জলদি সম্ভব একত্র হবে ওরা। ক্রুন্তি পুবে গেল, এরফান উল্টো-দিকে রওনা হল। প্রায় মাইলখানেক কাঁটা ঝোপের ভিতর দিয়ে পথ করে এগোল এরফান। পথে যে কয়টা গরু পেল তাদের সমতল জমির দিকে তাড়িয়ে দিয়ে উত্তরের পথ ধরল সে। সমানভাবে চড়াই-এ উঠতে উঠতে পাথুরে জমির ওপর ক্যাকটাসে ছাওয়া এলাকা পার হয়ে একটা সমান জমির ধারে পৌছল। ঘাস আর ছিটেফোঁটা উজ্জ্বল রঙের ফুল, আর কিছু পাইন গাছ রয়েছে ওখানে। ওপাশে আরও পাহাড় রয়েছে—বনে ঢাকা। ওদিকেই এগোচ্ছিল এরফান, এই সময় একটা ঘোড়ার ভীত চিৎকার ওকে চমকে দিল। এক মুহূর্ত পরেই ঘোড়াটাকে দেখা গেল, পাথরের ভিতর দিয়ে ভীষণ বেগে লাফিয়ে ছুটছে।

‘মহিলা!’ অবাক এরফানের মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে এল। ‘ব্যাপার-টা কি···?’

শীঘ্রিই তার প্রশ্নের জবাব পেল এরফান। প্রায় একশো কদম দূরে এক-টা লম্বা খয়েরি-হলুদ প্রাণীর দেহ রোদে ঝিলিক দিয়ে উঠল—তাড়া করে শিকার ধরতে আসছে ওটা। ঝুলন্ত লাগাম দেখে বোঝা যাচ্ছে আরোহী তার ঘোড়ার নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে। মরিয়া হয়ে জিনের মাথা ধরে কোনমতে টিকে আছে সে। তাড়া করে আসা জন্তুটার কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরে যাবার বৃথা চেষ্টা করছে আরোহী। এরফান ওর আরও একটা বড় বিপদ দেখতে পাচ্ছে—সামনেই ধারটা খাড়া হাজার ফুট নেমে গেছে—আরোহী সে ব্যাপারে মোটেও সচেতন বলে মনে হচ্ছে না। আতঙ্কিত ঘোড়াটা অন্ধের মত সোজা ওদিকেই ছুটে চলেছে।

এরফান একটা শব্দ উচ্চারণ করার সাথেসাথে কালো ঘোড়াটা লাফিয়ে সামনে ছুটল টাট্টুটাকে থামাবার চেষ্টায়। ছোটার তালে ঘোড়ার পেশী-গুলো ফুলে-ফুলে উঠছে। কয়েক মুহূর্ত পুরোদমে ছোটার পর পাদানির ওপর দাঁড়িয়ে ল্যাসোর ফাঁস ঘুরাল এরফান।

‘স্টেডি বয়,’ কালো ঘোড়াটাকে সাবধান করল সে। দড়ির ফাঁসটা টাট্টুর গলায় এঁটে বসল। এরফানের ঘোড়া গতি কমিয়ে ফাঁসে আটকান টাট্টুকে মাটিতে না ফেলেই থামাল। পাগলের মত আরও কয়েকগজ এগোল বটে, কিন্তু দড়ির টান বেড়ে উঠতেই থেমে দাঁড়াল ওটা। একে-

বারে ঢালের কিনারে দাঁড়িয়ে ঘোড়াটা থরথর করে কাঁপছে।

একটা বিপদ কেটেছে সত্যি, কিন্তু আর একটা এখনও হুমকি দিচ্ছে। পাহাড়ী সিংহটা ক্ষুধার জ্বালায় ভীষণ সাহসী হয়ে উঠেছে। শিকার ছাড়তে সে কোনমতেই রাজি নয়। ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে, এই সময়ে এরফানের বুলেটটা ওর মগজে ঢুকল। নিজের ঘোড়াকে একটা নির্দেশ দিয়ে তাড়া-তাড়ি নেমে মেয়েটার দিকে ছুটে গিয়ে জিনের ওপর থেকে ওর এলিয়ে পড়া দেহটা নামিয়ে নিল।

‘এখন আর কোন ভয় নেই, ম্যাম,’ অভয় দিল এরফান। ‘এখন কেমন বোধ করছ?’

‘খুব খারাপ,’ বলে পাশেই একটা পাথরের ওপর বসে পড়ল মেয়েটা। ‘হঠাৎ আমার টাট্টুর কি যে হল আমার হাত থেকে লাগাম টেনে নিয়ে পাগলের মত ছোটা শুরু করল।’

‘একটা বড় বিড়ালের খুব খিদে পেয়েছিল মনে হচ্ছে,’ বলল এরফান। মেয়েটা ভয়েভয়ে ঘুরে তাকালে সে আবার বলল, ‘তবে এখন ওর খাবা-রের প্রয়োজন নেই।’

‘তাহলে এই কারণেই গুলির আওয়াজ পেলাম,’ বলল মেয়েটা তারপর চুপচাপ এরফানকে যাচাই করে দেখতে লাগল।

এরফানও মেয়েটাকে দেখছে। মেয়েটা যুবতী, তারই সমান বয়স হবে বলে আন্দাজ করল সে। যেকোন পরিবেশেই মেয়েটাকে সুন্দরী বলা চলে। বেণী করা ঘন কালো চুল ওর কালো চোখের সাথে চমৎকার ম্যাচ করেছে। সোজা নাক, আর পরিপূর্ণ ঠোঁট, গোলগোল ভরাট গাল। সব মিলিয়ে ওই মুখ প্রশংসার দাবি রাখে। মেয়েদের তুলনায় সে একটু বেশি লম্বা। রাইডিঙ পোশাকে ওর সুন্দর নিখুঁত কাঠামোটা আরও সুন্দর হয়ে ফুটে উঠেছে। চমৎকার দুই সারি সমান সাদা দাঁত দেখিয়ে হাসল মেয়েটা।

‘এইমাত্র মনে পড়ল সিংহের পেটে যাওয়া থেকে বাঁচানর জন্য তোমা-কে আমি ধন্যবাদ জানাইনি,’ বলল সে। ‘তবে সিংহটা হয়ত কেবল ঘোড়াটাকে খেয়েই সন্তুষ্ট থাকত।’

‘আমার মনে হয় না—ওর একটুও রুচি-বোধ থাকলে তোমাকে ছাড়ত না।’

প্রশংসা পেয়ে আবার হাসল মেয়েটা। ‘তুমি আমাদের থামানর আগে

ওকে গুলি করনি কেন? যদি মিস করতে…'

'হয়ত একটু ঝুঁকি ছিল, কিন্তু আশা ছিল মিস হবে না।'

আপনা থেকেই এরফানের চোখ মালভূমির খাড়া ধারে গিয়ে পড়ল। মেয়েটা উঠে ওদিকে কয়েক পা এগিয়েই সঙ্গে সঙ্গে তাড়াতাড়ি ফিরে এল—ওর চোখে আতঙ্ক।

'আমাকে ক্ষমা ক'রো,' বলে উঠল সে। 'তুমি আমাকে ভয়াবহ মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছ, আর আমি কিনা তোমার খুঁত ধরছিলাম। আমি বুঝিনি…'

'ছাড় ওসব কথা, ও কিছু না,' হাসল এরফান। 'হয়ত তুমিও একদিন আমাকে সাহায্য করবে।'

'যদি কখনও সুযোগ আসে আমার ওপর তুমি নির্ভর করতে পার,' শান্ত কণ্ঠে বলল সে। 'কিন্তু আপাতত কার কাছে ঋণী হলাম জানতে ইচ্ছে করছে।'

নিজের নাম জানাল এরফান। কেনেথের র‍্যাঞ্চে কাজ করছে, তাও জানাল।

'ডাবল কে? তোমার এলাকা ছেড়ে অনেক দূরে এসে পড়েছ?'

'আমি নতুন মানুষ, এখনও এলাকাটা চিনে উঠতে পারিনি,' ব্যাখ্যা দিল এরফান। 'ভাবলাম এদিকটা একটু ঘুরে দেখে যাই।'

'যাক, আমার জন্যে এটা শুভ হয়েছে। তোমার কি মনে হয় আমার ঘোড়া ঠিক মত আমাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিতে পারবে?'

'আমার বিশ্বাস পারবে।' নিচু সুরে শিস বাজাল এরফান। কালো ঘোড়াটা এগিয়ে এল—ফাঁসে আটকা আছে বলে অন্য ঘোড়াটাও সাথে আসতে বাধ্য হল। প্রশংসার চোখে কালো ঘোড়াটাকে দেখল মহিলা।

'তোমার নিজের?' জিজ্ঞেস করল সে। এরফানকে মাথা ঝাঁকাতে দেখে আবার বলল, 'ওটার যত্ন নিও—দারুণ ঘোড়া।'

'আমি ছাড়া আর কেউ ওর পিঠে উঠতে গেলে তার বিপদ ঘটবে,' জানাল এরফান।

টাট্টুর দিকে এগিয়ে দেখল ঘোড়াটা এখনও নার্ভাস, বিস্ফারিত বুনো চোখে চেয়ে আছে। গলা থেকে ফাঁস খুলে ওকে কিছুক্ষণ আদর করে ওর সাথে কথা বলায় ঘোড়াটা শান্ত হয়ে মহিলা মালিককে পিঠে নিল।

'তুমি ঘোড়ার সাথে সহজেই বন্ধুত্ব করতে পার,' মন্তব্য করল মেয়েটা।

'অনেক ঘোড়ার মাঝে আমার ছেলেবেলা কেটেছে। কুকুরের মত ওরাও বন্ধু চেনে।' দড়িটা গোল করে পেঁচিয়ে নিয়ে এরফানও ঘোড়ার পিঠে উঠল। 'এবার কোনদিকে?'

'আমি আমার হ্যাটটা খুঁজব—ওটা কোথাও পড়ে গেছে,' বলল সে। কিন্তু এরফান সাহায্য করার প্রস্তাব দিলে সে মাথা নাড়ল। 'তুমি অনেক করেছ, তোমার কথা আমার মনে থাকবে—এখান থেকেই বিদায় নেব আমি।'

'চিরতরে?'

'কুইএন সেবি?' হাসল সে। 'ভাগ্য যখন আমাদের এমন নাটকীয়ভাবে একত্রিত করেছে, নিশ্চয় আবার দেখা হবে।'

বাড়ান গ্লাভস পরা শক্ত হাতটা গ্রহণ করল এরফান, তারপর বিদায় নিয়ে দক্ষিণ দিকে ঘোড়া ঘুরাল। মেয়েটা গাছের আড়ালে অদৃশ্য হওয়ার পর তার মনে পড়ল যে মেয়েটার নাম তার জানা হয়নি। টাট্টুর ব্র্যাণ্ডটাই কেবল সে দেখেছে। সমতল জমিতে পৌঁছেই ফ্রস্টির দেখা পেল এরফান।

'একটা গুলির আওয়াজ পেলাম বলে মনে হল?' প্রশ্ন করল তরুণ।

'হ্যাঁ, একটা পাহাড়ী সিংহের সামনে পড়েছিলাম।'

'মেরেছ?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল জেসাপ। 'এদিকে বি ডি বলে কোন ব্র্যাণ্ড আছে?'

'না, আমরা সাধারণত সিংহ ব্র্যাণ্ড করি না,' চট করে জবাব দিল জডি।

'হাঁদারামদেরও ব্র্যাণ্ড করা হয় না নিশ্চয়? অন্তত তোমার গায়ে আমি কোন ব্র্যাণ্ড দেখিনি।'

বেশ কিছুক্ষণ পর আগে থেকে কোন আভাস না দিয়েই হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল ফ্রস্টি। দুটো ঘোড়াই চমকে শূন্যে লাফিয়ে উঠল। ঘোড়া সামলাতেই ওদের কয়েক মুহূর্ত কাটল। এরফানের র‍্যাকি, যার কানের কাছে পিস্তল ছুঁড়লেও সে পাথরের মতই নিশ্চল থাকে—সেও চমকেছে ওই ফেটে পড়া হাসির শব্দে।

'এখনই ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে আমাদের ঘাড় মটকাত—এত হাসির কি হল?'

'ভাবছি তোমার বি ডি "বিউইচিঙ ডেইম" হতে পারে।' এরফানের

কোন প্রতিক্রিয়া হল না দেখে সে বলে চলল, 'মেয়েটা দেখতে খুব সুন্দর, কিন্তু ক্যাকটাস বা কুগারও (আমেরিকান চিতাবাঘ) সুন্দর—তবে ওই মহিলার মত বিপজ্জনক নয়।'

নিজের ঘোড়ার সাথে কথা বলল এরফান। 'হাবিজাবি আগাছা কখনও খাস না, ব্ল্যাকি। দেখছিস না ওই লোকের কি অবস্থা হয়েছে—আবোল-তাবোল বকছে!'

'ঠাট্টা রাখ, এরফান,' বাধা দিল ক্রস্টি। 'বি ডি মানে বনি ডেলওরেস। ওর ঠিকানা হেল সিটি। ঘটনাটা কি?'

এরফান তার অ্যাডভেঞ্চারের কথা খুলে বলল। শুনে লম্বা একটা শিস দিল ক্রস্টি। 'মেয়েটা স্যাটানের খুব ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। ওর রক্ত ব্যাঙের মতই ঠাণ্ডা।'

'ওকে কৃতজ্ঞ বলেই মনে হল। আমরা যদি কখনও ওই শহরে যাই, হয়ত ওর থেকে কিছু সাহায্য পেতে পারি।'

'আমরা গেলে মানে? আমি এর মধ্যে নেই—এত টেনশন আমার সহ্য হবে না।'

'কেন, আমার তো মনে হয় বেশ ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার হবে।'

'হ্যাঁ, গালকাটা কনার্ড আর তার বন্ধুরা তোমাকে সাদরে গ্রহণ করবে।'

কোন জবাব দিল না এরফান। মেয়েটার কথাই ভাবছে সে। ওই মেয়ে কিভাবে এসব কঠিন লোকজনের সাথে জড়িয়ে পড়ল? সেও কি আইন থেকে লুকিয়ে আছে? সেটা অসম্ভব কিছুই নয়, মেয়েটার সৌন্দর্য ছাপিয়েও একটা বাস্তব কঠিন রূপ এরফানের চোখে পড়েছে। মেয়েটা রূঢ় পৃথিবীর কাছ থেকে অনেক আঘাত পেয়েছে বলেই মনে হয়। হঠাৎ খেয়াল করল ক্রস্টি এখনও কথা বলছে।

'যদি শুনি তুমি একাই ওখানে যাওয়ার মতলব আঁটছ—কি আর করা, পাগলের সাথে যুক্তি খাটে না—আমাকেও সঙ্গে যেতে হবে।'

ওর কথায় হাসল এরফান। অনেক হালকা বোধ করছে সে।

হেল সিটির গেটে বনি ডেলওরেসকে আটকাল না গার্ড। মেয়েটা ওখানে পৌঁছানর সাথেসাথে বিশাল গেটটা খুলে গেল। সুন্দর একটা হাসি দিয়ে চীফের কামরার দিকে এগোল সে। ওখানেও কোন বাধা এল না। নক

করার সাথেই দরজা খুলে গেল। বেঁটে লোকটার দিকে একবার আড়চোখে চেয়েই এগিয়ে গেল ডেলওরেস। সিলভারের চোখে কামনার আগুনটা সে দেখতে পেল না।

ভারি পর্দা ঝুলান একটা জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছে চীফ। ওখান থেকে বিশাল বেসিনের অনেকটা অংশ দেখা যায়। আরও দূরে বারো মাইল পুবেই হচ্ছে ডাগ আউট শহর। জানালার ঠিক বাইরেই ক্লিফের ধারটা একেবারে খাড়া নিচে নেমে গেছে। একশো ফুট নিচে গাছের মাথাগুলো দেখা যাচ্ছে।

'রাইডটা উপভোগ্য হল, বনি?' জিজ্ঞেস করল চীফ।

'হ্যাঁ, এবং না, দুটোই,' জবাব দিলো বনি। 'আমি তোমার কাছে এলে ওই বিকট মুখোশটা না রাখলেই খুশি হতাম।'

মেয়েটার বিরক্তিতে যেন একটু কৌতূহলী বোধ করল লোকটা। 'বিকট? আমার তো মনে হয় এটা খুব আকর্ষণীয়। তোমাকে বলে বলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি—আমার একটা প্রতিজ্ঞার কারণেই এই মুখোশ। এর অনেক উপকারিতাও আছে, অজ্ঞ লোকদের অজানা জিনিস টেনে রাখে। জান, আমার মতে খুব সুন্দর জিনিসেও মানুষের অনীহা আসতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক দম্পতিই যদি মুখোশ পরত তবে তাদের জীবন অনেক সুখের হত।'

অদ্ভুত প্রস্তাব শুনে মেয়েটা হাসল। 'আমি যদি ভাবতাম তুমি সত্যিই সিরিয়াস, আমিও একটা মুখোশ লাগাতাম।'

মুহূর্তে লোকটার মুড পালটে গেল। 'আমি বিবাহিত দম্পতিদের কথাই বলছিলাম,' রূঢ়ভাবে বলল সে। মেয়েটার চোখে রাগ দেখে হাসল স্যাটান। 'আহ্, রাগলে মনে হয় তুমি একটা বুনো বেড়াল, একটু সাহস পেলেই নখ বসাবে।'

চীফের নীল চোখ দুটো বনির চোখের ওপর স্থির হয়ে আছে। ওই চোখ দুটো মাঝেমাঝে ভাবলেশহীন হয়ে ওঠে, মনে হয় যেন ওগুলো পাথরের তৈরি। ওই দৃষ্টির সামনে মেয়েটা নীরব রইল।

'কোনদিকে গেছিলে আজ?'

'গিরিখাত ধরে দক্ষিণে একটা মালভূমির ওপর গেছিলাম। ওটার নাম আমি জানি না।'

'ব্যাটল মেসা,' বলল সে। 'অনেক বছর আগে হোপি ইণ্ডিয়ান যারা

এখানে বাস করত, তারা ওখানে অ্যাপাচিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রায় নির্বংশ হতে চলেছিল। ওইজন্যেই ওটার ওই নাম। বোকার মত ওরা খোলা জায়গায় যুদ্ধ করতে গেছিল—এখানে তাদের কেই ছুঁতেও পারত না।'

'নিজের সম্পর্কে তুমি খুব নিশ্চিন্ত, হাভি, কিন্তু হয়ত গভর্নর একদিন অ্যাকশন নেবে।'

'নিলে আমি টের পাব। ওর সব প্ল্যানই আমার জানা আছে,' বড়াই করে বলল সে। 'আমার কথা বিশ্বাস না করলে, শোন, তোমাকে আমি বলিনি পাহাড়ী সিংহ বিপজ্জনক? এখন তুমি জান আমি সত্যি কথাই বলেছিলাম। বিদেশী লোকটা তোমাকে না বাঁচালে এতক্ষণ কয়োটিরা মেসার তলায় তোমার ভাঙা হাড় নিয়ে কাড়াকাড়ি লাগাত।'

'তুমি দেখেছ?' আশ্চর্য হয়ে চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা।

'এখান থেকে বেরোইনি আমি,' জবাব দিল সে। 'তবু তোমার আতঙ্কিত টাট্টুটাকে ধ্বংসের দিকে ছুটে যেতে আমি দেখেছি। ওই লম্বা গাড় চেহারার কাউবয়টা যদি সময় মত ওর কালো ঘোড়া নিয়ে ছুটে না আসত, তবে তোমার বাঁচাই মুশকিল হত। লোকটা দড়ি ছুঁড়ে তোমাকে নিচে পড়া থেকে রক্ষা করেছে। তোমাকে যে সিংহটা তাড়া করেছিল তাকেও সে গুলি করে হত্যা করেছে। ডাবল কে-র এরফান জেসাপ শক্ত লোক।'

লোকটা সবই জানে! একেবারে বোবা হয়ে গেল ডেলওরেস। মেয়েটা জানে আস্তানা ছেড়ে পারতপক্ষে বেরোয় না হাভি। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য—বিস্ময়কর।

'আমার বিশ্বাস, নিজের সম্পর্কে ওকে কিছু জানাওনি তুমি?' বলে চলল সে।

'সেটাও তোমার জানার কথা,' একটু ঝালের সাথেই মেয়েটা বলল।

'হ্যাঁ, জানি,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল চীফ। 'জেসাপ তোমার সাথে আসতে চেয়েছিল, কিন্তু তুমি রাজি হওনি। বুদ্ধিমতীর কাজ। আমি শুধু তোমাকে যাচাই করার জন্য—'

'আমি সত্যি কথা বলি কিনা দেখতে চাইছিলে?'

'ঠিক তাই,' স্বীকার করল স্যাটান। 'কাউকেই আমি বিশ্বাস করি না। একমাত্র সিলভারই, মরবে, তবু আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না।'

'একটা জানোয়ার।'

'হ্যাঁ, কিন্তু আমার এক কথাতেই তোমাকে ছিঁড়ে কুটিকুটি করবে ও।' একটু চুপ করে থেকে সে আবার বলল, 'যে আমাকে এত ঋণী করেছে তাকে আমার ধন্যবাদ জানান দরকার।' কিন্তু ওর বলার ভঙ্গিটা শুভ মনে হল না। 'ভবিষ্যতে তুমি আর একা বেরিও না—অনেক বিপদ।'

'জীবনটা খুব ভাল, হাভি, মনে হয় যেন—'

'জেলখানায় আটক আছ, এই তো বলতে চাও?' বরফের মত ঠাণ্ডা গলায় বলল স্যাটান।

গাল থেকে সব রক্ত সরে গেল মেয়েটার। আর কোন কথা বলল না সে।

নয়

একটা সপ্তাহ কেটে গেল। স্বাভাবিকভাবেই ডাবল কে-র কাজ চলছে। দুই কাউবয় নিয়মিত উত্তরে টহল দিচ্ছে। কিন্তু আর কোন গরু চোরের দেখা পায়নি। এরফান দুবার ব্যাটেল মেসায় উঠেছে। ওর এখনও মনে হয় মেয়েটা ওকে সাহায্য করবে। কিন্তু ক্রস্টির বিশ্বাস ভিন্ন।

'খামোকা সময় নষ্ট করছ তুমি,' বলল সে। 'ওই মেয়ে স্যাটানের বন্ধু, ওর থেকে কেবল মিথ্যা কথাই পাবে তুমি।'

'হয়ত তোমার কথাই ঠিক। তবু মেয়েটা নিজের অজান্তেই কোন কথা বলে সাহায্য করতে পারে।'

ছোট্ট একটা ঘটনা এরফানকে ভাবিয়ে তুলেছে। ওর কাছ থেকে একটা জিনিস খোয়া গেছে। ওটা ওরই মাথার জন্য পাঁচশো ডলার পুরস্কারের নোটিশ। ডাকাতি আর খুনের জন্য ওকে খোঁজা হচ্ছে। বেশ কয়েক বছর আগের ঘটনা হলেও ঘোড়া আর তার বিবরণ পড়ে ওকে চেনা যায়। মেক্সিকোর শেরিফের স্বাক্ষর আছে ওতে। সোজা র‍্যাঞ্চ-হাউসে গেল এরফান।

'কি ব্যাপার, জেসাপ?' প্রশ্ন করল মালিক।

'এখনও কিছু হয়নি, স্যার। আমার সম্পর্কে কিছু না জেনেই আমাকে কাজে নিয়েছ তুমি।'

'নিজের বুদ্ধিতে যা বুঝেছি সেইমতই কাজ করেছি।'

'হ্যাঁ, আমিও তোমাকে সেইমতই চলতে অনুরোধ করছি। কোন উড়ো কথায় বিশ্বাস ক'রো না। যা দেখবে সেটা তোমার কাছে অকাট্য প্রমাণ মনে হতে পারে, তবু এর পরেও একটা কিন্তু আছে। এটা জেন, তোমার সাথে আমি বেঈমানী করব না।'

অদ্ভুত অনুরোধটা শুনে র‍্যাঙ্কার চুপ করে চিন্তা করছে। কিন্তু এরফানের মুখ দেখে সে কিছুই বুঝল না। ওই নতুন লোকটাকে তার নিজের ছেলের টাইপেরই মত মনে হচ্ছে। কেন জানে না।

'আমার কাছে সবই রহস্যময় মনে হচ্ছে, জেসাপ।'

'হ্যাঁ, আমি অনেক দাবি করছি, স্যার।'

'যাক, মানুষের অতীত নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই—ওটা শেরিফের কাজ।'

'আমি কৃতজ্ঞ, স্যার। ধন্যবাদ।'

বারান্দায় বসে জেসাপকে বাঙ্ক হাউসে ফিরতে দেখল র‍্যাঙ্কার। সাবলীল হাঁটার ভঙ্গি দেখলেই বোঝা যায় লোকটা সক্ষম।

পায়ের শব্দে মুখ তুলে চেয়ে দেখল তাড়াহুড়া করে ফোরম্যান আসছে।

'ব্যাপার কি? কোন খবর আছে?'

'খবর মানে? জবর খবর আছে,' উল্লাসের সাথে বলল র‍্যাটারি। 'তুমি যে নতুন লোকটাকে কাজে নিয়েছ তার কাছে এই কাগজটা পাওয়া গেছে—পড়ে দেখ।'

সময় নিয়ে কাগজটা খুঁটিয়ে পড়ল কর্নেল। 'বিবরণে অনেক মিল রয়েছে বটে, কিন্তু ব্যাপারটা দৈবও হতে পারে।'

'তাহলে কাগজটা সে সাথে রেখেছে কেন?'

'কৌতূহল বশেই রেখেছে হয়ত। এটা যদি ওরই ব্যাপার হত তাহলে সে নিশ্চয় এটা নষ্ট করে ফেলত।'

'ওহ, এসব খুনী লোকের অনেক অহঙ্কার থাকে,' বলল র‍্যাটারি। 'এই লোকই যে জেসাপ তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। গাওয়েন ওই সময়ে মেক্সিকোতে ছিল, সে জানে এই লোক ওখানে দারুণ ঝড় তুলেছিল। শেরিফের পসি ওর পিছু নিয়েছিল কিন্তু ধরতে পারেনি।'

ভাবছে কেনেথ। এই ধরনের একটা কাহিনী তাকে শোনান হতে পারে এ-ব্যাপারে তাকে আগেই সাবধান করা হয়েছে। জিনিসটা খোয়া গেছে

জেনেই দ্রুত অ্যাকশন নিয়েছে জেসাপ। এমন করিতকর্মা লোকই তার প্রয়োজন।

'লোকটা এখানে কি জন্য এসেছে মনে হয়?'

'হেল সিটির দিকেই যাচ্ছিল মনে হয়। কিন্তু মাঝে কনার্ডের সাথে গোলমাল বাধায় এখন আর ওখানে যেতে সাহস পাচ্ছে না। তুমি কাজ অফার করায় সুযোগটা লুফে নিয়েছে।'

'জোরাল যুক্তি।'

'কিন্তু কথা হচ্ছে এখন তুমি কি ব্যবস্থা নেবে? আমি হলে ওকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিতাম।'

'তার আগে নিশ্চয় অনুমতি নেবে?' শুষ্ক গলায় বলল কর্নেল। 'না, আমার মনে হয় লোকটা যদি এতই সাংঘাতিক হয় তবে ওকে না তাড়িয়ে চোখেচোখে রাখাই ভাল। ব্যাপারটা আর কেউ জানে?'

'না, আমি আর কাউকে জানাইনি, তবে গাওয়েন বলে থাকতে পারে।'

'বলে থাকলে কিছু করার নেই। জেসাপকে ধারণা দিও যে অতীতে কিছু আসে যায় না। আমি কিছু জানি তা ওকে জানাবার দরকার নেই। ওকে জডি মসের সাথেই জুড়ে রেখো—ছেলেটা ভাল, কিছু গাদ্দারী করলে সে রিপোর্ট করবে।'

'ভাল, তুমিই মালিক। তবে আমার মনে হচ্ছে অনেক ঝুঁকি নেয়া হচ্ছে।'

ফোরম্যান চলে যাবার পর কেনেথ সিগার চিবাতে চিবাতে পরিস্থিতিটা ভাল করে বিচার করে দেখছে। ঘটনা যে সত্যি তাতে কোন সন্দেহ নেই। জেসাপ নিজেই কথাটা স্বীকার করেছে। মেক্সিকো অনেক দূরে—কিন্তু হয়ত আরও অপরাধ লোকটা করেছে। আইনের থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

'মনে হচ্ছে র‍্যাটারির কথাই ঠিক,' জোরেই বলে উঠল কেনেথ। 'কিন্তু তবু আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'কি বিশ্বাস হচ্ছে না?' গমগমে স্বরে বলে উঠল কেউ। 'যে যুদ্ধে উত্তরের লোক দক্ষিণকে হারিয়ে দিয়েছে? তাই করেছে, আমি নিজের চোখে দেখেছি।'

উঠে দাঁড়াল কেনেথ। 'হ্যালো, ওয়াইলি, শুনলাম তুমি আমার গরু চুরি করা ধরেছ?' খোঁচা দিল সে। 'এস, ভিতরে এস।'

'ওটার টাকা দিতেই এসেছি।'

'কেন?' খেঁকিয়ে উঠল কেনেথ। 'তোমাদের ইয়্যাঙ্কি গভার্নমেন্ট তো চুরিতে ওস্তাদ।'

বারান্দার দিকের জানালায় একটা চিকন মূর্তি দেখা গেল। 'তোমরা দুজন আবার নতুন করে সিভিল ওয়ার লড়তে চাইলে সাপার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে,' বলল জুলিয়া। 'গুড ইভনিঙ, মিস্টার পলক। গলা শুনেই বুঝেছি তুমি এসেছ।'

'তুমি ভাল করেই জান এমন গলা আর এদেশে দুটো নেই,' আঙুল ঝাঁকিয়ে ওকে সাবধান করল ওয়াইলি। 'তোমাদের পরিবারে একজনই যথেষ্ট—তোমাকে আর খোঁচা দিতে হবে না। ওই সুন্দর চেহারার নতুন লোকটা আমার অর্ধেকও না।'

তীর্যক চোখে মোটা লোকটার দিকে চাইল জুলিয়া। 'কিন্তু তোমার চেয়ে সে অনেক বেশি কাজের।'

'তুমি একটা বাচাল মেয়ে।'

বাধা দিল কর্নেল। 'শিশুরা চুপ কর। জেসাপের প্রেমে পড়ার আগে ওর সম্পর্কে আমি কি জেনেছি শুনে নাও।'

'ওর সাথে প্রেম করার আমার কোন ইচ্ছা নেই—এতে ওয়াইলির বুক ভেঙে যাবে,' হেসে বলল জুলিয়া।

'ঠিকই বলেছ,' স্বীকার করল ওয়াইলি। 'ওকে গুলি করে মারা দরকার। তবে কাজটা আমি করতে চাই না।'

'ঘটনা জানলে আরও ভয় পাবে তুমি,' বলল কর্নেল।

খেতে বসে সব খুলে বলল কেনেথ। ওয়াইলি মাথা ঝাঁকাল, মনে হল সে অবাক হয়নি।

'পিস্তলবাজ, অ্যাঁ?' মন্তব্য করল ওয়াইলি। 'আগেই বুঝেছিলাম লোকটা সাধারণ কাউহাও নয়। এরফান, নামটা আগেও শুনেছি মনে হয়। কিন্তু ...এখন তুমি কি করবে, কেনেথ?'

'ওর ওপর নজর রাখব, ওকে হেল সিটি ধ্বংস করার কাজে ব্যবহার করব।'

জুলিয়ার দিকে চাইল ওয়াইলি। মেয়েটার মুখ একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। ওই কাজের যথার্থ অর্থটা সে ঠিকই বুঝেছে। ওয়াইলিও বুঝল

মেয়েটা কি ভাবছে।

'ক্লীন আপের এটাই অর্থ হয়। ও কি হার্ভির কথা জানে?'

সাদা পাথরের মত হয়ে গেল কর্নেলের চেহারা। 'হ্যাঁ, সে জানে,' বলল কেনেথ।

বাঙ্ক-হাউসে এরফান টের পাচ্ছে ওর প্রতি বিরূপ মনোভাব কাজ করছে। লোকজন ওকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখছে। কেউ ওকে ইচ্ছা করে অবজ্ঞা করছে না। কিন্তু এরফান বুঝছে। যার সাথে তার পরিচয় আছে সেও তার সাথে অন্য রকম ব্যবহার করছে। ফ্রস্টি ডাগআউটে গেছে। এরফান ভাবছে ওদের নতুন বন্ধুত্ব টিকবে কিনা। র‍্যাটারি ওকে বাইরে ডাকল।

'ওরা ভাবছে আমাকে বরখাস্ত করা হবে,' বলল জেসাপ।

সোজা কাজের কথায় এল র‍্যাটারি। 'বুড়ো আমাকে ডেকেছিল। কে যেন তাকে বলেছে তুমি মেক্সিকোর একজন আউট ল। তোমাকে বরখাস্ত করার আদেশ দিয়েছে সে।'

কাউবয়ের চেহারা একটু কালো হল। সে জানে লোকটা মিথ্যা কথা বলছে।

এরফানের জবাব তৈরিই ছিল। বলল, 'ও, এই ব্যাপার? ঠিক আছে আমি চলে যাচ্ছি, ব্ল্যাক জশ আমাকে জায়গা দেবে।'

ব্যাপারটা র‍্যাটারির পছন্দ হয়নি। 'থাম, ওরা ঠিকই তোমার নাম শুনেছে। আমি তোমার হয়ে কথা বলেছি—বললাম সে ভুল করছে। তোমার মত মানুষই আমাদের দরকার।'

'চমৎকার কথা, কিন্তু আমার নামে বদনামটা কে দিল?'

'জানি না, বস বলল একজন তোমাকে চিনতে পেরেছে। বলেছে তুমি নাকি সাংঘাতিক লোক।'

মাথা ঝাঁকাল এরফান। 'আমি যেতে চাই না—এটা ভাল র‍্যাঞ্চ।'

'হার্ভি চার্জে থাকলে আরও ভাল হত,' বলল ফোরম্যান। 'আমরা অনেকেই এটা চাই। আমার ধারণা কেনেথের মাথায় ইদানীং কিছু দোষ হয়েছে। ওর কিছু ঘটলে একটা মেয়ের অধীনে চাকরি করা আমার পছন্দ হবে না।'

'সেটা আমারও পছন্দ না,' জবাব দিল এরফান। 'তোমার কি মনে হয়

হাভি এতটা খারাপ হবে না?'

'সন্দেহ নেই সে শক্ত লোক। কিন্তু লোকটা ভাল লীডার এবং দয়ালু। আমার কথা তোমাকে বিশ্বাস করতে বলছি না, তুমি নিজেই দেখে নিও।'

বিষণ্ণভাবে হাসল এরফান। 'আমার মনে হয় না হেল সিটিতে আমি বিশেষ পপুলার হব।'

'তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই, ওর সাথে দেখা করতে চাইলে কেউ তোমাকে বাধা দেবে না।'

'ওকে তুমি বেশ ভালভাবেই চেন মনে হচ্ছে?'

'চিনি?' বলল র‍্যাটারি। 'ভাল মতই চিনি। সেই ছেলেবেলা থেকে। তোমাকে প্রথম থেকেই আমার পছন্দ হয়নি—হয়ত আমার সাথে চালাকি করার কারণেই। কিন্তু বোকা মানুষই কেবল হ্যাঁকড়ামি করে। এখন আমার বিশ্বাস তোমাকে কিছুটা বুঝি। যা বললাম একটু ভেবে দেখো--যদি স্যাটানের সাথে দেখা করতে চাও, আমি ব্যবস্থা করতে পারি। বুঝেছ?'

বুঝল এরফান। যা জানতে চায় জেনেছে সে। ফোরম্যান একটা বিশ্বাস-ঘাতক। মালিককে ডাবল ক্রস করছে লোকটা। মালিকের জায়গায় হাভিকে বসাতে চায় সে। এই লোক তাকে ফাঁদে ফেলার মতলবে আছে।

'হ্যাঁ, আমি ঠিকই ফাঁদে পা দেবো, কিন্তু চোখ খোলা রাখবো, মিস্টার লোগান,' মনেমনে বলল এরফান।

বাঙ্ক-হাউসে ফিরে এরফান দেখল পরিস্থিতির অনেক বদল হয়েছে। বোঝা যাচ্ছে ফোরম্যান লোকজনকে কিছু নির্দেশ দিয়েছে। একমাত্র গাও-য়েন ছাড়া সবাই ওকে ভাল চোখেই দেখল।

'শুনলাম তুমি নাকি টেক্সাসের মানুষ,' বলল গাওয়েন। 'মেক্সিকোর পাশেই, চমৎকার দেশ।'

'কথাটা ঠিক,' বলে অপেক্ষা করছে এরফান।

'তবে ওদিকে শেরিফের আধিক্য একটু বেশি—অনেক বেশি।'

সুন্দর একটা হাসি দিয়ে এরফান বলল, 'তুমি কেন এত সুন্দর দেশ ছেড়ে এলে তাই ভাবছি।'

সবাই সমস্বরে হেসে উঠল। গাওয়েনের চেহারা কালো হল।

'আমি ওখানে ছিলাম তোমাকে কে বলল?'

'মনে হচ্ছে এলাকাটা তোমার ভালই চেনা আছে। ওখানে "রোগ" রাইডারদের সাথে তোমার মোলাকাত হয়নি তো?'

ওর চোখ দুটো জ্বলে উঠতে দেখল এরফান। কিন্তু সাথেসাথেই প্রতিবাদ করল সে। 'ওদের কথা আমি শুনিনি—ওরা কি তোমার বন্ধু?'

'রোগকে আমি চিনি,' শান্ত কণ্ঠে বলল এরফান। 'খুব খারাপ লোক, কিন্তু ওকে যারা বিশ্বাস করে তাদের সে ঠকায় না। পিস্তলে ওর দারুণ হাত।'

হেসে উঠল গাওয়েন। 'পিস্তল চালাতে পারে রোগ? ও তো একটা পাহাড়কেও গুলি লাগাতে পারবে না।'

এরফান হেসে বলল, 'আমার চেয়ে তুমিই ওকে ভাল চেন দেখছি।'

'ওর কথা আমি শুনেছি—আমার সাথে পরিচয় নেই।'

'তুমিই না এইমাত্র বললে ওর কথা শোননি তুমি?' মনে করিয়ে দিল লেইজি।

মুখ বাঁকাল গাওয়েন কিন্তু আর তর্ক করল না।

দশ

সকালে শার্ট খোঁজার ছলে এরফান আর একবার চেক করে দেখল হারান কাগজটা এখনও ফেরত আসেনি। হয় চোর ওটা নষ্ট করে ফেলেছে, নয়ত ওটা কোন কাজে লাগাবার মতলবে আছে। এরফান চিন্তিত নয়, সে যা চেয়েছিল তাই ঘটেছে। করালে যাওয়ার পথে র‍্যাঞ্চার ওকে থামাল।

'তোমার তো ফ্রস্টির সাথে বেশ ভাব, তাই না?' জিজ্ঞেস করল সে। 'আমি র‍্যাটারিকে বলেছি তোমাদের একসাথে কাজে পাঠাবে।'

'তোমাকে ধন্যবাদ, স্যার,' জবাব দিল জেসাপ।

পাশাপাশি ঘোড়া চালিয়ে নীরবে উত্তর দিকে চলেছে দুই কাউবয়। এর-ফান টের পাচ্ছে তার সঙ্গী বারবার মনোযোগ দিয়ে ওকে খুঁটিয়ে দেখছে। হঠাৎ সে বলেই ফেলল, 'এরফান, আমার ব্যাপারটা কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না। তুমি ওই ধরনের লোক নও।'

এরফান ভাবছে নামকরা পিস্তলবাজ হওয়া এক জিনিস, আর টাকার জন্য খুন করা ভিন্ন জিনিস। মেক্সিকোতে এক বন্ধুকে সাহায্য করতে গিয়ে প্রভাবশালী লোকের প্যাঁচে পড়ে কিভাবে নিজের জীবনটাই খোয়াতে

বসেছিল সেকথা সংক্ষেপে ক্রস্টিকে বলল। শেষ পর্যন্ত এক পাজি বদমাশকে খুন করে ওকে পালাতে হয়েছিল।

'সমাজের ভালর জন্যেও মানুষকে অনেক সময়ে অন্যায় কাজ করতে হয়,' উপসংহারে বলল এরফান। 'তোমার জানার অধিকার আছে মনে করেই কথাগুলো বললাম।'

'ওসব ভুলে যাও,' ভারি গলায় বলল ক্রস্টি। 'তোমার সাথে পরিচিত হয়ে আমি গর্বিত। বেছে বেছে কারও সাথে বন্ধুত্ব করা যায় না—ওটা আপনি হয়। কাহিনীটা কি অন্যদের জানান যাবে?'

'না, ওদের কিছু জানাতে যেও না। আমার সম্পর্কে ওরা কে কি ভাবে তাতে আমার কিছু আসে যায় না। আচ্ছা, র‍্যাঙ্কের অনেকেই চায় হ্যাভি মালিক হোক—তুমিও কি ওই দলে?'

মাথা নাড়ল ক্রস্টি। 'কেনেথ ক্রুপ আমাকে কাজ দিয়েছে। বুড়োর জিভে বেশি ধার বলে অনেকে হয়ত তাকে পছন্দ করে না।'

কিছুক্ষণ পরেই ওরা আলাদা হয়ে দুজন দুইদিকে গেল। র‍্যাটারির প্রস্তাব সম্পর্কে জডিকে কিছু জানায়নি এরফান। ওকে বিশ্বাস করা যায় বলেই এরফানের ধারণা, কিন্তু এই বিপজ্জনক খেলায় কোনরকম ঝুঁকি সে নিতে চায় না। জডি তার ওপর নজর রাখছে কিনা এটাও তার জানা দরকার। তাই গভীর ঝোপের আড়ালে লম্বা ঘাস, ফার্ন আর মেসকাইটের ভিতর দিয়ে এগোল।

হঠাৎ পাথরের ওপর লোহা বাড়ি খাওয়ার শব্দ এরফানের কানে গেল। ঝোপের আরও ভিতরে ঢুকে স্থির হয়ে অপেক্ষায় রইল সে। তাহলে তার বন্ধু সত্যিই স্পাই করছে। কিন্তু আরোহী যখন নজরে এল অবাক হয়ে দেখল লোকটা র‍্যাটারি। কয়োটি ক্যানিয়নের দিকে এগোচ্ছে ফোরম্যান। ক্রস্টিকে সন্দেহ করার জন্যে মনে মনে একটু লজ্জা পেয়ে লোকটার পিছু নিল এরফান।

নিশ্চিন্ত মনে ক্যানিয়ন ধরে এগোচ্ছে র‍্যাটারি। নিরাপদ দূরত্ব থেকে ওকে নজরে রেখেছে এরফান। নালার মাথায় জমিটা একটু উঁচু হয়ে পাইনের বনে ঢুকেছে। এখানে র‍্যাটারিকে হারিয়ে ফেলল এরফান। কিন্তু একটা ঘন ঝোপের আড়াল থেকে ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি শুনে বুঝল লোকটা বেশি দূরে নেই। র‍্যাকিকে বেঁধে রেখে পায়ে হেঁটে সাবধানে ঘুরে এগোল জেসাপ।

একটা ছোট ফাঁকা জায়গায় ঝোপের সাথে বাঁধা রয়েছে ফোরম্যানের টাট্টু। পাতার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখল র‍্যাটারি ওখানে নেই। জমিতে একটা গর্ত দেখে কারণটা বোঝা গেল। গাছের ডালে একটা ল্যারিয়েট ঝুলছে—দড়ির অন্য মাথা গর্তের ভিতর অদৃশ্য হয়েছে। গর্তের ভিতর উঁকি দিল এরফান কিন্তু অন্ধকার গুহায় কিছুই দেখতে পেল না। গর্তটা মাটির ভিতর বারো ফুট নেমে গেছে। দড়ি থাকায় নিচে নামা সহজ হল।

একটা বড় অসমান কামরায় হাজির হল এরফান। উঁচু-নিচু মেঝেটা আলগা পাথরে বোঝাই। একপাশের দেয়াল কেটে একটা সুড়ঙ্গ তৈরি করা হয়েছে। ওদিক দিয়ে সামান্য দিনের আলো আসছে। খুঁজে আরও একটা সুড়ঙ্গ দেখতে পেল ও। একটা সিঁড়ি নিচের আর একটা চেম্বারে নেমে গেছে। নিচে নেমে দেখল ওই কামরাটাও ঠিক আগেরটার মতই। আরও একটা সিঁড়িও রয়েছে। নামতে যাবে এই সময়ে অস্পষ্ট কথাবার্তার আও-য়াজ ওর কানে এল। সিঁড়ি দিয়ে এখন নিচে নামা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না মনে করে সুড়ঙ্গ ধরে হামাগুড়ি দিয়ে এগোল। সুড়ঙ্গের মাথায় পৌঁছে উঁকি দিয়ে দেখল নিচে একটা রাস্তা দেখা যাচ্ছে। রাস্তার দুপাশে পাথরের দেয়াল কেটে অনেকগুলো কামরা তৈরি করা হয়েছে। মাটির লেভেলে ঘর-গুলো অপেক্ষাকৃত বড়। ওগুলোতে দরজাও রয়েছে। ওর চোখের সামনেই ফোরম্যান বেরিয়ে রাস্তা পার হল তারপর ওপাশে অদৃশ্য হল। ওর বুকের ওপর পরিচিত লাল ব্যাজ দেখা যাচ্ছে।

যথেষ্ট দেখা হয়েছে—নিজের ঘোড়ার কাছে ফিরে এল এরফান। ওটাই তাহলে হেল সিটি। র‍্যাটারির মতলবটা সে ঠিকই আন্দাজ করেছিল। তার কাছ থেকে চুরি করা কাগজটা অল্পক্ষণের মধ্যেই স্যাটানের হাতে পৌঁছে যাবে। কাগজটা ও এই উদ্দেশ্যেই এনেছিল, সুতরাং সে সন্তুষ্ট। হেল সিটিতে ঢোকা এবং বেরোবার একটা গোপন পথ খুঁজে পেয়ে আরও খুশি হল। ওখানে নিচে একজন গার্ড থাকবে সন্দেহ নেই। কিন্তু এরফান সাবধানেই যাবে।

ডাবল কে-র ফোরম্যান যার সাথে গোপনে দেখা করতে চেয়েছিল তার দেখা পেয়েছে। তবে জানোয়ারের মত সহকারীকে আশেপাশেই ঘুর ঘুর করতে দেখা যাচ্ছে। লাল মুখোশের আড়ালে স্যাটানের চোখ দুটো ফ্যাকাসে

দেখাচ্ছে। ওই চোখের দিকে চেয়ে র‍্যাটারি খুব অস্বস্তি বোধ করে। যে ছেলেকে সে চিনত তারও চোখের রঙ একই, কিন্তু জীবন্ত। মাথা হেলিয়ে ওকে বসতে বলল স্যাটান।

'কি জন্যে এসেছ?' প্রশ্ন করল সে।

'তোমার কাজেই এসেছি,' জবাব দিল ফোরম্যান। 'এই কাগজটা ভাল করে পড়ে দেখ।'

কাগজটা খুলে পড়ল মুখোশধারী। 'তুমি কি বলতে চাও ওকে বিদেশ থেকে খবর দিয়ে আনতে হবে? তাতে অনেক ঝামেলা। তাছাড়া সে নিজেই হয়ত একদিন এসে হাজির হবে।'

'এখানেই আছে লোকটা,' জানাল র‍্যাটারি।

সোজা হয়ে বসল স্যাটান। 'এবং আমাকে জানান হয়নি?' চিৎকার করে উঠল সে। 'ক্রিসমাসের কসম, আমি—'

'একটু সুস্থির হও, হার্ভি। আমি ছাড়া ব্যাপারটা আর কেউ জানে না। লোকটার নাম এরফান জেসাপ। আমাদের র‍্যাঞ্চেই কাজ নিয়েছে।'

'ওই লোক?' ঠাণ্ডা স্বরে বলল হার্ভি।

'লোকটা কাজের—কনার্ডদের শিক্ষা দিয়ে দিয়েছে। ওই লোকই জডি মসকে নিয়ে ব্র্যাণ্ডিঙের খেলা পণ্ড করেছে। বুড়োর খুব পেয়ারের লোক। এই জন্যেই ওকে সরাতে চাইছি।'

'ওকে আওয়াজ দিয়েছ?'

'বলেছিলাম, কিন্তু খুব একটা আগ্রহ দেখাল না। আমার বিশ্বাস তুমি ওকে ঠিকই সামলাতে পারবে।'

'ও তোমার কি করেছে?'

তীক্ষ্ণ চোখে যাচাই-এর সামনে অস্বস্তিভরে নড়ে বসল ফোরম্যান। ওর মনে হচ্ছে লোকটা তার মনের ভিতরটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে।

'ওর ওপর আমার কোন রাগ নেই,' প্রতিবাদ করল সে।

'সাহসে কুলালে সে আমার সাথে দেখা করতে পারে।'

দাঁত বের করে হাসল র‍্যাটারি। 'ওই কথা শুনলে সে ঠিকই আসবে। তবে ওকে সাবধানে হ্যাণ্ডেল করতে হবে। সাধারণ গুণ্ডা সে নয়।'

'যেমন দরকার সেই মতই ওকে কাজে লাগাব আমি,' ধমকে উঠল স্যাটান। 'হ্যাঁ, ভাল কথা, আমার আরও কিছু তিন বছর বয়সের গরু

লাগবে—ব্যবস্থা কর।' কতগুলো নোট টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলল সে। 'ওটা তোমার বেতন—ঠিক মত কাজ চাই আমি।'

টাকাগুলো তুলে নিল ফোরম্যান। নোটগুলো স্যাটানের মুখের ওপর ছুঁড়ে মারতে ইচ্ছা করছে ওর। লোকটা তার সাথে অত্যন্ত বাজে ব্যবহার করে। ভেঙচি কেটে ফোরম্যানকে দরজা দেখিয়ে দিল সিলভার। তারপর হাসির দমকে কাঁধ ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ফিরল।

'এত আনন্দের কি দেখলে, সিলভার?' মুখোশধারী প্রশ্ন করল।

'ওরা সবাই একই, চীফ,' গমগমে ভারি স্বরে বলল সে। 'দর্পের সাথে মাথা উঁচিয়ে আসে, কিন্তু ঠ্যাঙের ফাঁকে লেজ ঢুকিয়ে সুড়সুড় করে বেরিয়ে যায়। তোমার সামনে দাঁড়াবার মত লোক আমি একটাও দেখলাম না।'

পাতলা ঠোঁটে একটু সূক্ষ্ম হাসি ফুটে উঠল। 'কিছু লোক প্রভুত্ব করার জন্যেই জন্মায়। আমার সেই প্রতিভা রয়েছে। আগামীকাল তুমি দেখবে ওই পিস্তলবাজকে কিভাবে পোষ মানাই।'

কিন্তু পরদিন এরফান হেল সিটিতে গেল না। ফোরম্যান তাকে খবরটা ঠিকই দিয়েছে, তবে ঠিক ওই ভাষায় দেয়নি। 'খুশি হয়েই তোমার সাথে দেখা করবে সে,' বলেছিল র‍্যাটারি। কিন্তু এরফান ওকে পাত্তা দেয়নি।

'আমি ভেবে দেখি, হয়ত একদিন দেখতে যাব।'

'বেশি দেরি ক'রো না,' সাবধান করল র‍্যাটারি। 'ওর ধৈর্য খুব কম।'

'আমার নিজেরও ধৈর্য কম,' বলল এরফান। 'তাছাড়া যে ডাকাত মুখ দেখাতেই সাহস পায় না তাকে হুজুর হুজুর করব না আমি।'

'ওকে দেখলে তোমার মত পালটাবে।'

'হয়ত, কিন্তু আমার সাথে দেখা করতে হলে ওকে অপেক্ষা করতে হবে,' বলল এরফান। 'আমার খুশিমত আমি যাব।'

কয়েকদিন কেটে যাওয়ার পর কালো ঘোড়ার পিঠে সরু পাহাড়ী পথ ধরে এগোল এরফান। পথটা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে পাহাড়ের মাথায় হেল সিটির দিকে উঠে গেছে। উঁচুতে উঠতে উঠতে ওটার প্রাকৃতিক অবস্থান যে কত-টা শক্তিশালী তা দেখে বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই। কয়েকশো বছর আগে ওটা নিশ্চয় উঁচু মালভূমির উপর দিয়ে একটা পাস ছিল। কিন্তু বিরাট কোন আলোড়নে ডান দিকের ক্লিফটা ভেঙে গেছে। এতে উপত্যকা থেকে একটা ধার খাড়া উপর দিকে উঠেছে। ওটাই ডাকাতদের শক্ত

ঘাঁটি।

ধীর কদমে ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছে এরফান। ওর চোখ দুটো ব্যস্ত রয়েছে। কিন্তু গেট পর্যন্ত না পৌঁছে থামল না সে। পৌঁছানর সাথেই গেট খুলে গেল। একজন মোটাসোটা লোককে দেখা গেল কোমরের কাছে ধরে রাইফেল তাক করে আছে। এরফান জানে তার ওপর নজর রাখা হয়েছে। কি করবে সেটা সে আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছে।

'তুমিই কি এরফান জেসাপ?' প্রশ্ন করল লোকটা।

'হ্যাঁ, ওটাই আমার নাম,' জবাব দিল সে।

'তোমাকে ঢুকতে দেয়ার নির্দেশ আমাকে দেয়া হয়েছে, কিন্তু তুমি আসতে অনেক দেরি করেছ। অপেক্ষা করতে পছন্দ করে না চীফ।'

'তাই নাকি? ভাল, আমিও সেটা পছন্দ করি না। তুমি আমাদের দুজনকেই অপেক্ষা করিয়ে রেখেছ,' মনে করিয়ে দিল এরফান। তারপর তীক্ষ্ণ স্বরে আবার বললো, 'কথাটা তাকে জানাব আমি।'

তাড়াতাড়ি ভয়ে পিছিয়ে গেল লোকটা—ওর দম্ভ উবে গেছে। 'তার কি কোন দরকার আছে, বন্ধু?'

ওর চোখ কালো ঘোড়াটাকে অনুসরণ করছে। রাস্তা ধরে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে ব্ল্যাকি। আরোহীর যেন কোন তাড়াই নেই। 'খুনী লোক সন্দেহ নেই,' বিড়বিড় করে বলল লোকটা। 'আমাকেও কাভারে রেখেছিল।' গেট বন্ধ করে হাসল। 'চীফ ওর সব দাঁড় ছুটিয়ে দেবে।'

রাস্তা ধরে এগিয়ে যেখানে র‍্যাটারিকে ঢুকতে দেখেছিল সেইখানে এসে থামল এরফান। তিনজন দুশমন চেহারার লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে উদ্ধত চোখে নতুন অতিথিকে দেখছে।

'তোমাদের বস কোথায়?' রুক্ষভাবে প্রশ্ন করল সে।

তিনজনের চেহারাই বিকৃত হল, কিন্তু ওদের একজন বুড়ো আঙুল তুলে পিছন দিকে দেখাল। এরফানকে ঘোড়া থেকে নামতে দেখল ওরা—সবারই লোভী চোখ কালো ঘোড়াটার ওপর। আবার মুখ খুলল এরফান।

'ঘোড়াটার থেকে দূরে থাক, নইলে ও তোমাদের মেরে ফেলবে। আর, ও যদি না মারে, তবে আমিই মারব।'

লোকগুলোর মুখ কালো হল। একজন গর্জে উঠলো, 'কোথাকার লাটসাহেব তুমি, আমাদের অর্ডার দিচ্ছ?'

'আমার নাম জেসাপ,' খসখসে গলায় বলল সে। 'হাত তুলে দাঁড়াও! সবাই। জলদি।'

মুখের কথা শেষ হবার আগেই বিদ্যুৎ গতিতে ওর হাত দুটো উঠে এল, প্রত্যেক হাতেই একটা করে পিস্তল। এরফানের দ্রুত গতি দেখে হতভম্ব হয়ে গেছে ওরা। আদেশ অমান্য করতে কেউ সাহস পেল না। শক্ত চোয়াল আর সরু হওয়া চোখ দুটোয় ধাপ্পা দেয়ার কোন চিহ্ন নেই।

'ছুটে পালাও, ইঁদুরের দল,' কঠিন স্বরে আদেশ এল। যে লোকটা পালাতে দেরি করেছিল, একটা বুলেট তার বুটের একটা অংশ উড়িয়ে দিল।

লোকগুলো প্রাণ নিয়ে খোলা রাস্তা দিয়ে ছুটে পালাল। এবার পিস্তলের বাঁট দিয়ে দরজায় জোরে আঘাত করল জেসাপ। সাথেসাথেই দরজা খুলে দিল সিলভার। ভিতরে ঢুকে দেখল মুখোশ পরা লোকটা একটা বড় চেয়ারে বসে বই পড়ছে। ওরা যে ভিতরে ঢুকেছে খেয়ালই করল না যেন। চেয়ারে আসন নিয়ে হ্যাটটা পিছনে ঠেলে সিগারেট বানাতে বসল এরফান। এবার বইটা একপাশে ছুঁড়ে ফেলল সে।

'তুমিই এরফান জেসাপ?'

'লোকে ওই নামেই আমাকে ডাকে,' জবাব দিল সে। 'তুমিই তাহলে স্যাটান?'

'হ্যাঁ, নিজের ওই নামই আমি দিয়েছি। আসতে অনেক দেরি করলে তুমি।'

'তুমি শিস দিলেই আমি ছুটে আসব ধারণা করছ কেন?' কড়া সুরেই জবাব দিল জেসাপ। 'আমি কারও কুকুর নই।'

চোখের কোন পরিবর্তন হল না বটে, কিন্তু ওর চেহারা একটু কঠিন হল। আঘাতটা জায়গামতই লেগেছে।

'বাইরে একটা গুলির শব্দ শুনলাম। কি হয়েছিল?'

'তোমার লোকজন একটু অভদ্র আচরণ করেছিল, ওদের একটু শিক্ষা দিলাম।'

'তুমি কি আমার খোঁজেই অ্যারিজোনায় এসেছ?'

'ডাগআউটে পৌঁছানর আগে কখনও তোমার নামও শুনিনি—পশ্চিমে ডাকাতের দল এমন কিছু বিরল নয়,' কথার ছলে বলল জেসাপ। 'আমি

স্বাস্থ্য উন্নতির জন্য বেরিয়েছি।'

ভোঁতা চোখে মুহূর্তের জন্য রাগের ঝলক দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। এই উদ্ধত লোকটাকে কিছু শিক্ষা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল স্যাটান।

'আমি তোমাকে একটা জিনিস দেখাতে চাই,' ঘোষণা করল সে। 'তুমি জিনিসটা দেখার পর আমরা আবার আলাপ করব।'

ইশারা পেয়ে সিলভার ছোট কার্পেট সরিয়ে একটা গুপ্ত দরজা খুলল। একটা সিঁড়ি নিচে নেমে গেছে। সিলভার নিচে নেমে গেল। স্যাটান তার অতিথিকে নিচে নামার নির্দেশ দিল। বিপদ ঘনিয়ে আসছে বুঝতে পারছে জেসাপ। নিচের কামরাটাও উপরেরটার মতই—তবে কোন আসবাবপত্র নেই। একটা গর্ত দিয়ে কিছু দিনের আলো ঘরে ঢুকছে। এরফান অল্প আলোতে যাকে ছেঁড়া কাপড়ের স্তূপ মনে করেছিল, কারও ককিয়ে ওঠার শব্দে বুঝল ওর তলায় একটা মানুষ রয়েছে।

'এখনও বেঁচেই আছে,' মুখোশধারীর গলার স্বরে পাশবিক উল্লাসের আভাস পাওয়া গেল। 'ভাল!'

'লোকটা কি করেছে?' জানতে চাইল অতিথি।

'তুমি হয়ত অ্যারিজোনার গভর্নরকে চেন না,' বলে তীক্ষ্ণ চোখে এরফানকে লক্ষ্য করছে স্যাটান।

হাসল এরফান। 'ওদিক দিয়ে আমার দৌড় শেরিফ পর্যন্ত।'

'আমার প্রতি গভর্নরের প্রচুর আগ্রহ আর কৌতূহল,' কঠিন স্বরে বলে চলল সে। 'এরই মধ্যে সে দুজন গুপ্তচরকে এখানে পাঠিয়েছে। প্রথমজনকে কবর দেয়ার জন্য ফেরত পাঠান হয়েছে। র‍্যাটারি বলছিল তুমি নাকি গুলি ছুঁড়তে জান। আমি তোমার দক্ষতা পরীক্ষা করে দেখতে চাই। ওকে ওঠাও, সিলভার।'

লোকটাকে বাচ্চার মতই অনায়াসে তুলে বসাল সিলভার। লোহার মত শক্ত নার্ভ বলেই আতঙ্কে চিৎকার করল না এরফান। এমন ভয়াবহ দৃশ্য সে আগে দেখেনি। ছেঁড়া কাপড়ের ভিতরে লোকটার সাদা হাড় দেখা যাচ্ছে। হাত আর পাগুলো ঢিলেভাবে ঝুলছে, যেন দড়ি দিয়ে বাঁধা। পাটের মত লম্বা সাদা চুল আর দাড়িতে মুখটা ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। গাল বসে গেছে, চোখ দুটো উজ্জ্বল, ঠোঁট ঝুলে পড়েছে।

নির্বিকার চেহারা করে লোকটাকে দেখল জেসাপ। এই লোকটাই

লিস্টার। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে, মরতে বসেছে ওই লোক। তবে এখনও হয়ত বেশ কিছুদিন অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করে ওকে বেঁচে থাকতে হবে। স্যাটান নামধারী লোকটাকে ওই মুহূর্তেই গুলি করে মারার ইচ্ছাটা অনেক কষ্টে দমন করল সে। ছেলেটা কেনেথের সন্তান, ওকে মারলেও সমস্যার সমাধান হবে না। আর একজন নেতৃত্ব নেবে। তাছাড়া হেল সিটি থেকে ওর জীবন্ত বেরোবার সম্ভাবনা খুব কম।

'ওর হাতে আর পায়ে কি হয়েছে?' নিজের কাছেই এরফানের গলাটা অপরিচিত মনে হল।

'হাঁটু আর কনুই-এর কাছে ভেঙে দেয়া হয়েছে, এতে বেঁধে রাখার ঝামেলা পোহাতে হয় না,' জানাল নিষ্ঠুর দানব। 'গভর্নর ওকে এই অবস্থায় দেখতে পেলে বেশ হত।'

আদেশ পেয়ে বাম হাতে লোকটার ভর নিয়ে ডান হাতে বাইসের মত মুখটা তুলে ধরল সিলভার।

'ইঞ্চি-ইঞ্চি করে মরার কথা তুমি শুনেছ,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল স্যাটান। 'এই লোক তিলে-তিলে মরছে। ওর মাথার ওপর লম্বা খাঁজটা দেখতে পাচ্ছ? প্রতিদিন বুলেটের গুলিতে ওটা একটু একটু করে আরও গভীর করছি। শেষ পর্যন্ত একদিন ওর মগজ ছোঁব আমি, এবং তারপরে…'

দারুণ যন্ত্রণায় বন্দী লোকটার করুণ চোখে একটু জীবনের সাড়া দেখা গেল। কাঁপা ঠোঁটে সে দুর্বল স্বরে বিলাপ করে উঠল।

'ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে মেরে ফেল।'

মুখোশ পরা লোকটা আনন্দে হেসে উঠল। 'সব সময় ওই একই প্রার্থনা।'

কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে পিস্তল বের করল স্যাটান, তারপর তাক করে গুলি ছুঁড়ল। ককিয়ে উঠল লিস্টার। এরফান দেখল খাঁজের ওপর সূক্ষ্ম একটা রক্তের ধারা দেখা যাচ্ছে। বিজয়ীর দৃষ্টিতে বন্দীর দিকে চাইল শিকারী।

'একেই বলে শুটিঙ,' অবজ্ঞার সাথে বলল স্যাটান।

জেসাপকে বিশেষ অভিভূত মনে হল না। 'মোটামুটি,' স্বীকার করল সে। 'কিন্তু লোকটা যদি সুস্থ হত, আর ওর হাতেও একটা ফরটি ফাইভ থাকত…'

'তুমি পারবে?'

'নিশ্চয়, স্থির টারগেটে লাগান খুব সহজ।'

'প্রমাণ দাও,' খেঁকিয়ে উঠল স্যাটান।

কাঁধ ঝাঁকাল এরফান। এই রকম একটা আমন্ত্রণই সে চাচ্ছিল। পিস্তল বের করে সতর্কভাবে তাক করে ট্রিগার টিপল। গুলিটা খাঁজের এক ইঞ্চি নিচে লাগল। লিস্টারের মাথাটা সিলভারের হাত থেকে ফসকে সামনের দিকে ঝুলে পড়ল। ব্যাপারটা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে স্যাটানের এক সেকেণ্ড লাগল। যা দেখল সেটা ওর বিশ্বাস হচ্ছে না। 'আনাড়ি গাধা, ওকে মেরে ফেলেছ তুমি,' রাগে কাঁপতে কাঁপতে চিৎকার করল সে। 'আমার ইচ্ছা করছে...'

হুমকিতে জেসাপের কোন বিকার দেখা গেল না।

'স্বীকার করছি আমার গুলিটা পুওর শট ছিল,' বিষণ্নভাবে বলল সে। 'আমি ভুলেই যাই এই পিস্তলটা একটু নিচে গুলি ছোঁড়ে। তুমি সত্যি দারুণ শট।'

প্রশংসা শুনে মুখোশধারী কিছুটা ঠাণ্ডা হল। আমার অনুচররা আমাকে চীফ বলে মানে,' বড়াই করে বলল সে।

'আমার তাতে আপত্তি নেই, তবে আমি এখনও ওদের একজন হইনি। চল এখান থেকে বেরোই। সঙ্গ হিসেবে লাশ আমি পছন্দ করি না।'

নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাকে দয়া করে অত্যাচার থেকে রেহাই দিল, সে ওখানেই মেঝেতে পড়ে রইল। ওরা ফিরে এল উপরের কামরায়।

'তুমি আমার কাছে কি চাও?' প্রশ্ন করল জেসাপ। 'তোমার জন্য কিছু গরু চুরি করে আনব?'

স্যাটান ওর মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। লোকটার মাথায় কি বুদ্ধি বলে কিছুই নেই? তবু, লোকটাকে হয়ত কাজে লাগান যেতে পারে।

'গরু-চুরি সামান্য ব্যাপার—ওটা কেবল কেনেথকে চটানর জন্যে করা হয়,' ব্যাখ্যা করল সে। 'ওকে রাগিয়ে যুদ্ধ করতে বাধ্য করে ওকে আমি হত্যা করব।'

শেষের কথাগুলো হিংস্রভাবে দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করা হল।

'সবাই জানে সে তোমার বাবা,' স্মরণ করাল জেসাপ।

'না, সে আমাকে ত্যাজ্য করেছে, বলেছে ওই নাম ধারণ করার যোগ্যতা

আমার নেই, এবং আমার মুখও সে আর দেখতে চায় না। তাই আমি আর একটা নাম নিয়ে মুখোশে মুখ ঢেকেছি। কিন্তু ক্রিসমাসের কসম, আমাকে আমার ন্যায্য পাওনা থেকে সে বঞ্চিত করতে পারবে না। বুঝেছ?'

'নিশ্চয়, র‍্যাঞ্চটা ভাল।'

এই তোয়াজ করা জবাবে জেসাপের প্রতি স্যাটানের কিছুটা শ্রদ্ধা বাড়ল। কিন্তু বক্তার চেহারা কাঠের মতোই নির্বিকার থাকল। মাথা ঝাঁকাল চীফ।

'আমরা দুজনেই দুজনের কথা বুঝেছি, তুমি এখন র‍্যাঞ্চেই ফিরে যাও। আমার আদেশ র‍্যাটারি তোমার কাছে পৌঁছে দেবে। কিন্তু মনে রেখ আমাকে ঠকাতে চাইলে আমি ঠিকই টের পাব—তুমি তো দেখেছ বিশ্বাসঘাতকদের আমি কেমন শাস্তি দিই।'

'হুমকিতে আমি মোটেও ভয় পাই না, যারা পায়, তাদেরই ওসব শুনিও। বিদায়।'

বড়াই করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল জেসাপ। তবে মুক্ত আকাশের নিচে বেরিয়ে এসে ভাল বোধ করছে ও। ঘোড়াটা হ্রেষা-ধ্বনি দিয়ে ওকে স্বাগত জানাল।

এগারো

জুলিয়া লাগাম টেনে টাট্টু থামাল। জিনের ওপর পিছনে হেলে বসে বুক ভরে লম্বা একটা শ্বাস নিল। এই বুনো এলাকা ওর খুব ভাল লাগে। পাইনের সুগন্ধিভরা বাতাস, অন্ধকার ক্যানিয়ন; বেলে মাটিতে আগাছার ঝোপ আর উঁচু উঁচু বিশাল পাহাড়, সবই ওর সুন্দর লাগে। ধাপে ধাপে ওগুলো উপরে উঠেছে। ওই ধূসর পাহাড়গুলোর দিকেই জুলিয়ার নজর বারবার গিয়ে স্থির হয়। সে চেনে না বটে, কিন্তু ওখানেই কোথাও রয়েছে হেল সিটি। ওখানে যে যুবক নিজের জীবনটাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে তার কথা ভেবে ওর চোখ দুটো একটু সজল হয়ে উঠল। শুধু নিজের জীবনই নয় জুলিয়ারটাও নষ্ট করছে। তবে কথাটা সে নিজের কাছেও স্বীকার করতে ভয় পায়।

'হ্যাঁ, খুব দুঃখের বিষয় যে বুড়োরা বদমেজাজী আর উদ্ধত...'

পরিচিত গলার স্বরটা একটু কর্কশ। চমকে উঠল জুলিয়া—ঘোড়াটা

শূন্যে লাফিয়ে উঠল। কিন্তু দক্ষ হাতে মেয়েটা ওটাকে বাগে এনে ফেলল। ঘুরে পিছন থেকে বালুর ওপর দিয়ে এগিয়ে আসা লোকটার মুখোমুখি হল সে। জুলিয়ার মুখ একটু লাল হয়ে উঠেই হ্যাটের তলায় লাল মুখোশটা দেখে ফ্যাকাসে হল। নীরবে দামী কাউবয় পোশাক, রূপার স্পার আর কালো ঘোড়ার পিঠে চমৎকার কারুকাজ করা জিন লক্ষ্য করল সে। ঘোড়াটাও তেজী।

'তুমি চিরকালই ভাল ঘোড়-সওয়ার ছিলে, জুলিয়া,' বলে চলল লোকটা। তারপর জুলিয়ার মনের কথা বুঝেই বলল, 'হ্যাঁ, ঘোড়াটা ভাল—আরবী মাসট্যাঙ। স্পীড আর স্ট্যামিনা দুটোই আছে। আমি ওর নাম রেখেছি প্লুটো।'

হ্যাটের তলা দিয়ে ঠাণ্ডা চোখে কৌতূহল ভরে মেয়েটাকে যাচাই করে দেখছে। লোকটার অবজ্ঞাপূর্ণ ভদ্র ব্যবহারে মনেমনে হোঁচট খেয়েছে জুলিয়া। নীরব রইল সে।

'আমাকে দেখে তুমি খুশি হওনি মনে হচ্ছে, অথচ এক সময়ে আমাদের ভাল বন্ধুত্ব ছিল,' বলল সে।

'আমি খুশি হব আশা করেছিলে তুমি?' রেগে চেঁচিয়ে উঠল সে। আগেকার সুখের দিনগুলোর কথায় ওর মুখে কথা ফুটল। 'আমি যাকে চিনতাম তুমি সেই লোক নও—বীভৎস রকম বদলে গেছ।'

'তুমিও বদলেছ—আরও সুন্দর হয়েছ,' হাসল সে। 'সুন্দরী কিশোরী ছিলে, এখন আকর্ষণীয় যুবতী হয়েছ। ক্রিসমাসের কসম, প্রায় দু'বছর পর তোমাকে আবার দেখলাম। আমাদের আরও ঘনঘন দেখা হওয়া দরকার।'

মাথা নাড়ল মেয়েটা। 'তুমি তোমার বুনো জীবন না ছাড়লে সেটা অসম্ভব। ওটা কি তুমি ছাড়তে পার না, হার্ভি? তোমার বাবা—'

'আমাকে ঘৃণা করে। তার ক্ষমতা থাকলে আমাকে ধরে এনে সে ফাঁসিতে ঝোলাত,' বাধা দিয়ে বলে উঠল সে। 'কয়েক সপ্তাহ আগে ওই কাজের জন্যই সে একটা খুনীকে ভাড়া করেছে। না, নেপোলিয়ানের মত আমারও ভাগ্য নির্ধারিত। কপাল আমাকে যেদিকে টেনে নিয়ে যায় সেদিকেই আমার যেতে হবে। যদি—'

'ফাঁসি কাঠে নিয়ে যায়, তবু?' কথাটা শেষ করল জুলিয়া।

'হ্যাঁ, তবু। কিন্তু তা কখনও ঘটবে না। এদিককার মোটা-মাথা লোক-

গুলো মনে করে আমি ডাকাত দলের চীফ। লাভের আশায় ডাকাতি করি। কিন্তু আসলে সোনায় আমার আকর্ষণ নেই, তবে ও'দিয়ে যে ক্ষমতা অর্জন করা যায় সেটা আমি চাই। তুমি বলেছ আমি বদলে গেছি—তোমার কথাই ঠিক। আমি নিজেকে চিনেছি—আমার উঁচু আকাঙ্ক্ষা রয়েছে।'

'বাজে একটা আকাঙ্ক্ষা—বিখ্যাত আউট-ল হওয়ার ইচ্ছা।'

'ওটা উন্নতির শিখরে ওঠার একটা পন্থা মাত্র। আমি যখন উত্তর অ্যারিজোনার সবচেয়ে বড় ল্যাণ্ডলর্ড হব তখন লোকে অতীত ভুলে যাবে। যারা সফল তাদেরই তোয়াজ করে পৃথিবী।'

'ওসব স্বপ্ন পাগলামি। গভার্নমেণ্ট—'

'পশ্চিমের ব্যাপারে দুশ্চিন্তা করার সময় ওদের নেই—ওদের হাতে অনেক কাজ। যখন সময় হবে, ততদিনে আমি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাব—লোকে আমাকে সম্মান করবে। দেশের অনেক বড় বড় র‍্যাঞ্চারই লুটেরা হিসেবে শুরু করেছিল। এখন তারা যে জমির মালিক সেটা ওরা জোর করে দখল করেছে। আমি ডাবল কে দিয়েই শুরু করব—এটা আমার জন্মগত অধিকার।'

'কিন্তু বর্তমানে ওটা কেনেথ ক্রুপের সম্পত্তি, এবং সে এখনও বুড়ো বা অসুস্থ হয়ে পড়েনি,' মনে করিয়ে দিল জুলিয়া।

পাতলা ঠোঁট দুটো সামান্য ফাঁক হল। 'জীবনে চলার পথে অনেক দুর্ঘটনাই ঘটে—তারও তেমনি কিছু ঘটতে পারে।'

কথার অর্থ বুঝতে জুলিয়ার অসুবিধা হল না। মুখ কালো হল ওর। 'নিজের বাবাকে!' আতঙ্কিত স্বরে বলে উঠল সে।

'নিজের বাবাকে,' শ্লেষের সাথে বলল হার্ভি। 'সে-ই আমাকে বলেছে আমি তার ছেলে নই—আমার মরণ হলেই সে খুশি হয়।'

'আমি বিশ্বাস করি না।'

'কথাটা সত্যি; খবর সংগ্রহ করার বিভিন্ন উপায় আমার জানা আছে।'

'তোমার গুপ্তচরদের কথা তুমি বিশ্বাস কর?' মেয়েটার স্বরে ক্ষোভ।

'কাউকেই আমি বিশ্বাস করি না,' বলল সে। 'আমার খবর আমি নিজেই সংগ্রহ করি। অজ্ঞ লোক একে যাদু বা ব্ল্যাক-ম্যাজিক মনে করে। আসলে আমি দিব্য দৃষ্টিতে সব দেখতে পাই। আজ সকালে তোমার এখানে উপস্থিতির কথাও আমি ওইভাবেই জেনেছি।'

'অসম্ভব! আমি বাড়ি থেকে বেরোনর অনেক পরে এখানে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

'কিন্তু তবু আমি জেনেছি—জেনেই দেখা করতে এসেছি। আমি অনেক দিক থেকে বদলেছি বটে, কিন্তু একটা ব্যাপারে আমার কোন পরিবর্তন হয়নি—তোমার প্রতি আমার অনুভূতি এখনও আগের মতই আছে। আর কেউ সেই জায়গা দখল করতে পারেনি।'

'গুজবে অন্য কথাই শোনা যায়,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল জুলিয়া।

'কিন্তু গুজব স্বভাবতই মিথ্যা হয়। আমি তোমাকেই ভালবাসি, জুলিয়া। যদি ওই পাজি বুড়োটা—'

'তার সম্পর্কে কোন বাজে কথা বলবে না তুমি।' রেগে উঠল মেয়েটা।

'অবিশ্বাস্য!' বিড়বিড় করে বলল হার্ভি। 'তুমি তার রক্ত-মাংসেরও না!'

'তার কাছ থেকে আমি বাপের স্নেহ পেয়েছি এবং বাপের মতই তাকে ভালবাসি,' বলে আবার যোগ করল, 'আমার ধারণা আমি তোমাকে ঘৃণা করি, হার্ভি।'

অনেকক্ষণ লোকটা ওর দিকে চেয়ে রইল। সুন্দর লালচে গাল আর রসাল ঠোঁট লক্ষ্য করছে সে। কোঁকড়া সোনালী চুল মৃদু বাতাসে উড়ছে। পাথরের মত চোখ জোড়ায় মুহূর্তের জন্য কামনা ফুটে উঠল।

'তাই ভাবছ? কিন্তু কথাটা সত্যি নয়,' জবাব দিল সে। 'যখন র‍্যাঞ্চে মুক্ত বাতাসে ছিলাম, তখন তুমি আমাকে পছন্দ করতে।'

'যদি কোন ভালবাসা থেকেও থাকে, তাকে তুমি গলা টিপে হত্যা করেছ,' ভাবপ্রবণ স্বরে জানাল জুলিয়া।

'না, হয়ত সেটা সুপ্ত রয়েছে। আমাকে একটা চুমো খেলেই অনুভূতিটা আবার জেগে উঠবে।'

লোকটার নির্লজ্জ প্রস্তাবে দপ করে জ্বলে উঠল জুলিয়া। 'অসম্ভব! তুমি একটা নরকের কীট।'

চলে যাবার জন্যে ঘুরল জুলিয়া। মেয়েটা ওর মতলব বুঝে ওঠার আগেই স্পারের খোঁচায় ঘোড়া এগিয়ে এনে লোকটা তার হাত আর কোমর জড়িয়ে ধরল।

'জোরাজুরি করো না, জুলিয়া,' কামনায় ওর গলাটা ভারি হয়ে এসেছে।

'তুমি আমার। একদিন ডাবল কে-র মালিক হয়ে তোমাকে আমি মনের রানী বানাব।'

মরিয়া হয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার জন্যে লড়ছে জুলিয়া। লাল মুখোশটা ওর মুখের কাছে চলে এসেছে। পাতলা ঠোঁট জোড়া ওর ঠোঁটে চেপে বসতে এগিয়ে আসছে। ঝটকা দিয়ে মাথা সরিয়ে নিয়ে মুক্ত হাত দিয়ে আঘাত করল সে।

দাঁতে দাঁত চেপে একটা গাল দিল মুখোশধারী। 'আমি—'

'বাঁচতে চাইলে এই মুহূর্তে মেয়েটাকে ছেড়ে দাও,' কঠিন স্বরে বলল কেউ।

চমকে উঠে জুলিয়াকে ছেড়ে দিয়ে বক্তার দিকে ফিরল স্যাটান। কালো ঘোড়ার পিঠে বসে আছে এরফান জেসাপ। ট্রিগার গার্ডের ভিতর আঙুল ঢুকিয়ে একটা পিস্তল ঘুরাচ্ছে সে।

'তোমাকে কে নাক গলাতে বলেছে?' ফেটে পড়ল চীফ।

'মহিলাকে অপমানের হাত থেকে বাঁচাতে কারও নির্দেশ দরকার পড়ে না আমার,' স্যাটানের চোখে চোখ রেখে বলল জেসাপ।

'অপমানের প্রশ্নই ওঠে না,' খেঁকিয়ে উঠল লোকটা। 'আমরা পুরনো বন্ধু তাই না, জুলিয়া?'

ওই কথার জবাব দিল না মেয়েটা। কাঁপা গলায় কেবল বলল, 'তোমাকে দেখে খুব খুশি হয়েছি, জেসাপ।'

'তুমি র‍্যাঞ্চের পথে রওনা হও, ম্যাম। আমি দেখছি এই লোক যেন তোমাকে আর বিরক্ত না করে। র‍্যাঞ্চের এই দিকটাতে তোমার আসাই ঠিক হয়নি—এদিকে অনেক পোকা-মাকড়ের ভিড়।'

'হ্যাঁ,' স্বীকার করে মুখোশধারীর দিকে একবারও না চেয়ে রওনা হয়ে গেল জুলিয়া।

মেয়েটা একটু দূরে যেতেই ভয়ানক চেহারা করে এরফানের দিকে ঘুরল স্যাটান। পিস্তলটা এখনও ঘুরছে। 'এর মানে কি?' ব্যাখ্যা দাবি করল সে। 'তুমি কি আমার হয়ে কাজ করছ, না কি?'

'নিশ্চয়,' সহজ সুরে উত্তর দিল কালো ঘোড়ার মালিক। 'আমি তোমার উপকারই করেছি। কেনেথের র‍্যাঞ্চে কাজ করছি আমি। দরকারের সময়ে তার মেয়েকে সাহায্য না করলে আমার চাকরি কয়দিন থাকবে?'

'মেয়েটা তোমাকে দেখেনি।'

'দেখেছে; অনেক কাছে এসে পড়ার পর তোমাকে চিনতে পেরেছি।'

'আমি যদি ভুলও করি তবু কারও শুধরাতে আসার চেষ্টা করা সহ্য করি না।'

'তাহলে আমাদের চুক্তি এখানেই শেষ—কোন বোকা লোকের জন্য আমি নিজের মাথায় ঝুঁকি নিতে রাজি না,' মুখের ওপর জবাব দিল এরফান। 'তুমি এমন কাজ করতে যাচ্ছিলে যা কোন ভদ্র মেয়েই কখনও ক্ষমা করতে পারবে না। মিস ক্রুপ একজন মহিলা, নাচ-ঘরের মেয়ে নয়।' চোখ ছোট করে স্যাটানের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে চাইল এরফান। 'তোমার আর আমার যদি একসাথে কাজ করতে হয় তবে মনে রেখ তোমার ওই হেল সিটির লোকজনের মত জেল-ঝাড়ু দেয়া লোক আমি নই।'

চট করে কোন জবাব দিল না স্যাটান। বুঝতে পারছে এরফানের কথাই ঠিক—বোকার মত একটা কাজ করতে যাচ্ছিল সে। মেয়েটার কমনীয়তা ওর বরফের মত ঠাণ্ডা সংযমের বাঁধ ভেঙে দিয়েছিল। নিজেকে সামলাতে পারেনি ও। শুধরানো যাবে না এমন একটা ভুল করা থেকে তাকে বাঁচিয়েছে এরফান। যদিও এজন্য কোন কৃতজ্ঞতা বোধ তার আসছে না, তবু ওকে হারাতে চায় না স্যাটান। তাই, সে যখন কথা বলল, কোন উত্তাপ থাকল না ওর গলায়।

'ঠিকই বলেছ, বোকার মত কাজ করেছি আমি। অনেকদিন পরে দেখা, তাই নিজেকে সামলাতে পারিনি।' একটু হাসল সে। 'মহিলাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করা তোমার একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। বনি ডেলওরেস—'

'তোমাকে জানিয়েছে সে?'

'দরকার ছিল না। ওই সময়ে হেল সিটিতে থাকলেও পুরো ঘটনাই আমি দেখেছি।' এক মুহূর্ত এরফানের মুখের ভাব লক্ষ্য করে সে আবার বলল, 'কিছু মানুষ থাকে, যারা অন্যেরা যা দেখে না, তা দেখতে পায়—বিশ্বাস কর?'

'তেমন কিছু লোকের সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছে—কিন্তু সবই ভুয়া।'

কাঁধ ঝাঁকাল স্যাটান। 'তোমাকে আমি বিশ্বাস করাতে পারব না, তবে এই ভবিষ্যদ্বাণী আমি করতে পারি যে, জুলিয়া তোমাকে আমার সাথে

দেখা হওয়ার কথা গোপন রাখতে অনুরোধ করবে। অ্যাডিঅস, বন্ধু। হতে পারে আমি তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম। আমি এখনও আশা রাখছি আমরা একসাথে কাজ করে অনেক লাভবান হব।'

হাত তুলে বিদায় জানিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হল স্যাটান। ওদিকে চেয়ে এরফান থুতু ফেলল।

'বন্ধু, না?' নিজের মনেই বলল সে। 'তার চেয়ে র‍্যাটল স্নেকের সাথে বন্ধুত্ব করা ভাল। ওকে মেরে ফেললেই ভাল ছিল—কিন্তু আমার বিশ্বাস মেয়েটা এখনও ওকে আগের মতই জানে।'

সন্ধ্যার দিকে র‍্যাঞ্চ নজরে পড়তেই দেখল একজন আরোহী ঘোড়ার পিঠে ওর দিকেই আসছে। মেয়েটা জুলিয়া।

'আজ সকালের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ,' শুরু করল সে। 'পরে কি ঘটল?'

ওর চোখে দুশ্চিন্তার ছায়া দেখে হাসল এরফান। 'কেন, কিছুই ঘটেনি। ওকে আমি আবার পাহাড়ে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছি।'

স্বস্তির ভাব ফুটে উঠল মেয়েটার মুখে। 'এই নিয়ে দুবার তুমি আমার উপকার করলে। আরও একটা করার জন্য আমি অনুরোধ করছি। তুমি কি আজকের ঘটনাটা আমার জন্য গোপন রাখবে? এটা জানলে বাবা খুব দুঃখ পাবে—হয়ত ওর প্রতি আরও কঠিন কিছু ব্যবস্থা নেবে।'

'তুমি যা বল তাই হবে, ম্যাম,' শান্ত স্বরে জবাব দিল এরফান।

মিষ্টি হেসে কৃতজ্ঞতা জানাল জুলিয়া। 'সে আগেও একটু বুনো আর আবেগপ্রবণ ছিল, কিন্তু নীচ বা অভদ্র ছিল না। ওর বয়সও অনেক বেড়েছে বলে মনে হল, এবং প্রায়—অমানুষিক।'

'অন্যায় অবিচার নিয়ে বেশি মাথা ঘামালে মানুষের বয়সও দ্রুত বাড়ে, মনও তেতো হয়ে যায়,' বলল এরফান। মেয়েটা ওর কাহিনী জানে না বলে ওর বিষ ঝরা স্বরে অবাক হল। এরপর জেসাপ এমন ক'টা কথা বলল, যা সে নিজে বিশ্বাস করে না। 'হয়ত লোকে যতটা খারাপ মনে করে আসলে সে তত খারাপ নয়—এমন আমি আগেও হতে দেখেছি।'

কথাগুলো নিয়ে একটু ভাবল জুলিয়া। যাদের দেখেছে বলল, লোকটা কি নিজেও তাদের একজন? বুঝতে পারছে না সে। ওই গম্ভীর চেহারার লোকটা, হাসলে যাকে শিশুর মতই নিষ্পাপ দেখায়—সে কি একজন দুষ্ট

খুনী হতে পারে? হয়ত লোকটা তাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যেই ওকথা বলেছে। হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় হাত বাড়িয়ে দিল জুলিয়া।

'তোমাকে আবার ধন্যবাদ,' বলে ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে গেল সে।

ওদিকে চেয়ে এরফান ব্ল্যাকিকে বলল, 'জানিস, ব্ল্যাকি, কিছু লোক আছে যাদের দড়ি দিয়ে টেনেও কোনদিন স্বর্গে নেয়া যাবে না।'

বারো

এরফানকে বারান্দা দিয়ে উঠতে দেখে মুখ তুলে তাকাল কেনেথ। এক সপ্তাহ হয়ে গেল ওর সম্পর্কে দুর্নাম শুনেছে র‍্যাঞ্চার, কিন্তু তার প্রথম দিনের ধারণা পালটাবার মত কিছুই ঘটেনি।

'আমি দু'একদিনের জন্য ছুটি নিতে চাই, স্যার,' বলল জেসাপ। 'তোমার লোকজন আমোদ-ফুর্তি করতে কোথায় যায়?'

হঠাৎ ছুটির অনুরোধ শুনে একটু গম্ভীর হল কর্নেল। নতুন কাজে যোগ দিয়ে সাধারণত এত জলদি কেউ ছুটি নেয় না। কিন্তু এসব কর্মচারীকে সে অনেকদিন হল দেখছে—একবার ফুর্তি করার ইচ্ছা মনে জাগলে ওদের ঠেকান যাবে না—দরকার হলে চাকরিই ছেড়ে দেবে ওরা।

'এরই মধ্যে কাজে অরুচি ধরে গেল?' খোঁচা দিয়ে প্রশ্ন করল সে। 'রেড রকে গেলে তোমার টাকা খরচ করার জায়গার অভাব হবে না। মেয়ে, ড্রিঙ্ক, জুয়া, সবই পাবে ওখানে। গান ফাইটের সুযোগও পেয়ে যেতে পার। ওখানে সবই মিলবে।'

'ধন্যবাদ, স্যার,' জবাব দিল এরফান। 'আর সবার জন্য ওই গল্পই চলবে। তবে আমি আসলে হেল সিটি যাচ্ছি।'

এরফানের হঠাৎ শিঙ গজাতে দেখলেও হয়ত র‍্যাঞ্চার এতটা অবাক হত না।

'তোমার জীবনে কি বিতৃষ্ণা এসে গেছে?' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'ওরা তোমাকে দেখামাত্র গুলি করবে।'

'আমার অতীতের কথা ভুলে যেও না,' মনে করিয়ে দিল এরফান। কেনেথকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার বলল, 'কেন, যে ব্যাপারে তোমাকে সাবধান করেছিলাম সেই খবর পাওনি তুমি?'

'পেয়েছি, কিন্তু ওটা উপেক্ষা করারই সিদ্ধান্ত নিয়েছি—তোমাকে কোন প্রশ্ন করব না আমি।'

'আমি কৃতজ্ঞ। আমার বিশ্বাস স্যাটান লোকটা আমাকে দেখে খুশিই হবে।'

'তুমি কে জানলে খুশি হওয়া বিচিত্র নয়।'

'ব্ল্যাক জশের ধারণা লোকটা যাদুকর, কিছুই ওর অজানা নেই।

'ওই লোকটা কুসংস্কারে ভরা এক পাগল। যাদুবিদ্যা আর ভুডু ওসব বাজে কথা। এর ওপর ঝুঁকি নিয়ে জীবন বিপন্ন করা...'

'আমি বাজি ধরে বলতে পারি এই র‍্যাঞ্চেরই একজন স্যাটানের বেতন-ভোগী লোক রয়েছে—ওরা ঠিকই আমার সম্পর্কে জানে।'

'লোকটা কে?' তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন এল।

'বলতে চাই না,' বলে হাসল এরফান। 'তবে এটুকু বলতে পারি সে ক্রস্টি বা লেইজি নয়—সবসময়েই ওদের টাকার টানাটানি।'

চুপ করে ভাবছে কেনেথ। কিন্তু বুঝল জেসাপ তাকে ছেড়ে যেতে চাইলে না জানিয়েই যেতে পারত। র‍্যাঞ্চে ফেরত আসার ইচ্ছা না থাকলে রেড রকের গল্প তৈরি করার কোন দরকার ছিল না।

'তুমি ওখানে কেন যাচ্ছ, জেসাপ?'

কণ্ঠে কিছুটা উদ্বেগ রয়েছে, কিন্তু এরফান জানে উদ্বেগটা তার কারণে নয়।

'ওই লোকের ডেরায় ঢুকে একটু ঘুরে-ফিরে দেখতে চাই,' ব্যাখ্যা করল এরফান। 'এখান থেকে বিশেষ সুবিধা করতে পারছি না আমি। সে মনে করবে আমি তোমার সাথে বেঈমানী করছি।' একটু ইতস্তত করে সে আবার বলল, 'তোমার কাছে ছেলের কোন ছবি নেই?'

মুখ বাঁকাল কেনেথ। 'না, আমি—নষ্ট করে ফেলেছি,' রুক্ষভাবে বলল সে। 'সাবধান থেক, জেসাপ। খবরটা আমি র‍্যাটারিকে জানাব।'

বাঙ্ক-হাউসে ফিরে যাওয়ার পথে কোণার একটা জানালা থেকে নিচু স্বরে এরফানকে কেউ ডাকল।

'এই কাঠের দেয়ালগুলো সাউণ্ডপ্রুফ নয়,' হাসল জুলিয়া। 'তোমার শেষ প্রশ্নটা আমি শুনে ফেলেছি। এটাই তো তুমি চাইছিলে? ও যাওয়ার কয়েক মাস আগেই এটা তোলা হয়েছিল।'

ছবিটা হাতে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখল এরফান। পরিচিতই দেখাচ্ছে। দামী কাউবয় জামা-কাপড়, নক্সা করা বেল্ট আর পিস্তল, কিন্তু ছবির ছেলেটার বয়স অনেক কম, হাসছে, আর চোখ দুটোও ভাষাহীন নয়। থুতনির ডানপাশে একটা দাগ দেখা যাচ্ছে। ওটা দেখাল এরফান, মাথা ঝাঁকাল জুলিয়া।

'একটা হালকা দাগ—ওই একটা জায়গাতেই ওর বদল হয়নি,' বিষণ্ণ ভাবে বলল সে। 'ওটা আমার কারণেই ঘটেছিল। ছেলেবেলায় ওকে বিরক্ত করছিলাম আমি। আমাকে ধরার জন্যে ছোটার সময় একটা পাথরের ওপর পড়ে গিয়েছিল হার্ভি। ক্ষতের দাগটা থেকেই গেল। আমি ভাবতাম কোথাও নিশ্চয় কোন ভুল আছে, কিন্তু ওই চিহ্নটা দেখার পর...'

বলার সময়ে মেয়েটার গলা আর ছবিটা ফেরত নেয়ার সময়ে আঙুলের কাঁপুনি দেখেই সে ওর মনের অবস্থা বুঝল।

'মানুষ বিপথে গেলেও সৎপথে ফিরে আবার নতুন করে জীবন শুরু করতে পারে,' সান্ত্বনা দিল জেসাপ।

'হ্যাঁ,' অর্থপূর্ণ চোখে ওর দিকে চাইল জুলিয়া। 'আমি চাই হার্ভি তেমন একটা সুযোগ পাক।'

এরফান বুঝল মেয়েটা তাকে হত্যা না করার অনুরোধ জানাচ্ছে। কর্নেলের ডাক শুনে এই সময়ে ভিতরে গেল জুলিয়া। কথার জবাব দেয়ার হাত থেকে রেহাই পেল ও।

ওই দিনই সন্ধ্যায় খাবার খেতে বসে রেড রকের কথা জিজ্ঞেস করল এরফান। তারপর কথাচ্ছলে ছুটি কাটাতে যাওয়ার কথা বলল।

শুনে একজন বয়স্ক লোক অবাক হয়ে মন্তব্য করল, 'মাত্র তো কয়দিন হল এসেছ তুমি, এরই মধ্যে ছুটি কাটাবার অনুমতি পেলে কি করে?'

'বুড়োর বুকে পিস্তল ধরেছিল নিশ্চয়?' অবজ্ঞা প্রকাশ করল গাওয়েন।

'কেনেথ নিশ্চয় মাতাল বা পাগল হয়েছে—লোহা গরম থাকতেই কাজ হাসিল করা দরকার,' বলে হেসে দরজার দিকে এগোল ক্রস্টি। 'আমিও জেসাপের সাথে যেতে চাই।'

দশ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল ক্রস্টি। মুখের হাসিটা এখনও রয়েছে, কিন্তু মুখ লাল দেখে ব্যাপার ভিন্ন মনে হচ্ছে। ডজনখানেক লোক একসাথে ওকে প্রশ্ন করল।

মাথা নাড়ল ক্রস্টি। 'বলল সে খুব দুঃখিত, কিন্তু বেস্ট দুজন কাজের লোককে একসাথে ছুটি দেয়া যাবে না। বোঝা যাচ্ছে লোকটার মাথা ঠিকই আছে। অবশ্য তোমাদের আর সবার সুযোগ এতে নষ্ট হচ্ছে না।'

ক্রস্টির বিনীত ব্যাখ্যায় হাসির রোল উঠল। এই সময়ে র‍্যাটারি ঘরে ঢুকে এরফানের দিকে কঠিন চোখে চাইল।

'ছুটি চাইতে হলে তুমি আমার কাছে আসনি কেন?'

'কষ্ট করে তোমার আবার বসকে জিজ্ঞেস করতে হত, তাই,' সহজস্বরেই জবাব দিল এরফান।

ফোরম্যানের যে ছুটির অনুমতি দেয়ার ক্ষমতা নেই সেটা ওর চেহারা দেখেই বোঝা গেল। কিন্তু জবাবটা দিল গাওয়েন।

'মালিকদের র‍্যাঞ্চে পেট পোষা আমি মোটেও দেখতে পারি না।'

'তোমাকে কি কেউ বেঁধে রেখেছে?' গায়ে জ্বালা ধরান প্রশ্ন করল জেসাপ।

একটা ঝগড়া ঠেকাতে এরফানকে বাইরে ডেকে নিয়ে গেল র‍্যাটারি।

'কেনেথ বলল তুমি রেড রকে যাচ্ছ। ওখানে কয়দিন থাকবে?' প্রশ্ন করল সে।

'দুই থেকে তিনদিন।'

'কথাটা তুমি ওকে জানিয়েছ?' বুড়ো আঙুল দিয়ে পাহাড়ের দিকে দেখাল র‍্যাটারি।

'আরে, না। ওর কাছে আত্মা বিক্রি করিনি আমি।'

'মজাটা টের পাবে—তুমি কি ভেবেছ সে জানবে না?'

'তাতে আমার কিছু আসে যায় না—তবে সে ঠিকই জানবে। ওই যে গাওয়েন ওকে খবর দিতে যাচ্ছে।'

দেখা গেল কুঁজো হয়ে বসা আরোহী করাল থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে পাহাড়ের দিকে যাচ্ছে। গাল দিল ফোরম্যান।

'তুমি ভুল করছ, জেসাপ। ক্রস্টি আর তুমি যে গরুগুলো ঝোপ থেকে বের করেছ, সেগুলোই জড় করতে যাচ্ছে ও।

ব্যাখ্যাটা মেনে নিল এরফান, কিন্তু বিশ্বাস করল না। 'সবার আন্দাজ সব সময়ে ঠিক হয় না—আর কিছু কথা আছে তোমার?'

'শুধু এই, তুমি এখন অনেক বড় জুয়ায় নেমেছ—নিজের তাস অনুযায়ী

খে'লো।'

'বোঝার বয়স আমার হয়েছে; দাঁতও উঠেছে,' হালকা সুরে বলল জেসাপ। 'রেড রকের জন্য কোন খবর আছে?'

শেষ প্রশ্নটার কোন জবাব পেল না এরফান। বাঙ্ক-হাউসের বাইরে বসে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে নিজের মনেই ভাবছে। ওরা দুজনে একই পক্ষে কাজ করলেও ফোরম্যান তাকে পছন্দ করছে না। হয়ত এই মুহূর্তে সে এরফানকে বিপদে ফেলার কোন সাংঘাতিক প্ল্যান আঁটছে।

পরদিন সকালে ব্ল্যাক জশের সেলুনে এরফান যে অভ্যর্থনা পেল, এটা মোটেও আশা করেনি। মুখে ওকে দেখে খুব খুশি হয়ে জানালেও ড্রিঙ্ক সার্ভ করার সময়ে ওর হাত কাঁপতে দেখা গেল। লোকটা বারবার উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে দরজার দিকে চাইছে। সরাসরি প্রশ্ন করে জানল কনার্ড তার সঙ্গীদের নিয়ে আর আসেনি। তবে হেল সিটির অন্য কয়েকজন এসেছিল—তারা ভাল ব্যবহারই করেছে।

'তাহলে আর তোমার চিন্তা কি?' জানতে চাইল জেসাপ। 'আমার সাথে ছোঁয়াচে রুগীর মত ব্যবহার করছ কেন?'

সেলুন-কীপার ভয়েভয়ে এক টুকরা কাগজ বাড়িয়ে দিল। 'আজ সকালেই এটা পেলাম। দরজার তলা দিয়ে কেউ ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে,' কেঁপে উঠল সে। 'আমাকে এই এলাকা ছাড়তে হবে।'

পেনসিল দিয়ে একটা নোংরা কাগজে হিজিবিজি করে কয়েকটা কথা লেখা রয়েছে: 'আর একবার দোষ করলেই গাছে শোভা পাবে তুমি—স্যাটান।'

পড়তে পড়তে হেসে উঠল এরফান। 'এত তাড়াহুড়া করার কোন দরকার নেই,' পরামর্শ দিল সে। 'তোমার কি মাথা ভোঁতা হয়ে গেছে? ভুল বানান, এমন জঘন্য হাতের লেখা, এটা কি হার্ভির চিঠি হতে পারে?'

জশের বিষণ্ণ চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'ঠিক বলেছ, স্যার,' মাথা ঝাঁকাল সে। 'এই লোকটা তো লেখাপড়াই জানে না—হার্ভি কলেজে পড়েছে।'

'ও নিশ্চয় কনার্ডের কোন বন্ধু হবে, তোমাকে ভয় দেখাতে চাইছে। কাগজটা আমার কাছেই থাক—লোকটাকে পেলে ওটা ওই ছাগলকেই

খাওয়াব।'

কাগজটা পকেটে ভরে জেসাপ কথাচ্ছলে জানাল সে রেড রকে যাচ্ছে। তারপর বেরিয়ে পড়ল। হেল সিটির ঢাল বেয়ে ওঠার পথে হাসি ফুটে উঠল ওর মুখে। মাথায় একটা সুন্দর বুদ্ধি এসেছে। গেটের গার্ড কোন মন্তব্য ছাড়াই বিনা প্রশ্নে দরজা খুলে দিল। তবে এই লোকটাকে সে আগে দেখেনি। মনে হচ্ছে ওরা তাকে আশা করছিল। স্যাটান তাকে কোন রকম বিস্ময় ছাড়াই গ্রহণ করল। চীফের প্রথম কথাতেই বোঝা গেল গাওয়েন রাতে কোথায় গিয়েছিল।

'রেড রকের রাস্তা থেকে তুমি বেশ কিছুটা দূরে এসে পড়েছ না?' প্রশ্ন এল।

অবাক হওয়ার ভান করে এরফান বলল, 'তুমি অনেক খবরই পাও দেখছি।'

'আমার খবর আমি নিজেই জোগাড় করি—মেয়েটা কি তোমাকে নীরব থাকতে বলেছে?'

'তোমার আন্দাজ ভাল।'

মুখ বিকৃত করল চীফ। 'তুমি যা খুশি ভাবতে পার। এখন তোমাকে আর একটা কথা জানাচ্ছি—রেড রকে যাওয়ার কোন প্ল্যান তোমার ছিল না।'

'আমি যখন এখানে হাজির তখন সেটাই খুব স্বাভাবিক,' পাল্টা জবাব দিল জেসাপ। 'হয়ত এটার কথাও তোমার জানাই আছে।' পকেট থেকে কাগজটা বের করল সে—কোথায় পেয়েছে তাও জানাল। 'বিশেষ করে যে ছেলেবেলায় তোমার অনেক সেবা-যত্ন করেছে তাকে হুমকি পাঠানো…'

রাগে ফেটে পড়ল স্যাটান। প্রায় বন্ধ ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে একটা ক্রুদ্ধ-গর্জন শুনেই সিলভার ছুটে বেরিয়ে গেল। ওর প্রভু অস্থিরভাবে পায়চারী করছে। মুঠো করা হাতের গাঁটগুলো রক্তশূন্য সাদা হয়ে উঠেছে। কয়েক মিনিট পরই বেঁটে লোকটা ফিরল—পিছনে কনার্ড। ভয়ানক ভঙ্গিতে কাগজটা ওর পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেলল স্যাটান।

'ওটার মানে কি?' ধমকে উঠল চীফ।

কাগজটা তুলে নিল কনার্ড। 'জানি না—' শুরু করেই বুকের দিকে লেভেল করা পিস্তলটা দেখে থেমে গেল।

ওয়ালা বেণী করা একটা চামড়ার চাবুক হাতে বলিষ্ঠ একজন পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। খুঁটিটা এরফান আগেও দেখেছে, কিন্তু ওটা যে কোন নিষ্ঠুর কাজে ব্যবহৃত হয়, তখন বোঝেনি। খুঁটিটাকে ঘিরে তামাশা দেখার জন্য জনা-তিরিশেক লোক জড় হয়েছে!

লাল মুখোশধারী আর তার সঙ্গীকে আসতে দেখে উত্তেজিত কথাবার্তা থেমে গেল। লোকজন সরে জায়গা ছেড়ে দিল। পিছন থেকে দুজনের নিচু স্বরে কথা এরফানের কানে এল।

'পাঁচ ডলার বাজি, ও পঁচিশ ঘা পর্যন্ত টিকবে না।'

'রাজি। পেড্রো দেখতে যেমনই হোক, শক্ত আছে।'

'কিন্তু ঘোড়ামুখো যে মেয়েকে চেয়েছিল তাকেই নিয়ে গেছে পেড্রো—কথাটা সে ভুলবে না। ওর দিকে চেয়েই দেখ।'

চাবুক হাতে লোকটা আদর করে চাবুকের মাথায় গিঁটগুলোর ওপর হাত বোলাচ্ছে। পৈশাচিক কাজটা শুরু করার জন্য ব্যগ্রভাবে অপেক্ষা করছে সে। এরফানের আপত্তিতে চীফের পাতলা ঠোঁটে একটা অবজ্ঞার হাসি ফুটে উঠল।

'সেই কারণেই এই কাজের জন্য ওকে বেছে নিয়েছি আমি,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল সে। 'ভাল সার্ভিস পাওয়া যাবে।'

সবার অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে স্যাটান আদেশ দিতে যাচ্ছে, এই সময়ে লোকের ভিড় ঠেলে ছুটে এসে ওর পা জড়িয়ে ধরল এক মহিলা। বয়স তিরিশও হবে না—নির্ভীক একটা সৌন্দর্য ছিল মেয়েটার। কিন্তু এখন সেখানে মৃতের পাণ্ডুরতা। গাল দুটো বসে গেছে, চোখে তিক্ত বেদনা।

'ওকে ক্ষমা কর,' সুপারিশ করল সে। 'সে সোনা চায়নি—আমার জন্য নিয়েছিল। ওর গরীব হাল নিয়ে ওকে খোঁটা দিয়েছিলাম বলেই সে আমার কাছে ধনী হতে চেয়েছিল। দোষ আমার, আমাকে চাবুক মার। কিন্তু পেড্রো অসুস্থ—চাবুক খেলে সে মারা যাবে।'

যেন পাথরের মূর্তির কাছেই আপীল করা হল।

'ওকে নিয়ে যাও,' আদেশ দিল স্যাটান।

উঠে দাঁড়াল অ্যানিটা। নৈরাশ্য তার দুঃখকে রাগ আর ক্ষোভে পরিণত করল। আকাশের দিকে একটা হাত তুলল সে। 'শয়তান, জানোয়ার!' গর্জে উঠল অ্যানিটা। 'ঈশ্বরের আগুনে তুই পুড়ে—'

কথাটা শেষ করার আগেই স্যাটানের লোকজন ওকে হেঁচড়ে নিয়ে চলল। কিন্তু চীফই আবার ওদের থামাল।

'ওকে এখানেই থাকতে দাও,' কঠিন স্বরে বলল সে। 'ওর চোখের সামনেই পেড্রোকে চাবুক পেটা করা হবে। কিন্তু মুখ থেকে একটা টুঁ-শব্দ বের করলে শাস্তি ডাবল করে দেব আমি।'

মেয়েটার ক্ষণিকের জ্বলে ওঠা তেজ নিভে গেল। একটা নিচু কাতর শব্দের সাথে ঝপ করে মাটিতে বসে দু'হাতে মুখ ঢাকল সে। চাবুক হাতে নিষ্ঠুর সন্তোষের সাথে অ্যানিটার দিকে চাইল লোকটা। যে মেয়ে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, প্রতিটি আঘাতে এখন ওকেও ক্ষতবিক্ষত করবে। ঘোড়া-মুখোর প্রতিহিংসা পুরোপুরি চরিতার্থ হবে।

একটা তীক্ষ্ণ আদেশে চাবুকটা বাতাসে শিস কেটে নগ্ন পিঠটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কাঁধ থেকে কোমর পর্যন্ত একটা দগদগে কষাঘাতের চিহ্ন ফুটে উঠল। মেক্সিকানের পুরো দেহটা কেঁপে উঠল। ছাই-রঙের ঠোঁটের ফাঁক থেকে অসহ্য যন্ত্রণায় একটা আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল।

'আমি ভেবেছিলাম প্রথম আঘাতেই ঘোড়ামুখো রক্ত বের করে ছাড়বে,' বাজি ধরা লোকদুটোর একজন মন্তব্য করল।

'আরে না, ও তো এখনও শুরুই করেনি—একটা গা গরম করল মাত্র,' জবাব দিল অন্যজন। 'পেড্রো জলদি অজ্ঞান হয়ে যাক এটা সে চায় না।'

নিষ্ঠুর কাজটা এগিয়ে চলল—আঘাতের পর আঘাত পড়ছে। এমন নিপুণ কৌশলে তাক করে মারা হচ্ছে যেন একই জায়গায় দুবার চাবুক না পড়ে। ফলে ডজনখানেক আঘাতের পরেই সারা পিঠ দগদগে লাল হয়ে উঠল। অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রথম আঘাতে চিৎকার করে ওঠার পর পেড্রোর মুখ থেকে আর কোন শব্দ বেরোয়নি। কেবল চাবুকের শব্দ ছাড়া আর কোন আওয়াজ হচ্ছে না। কব্জির বাঁধনের ওপর দেহটা এলিয়ে ঝুলছে। দুই বাহুর ফাঁকে মাথাটা নিচের দিকে হেলে রয়েছে।

'কি, ক্লান্ত হয়ে পড়লে নাকি, ঘোড়ামুখো?' একজন বিদ্রূপ করে বলল। 'তাহলে আর কাউকে দাও, তোমাকে একটু বিশ্রাম দিক।'

চাবুকধারী পেড্রোর নীরবতায় আগেই উত্তেজিত আর বিরক্ত হয়ে উঠেছিল, টিটকারি শুনে বক্তাকে একটা গাল দিয়ে দুরন্তটা আর একবার মেপে আঘাতের পর আঘাত করে চলল। ফুলে ওঠা পিঠ এবার ফালিফালি হয়ে

চিরে গেল। প্রতি আঘাতের সাথে রক্ত ছিটছে। হাঁপাতে হাঁপাতে একটু থামল সে, চোখ দিয়ে আগুন ছুটছে। কিন্তু ওর কাজ এখন শেষ—পেড্রোর মাথাটা একপাশে ঢলে পড়েছে। ছুটে এগিয়ে চুল ধরে মাথাটা তুলল ঘোড়ামুখো।

'শেষ।' তিক্ত স্বরে চিৎকার করল সে। 'ব্যাটা ফাঁকি দিয়েছে আমাকে।'

হাত তুলে লোকজনের গুঞ্জন থামাল চীফ। 'ন্যায় বিচার হয়েছে,' নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল সে।

একসাথে ফেরার পথে এরফান টের পেল স্যাটান তার মুখের ভাব খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছে।

'আমার বিশ্বাসঘাতক শায়েস্তা করার পদ্ধতি তোমার কেমন লাগল?'

'লোকজনের কাছে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছ মনে হচ্ছে,' জবাবটা এড়িয়ে গেল জেসাপ।

বিদ্রূপ করে হাসল স্যাটান। 'আমার ওপর ওদের রাগ আছে বটে, কিন্তু আমাকে জমের মতই ভয় পায়,' বড়াই করল সে। 'এবং সেটাই আমি চাই। কবিরা প্রেম-ভালবাসার গুণগান গায়—কিন্তু ভয়ই হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী রিপু। ওটাই আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। যন্ত্রণা, শাস্তি, মৃত্যু আর নরকে যাওয়ার ভয় আমাদের ভীরু করে তোলে বলেই তথাকথিত সভ্যতা সম্ভব হয়েছে—কথাটা ভেবে দেখেছ কখনও?'

'ওসব অনেক উঁচু দরের চিন্তা—আমার জন্য নয়,' বলল এরফান। 'আপাতত আমি কোথায় থাকব আর ঘোড়াটাই বা কোথায় রাখব সেটাই আমার কাছে বড় চিন্তা। আগামীকাল সন্ধ্যার আগে কেউ আমাকে ডাবল কে-তে আশা করবে না।'

'সিলভা এর ব্যবস্থা করবে। এই এলাকার পশ্চিম মাথায় আস্তাবল।'

'আমি ব্ল্যাকিকে নিয়ে যাচ্ছি—একটু ঘুরেফিরে দেখেও আসব।'

'এটা পরে নেয়া ভাল,' জবাব দিল স্যাটান। পকেট থেকে একটা লাল ব্যাজ বের করল সে। 'এতে লোকজন বুঝবে তুমি আমাদেরই একজন—ঝামেলা বাঁচবে।'

এরফানের স্বরে বেপরোয়া হিংস্র ভাবটা আবার ফিরে এল। 'কেউ যদি ঝামেলা বাধাবার চেষ্টা করে, আশা করি তোমার এখানে ওদের জায়গা দেয়ার মত বড় কবরখানা আছে।'

ঠাণ্ডা চোখ দুটো চকচক করে উঠল। 'অনেক জায়গা আছে,' জবাব এল।

তের

করাল খুঁজে পেতে এরফানের দেরি হল না। রাস্তার শেষ মাথায় বাম দিকে করালের কাছেই একটা কাঠের দালান চোখে পড়ল ওর। সাইনবোর্ডে লেখা: 'বার্কের সেলুন'। ঘোড়া রেখে জিন আর রাইফেল নিয়ে সেলুনে ঢুকল এরফান।

ভিতরে বারের পিছনে মাঝবয়সী বারটেণ্ডার ছাড়া আর কেউ নেই। লোকটার মুখে বসন্তের দাগ। লোকটা চট করে একটা বোতল বের করল।

'একা ড্রিঙ্ক করলে আমার সময় কাটতে চায় না,' সদয় কণ্ঠে বলল খদ্দের। বারটেণ্ডার নিজের জন্যেও একটা ড্রিঙ্ক ঢেলে নেয়ার পর সে আবার বলল, 'আজ রাতটা এখানে কাটানর ব্যবস্থা হতে পারে?'

'আশা করি আমি ব্যবস্থা করতে পারব,' জবাব এল। 'তোমাকে চীফের সাথে দেখলাম, নতুন বন্ধুত্ব বুঝি?'

'তা বলতে পার,' স্বীকার করল এরফান। 'তাহলে তুমিও আজ ওখানে ছিলে? দৃশ্যটা মর্মান্তিক হলেও যে লোক বন্ধুদের ঠকায় সে ক্ষমার যোগ্য নয়।'

'যা বলেছ, পেড্রো নিজের দোষেই শাস্তি পেয়েছে।'

ড্রিঙ্ক শেষ হলে নিজের কামরায় মালপত্র রেখে আবার বেরোল। পশ্চিমে গিয়ে দেখল রাস্তাটা আবার সরু হয়ে গেছে। ওখানেও একটা গেট রয়েছে—যেটা দিয়ে ঢুকেছে ঠিক সেই রকম। কিন্তু গেট পর্যন্ত না গিয়ে ফিরল এরফান। সেলুন পেরিয়ে অল্প একটু আগে হঠাৎ কারও ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দে থামল সে। ঝোঁকের বশেই সুড়ঙ্গের মত পথ ধরে এগিয়ে একটা আদিম গুহায় অ্যানিটাকে দেখতে পেল। কতগুলো ছড়ান কম্বলের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আছে। দুটো টুল আর কয়েকটা তোবড়ান রান্নার হাঁড়িপাতিল ছাড়া ঘরে আর কোন আসবাবপত্র নেই। এরফান ঘরে ঢুকতেই মেয়েটা ফিরে তাকিয়ে ভাঙা গলায় বলল, 'তোমরা তো যথেষ্ট করেছ—আর কি চাও?'

'মনে হল কেউ বিপদে পড়েছে, তাই দেখতে এলাম কোন সাহায্য করা যায় কিনা,' জবাব দিল এরফান।

'সাহায্য?' কর্কশভাবে বলল মেয়েটা, 'যে ডেভিলের ট্রেড-মার্ক পরেছে তার থেকে? মৃতকে জীবন দিতে পারবে তুমি? লোকটা মরছে, আর তোমরা তাই দেখে হেসেছ।'

'আমাকে তুমি ভুল বুঝেছ, ম্যাম,' শান্ত নরম স্বরে বলল সে। 'এমন নিষ্ঠুর দৃশ্য আমাকে কোন আনন্দ দেয় না। চেষ্টা করলেও এটা আমি ঠেকাতে পারতাম না—চোরাই মাল ওর কাছেই পাওয়া গেছে।'

মেয়েটা ইতস্তত করছে। ভেজা চোখগুলো এখনও সন্দিগ্ধ। 'সেটা ঠিক,' শেষে মৃদুস্বরে বলল সে। 'নরকের কুত্তাটা সবই জানে—ওর কাছে জিন আছে। হয়ত এই মুহূর্তেও সে—'

'বাজে কথা। সেও সাধারণ মানুষ—খুবই সাধারণ। অনেক চর আছে ওর, নিশ্চয় বেশ মোটা টাকা দিয়েই সে ওদের পোষে। যাও, ওকে গিয়ে বল আমি কি বলেছি, ক্ষমার সাথে বকশিশও মিলবে।'

জ্বলে উঠল মেয়েটার চোখ। 'লোকটা যা করেছে তার পরেও? এর চেয়ে আমার মরণও ভাল,' মনের ঝাল প্রকাশ পেল ওর স্বরে। 'মরা লোকটা-কে—'

কান্নায় ভেঙে পড়ল সে। পরে পুরো ঘটনাই ধীরেধীরে বলল অ্যানিটা। লাশটাকে ওরা চীফের ঘরে নিয়ে গিয়েছিল। মেয়েটা ওকে কবর দেয়ার অনুমতি চাইলে ওরা দেহটাকে জানালা দিয়ে নিচে ফেলে দিয়েছে। বলেছে তার ঝামেলা করার দরকার নেই—কয়োটিরাই তার হয়ে কাজটা করবে।

'হয়ত খুঁজে বের করে ওকে আমি কবর দিতে পারব।'

অবাক হয়ে এরফানের মুখের দিকে চাইল অ্যানিটা। 'বিদেশী, তুমি যদি তা পার, আমি—'

'ঠিক আছে,' বলে ওকে থামিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল এর-ফান।

আস্তাবল থেকে নিজের ঘোড়া নিয়ে পশ্চিম গেটের দিকে এগোল সে। কোন প্রশ্ন না করেই গার্ড দরজা খুলে দিল। এঁকেবেঁকে মাইলখানেক পথ চলার পর ঢাল বেয়ে হেল সিটির নিচে উপত্যকায় পৌঁছল এরফান। ঘন ঝোপের ভিতর দিয়ে এগিয়ে লোকটা যেখানে পড়ার কথা তার কাছা-

কাছি গিয়ে খোঁজা শুরু করল। অল্প ঘুরেই ওটা দেখতে পেল—এক তাল মাংসপিণ্ডের মত স্তূপ হয়ে পড়ে আছে। গর্ত খোঁড়ার মত কিছুই ওর সাথে নেই। কিন্তু সুবিধামত একটা খাঁজ পাওয়া গেল। ভাঙাচোরা দেহটা খাঁজের ভিতর শুইয়ে ভারি পাথর দিয়ে ঢেকে দিল। তারপর ছুরি দিয়ে ডাল কেটে একটা ক্রুশ তৈরি করে কবরে গুঁজে দিল।

শহরে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে এল। দেখল সেলুনের উল্টো পাশে অন্ধকার ছায়ায় মেয়েটা অপেক্ষা করছে। এরফান কি করেছে ওকে জানাল। মেয়েটা এবার সোজা হয়ে দাঁড়াল।

'এবার শুধু প্রতিশোধের অপেক্ষা,' নিচু বিষমাখা স্বরে উচ্চারণ করল অ্যানিটা। স্বরটা আবার নরম হল, সে বলে চলল, 'বিদেশী, এই বুনো পশুর আড্ডায় একজন বন্ধু পেলে তুমি। যে-কোন দরকারে তুমি আমাকে স্মরণ করতে পার—এই ঋণের কথা আমি ভুলব না।'

'আমি এমন কিছুই করিনি,' প্রতিবাদ করল এরফান।

'তাই ভাবছ, না? কিন্তু ওই খুনীটা যদি ঘটনা টের পায় তবে আমা-দেরও পেড্রোর মতই অবস্থা হবে।'

'ওকে বলব না আমরা,' হাসল এরফান। 'অ্যাডিঅস।'

ঘোড়া ঘুরিয়ে করালের দিকে চলে গেল সে। কালো ঘোড়াটা অদৃশ্য হলে অ্যানিটাও নিজের খুপরিতে ফিরল।

'লোকটা এখানে কি করছে?' নিজের মনেই ভাবছে মেয়েটা। 'লোকটা আর সবার মত নয়।' সে শুনেছে লোকটা পশ্চিমের নামকরা পিস্তলবাজ, চেহারা দেখেও তাই মনে হয়। কিন্তু তবু যেন অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র। যার ওপর প্রতিশোধ নেয়ার শপথ সে করেছে, ওই লোকও তাকে বিশেষ পছন্দ করে না মনে হতেই একটা ক্রুর হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে।

এরফান আবার সেলুনে ঢোকায় মাত্র দু'একজন আড়চোখে ওর দিকে দেখল। নতুন মুখের আবির্ভাব এখানে বিচিত্র কিছুই নয়। প্রায় দুই ডজন লোক রয়েছে সেলুনে। কেউ তাস খেলছে, কেউ ডাইস্, আর বাকি লোক বারে দাঁড়িয়ে মদ খাচ্ছে। বারে ঘোড়ামুখোই হচ্ছে প্রধান আকর্ষণ। আজ সকালের কৃতিত্বে সে গর্বিত। ওর একটাই দুঃখ আরও বেশিক্ষণ কেন টিকলো না পেড্রো।

'তুমি খুব জোরে আঘাত করেছ,' ওকে ঘিরে যারা রয়েছে তাদের এক-

জন মন্তব্য করল।

জোরে?' গাঁ গাঁ করে বলল ঘোড়ামুখো। 'আমি বো মারাই আরম্ভ করিনি, এরমধ্যেই ব্যাটা পটল তুলে বসল। চীফ আজকাল আজেবাজে দুর্বল লোককে জায়গা দিচ্ছে এখানে। ওরা নাকি পুরুষ! সব নেংটি-ইঁদুর।'

চারপাশে তাকিয়ে ঘোড়ামুখোর চোখ বারের কোণায় টুলে বসা তরুণের ওপর গিয়ে স্থির হল। এরফান আগেই ওকে লক্ষ্য করেছে—ওর মনে হয়েছে তরুণ বয়সে কোন ভুল করেই সে এখানে হাজির হয়েছে। সঙ্গীদের দিকে চোখ টিপে ইশারা করে ছেলেটার দিকে এগিয়ে রুক্ষ স্বরে প্রশ্ন করল মাস্তান, 'এই,—তোমার নাম কি।'

নেশায় বিহ্বল চোখ তুলে তাকাল তরুণ। 'লুই ক্রেগ,' জবাব দিয়ে আবার বলল, 'আমি আজই এসেছি।'

'খুব ভাল খবর। এখানকার নিয়ম নতুন এলে সবাইকে ড্রিঙ্ক খাওয়াতে হয়। অর্ডার দাও।'

দুঃখের সাথে হাসল সে। 'তুমি দেরি করে ফেলেছ, মিস্টার—আমার সব পয়সা শেষ,' ব্যাখ্যা করল ক্রেগ। 'আমি আগে জানলে…'

একটা গাল বকে ঘোড়ামুখো ডান হাতে ছেলেটার গালে এক প্রচণ্ড চড় বসাল। ছিটকে মেঝেতে পড়ল লুই। ওর খালি টুলটায় বসে এরফানের দিকে চেয়ে একটা বাঁকা উদ্ধত হাসির সাথে সে বলল, 'নতুন লোক যারা হেল সিটিতে ঢোকার ট্যাক্স দেয় না, তাদের এইভাবেই আমন্ত্রণ জানানো হয়।'

এরফানকে দ্রুত এগোতে দেখে সবার চোখ এখন তার ওপর। 'আমি নতুন লোক, ড্রিঙ্কও কিনছি না—কি করবে?'

পুরো দশ সেকেণ্ড এরফানের কালো চোখের দিকে চেয়ে রইল মাস্তান। সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে বসায়, পিছিয়ে গেলে এখন সবার সামনে তার মান ধুলোয় মিশে যাবে। তাই একটা অন্য উপায় খুঁজছে। কিন্তু এরফান তাকে সেই সুযোগ দিল না।

'মড়া-খেকো কয়োটি!' দাঁত কিড়মিড় করে বলল সে। 'আমার হাতে চাবুক থাকলে তোকে চাবুক পেটা করতাম, কিন্তু…'

এরফানের ডান হাতটা বিদ্যুৎ বেগে নড়ে উঠল। ঘোড়ামুখোর চোয়ালে

শক্ত মুগুরের মত আঘাত পড়ল। চিৎপাত হয়ে মেঝেতে পড়ল সে। গালের ফোয়ারা ছুটছে ওর মুখ থেকে। কয়েকবার পিস্তল বের করার চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত সাহস পেল না। প্রায় সবার মুখেই চোরা হাসি—দুর্দিনে মাস্তানদের কোন বন্ধু থাকে না। ওর দিকে আর নজর না দিয়ে সোজা ছেলেটার কাছে এগিয়ে গেল এরফান। লুই উঠে বসে এতক্ষণ বিস্ফারিত চোখে ঘটনা দেখছিল।

'মুক্ত বাতাসে তোমার ভাল লাগবে,' বলে ওকে নিয়ে দরজার দিকে এগোল জেসাপ।

করালের বাইরে একটা সিগারেট তৈরি করার জন্য দাঁড়াল সে। আসলে মুক্ত হাওয়ায় লুই-এর মাথা থেকে নেশার প্রভাব কিছুটা কাটানই ওর উদ্দেশ্য। রাতের ঠাণ্ডা বাতাস তার কাজ করল।

'আমার বিশ্বাস, ড্রিঙ্কের অভ্যাস তোমার নেই,' মন্তব্য করল এরফান। 'দুঃখকে এভাবে ডুবাতে চেষ্টা করে লাভ নেই—ওরা ভাল সাঁতার জানে।'

ছেলেটা হাসার চেষ্টা করল। 'হয়ত তোমার কথাই ঠিক,' বলল লুই। 'কিন্তু তুমিও তো ড্রিঙ্ক করছিলে?'

'আমি একটা ড্রিঙ্ক নিয়েছিলাম। ওখানে বসে একের পর এক চালিয়ে যাওয়া অন্য কথা। তুমি এখানে এলে কিভাবে?'

সাধারণ ঘটনা। জুয়ার ঋণ শোধ করতে না পেরে অসৎ উপায়ে টাকাটা জোগাড় করার চেষ্টা করে বিফল হল। আউট-ল হয়ে গেল সে।

'শেরিফ লোকজন নিয়ে আমাদের পিছনে ধাওয়া করল। আমরা এদিকেই রওনা হয়েছিলাম। ওরা বাকি দুজনকে ধরে ফেলল। আমি কোনমতে বেঁচে গেলাম। এখন ভাবছি না বাঁচলেই হয়ত ভাল ছিল,' বিষণ্ণ স্বরে শেষ করল লুই।

'নিরাশ হয়ো না,' পরামর্শ দিল এরফান। 'মাথা উঁচু রাখ, আর তাস মদের থেকে দূরে থাক। পসিকে কোথায় ছেড়ে এসেছ?'

'দু'দিন আগে, প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে। পানির ভিতর দিয়ে অনেক দূর ঘোড়া চালিয়েছিলাম।'

'ভালই করেছ। আমার বিশ্বাস ওরা ফিরে গেছে।'

ক্রেগের হঠাৎ কি যেন মনে পড়ল। লজ্জিতভাবে সে বলল, 'তোমাকে ধন্যবাদ।'

'এতে ধন্যবাদ দেয়ার কিছু নেই। ওই ঘোড়ামুখো মাস্তান আসলে আমার দিকেই ইঙ্গিত করছিল। চলি, পরে দেখা হবে।'

আবার সেলুনে ঢুকল এরফান। সেলুনের মালিক হাসি দিয়ে ওকে অভ্যর্থনা জানাল।

'লোকটা চলে গেছে,' বলল সে। 'মনে হয় মুখ টনটন করছে ওর। তুমি যে মার দিয়েছ ওটা ঘুসির দাদা।' স্বর নিচু করল সে। 'ভুলে যেও না এই শহরে আইন বলে কিছু নেই।'

এরফান জানে লোকটা তার ভাল চায় বলেই সাবধান করল। 'ধন্যবাদ, বন্ধু, আমি কৃতজ্ঞ,' হাসল সে। 'এবার আমার বিছানায় যাওয়া দরকার।'

বিছানায় শুয়ে দিনের ঘটনাগুলো মনেমনে একবার নেড়েচেড়ে দেখল। দুজনের উপকার করে তাদের বন্ধুত্ব সে পেয়েছে, আর একজন শত্রু বাড়িয়েছে। তবে শেষেরটার ব্যাপারে সে চিন্তিত নয়। শহরটা ঘুরে দেখে বুঝেছে, খুব মজবুতভাবে সংরক্ষিত। আর এর শাসনকর্তার ব্যাপারে··· বিশ্বাসই হতে চায় না কেনেথ ওই ছেলের বাপ। হয়ত ওদের পূর্বপুরুষের কেউ বোম্বেটে ছিল।

সমাধানে সন্তুষ্ট হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল সে। সকালে উঠে অলসভাবে শহরে ঘুরে বেড়াল। শহরের জীবনযাত্রা লক্ষ্য করছে। শান্তিপূর্ণভাবেই চলেছে সব। সীমান্তের যে-কোন শহরের সাথেই এর তুলনা করা চলে। একটা কঠিন চেহারার আরোহীকে ধুলো উড়িয়ে শহরে এসে চীফের ঘরে ঢুকতে দেখল। অ্যানিটার সাথে দেখা হল, কিন্তু একবারও তার দিকে না চেয়ে মেয়েটা তাকে পার হয়ে গেল। তারপর ক্রেগের সাথে দেখা—মনে হল ছেলেটার কষ্ট হচ্ছে।

'কি ব্যাপার, মাথায় যন্ত্রণা?' প্রশ্ন করল সে।

'মনে হচ্ছে কেউ কুড়াল দিয়ে মাথাটা ফেড়ে ফেলেছিল—ঠিক ভাবে জোড়া লাগেনি,' দুঃখের সাথে জানাল লুই। 'কিন্তু ওটা কিছু না।' এক মুহূর্ত ইতস্তত করে সে বলেই ফেলল, 'আজ সকালে আমি বেরোবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু গেটের লোকটা জানাল আমার পারমিট লাগবে।'

মাথা নাড়ল এরফান। 'ব্যাপারটা তত সোজা নয়। তোমাকে ঘাপটি মেরে সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে। হয়ত আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারব।'

দুপুরে চীফের সাথে দেখা করতে গেল এরফান। দেখল মিস ডেলওরেস ওখানে রয়েছে। ফিরে আসছে, স্যাটান ওকে থামাল।

'এস,' বলল সে। 'আমার বিশ্বাস তুমি বনিকে চেন।'

'আমার জন্য খুব শুভ সময়েই দেখাটা হয়েছিল,' হাসল মেয়েটা। 'তোমার কাছে আমি ঋণী।

'মোটেও না, আমার কাছে তোমার কোন ঋণ নেই।'

'আমি তা স্বীকার করি না। আমি—'

'তোমার ঋণ আমি শোধ করে দেব, বনি,' বাধা দিয়ে বলল স্যাটান। তারপর এরফানকে বলল, 'তুমি তাহলে সিলভারের আতিথেয়তা গ্রহণ করনি?'

'ঘোড়ার কাছাকাছি ঘুমানই আমার পছন্দ,' কাটা জবাব দিল এরফান।

'নিজের বিরুদ্ধে লোকজনকে খেপিয়ে তুলছ তুমি,' ঠাণ্ডা স্বরে বলে চলল চীফ। 'সেটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে?'

'আমাকে ছোট করার চেষ্টা করছিল সে। কারো থেকেই সেটা আমি সহ্য করি না।'

উদ্ধত সুর মুখোশধারীর ঠোঁটে ভৌতিক একটা হাসি ফুটিয়ে তুলল।

'আজ রাতেই আমি ডাবল কে-তে ফিরে যাচ্ছি,' ঘোষণা করল সে।

এরফান দেখল লোকটার মুঠো শক্ত হল। কিন্তু তার কর্তৃত্ব খর্ব হলেও রাগটা বাইরে প্রকাশ পেল না।

'মহান পিস্তলবাজ এর মধ্যেই এখানে ক্লান্ত হয়ে উঠেছে,' ঠাট্টার ছলে মেয়েটাকে বলল সে। 'অদূর ভবিষ্যতে আবার ফিরে এসে আমাদের সাথে আরও বেশি সময় কাটাবে, এটাই আমরা আশা করছি।'

হুমকিটা টের পেলেও জেসাপের মুখে তা প্রকাশ পেল না। 'নিশ্চয়, আবার ফিরব আমি,' বলল সে। হেল সিটি এমন কিছু শহর নয়, কিন্তু মিস ডেলওরেসের কাছে যদি শহরটা ভাল লাগে, তবে···'

কথাটা শেষ না করেই মহিলাকে কুর্নিশ জানিয়ে লোকটার দিকে নড করে দর্পের সাথে বেরিয়ে গেল এরফান। অল্পক্ষণ নীরবতার পর স্যাটান মন্তব্য করল, 'ওর এখনও অনেক শেখা বাকি আছে।'

শিউরে উঠল ডেলওরেস। কথাটা সাধারণ হলেও যে সুরে বলা হল সেটা মৃত্যুদণ্ডেরই সামিল। অসাধারণ ক্ষমতাবলে মেয়েটা কি ভাবছে টের

পেল স্যাটান।

'ওর জন্য দুঃখ হচ্ছে, বনি?'

চমকে ওঠা দেখে বুঝল তার আন্দাজই ঠিক। কিন্তু ওর জবাবটা বিপরীত হল। অবজ্ঞার সাথে কাঁধ ঝাঁকিয়ে সে বলল, 'বিশেষ না, তবে স্বভাবতই আমি কৃতজ্ঞ।'

সন্ধ্যা নামার আগেই ডাবল কে-র পথে রওনা হল এরফান। গেটের কাছাকাছি একটা মুখ ঢাকা মূর্তি ওকে থামাল। মেয়েটা বনি ডেলওরেস।

'তোমাকে একটা কথা জানাবার জন্যেই আমি এখানে অপেক্ষা করছি,' ফিসফিস করে বলল সে। 'এখানে আর ফির না—কোনদিন না।'

'তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, ম্যাম, কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। কারণ—'

'কারণ তুমি এমন আত্মবিশ্বাসী লোক যে তোমাকে সতর্ক করে লাভ নেই,' খোঁচা দিয়ে বলল সে। 'বেশ, আমার আর কিছু করার নেই।'

ঝট করে ঘুরে অন্ধকারে হারিয়ে গেল ডেলওরেস। ব্ল্যাকিকে ধীর পায়ে এগিয়ে নিয়ে চলল এরফান।

চোদ্দ

ডাবল কে-তে পৌঁছে এরফান সোজা র‍্যাঞ্চ হাউসে গেল। ফ্রেঞ্চ জানালা দিয়ে দেখল কেনেথের সাথে লোক রয়েছে—ওয়াইলি পলক্ আর র‍্যাটারি লোগান। মেয়েটা ওখানে নেই। জানালায় টোকা দিয়ে দরজা দিয়ে ওকে ঢুকতে দেখে তিনজনেরই চোখ বিস্ফারিত হল। মুহূর্তে তিনটে পিস্তল এরফানকে কাভার করল।

'তুমি এখানে কি করছ?' ধমকে উঠল র‍্যাঞ্চার। 'জলদি জবাব দাও, কিন্তু হাত স্থির রাখ।'

এবার এরফানের অবাক হওয়ার পালা। 'আমি রিপোর্ট করতে এসেছি, স্যার,' বলল সে।

'তোমার সাহস দেখে আমি অবাক হচ্ছি,' উত্তর দিল কর্নেল। 'গরুর পালটা লুকিয়ে রেখে ভাবছ তোমাকে আমরা ছেড়ে দেব?'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, স্যার,' ধৈর্যের সাথে জানাল এরফান।

'সত্যি? তাহলে তুমি জান না আমাদের উত্তরের রেঞ্জ থেকে গত রাতে

একশো গরু তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে? সেই সাথে ওয়াইলিরও একশো গরু গেছে।'

'না, এই প্রথম শুনলাম।'

'ক্রুস্টি আর তোমাকেই ওই এলাকায় গরু জড় করার কাজে পাঠান হয়েছিল,' মন্তব্য করল র‍্যাটারি।

'হ্যাঁ, তোমার আদেশে।'

'অর্থাৎ তুমি জানতে গরুগুলো কোথায় আছে।'

চোখ ছোট হল এরফানের। 'তোমরা কি বলতে চাও আমিই ওগুলো চুরি করেছি?' প্রশ্ন করল সে।

'ঠিক তাই,' জবাব দিল ফোরম্যান। 'মিথ্যা বলে কোন লাভ নেই। তোমাকে দেখা গেছে—তোমার কালো ঘোড়াটার গায়ের সাদা ছোপটা খুবই অসাধারণ।'

'আমাকে কে দেখেছে?'

'আমাদের কয়েকজনই দেখেছে—তোমার বন্ধু ক্রুস্টিও তাদের মধ্যে একজন।'

'ওদের দৃষ্টিশক্তি খুব ভাল বলতে হবে, কারণ আমি ছিলাম—'

'রেড রকে, এই তো বলবে? আমরা জানি তুমি রেড রকের ধারে-কাছেও যাওনি,' বলল র‍্যাটারি।

'আমি কর্নেলকে জানিয়ে গেছি আমি হেল সিটিতে যাচ্ছি।'

'হ্যাঁ, বলেছিলে আমার কাজে যাচ্ছ, কিন্তু এখন দেখছি নিজের কাজেই গেছিলে। আমাকে ধোঁকা দিয়েছ তুমি,' তিক্ত স্বরে বলল কর্নেল।

'ঠিক বলেছ,' উৎসাহের সাথে সায় দিল র‍্যাটারি। 'চমৎকার প্ল্যান। ওকে দেখা গেলেও তুমি ভাববে সে তোমার হয়েই কাজ করছে। জেসাপ, তোমার একটাই ভুল হয়েছে—নিজের ঘোড়া ব্যবহার করে তুমি ভুল করেছ। তোমার চালাকি ফাঁস হয়ে গেছে।' সঙ্গীদের দিকে আশাভরা চোখে চাইল সে।

ওয়াইলি ধীরে মাথা নাড়ল। 'মনে হচ্ছে তোমার কথাই ঠিক, র‍্যাটারি, কিন্তু আমার ভাবতেও কষ্ট হচ্ছে যে একটা মানুষকে আমি এতটা ভুল বুঝেছিলাম,' বলল সে। 'এখন কি করতে চাও কেনেথ?'

'ভোরের সূর্য ওঠার সাথেই ওকে ফাঁসি দেব,' কঠিন স্বরে জবাব দিল

কর্নেল। 'গরু চোরের জন্য ফাঁসিই একমাত্র শাস্তি। ওর পিস্তল দুটো নিয়ে নাও, র‍্যাটারি। ও কিছু করতে চাইলেই গুলি করো।'

এরফানের মাথায় চিন্তার ঝড় বইছে। র‍্যাঙ্কার ফাঁকা হুমকি দেয়নি। এখন ধরা দিলে অপমানজনক মৃত্যু অবধারিত। নিজের র‍্যাঞ্চে ডাকাতি করতে যে সাহায্য করে, কারও কাছে তার ক্ষমা নেই। একটাই উপায় আছে, কিন্তু তিন তিনটে পিস্তল তাক করা রয়েছে ওর দিকে। তবু…

নীরবে দাঁড়িয়ে আছে এরফান। হাত দুটো দুপাশে ঢিলেভাবে ঝুলছে। কাঁধ দুটোও একটু কুঁজো হয়ে আছে যেন ওই ভাগ্য বিপর্যয়ে হতাশ হয়ে পড়েছে। ফোরম্যান নড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে। র‍্যাটারি উঠে দাঁড়াতেই এরফানের বাম হাত ছোবল দিয়ে খাপ থেকে পিস্তলটা তুলে নিল। গুলির আঘাতে ঝুলান বাতিটা চুরমার হয়ে নিভে গেল। অন্ধকারে তিনটে আগুনের শিখা দেখা গেল, কিন্তু ততক্ষণে এরফান হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে বসে পড়েছে। পরক্ষণেই জানালা লক্ষ্য করে ডাইভ দিল সে। ভাঙা কাঁচের বৃষ্টির ভিতর বাইরে গিয়ে পড়ল ও। তিনজনে যখন বারান্দায় এল, দূরে ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল ওরা। বুঝল অনেক দেরি হয়ে গেছে।

র‍্যাটারি চিৎকার করে লোকজনকে রাইফেল আর ঘোড়া নিয়ে তৈরি হয়ে আসার আদেশ দিল। কিন্তু কেনেথ ওকে থামাল।

'সাত রকম বোকামি একসাথে করতে যেও না,' কঠিন স্বরে বলল কর্নেল। 'তুমি আলোয় ওকে কাভার করেছিলে, তবু সে পালাতে সক্ষম হয়েছে। অন্ধকারে ওর বিরুদ্ধে কি করতে পারবে তুমি? ওদের বিছানায় যেতে বল—তুমিও যাও।'

ফোরম্যান চলে গেলে র‍্যাঙ্কারের দিকে ফিরল ওয়াইলি। 'লোকটা পালাতে পেরেছে বলে আমি খুশিই হয়েছি। একথা ঠিক যে তথ্য-প্রমাণ সবই ওর বিরুদ্ধে—কিন্তু লোক চিনতে আমার ভুল হয় না। আমার বিশ্বাস এর আর কোন ব্যাখ্যা রয়েছে।'

'হ্যাঁ, পাগলে অনেক ব্যাখ্যাই বিশ্বাস করবে। ওকে তোমার পে রোলে নিয়ে নিলেই পার।'

'সে আমার কাছে হাজির হলে তাই করব,' হাসল ওয়াইলি। 'ও একাই তোমাদের তিনটে ফোরম্যানের সমান।'

'র‍্যাটারি একটু বোকা, কিন্তু সে সৎ,' জবাব দিল কেনেথ।

'হতে পারে, কিন্তু সে আগে যেমন ছিল, এখন আর তেমন নেই—আমার র‍্যাঞ্চে ওর জায়গা হবে না।' ঘরের ভিতর আলো দেখে সে আবার বলল, 'ওই যে মিস জুলিয়া দেখতে আসছে আমাদের কে মারা পড়ল।'

ওভারকোট জড়িয়ে মোমবাতি হাতে জুলিয়া ভাঙা জানালাটার সামনে এসে দাঁড়াল। কেনেথ ওকে জানাল কি ঘটেছে।

'আমি বিশ্বাস করি না জেসাপ গরু চুরি করবে,' মত প্রকাশ করল জুলিয়া।

হো হো করে হেসে উঠে বন্ধুর কাঁধে একটা চাপড় বসাল ওয়াইলি। 'আমরা দুজন এক পক্ষে—ভোটে হেরেছ তুমি,' চেঁচিয়ে উঠল সে।

'ভাবছ এতে আমারও মত পালটান উচিত?' আড়ষ্টভাবে জিজ্ঞেস করল কেনেথ। 'জেনে রেখ আমার মত পালটায়নি। ওকে আমি হাতে পেলে ফাঁসিতে ঝোলাব। তোমার কর্মচারী হলেও সে রেহাই পাবে না।'

রাতের অন্ধকারে ওকে অনুসরণ করা হবে না জেনেই কয়েক মাইল এগিয়ে এরফান ঘোড়ার গতি কমাল। কি যে ঘটেছে তা এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছে। স্যাটান আর র‍্যাটারি দুজনে মিলে যুক্তি করে ওকে ফাঁসিয়েছে। স্যাটানের কালো ঘোড়াটাকে একটু সাদা রঙ মাখিয়ে নিলেই রাতের অল্প আলোয় ওটাকে ব্ল্যাকির মতই দেখাবে। রহস্যময় হাসির সাথে দ্রুত ফেরার কথা স্যাটান এই কারণেই বলেছিল। কিন্তু ওদের উদ্দেশ্যটা বোঝা যাচ্ছে না।

রাতের অন্ধকারে হেল সিটিতে ফিরতে চায় না এরফান। তাই রাতের জন্য ক্যাম্প করল সে।

সকালে একটা সুরেলা গানের স্বরে এরফানের ঘুম ভাঙল। স্বরটা চেনা-চেনা ঠেকছে। ঝোপের আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে দেখল ক্রস্টি নিশ্চিন্ত মনে অলস গতিতে ঘোড়া চালিয়ে ওর দিকেই এগোচ্ছে। মুচকি হেসে ঝোপের বাইরে পিস্তল বের করে হেঁড়ে গলায় চিৎকার করল, 'হাত তুলে দাঁড়াও! গর্ধভ গায়ক।'

চমকে উঠে প্রায় জিন থেকে পড়ে যাচ্ছিল—বাড়ান পিস্তলটা দেখে হাত উপরে তুলল ক্রস্টি। আড়াল থেকে স্বরটা রাগে গজগজ করতে করতে বলে চলল, 'তোমার খুলি উড়িয়ে দেয়া উচিত। এভাবে গানের নামে গাধার মত চিৎকার করে আমার ঘুম ভাঙানর কি মানে?'

চেষ্টা করেও স্বরটা গম্ভীর রাখতে পারল না এরফান। ঠাট্টা করা হচ্ছে টের পেয়ে হাত নামিয়ে নিল ক্রস্টি।

'মার—গুলি করেই দাও,' বলল সে।

বুলেটের বদলে একটা আদেশ এল। 'ওই বস্তার ওপর থেকে নেমে এদিকে এস, ডাগআউটের শেরিফ।'

আদেশ পালন করল কাউবয়। এরফানকে হাসি-মুখে ঝোপের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলল, 'আমি জানতাম ওটা তুমি ছাড়া আর কেউ না। খোকাকে ছেলেমানুষি খেলায় একটু আনন্দ দিলাম। না, আমাকে কেউ অনুসরণ করছে না ; আমি পালিয়ে চলে এসেছি।'

'আমাকে খুঁজতে?'

'আশা করছিলাম খুঁজে পাব—আন্দাজ করছিলাম তুমি হয়ত হেল সিটিতেই যাবে। আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না—এসব কি ঘটছে বল তো?'

'আমি নিজেও পরিষ্কার বুঝছি না,' স্বীকার করল এরফান। 'গরু চুরি যাওয়ার সময়ে তুমি ওখানে ছিলে?'

'হ্যাঁ, র‍্যাটারি আন্দাজ করেছিল কিছু একটা ঘটতে পারে, আমরা চার-জন ওখানে নজর রেখেছিলাম।'

'বুঝলাম। অনেক সাক্ষী চেয়েছিল সে। তারপর?'

'ডজনখানেক রাইডার আমাদের চারদিক থেকে আক্রমণ করল,' বলে চলল ক্রস্টি। 'ডেনভারের পায়ে গুলি লেগেছে, দুটো ঘোড়াও খোঁড়া হল। নিমেষে ওরা কাজ শেষ করে গরু নিয়ে চলে গেল। র‍্যাকির আরোহীই নেতৃত্ব দিল।'

'লোকটা কি মুখোশ পরা ছিল?'

'অত কাছে থেকে দেখার সুযোগ পাইনি আমি, তাছাড়া আলোও খুব কম ছিল। তবে আমার মনে হচ্ছে ওর মুখের ওপর রুমাল বাঁধা ছিল। দেখতে ঠিক তোমার মত দেখাচ্ছিল, এরফান।'

'আমি বা র‍্যাকি ওখানে ছিলাম না—আমরা হেল সিটিতে ছিলাম।'

'তুমি রেড রকে যাওনি?'

'ওখানে যাওয়ার কথা ছিল না আমার ; কেনেথকে জানিয়েই এসে-ছিলাম। আমাকে ফাঁদে ফেলা হয়েছে। স্যাটান আমাকে দলে টানতে

চায়।'

'আমি বাজি ধরে বলতে পারি তা তুমি করবে না।'

'বাজি ধরলে হারবে, কারণ আমি ঠিক তাই করতে যাচ্ছি,' কাঠ হাসি হেসে বলল এরফান। 'তুমি নিশ্চয় আমাকে ডাবল কে-তে ফিরে ফাঁসিতে ঝুলতে বলবে না?'

'আরও তো জায়গা আছে,' জানাল ক্রস্টি।

'আছে, কিন্তু আমি এর শেষ দেখতে চাই।'

এরফানের কঠিন স্বর শুনে ক্রস্টি বুঝল তর্ক করে ফল হবে না। খানিক-ক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল, 'তোমার যদি কোন সাহায্যের প্রয়োজন থাকে, জানালেই আমি এগিয়ে আসব—এটাই বলতে এসেছিলাম। র‍্যা-ঙ্কের আরও অনেকের ওই একই কথা।'

'আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু তাই বলে বন্ধুদেরও আমার সাথে ফাঁসিতে ঝোলার কোন মানে হয় না,' জবাব দিল এরফান।

'বাজে কথা!' হাসল ক্রস্টি। 'বন্ধুদেরই তো সব একসাথে ঝোলা উচিত। আমরা শেষ পর্যন্ত তোমার সাথে আছি।'

'শুনে খুব খুশি হলাম,' শান্ত স্বরে বলল এরফান। 'হেল সিটি ধ্বংস করার একটা ঝোঁক উঠেছে আমার মাথায়—কিন্তু কথাটা তুমি এখনও আর কাউকে জানিও না।'

এরফানের মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল ক্রস্টি। 'মাত্র এই?' প্রশ্ন করল সে। 'তা তোমার অবসর সময়ে কি করবে?'

'সেটা আমার ভেবে দেখতে হবে,' হাসল সে। 'শোন, আমি হেল সিটিতে ঢোকার একটা গুপ্ত রাস্তা হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেলেছি।' জায়-গাটার বর্ণনা দিল জেসাপ। 'ওটা চিনে রাখো, কিন্তু আমার নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত ব্যবহার কর না। তোমার কাছে সেই ব্যাজটা আছে তো? ভাল, ওটা তোমার দরকার হতে পারে।'

'আচ্ছা, র‍্যাটারি কি দু'মুখো সাপ?'

'হ্যাঁ, ওকে বিশ্বাস করো না। আমার এবার রওনা হতে হয়—দেখা হবে।'

'ঠিক আছে, তোমার কাছ থেকে খবর পেলেই আমরা সবাই ছুটে আসব। তুমি কি ডাগআউটে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, গতরাতে সাপার খাওয়ার জন্যে আর অপেক্ষা করতে পারিনি। আমার পেট সেটা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে; টাটকা হাওয়া ভাল, কিন্তু তাতে পেট ভরে না।'

এরফানের কালো ঘোড়াটাকে অদৃশ্য হতে দেখার পর ক্রস্টিও নিজের ঘোড়ায় চড়ল।

ডাগআউট থেকে খাওয়া সেরে হেল সিটির পথ ধরল এরফান। প্রায় অর্ধেক পথ চলে এসেছে এই সময়ে মিস ডেলওরেসকে একটা পরিচিত ঘোড়ার পিঠে দেখতে পেল। ওকে দেখেই মেয়েটা ঘোড়া থামাল—চোখে ভর্ৎসনা আর রাগ।

'তুমি ফিরে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, সেইরকম তো দেখা যাচ্ছে,' জবাব দিয়ে আবার বলল, 'তাহলে তোমাকে তার নিজের ঘোড়া চালাতে দেয় সে? ঘোড়াটা চমৎকার।'

ঝুঁকে ঘোড়ার চকচকে নাকে হাত রেখে আদর করল এরফান। ওর হাত ধীরে ধীরে ওপর দিকে উঠছে। ছোট-ছোট লোমের গোড়ায় সাদা পেইন্ট দেখা যাচ্ছে।

'পরশু রাতে আমি চীফের সাথে দেখা করতে চেয়েছিলাম, সিলভার জানাল সে ওখানে নেই,' কথার ছলে জানাল এরফান।

তীক্ষ্ণ চোখে ওর দিকে চাইল বনি। 'কোন খবর বের করতে চাইছ তুমি?'

কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'আমার দেখা করা বন্ধ করার জন্য মিছে অজুহাত দেখান হল কি? যাই হোক, ওর গতিবিধি গোপন কিছু নয়—তাছাড়া তুমি এটার কথা ভুলে যাচ্ছ।' নিজের বুকে লাগান লাল ব্যাজটা দেখাল এরফান। ডাগআউট ছাড়ার পরই ওটা পরে নিয়েছে ও।

'সে আসলেই বাইরে ছিল,' স্বীকার করল মেয়েটা। 'তোমার মাথায় যদি বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু থাকে তবে ওই ব্যাজটা ফেলে দিয়ে অন্য কোথাও চলে যেতে।'

'তোমার পরামর্শটা তুমি নিজে গ্রহণ করছ না কেন?' হাসল সে। 'তুমি কিসের আকর্ষণে হেল সিটিতে পড়ে আছ?'

'সবার যা কারণ, আমারও তাই—নিরাপত্তা,' তিক্ত স্বরে জবাব দিল বনি। 'একটা পশুকে হত্যা করেছিলাম আমি—যেহেতু আমি নারী, ওরা

রায় দিল ওটা খুন। আমাকে ফাঁসি বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হত—হার্ভি একটা উপায় বের করে আমাকে মুক্ত করে এখানে নিয়ে এসেছে।'

'অন্তত একটা ভাল কাজ সে করেছে।'

'তা নয়। তার লোকজনের অনেকেই তার কাছে একই ঋণে ঋণী। এই-জন্যেই ওরা তার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আছে।'

'ওকে মুখোশ ছাড়া কখনও দেখেছ?' আলাপের সুরে বলল এরফান।

'না, তবে একবার একটা নিজের ছবি আমাকে দেখিয়েছিল—ওতে "হার্ভি ক্রুপ" সই করা ছিল।'

'আশ্চর্য, যে মেয়েকে পছন্দ করে তার থেকেও মুখ লুকাবে কেন?' বিড়-বিড় করে বলল সে। 'ধ্যাৎ, কথাটা আমার বলা উচিত হয়নি—নিশ্চয় শক্ত করে ভাবছিলাম।'

শুকনোভাবে হাসল ডেলওরেস। 'তুমি আমার কথা ভেবে কথাটা বলে থাকলে খুব ভুল করেছ। আমি তার সম্পত্তি মাত্র—আদর করা বা শাস্তি দেয়া, সবই তার ইচ্ছা। ঘৃণা ছাড়া তার আর কোন ভাবাবেগ নেই—কিন্তু তবু...' একটা অস্থির অঙ্গভঙ্গি করে থেমে গেল সে। তারপর বলল, 'তুমি কোনও ব্যাপারে তাকে আহত করেছ। যাক, আমার কথা যখন শুনবে না, তখন নিজেই দেখ—শেখ।' স্পারের খোঁচা দিয়ে ঘোড়া আগে বাড়াল বনি।

'আমি কৃতজ্ঞ, ম্যাম,' গম্ভীর স্বরে বলে এরফানও নিজের পথ ধরল।

এরফানকে বিপদে ফেলার জন্য যে স্বয়ং স্যাটান ওই পরিকল্পনায় জড়িত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া ছাড়া আর কিছুই জানতে পারেনি সে। বনি ডেলওরেস যে পালিয়ে রয়েছে এটা সে আগেই জানত। একগুঁয়ে, ঝোঁকের বশে চলে, এমন বদমেজাজী মেয়ের ওপর আস্থা রাখা যায় না। ক্ষীণ হেসে সে ভাবল এখন হেল সিটিতে কেবল একজনই রইল যার ওপর নির্ভর করা যায়। হয়ত অ্যানিটা তাকে সাহায্য করবে, কিন্তু আবেগের বশে দেয়া প্রতিশ্রুতির ওপর কতটুকু নির্ভর করা যায়? তবে একটা সান্ত্বনা এই যে একা কাজ করলে তাকে কেবল নিজের ব্যাপারেই ভাবতে হবে।

পনেরো

একটা বিদ্রূপের হাসি দিয়ে এরফানকে অভ্যর্থনা জানাল স্যাটান। 'এত জলদি ফিরে এলে?' চেঁচিয়ে উঠল সে।

'হ্যাঁ, ব'লো না অবাক হয়েছ।'

'আমি গতকালই বলেছিলাম তুমি জলদি ফিরবে। আমার বিশ্বাস ডাবল কে-র ওরা তোমাকে দেখে খুশি হয়নি।'

'খুশি হয়নি মানে? ওরা তো আমাকে ছাড়তেই চাচ্ছিল না। জোর করে ছুটে আসতে হয়েছে।' ঘটনা খুলে বলল এরফান। 'র‍্যাটারি তো আমার গলায় একটা নতুন দড়ি পরাতে উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল।'

'হারামজাদা! ওকে বলেছিলাম তোমার যেন কোন ক্ষতি করা না হয়,' খেপে উঠল সে। 'লোকটা—' ভিতরের কথা বেরিয়ে পড়ছে বুঝে নিজেকে সামলে নিল। তারপর বলল, 'যাক, কোন ক্ষতি হয়নি। কিন্তু দুঃখের বিষয় গরুগুলো তুমি চুরি করলে।'

'তাহলে আমিই নিয়েছি ওগুলো?'

'নিশ্চয়। অন্তত আশেপাশের এলাকায় আর আমার লোকজন তাই বিশ্বাস করে,' ঠাণ্ডা স্বরে জবাব এল। 'আমি তোমার ব্যাপারে নিশ্চিত করতে চেয়েছিলাম যেন এখানে ছাড়া আর কোথাও তুমি নিরাপদ থাকতে না পার। মনে হয় আমি সক্ষম হয়েছি। বুঝতে পারছ?'

'হ্যাঁ, কোন অসুবিধা হচ্ছে না।'

'তোমার সাহস আর বুদ্ধির ওপর আমার আস্থা আছে। এইরকম একজন লোকই আমি খুঁজছি, যে আমার—'

'পার্টনার হবে?'

'ডান হাত হবে। তবে পরে যোগ্যতা প্রমাণ করে পার্টনারও হতে পারে। বাইরের ওইসব পশুগুলো কেবল কাজ করতে পারে—চিন্তা করার ক্ষমতা ওদের নেই। তুমি আমার থেকে আদেশ নেবে, আর ওরা তোমার থেকে।'

'আমি নতুন মানুষ, ওরা হয়ত সেটা পছন্দ নাও করতে পারে।'

'তোমার পিস্তল দুটো কি কেবল সাজের জিনিস? তবে শুধু একজন হয়ত একটু ঝামেলা করতে পারে, কারণ ওর জায়গাটাই তুমি নিচ্ছ।'

'তুমি র‍্যাটারির কথা বলছ?'

'ও তো একটা মাটির ঢেলা,' অবজ্ঞার সাথে বলল স্যাটান। 'না, এই লোকটার ডাকনাম 'বুচ'—বুচারের সংক্ষেপ। অনেক লোক মেরেছে বলেই ওর ওই নাম। ওকে চেনো?' লোকটা এরফানকে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছে।

'নামও শুনিনি,' উত্তেজনাহীন স্বরে জবাব দিল জেসাপ।

'তুমি যেভাবে খুশি ওর ব্যবস্থা করতে পার,' অর্থপূর্ণভাবে বলল চীফ। 'সে এখন শহরেই আছে—বুঝেছ?'

'ওকে তাড়িয়ে দাও না কেন?' সরাসরি প্রশ্ন করল জেসাপ।

'লোকটা আমাদের অনেক কথা জানে—ঝামেলা করবে। তাছাড়া যে ওর জায়গা নেবে তার যোগ্যতা আছে কিনা দেখতে চাই আমি। স্বভাবতই তাকে বুচের চেয়ে ভাল হতে হবে। বুঝেছ?'

এরফান বুঝতে পারছে আর একটা কঠিন পরীক্ষার সামনে ওকে ফেলা হচ্ছে। এড়িয়ে যেতে হলে হেল সিটি ছেড়ে চলে যাওয়া ছাড়া আর উপায় নেই। তাতে তার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে।

'বুঝতে পারছি,' বলল সে।

'ঠিক আছে, থাকার কি ব্যবস্থা করবে?'

'হোটেলটা খারাপ না। এইসব মাটি গর্ত আমার পছন্দ হয় না।'

'থাকতে থাকতে সয়ে যায়।'

এরফান ভাল করে চারপাশটা চেয়ে দেখল। 'তুমি মোটামুটি ভালই আছ বলা যায়। ওই ছবিটা বেশ সুন্দর।'

আলো যেখানে সবচেয়ে কম সেখানে দাঁড় করান আছে বলে ওটা আগে চোখে পড়েনি। বড় ক্যানভাসে মানুষ-সমান একটা পিস্তলবাজের ছবি। গুলি করার ভঙ্গিতে একটু কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চেহারায় দারুণ বিদ্বেষ ফুটে উঠেছে—একেবারে বাস্তব দেখাচ্ছে।

'সাবজেক্টটা নিশ্চয় তোমার কাছে আকর্ষণীয়?'

'হ্যাঁ,' স্বীকার করল এরফান। 'পিস্তলটা ভুল ধরা হয়েছে—অত উঁচুতে ওঠানর আগেই সে মারা পড়বে। যাই হোক, বেশ চমৎকার—শপথ করে বলতে পারি এইমাত্র চোখ দুটোকে আমি নড়তে দেখলাম।'

হাসল স্যাটান। 'ওটা সাধারণ দৃষ্টিভ্রম,' জবাব দিল সে। 'যাক, উইশ ইউ গুড লাক।'

'যে লোক ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে তার খারাপ পার্টনার জোটে,'

বলে বেরিয়ে এল এরফান।

কয়েকটা মুহূর্ত কাটল, তারপর নিচু স্বরে মুখোশধারী বলল, 'এবার তুমি বেরিয়ে আসতে পার, বুচ।'

আমন্ত্রণের জবাবে ছবির পিছন থেকে একটা লোক বেরিয়ে এল। লোকটার চেহারা মোটেও পরিচ্ছন্ন নয়। লম্বা কাঁচা-পাকা চুল হ্যাটের তলা দিয়ে বেরিয়ে আছে। গোলাকৃতি কাঁধের থেকে একটা কালো কোট ঢিলে ভাবে ঝুলছে। লোকটা বেশ কুঁজো। কিন্তু ভাঁজ পড়া মুখ আর ভারি চোখের পাতায় নিষ্ঠুরতার ছাপ। মানুষ খুন করতে ওর চোখের পাতা একটুও কাঁপবে না।

'তাহলে ওই লোকটাই স্বর্গযাত্রী?' প্রশ্ন করল সে। 'ওকে এখন শেষ করে দিলেই তো ঝামেলা চুকে যেত—কাজটাও সহজ হত।'

'হ্যাঁ, খুবই সহজ হত—ওর জন্যে,' জবাব দিল চীফ। 'কাজটা আমি নিজেও করতে পারতাম, কিন্তু আমি সবার সামনে ওকে লজ্জা দিতে চাই—নিজের খেলাতেই সে হারবে। ও দেখুক মরণ আসছে, অপেক্ষা করুক। শেষ কয়েক সেকেণ্ডের যন্ত্রণায় ফ্যাকাসে হয়ে যাবে সে—ঘামের সাথে রক্ত বেরোবে, বুঝেছ?'

ভাবের গভীরতায় স্যাটানের কণ্ঠস্বর মুহুর্মুহু কাঁপল। এতে বুচের মনেও চিন্তা এল। 'হ্যাঁ,' ধীরে বলল সে। 'অর্থাৎ তুমি ওকে বিশেষ পছন্দ কর না—কিন্তু সেও যে আমাকে মেরে ফেলতে পারে, সেটা ভেবেছ?'

ঠাণ্ডা স্বরে স্যাটান বলল, 'তাহলে কি পাঁচশো ডলার মোফতেই কামাতে চাও? কিছু ঝুঁকিও নিতে হবে। অবশ্য সে যদি তোমার চেয়ে ফাস্ট হয়...'

আড়চোখে চাইল পিস্তলবাজ। 'আমার মনে হয় না; তবে তুমি টাকার কথাটা আগে উল্লেখ করনি।' যাওয়ার আগে সে আবার বলল, 'ইস, তোমার মনে দারুণ ঘৃণা।'

পরবর্তী মন্তব্যটা ওর কানে গেলে গোপন চুক্তিতে এতটা খুশি থাকত না সে।

'হ্যাঁ, অনেক ঘৃণা,' আপন মনেই বলল স্যাটান। 'যাও, কুত্তা, মার বা মর—দুদিকেই আমার লাভ।'

*

রাস্তায় সূর্যের আলোয় বেরিয়ে ভাল বোধ করছে এরফান। গুহার ভিতর সত্যিই ওর অস্থির ঠেকে। আজকের সাক্ষাৎকারে অনুভূতিটা আরও জোরাল হয়েছে। ছবিটার কথা মনে হতেই শুকনো করে একটু হাসল এরফান। ছবির পিছনে লুকান পিস্তলবাজের চোখ দুটো নড়তে দেখেছে সে। গুলি করার জন্যে তৈরি হয়ে ইঙ্গিতের অপেক্ষায় ছিল লোকটা। কিন্তু তাকে যে ওই লোকটারই মোকাবিলা করতে হবে সেটা আন্দাজ করতে পারেনি এরফান। সে ভাবছে স্যাটান কোন ঝুঁকি না নিয়ে নিজের নিরাপত্তার ব্যবস্থা ঠিক রেখেছে।

সারাটা দিন চোখ-কান খোলা রেখে ঘোরাফেরা করল এরফান। লাভজনক কিছুই জানতে পারেনি। সন্ধ্যায় সেলুনে ফেরার সময়ে অন্ধকার থেকে একটা ফিসফিসানি ওর কানে এল।

'একটা খারাপ লোক এখানে এসেছে। মনে রেখো ওর ডান হাতটাই ভয়ের।'

অ্যানিটার স্বর। কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না এরফান। ধন্যবাদ জানিয়ে এগিয়ে গেল সে। বুচ সম্পর্কেই তাকে সাবধান করা হয়েছে বুঝল ও।

পিছন দিক দিয়ে সেলুনে ঢুকে নিজের কামরায় পিস্তলগুলো পরীক্ষা করে টাটকা কার্তুজ ভরল এরফান। সিলিণ্ডার ঘুরিয়ে পরীক্ষা করে দেখল। এর ঠিক মত কাজ করার ওপর ওর বাঁচা-মরা নির্ভর করতে পারে। এই লোকটাকে সে মারতে চায় না; সম্ভব হলে এড়িয়ে যাবে, কিন্তু...

বারে যথেষ্ট লোক রয়েছে—বেশিরভাগই পুরুষ। বাতাসে তামাক, মদ আর কেরোসিনের গন্ধ ভাসছে। বারে পিঠ ঠেকিয়ে নির্লিপ্ত ভাবে দৃশ্যটা দেখছে এরফান। কিন্তু ওর চোখ দুটো সতর্ক রয়েছে। বেশিরভাগ মুখই ওর কাছে অপরিচিত—এক কোণায় বসে কনার্ড তার সঙ্গীদের সাথে পোকার খেলছে। যাকে খুঁজে বের করতে চাইছে তার মত কাউকে ওখানে দেখতে পাচ্ছে না।

'ব্যবসা তো আজ বেশ ভাল চলছে দেখছি,' মালিককে বলল সে। 'কোন বিশেষ কারণ আছে?'

ঠিক সেই মুহূর্তে একজন আধা-মাতাল লোক গ্লাস তুলে চিৎকার করল, 'এটা ডাবল কে-র নামে।'

টোস্ট করায় একটা হাসির রোল উঠল। কেউ চিৎকার করল, 'ডাবল ডায়মণ্ডের কথা ভুলে যেও না।'

'তোমার প্রশ্নের জবাব পেলে তো?' বলল বারটেণ্ডার। 'টাকা দিতে দেরি করে না চীফ।'

তবু এরফানের মনে হচ্ছে এই সব নয়। লোকজনের বারবার দরজার দিকে চাওয়া দেখে মনে হচ্ছে কেবল গরু চুরির টাকা খরচ করতে ওরা এখানে আসেনি। মালিকের স্ত্রী ওকে পিছনের দরজা থেকে ডাকল। ফিরে এসে সে জানাল, 'পিছনের দরজায় তোমাকে একজন ডাকছে।'

এরফান গেল, কিন্তু তাড়াহুড়া করল না। কারণ এটা একটা ফাঁদও হতে পারে। দেখল লুই ক্রেগ একাই ওর জন্য অপেক্ষা করছে। অনেক খবর এনেছে—উত্তেজিত সে।

'শহরময় তোমাকে খুঁজেছি আমি,' শুরু করল সে। 'ওরা আজ রাতে সেলুনেই তোমাকে শেষ করার প্ল্যান করেছে—একজন পিস্তলবাজ এই কারণেই এসেছে, ওর নাম বুচ। ঘোড়ামুখো আজ দুপুরে মাতাল হয়ে সবাইকে তোমার শ্রাদ্ধে আসার দাওয়াত করে বেড়িয়েছে।'

'ধন্যবাদ,' বলল এরফান। 'কিন্তু আমার এতে করার কি আছে?'

'ওর থেকে দূরে থেকো,' আগ্রহভরে বলল লুই। 'তুমি লুকিয়ে থাকতে—'

বিষণ্ণ হাসি দেখে মাঝ পথেই থেমে গেল লুই। 'নিজে আগে বেড়ে কখনও ঝামেলা খুঁজতে যেও না, বাছা,' জবাব দিল এরফান, 'কিন্তু ঝামেলাই যখন তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে তখন করণীয় একটাই থাকে—মোকাবিলা করা।'

'কিন্তু তুমি কোন সুযোগই পাবে না—ওরা বলল সে কখনও মিস করে না,' অনুনয় করল ছেলেটা।

'যে সবথেকে ভাল সেও কোন না কোন সময়ে ভুল করে বসে—আর ওই একটা ভুলই যথেষ্ট। আমার কথা ভেবে আমাকে খবর দিতে এসেছ জেনে খুব ভাল লাগছে।'

'আমার হয়ে দাঁড়িয়েছিলে তুমি,' বিড়বিড় করে বলল লুই। ঘুরে চলে যাবার আগে বলল, 'লোকটা যেন তোমার হাতেই শেষ হয়—এই আমি চাই।'

সেলুনে ফিরে দ্বিতীয় ড্রিঙ্কটা প্রত্যাখ্যান করে তার বদলে একটা সিগার

ধরাল এরফান। মাত্র চুরুটটা ধরিয়েছে, হঠাৎ করে বারের গুঞ্জন একেবারে থেমে গেল। কালো কোট পরা একটা কুঁজো লোক দরজা ঠেলে ঢুকে ধীর পায়ে বারের দিকে এগোল। সেলুনে উপস্থিত লোকজনের প্রতিক্রিয়া দেখে বোঝা গেল ওরা এই লোকটার জন্যেই অপেক্ষা করছিল।

লোকটাকে খুঁটিয়ে দেখল এরফান। ভাঙা স্বাস্থ্য আর হিংগুটে চেহারা দেখে লোকটার প্রতি কৌতূহল হারালেও বাম দিকে ঝুলান পিস্তলটা ওর চোখ এড়াল না। দেখে মনে হয় লোকটা বামহাতি পিস্তলবাজ। কিন্তু অ্যানিটা লোকটার ডান হাত থেকে তাকে সাবধান থাকতে বলেছে। কিন্তু পিস্তলের বাঁটটা পিছন দিকে বাঁকান অবস্থাতেই খাপে ঢুকান রয়েছে—অর্থাৎ দেখে মনে হয় লোকটা বাম হাতই ব্যবহার করবে। কিছু পিস্তলবাজকে সে ওইভাবেও পিস্তল চালাতে দেখেছে বটে, কিন্তু এটা বেশ বেকায়দা একটা পদ্ধতি। এবার হঠাৎ এরফানের চোখ কঠিন হল, দাঁতে দাঁত চেপে বসল; ধাঁধার সমাধান করে ফেলেছে সে।

বারে পৌঁছে একটা ড্রিঙ্কের অর্ডার দিল বুচ। বোতল থেকে অল্পই গ্লাসে নিল, তারপর পুরোটা একেবারে গলায় ঢেলে কয়েক গজ দূরে দাঁড়ান এরফানের দিকে চাইল সে। চোখের পাতা দুটো সরীসৃপের মত আধবোজা।

'এখানকার ড্রিঙ্ক সম্পর্কে তোমার কি ধারণা?' প্রশ্ন করল সে।

'বেশ ভাল,' শান্ত জবাব এল।

'আমি বলি বাজে,' অবজ্ঞার সাথে বলল সে। 'এখন?'

'সবার স্বাদ একরকম হয় না,' জবাব দিল জেসাপ। 'যাই হোক, জিনিসটা আমি বিক্রি করছি না।'

একটা অশুভ নীরবতা নেমে এসেছে সেলুনে। জুয়াড়ীরা খেলা বন্ধ করেছে, লোকজন ড্রিঙ্কে চুমুক দেয়া ভুলে ওদের দেখছে। সবাই জানে এর পরিণতি কি।

'ও, রসিক লোক, না?' তুচ্ছ করে বলল সে। 'দুটো পিস্তলও নয়েছ দেখছি!'

'তোমার চোখ ভুল দেখেনি।'

কিছু পেশাদার পিস্তলবাজ আছে যারা কাউকে মারার আগে কথা কাটাকাটি বা অন্য উপায়ে নিজেদের উত্তেজিত করে নেয়। আর একদল আছে যারা প্রতিপক্ষকে রাগিয়ে দিয়ে তার ভুলের সুযোগ নেয়। কিন্তু বুচ দুটোর

কোন দলেই পড়ে না। সে ঠাণ্ডা মাথায় ব্যবসার খাতিরে খুন করে। তার শিকারের তরফ থেকে নিরুত্তাপ জবাবে সে চটে উঠেছে। এরফান জানে সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু অন্যজনকে উত্তেজিত করে ঝগড়া বাধাতে সে চায় না।

'দশজনকে খতম করেছি আমি, তাদের আটজনই এমন জোড়া পিস্তল ঝোলাত,' সবাইকে শুনিয়ে ঘোষণা করল বুচ। 'ওটা একটা ধাপ্পা।' চেহারা বিকৃত করে এরফানের দিকে চাইল লোকটা। 'পিস্তলের বেল্ট ফেলে হাঁটু গেড়ে বসে মাফ চা—হারামীর বাচ্চা!' ধমকে উঠল সে।

চরম অপমানজনক কথা। কামরার প্রত্যেকটা লোকের চোখ বারে হেলান দেয়া এরফান জেসাপের ওপর। শ্বাস বন্ধ করে সবাই ওর জবাবের অপেক্ষায় আছে। ভীতিকর কয়েকটা সেকেণ্ড তীব্র উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে কাটল। তারপর আয়েশ করে বারে হেলান দেয়া দেহটা খুব ধীরে সোজা হল। মনে হচ্ছে যেন লজ্জাকর আদেশটা মানতে যাচ্ছে সে।

'ঈশ্বর, ও লেজ গুটিয়ে ফেলছে!' তাসের টেবিল থেকে ফিসফিস করে বলল একজন।

পাশের লোকটা মাথা নাড়ল: কুঁচকানো কঠিন ঠাণ্ডা চোখে সমর্পণের কোন চিহ্ন নেই।

'জাহান্নামে যাও তুমি,' পাল্টা জবাব দিল এরফান।

বুচের ভয়ানক মুখটা সামনে এগিয়ে এল, কাঁধ দুটো আরও কুঁজো হল। ওর বাম হাতটা পিস্তলের দিকে এগোচ্ছে, কিন্তু ধীর গতিতে। এরফানের ছড়ানো ডান হাতের আঙুল পিস্তলের বাঁটের ওপর পড়ার আগেই অন্য লোকটা ডান হাতে ঝট করে কালো কোটের আড়ালে বগলের তলায় রাখা দ্বিতীয় একটা পিস্তল বের করে গুলি করল।

একটা মেয়ে চিৎকার করে উঠল—অবাক হয়ে মুখ দিয়ে শ্বাস টানল দর্শকদের একজন। একটাই গুলির আওয়াজ শুনেছে ওরা, তবু বুচই অন্ধের মত টলে হাঁটু ভাঁজ হয়ে দড়াম করে মেঝেতে পড়ল। ঝাঁকি দিয়ে একবার ওঠার চেষ্টা করল—পিস্তলটা এখনও তার শিথিল আঙুলে ধরা—কিন্তু তারপরেই আবার লুটিয়ে পড়ল। এবার সবাই লক্ষ্য করল এরফানের বাম হাতে ধরা পিস্তলের নল দিয়ে কোমরের কাছ থেকে নীল ধোঁয়া উঠছে—ওর গালের ওপর ঘষা খাওয়ার একটা লাল দাগও দেখা যাচ্ছে।

মৃত লোকটার দিকে একবার আড়চোখে চেয়ে পিস্তল খাপে রেখে গালের রক্ত মুছল এরফান।

সেলুন-মালিকের ক্ষত পরীক্ষা করার প্রস্তাবে জেসাপ জবাব দিল, 'ও কিছু না, একটা সামান্য আঁচড় লেগেছে মাত্র। লোকটা আর একটু হলেই আমাকে বোকা বানিয়েছিল। বাম হাতে গুলি করার ভাব দেখিয়ে শেষে ডান হাতে মারল।'

মৃত লোকটাকে এক ঝলক দেখার জন্য সবাই ঠেলাঠেলি করছে। ওদের মধ্যে কনার্ডও রয়েছে। সামনের লোকজনকে ধাক্কে সরিয়ে লাশটাকে এক নজর দেখে এরফানের দিকে বিদ্বেষপূর্ণ বাঁকা চোখে চেয়ে সে বলল, 'চীফের কাছে খবরটা পৌঁছাতে যাচ্ছি আমি।'

'ও নিয়ে তোমার ভাবতে হবে না, কনার্ড,' শান্ত স্বরে বলল এরফান। 'আমি নিজেই খবরটা নিয়ে যাব।'

'তোমার আদেশে কবে থেকে চলছি আমরা?' খেঁকিয়ে উঠল গাল-কাটা।

'এখন থেকে,' পাল্টা জবাব দিল এরফান।

'তোমাকে আমি জাহান্নামে—'

কথাটা শেষ করার সুযোগ পেল না কনার্ড। লম্বা পা ফেলে এগিয়ে ওর গলা টিপে ধরল এরফান। কিছুক্ষণ গলা ধরে ঝাঁকানোর পর যখন মাথাটা ঘাড়ের ওপর ঢিলে ভাবে নড়তে শুরু করল, তখন ওকে শূন্যে তুলে একটা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলল। টেবিলটা ভেঙে চুরমার করে নিচে পড়ল লোকটা। কাঠের টুকরোর ভিতর শুয়ে চোখ তুলে একটা রক্তমাখা মুখ কনার্ডের চোখে পড়ল। ওই মুখের কঠিন চোখ দুটোর ভাষা সরলভাবেই বুঝল সে। মরার ইচ্ছা ওর নেই, তাই লোকটা ভুলেই গেল তার কোমরে পিস্তল রয়েছে।

'কি হল, আর কিছু বলবে না?' বিদ্রূপ করল এরফান। 'বুদ্ধি খুলে গেছে তোমার।' এবার সবার দিকে ফিরল সে। 'শোন, চীফ আমাকে তোমাদের নেতা বানিয়েছে—তার পরেই আমি। কেউ যদি এই ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট না থাক তবে এখনই বল। আগামীকাল সূর্য ওঠার সাথে তাদের হেল সিটি ছাড়তে হবে।'

ইচ্ছা করেই ওদের দিকে পিছন ফিরে বারের দিক এগিয়ে গেল এর-

ফান। জানে সবাই মিলে আক্রমণ করলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু স্যাটান, এবং এখন, তার ভয়েই কেউ সাহস পাবে না। দাঙ্গা ছাড়া আর কোন ভাষা ওরা বোঝে না। উদ্ধত হওয়ায় গালকাটা ওদের চোখের সামনে যেভাবে মার খেয়েছে তাতে বিরোধিতা করার কথা আর কেউ ভাবছে না। কেউ কথা বলছে না। মেঝে থেকে উঠে হাসবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করে কনার্ডই প্রথমে কথা বলল।

'তুমিই জিতলে জেসাপ; আমি এখানেই থাকছি। চীফ যা বলে এখানকার সবাই আমরা তাই মানব। সে যদি তোমাকে বুচের কাজটা দিয়ে থাকে, তাতে আমাদের বলার কিছু নেই।'

মনে হল ওর সিদ্ধান্তই আর সবাই মেনে নিল। বারটেণ্ডারের দিকে চেয়ে মুড করল এরফান। 'ভাল কথা,' বলল সে। 'আজ সবাইকে পদোন্নতির খুশিতে আমি ড্রিঙ্ক খাওয়াচ্ছি।'

সবার সাথে কনার্ডও মদ খেল, কিন্তু লোকটার সমর্পণে কোন আস্থা রাখতে পারছে না জেসাপ। হেল সিটি ছেড়ে যেতে ভয় পাচ্ছে বলেই লোকটা থেকে গেছে—কিংবা এমনও হতে পারে যে তিন তিনবার এরফানের হাতে নাজেহাল হওয়ার প্রতিশোধ নিতেই থেকে গেল সে। পিস্তলবাজের লাশটা সরিয়ে ফেলা হয়েছে। শিগগিরই সেলুনের স্বাভাবিক পরিবেশ আবার ফিরে এল। আরও কিছুক্ষণ সেলুনে কাটিয়ে গালের সামান্য ক্ষতটা একটু ধুয়ে নিয়ে স্যাটানের সাথে দেখা করতে গেল এরফান।

'তাহলে তুমি—জিতেছ?' প্রশ্ন করল চীফ।

'সেটা আন্দাজ করার অপেক্ষা রাখে না,' জবাব দিল এরফান।

'কেবল বোকারাই তা করে,' বলে ওর গালের লাল দাগটার দিকে চাইল স্যাটান। 'তোমাকেও প্রায় শেষ করেছিল সে।'

'আমি একটু অসাবধান ছিলাম,' স্বীকার করল এরফান। 'এক পিস্তল বের করার ভঙ্গি দেখিয়ে অন্য পিস্তল দিয়ে গুলি করা কোন নতুন চালাকি নয়—কিন্তু কিছু লোক ধোঁকা খেতে বাধ্য।'

'কনার্ডকে পিটান কি দরকার ছিল?'

'নিশ্চয়, লোকটা খুব উদ্ধত। ওদের বাগ মানাতে হলে আমি কি পারি তা ওদের জানা দরকার। গালকাটার কপাল ভাল বুচের পিছন পিছন ওকেও আমি নরকে পাঠাইনি—আজকে ওই মুডেই ছিলাম।'

বড়াই করলেও স্যাটান বুঝতে পারছে এরফান বিপজ্জনক লোক। হয়ত বা একটু কঠিনও হবে। কিন্তু এরও ওষুধ তার কাছে আছে। নিজের অজান্তেই ছবিটার দিকে একবার চাইল সে। চাহনিটা এরফানের নজর এড়াল না।

'পেইন্টিংটা দেখে আমার গা কেমন ছমছম করে,' মন্তব্য করল এরফান। 'মনে হয় লোকটা আমার দিকে পিস্তল তাক করে দাঁড়িয়ে আছে। দেব নাকি ওর চোখ দুটো ফুটো করে?'

'না, ওটা আমার প্রিয় ছবি,' তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ এল। 'ক্যানভাস ফুটো হলে ছবিটা নষ্ট হয়ে যাবে।'

হাসল এরফান। তাহলে তার সন্দেহই ঠিক—ওটা চীফের নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

'ঠাট্টা করছিলাম আমি,' বলল সে। 'আমার চুরি করা গরুগুলো বিক্রি হয়েছে?'

ঝট করে মুখ তুলে তাকাল স্যাটান। কিন্তু এরফানের চেহারা গম্ভীর। 'না, এখনও কিছুই করা হয়নি। বিক্রির আগে ওগুলোর ওপর কিছু কাজ করতে হবে,' বলল সে।

'ব্র্যাণ্ড বদলানয় আমার হাত ভাল।'

'সন্দেহ নেই, কিন্তু সেটা পরে করলেও চলবে—গরুগুলো নিরাপদ জায়গায় আছে। তোমার কি টাকা দরকার?'

'নাহ,' আশ্বাস দিল সে। তারপর হেসে বলল, 'ডাবল কে-র লোকজন পোকার খেলার কিছুই বোঝে না।'

সাক্ষাৎ শেষ করে ফিরে এল এরফান। দুটো উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে ওর। কনার্ডকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যই ছিল ওকে আর ওর সঙ্গীদের হেল সিটি থেকে তাড়ান। তাতে শহরের লোকবল কিছু কমত। আর গরুর ব্যাপারে প্রশ্ন করে ওগুলো কোথায় আছে জেনে নিতে চেয়েছিল, কিন্তু স্যাটান মুখ খোলেনি। ওগুলো ওকেই খুঁজে বের করতে হবে।

আরও লোক ওই গরুগুলোর ব্যাপারে আগ্রহী। তবে ওরা জানে গরু কোথায় রাখা হয়েছে। কনার্ড তার তিন সঙ্গীর সাথে সেলুনে বসে তাস খেলছে। তবে খেলাটা ওদের একসাথে আলাপ করার একটা ছুতো। আলোচনার বিষয় বস্তু জেসাপ।

‘হেল সিটিতে হয় এরফান থাকবে, নয়ত আমরা থাকব,’ বলল গাল-কাটা। ‘হারামজাদাকে আমাদের শেষ করতে হবে।’

‘ঠিক,’ বলল ট্যারা। ‘কিন্তু তারপরেই আমাদের পালাতে হবে। কারণ চীফ ঠিকই টের পাবে এটা কার কাজ—তাছাড়া এমনিতেই আমরা তার কুনজরে পড়েছি।’

‘সেজন্যেও ওই জেসাপই দায়ী,’ বলল ডিক্সি।

‘আমাদের ঋণ আমরা কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করব,’ খেপে উঠল কনার্ড। ‘জেসাপের পিঠের চামড়া ঘোড়ামুখোকে তুলে নিতে দেখলে আমি শান্তি পেতাম। কিন্তু কথা হচ্ছে একেবারে খালি হাতে তো আর এখান থেকে যাওয়া যায় না?’

‘যা বলেছ,’ স্বীকার করল রলফ। ‘চীফের ওখানে নিশ্চয় অনেক টাকা-পয়সা লুকান আছে। ওকে ব্যক্তিগতভাবে একটু বাজিয়ে দেখলে হয় না? তারপর—’

কনার্ডের কর্কশ হাসি শুনে থেমে গেল রলফ। ‘চীফকে পিস্তল চালাতে দেখেছ কখনও? মনে হয় না। আমার থেকে শুনে রাখ, সে বুচ বা এরফানের চেয়েও ভাল। একজন তোমার পরিকল্পনা মতই চেষ্টা করেছিল। লোকটা পিস্তল বের করার আগেই মারা পড়েছিল। তাছাড়া সিলভার সব সময়েই ওখানে ঘুরঘুর করে। না, ওই পথে কাজ হবে না। এর চেয়ে অনেক সহজ একটা পথ আমার জানা আছে—ওই গরুগুলো।’

তাস বাঁটছিল রলফ—কথা শুনে উৎসাহিত হয়ে টেবিলের ওপর তাস রেখে দিল। ‘চমৎকার বুদ্ধি, কনার্ড,’ বলল সে। ‘ওখানে মাত্র দুজন মেক্সিকান পাহারায় আছে।’

‘গরুর পালটাকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে কিছুদিন ডুব দিয়ে থেকে গরুর ব্র্যাণ্ড বদলে উত্তরে নিয়ে বিক্রি করব আমরা,’ বলল কনার্ড।

‘চীফ ভাববে ডাবল কে-র লোকেরা ওগুলো আবার চুরি করে ফেরত নিয়ে গেছে,’ খুশি হয়ে উঠল ট্যারা। ‘খুব খেপবে ব্যাটা—তাই না?’

‘ভাল বুদ্ধি—আমরা ব্যাপারটা ওইভাবেই সাজাব,’ একমত হল কনার্ড। ‘আগামীকাল ওখানে গিয়ে মেক্সিকান দুজনের সাথে আলাপ করে আসব। পেড্রোর কঠিন শাস্তিতে ওরা চীফের ওপর অসন্তুষ্ট। দলে যোগ দিতে চাইলে ওদেরও আমরা সাথে নেব, এতগুলো গরু তাড়িয়ে নিতে সুবিধে

হবে।’

‘তা হবে, কিন্তু লাভের অংশও ছয় ভাগে ভাগ হবে,’ আপত্তি জানাল ডিক্সি।

‘তাই নাকি?’ অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত দিল কনার্ড। ‘দুই জোড়ার বিরুদ্ধে একটা জোড়া সব সময়েই হারে।’

ষোল

‘এত সকালে বিছানা ছেড়ে লোকটা কোথায় রওনা হল?’ হোটেলের জানালা দিয়ে কনার্ডকে ঘোড়ায় চড়ে যেতে দেখে ভাবছে এরফান। লোকটা শেষ পর্যন্ত হেল সিটি ছেড়ে চলে যাচ্ছে না তো? যাই হোক, ওর ওপর নজর রাখলে সময়টা বৃথা নষ্ট হবে না।

নাস্তা আগেই সেরেছে এরফান। জিন আর রাইফেলটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ব্ল্যাকির পিঠে গেটে পৌঁছল। ওকে দেখেই গার্ড সসম্মানে তাড়াতাড়ি গেট খুলে দিল। বুচকে যে হত্যা করতে পারে, তাকে দাঁড় করিয়ে রাখা যায় না।

কনার্ডের তাড়া নেই—অলসগতিতে এগোচ্ছে। ওকে নজরে রেখে অনুসরণ করা এরফানের পক্ষে কঠিন হল না।

ঘণ্টাখানেক পর প্রায় গোলাকার একটা নিচু ঘেসো জমি দেখতে পেল এরফান। জমিটা লম্বা একসারি উইলো দিয়ে দু'ভাগ হয়েছে। বোঝা যাচ্ছে ওদিক দিয়ে একটা ঝর্না বয়ে গেছে। ওপাশে জমিটা প্রথম দিকে ধীরে উঁচু হয়ে, পরে প্রায় খাড়াভাবে উঠে করাতের দাঁতের মত অনেকগুলো চূড়ায় শেষ হয়েছে। এরফান পরে জেনেছে ওটাই ‘ডেভিলস বোউল’। প্রায় পাঁচশো গরু চরছে ওখানে। গরু-চোরের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জায়গাটা আদর্শ।

কনার্ডকে উপত্যকার ধার দিয়ে এগিয়ে যেতে দেখা যাচ্ছে। ওদিকে একটা ছোট ছাপরা রয়েছে। দুজন মেক্সিকান বেরিয়ে কনার্ডকে স্বাগত জানাতে ছুটে এল। ওকে স্যাডল-ব্যাগ থেকে দুটো বোতল বের করতে দেখে লোক দুটো আরও খুশি হল। ওদের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছে না এরফান। কিন্তু যা জানতে চেয়েছিল সেটা জানা হয়েছে।

ফিরতি পথ না ধরে ঘুরে দক্ষিণ দিকে রওনা হল এরফান। ডাবল ডায়মণ্ড র‍্যাঞ্চে যাচ্ছে। ওয়াইলি সহযোগিতা করলে স্যাটানের ওপর কিছুটা শোধ তুলতে পারবে ও।

কিছু পাহাড় আর ভাঙাচোরা জমি পেরিয়ে ডাবল ডায়মণ্ডের র‍্যাঞ্চ হাউসে পৌঁছে হাঁক দিল এরফান। জবাবে মালিককে দরজার কাছে দেখা গেল। ওর এক হাতে পিস্তল, অন্যহাতে একটা তেলমাখা ছেঁড়া-কাপড়। পিস্তল দেখে ভুরু কুঁচকাল এরফান।

'পরিষ্কার করছিলাম,' ব্যাখ্যা করল র‍্যাঞ্চার। 'দূর থেকে মনে হল ওটা তোমারই ঘোড়া। অবশ্য কালো ঘোড়া এদিকে আরও আছে। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে এদিকে এসে বস।'

পিস্তলটা বেঞ্চের উপর নামিয়ে রাখল ওয়াইলি। ঘোড়া থেকে নেমে লাগাম ছেড়ে দিল এরফান।

'তুমি কি সব সময়ে লোডেড অবস্থাতেই পিস্তল পরিষ্কার কর?' প্রশ্ন করল সে।

'ধরা পড়ে গেলাম তো?' হাসল ওয়াইলি। 'আসল কথা তোমাকে আশা করিনি—তাছাড়া সেদিনও একটু ঝটপট সরে পড়লে।'

'আমার গলা এমনিই ভাল। তাই এটাকে টেনে লম্বা করায় সম্মত হইনি।'

'নিশ্চিন্ত থাক, আমার তেমন কোন মতলব নেই। কি জন্যে এসেছ?'

'ভাবলাম তুমি হয়ত গরু ফেরত পেতে আগ্রহী হবে।'

অন্য লোকটার চেহারা কঠিন হল। 'তোমার নতুন বসকে ঠকাবে?' এরফানের ভুরু উঁচু হতে দেখে আবার বলল, 'ওই ব্র্যাণ্ডই পরেছ তুমি।'

'নিশ্চয়, ওটার কথা ভুলেই গেছিলাম। তুমিও ভুলে যাও—ব্যাখ্যা আমি দেব না।' কাঁধ ঝাঁকাল এরফান। 'গরু ফেরত পেতে চাইলে ওগুলো কোথায় আছে তা আমি বলতে পারি।'

'তোমার কমিশন কত?' প্রশ্ন করল র‍্যাঞ্চার।

উঠে দাঁড়াল এরফান। 'ভেবেছিলাম তোমার কিছু বুদ্ধিশুদ্ধি আছে, সেই কারণেই ঝুঁকি নিয়ে এখানে এসেছিলাম। জাহান্নামে যাও তুমি।'

'দাঁড়াও,' চেঁচিয়ে উঠল ওয়াইলি। 'আমার কথা আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি। হয়ত দেহের মত আমার মাথাটাও মোটা, কিন্তু ব্যাপারটা আমি কিছুই

বুঝতে পারছি না।'

'কেনেথ হেল সিটির বিরুদ্ধে লড়বার জন্য আমাকে কাজে নিয়েছিল, কিন্তু পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠলে সে পাল্টা আমাকেই দোষ দিল। গরু চুরির ব্যাপারে আমি কিছুই জানতাম না—ওর কাছেই প্রথম শুনি। তুমি তো একটু আগেই বলছিলে, কালো ঘোড়া আরও আছে। যাক, কেনেথের সাথে আমার সম্পর্ক শেষ হলেও যে লোক আমাকে ফাঁসিয়েছে তার সাথে আমার কিছু লেনদেন বাকি আছে।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ওয়াইলি বলল, 'বুঝলাম। কেনেথ সমঝদার লোক—একটু একরোখা, এই যা। গরুগুলো কোথায় আছে?'

এরফান জায়গাটার বর্ণনা দিল—ওখান থেকে কোন পথে ডাবল ডায়মণ্ড পৌঁছেছে তাও বলল। সব বুঝে মাথা ঝাঁকাল র‍্যাঞ্চার।

'বুঝলাম; ওরা ডেভিলস বোউল ব্যবহার করছে। এই কাজের জন্য জায়গাটা ভাল। পাঁচশো গরু? নিশ্চয় কেনেথ আর আমার গরু ওগুলো।'

'জানি না, ব্র্যাণ্ড দেখার মত কাছে যাইনি আমি।'

'মাত্র দুজন মেক্সিকান রয়েছে পাহারায়? কাজটা তাহলে ঘরে বসে ড্রিঙ্ক করার মতই সহজ হবে। হ্যাঁ, ভাল কথা মনে পড়েছে...' ওর আদেশে রাঁধুনী বোতল আর গ্লাস নিয়ে হাজির হল। 'এতে তোমার সাথে কেনেথের সম্পর্ক ঠিক হয়ে যাবে।'

'কথাটা ওকে না জানালেই আমি কৃতজ্ঞ থাকব,' বলল এরফান।

'কিন্তু কেন? ও ভাবছে—'

হাসল এরফান। 'ও কি ভাবে তাতে আমার ঘুম মোটেও হারাম হয়নি। খবরটা আমার থেকে পেয়েছ এটা ওকে জানালে অসুবিধা আছে—ওই র‍্যাঞ্চে স্যাটানের লোকও কাজ করছে।'

'ঠিক আছে, তুমি যেমন চাও তাই।'

'তোমাকে জলদি হামলা করতে হবে।' সাবধান করল এরফান। 'কনার্ডের ওখানে উপস্থিতি দেখে মনে হয় গরুগুলোকে সরিয়ে নেয়া হতে পারে।'

'একঘণ্টার মধ্যেই আমরা রওনা হয়ে যাব—মাত্র দুজন পাহারাদার থাকলে কেনেথের সাহায্য আমাদের দরকার হবে না।' হাত বাড়িয়ে দিল মোটা লোকটা। 'আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ, এরফান। যদি কখনও ঝামেলায় পড়, খবর দিও। আমরা হাজির হয়ে যাব।'

ধন্যবাদ জানিয়ে হেল সিটির পথ ধরল এরফান। আজকের কাজে সে সন্তুষ্ট। স্যাটানকে একটা আঘাত দেয়া হল, সেইসাথে একজন বন্ধুও জুটল।

পরদিন সকালে সূর্য ওঠার পরই একজন বিধ্বস্ত লোক খোঁড়াতে খোঁড়াতে হেল সিটির পশ্চিম গেট পার হয়ে সোজা সেলুনে এসে ঢুকল। মেক্সিকান লোকটার মাথায় টুপি নেই—ক্লান্ত সে। এক গ্লাস জ্বালাময়ী পানীয় একবারে গলায় ঢেলে কম্পিত হাতে বোতল থেকে গ্লাসটা আবার ভরে নিয়ে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বসে পড়ল। বারটেণ্ডারের সাথে গল্প করছিল এরফান। কৌতূহল নিয়ে লোকটাকে দেখল সে।

'তোমাকে খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে, আমিগো, অনেক দূর থেকে আসছ?' প্রশ্ন করল সে।

মাথা নাড়ল লোকটা। 'কোনকোন সময়ে অল্প রাস্তাই অনেক দূরের পথ হয়ে দাঁড়ায়, সেনর,' জবাব দিল সে। 'আমার ঘোড়াটার পা ভেঙে গেছে।'

'দুঃখের কথা,' সান্ত্বনা দিল এরফান।

এই সময়ে কনার্ড সেলুনে ঢুকল। লোকটাকে দেখে ওর চোখ বিস্ফারিত হল। 'হ্যালো, বেনিতো, তুমি এখানে কি করছ?' জিজ্ঞেস করল সে।

ওকে একপাশে টেনে নিয়ে ফিসফিস করে কি সব কথা বলল বেনিতো। ওর দু'একটা কথা, আর কনার্ডের মুখে হতাশা দেখে এরফান বুঝল ডাবল ডায়মণ্ড পাল্টা আঘাত হেনেছে। খবরটা স্যাটান কিভাবে নেয় দেখার জন্য বেরিয়ে পড়ল সে।

পথে মনেমনে ভাবল: লোকটা হয়ত 'জিন' মারফত এরই মধ্যে খবর পেয়ে গেছে।

কিন্তু স্যাটানকে দেখে তা মনে হল না। চীফ বেশ ভাল মুডেই আছে। একটা খবরের কাগজ পড়ছে সে। এরফানকে দেখেই সে খুশি হয়ে উঠল।

'এরা কি লিখেছে শোন,' বলল সে। ' "আবার দিনের আলোয় দুর্ধর্ষ ডাকাতি।" বসভিল বিউগল্ এভাবেই স্থানীয় ব্যাংক ডাকাতির বর্ণনা দিয়েছে। কাজটা খুবই সহজ হয়েছে। চারজন বিদেশী পৌঁছল, দুজন ভিতরে ঢুকল। একটা গুলির আওয়াজ পাওয়া গেল—লোক দুজন একটা

চামড়ার ব্যাগ হাতে করে বেরিয়ে এল। শহরবাসী কেউ কিছু বোঝার আগেই ঘোড়া ছুটিয়ে পালিয়ে গেল ওরা। ক্যাশিয়ারকে পিস্তল হাতে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল—বোকা লোক—দেখা গেল সিন্দুক থেকে তিরিশ হাজার ডলার খোয়া গেছে। খুব সহজ।'

স্পষ্ট একটা অবজ্ঞার ছাপ ফুটে উঠেছে স্যাটানের মুখে। হাঁটুর ওপর রাখা কাগজটার ওপর চাপড় মারল সে। 'এরা আরও লিখেছে, "গত বারোমাসে এই এলাকার আশেপাশে এই ধরনের দিন-দুপুরে ডাকাতি আরও অনেক ঘটেছে। গভর্নরের কি এ-ব্যাপারে কিছুই করার নেই?" জবাবটা ওকে আমিই দিয়ে দিতে পারি—গভর্নরের কিছুই করার নেই। শেরিফ পসি নিয়ে ধাওয়া করে ট্রেইল হারিয়ে ফেলবে, একই উপায়ে আরেক জায়গায় আঘাত হানব আমরা। আমার প্ল্যান নিখুঁত—আমি কখনও ব্যর্থ হই না।'

স্যাটানের শেষ কথায় একটা বিচিত্র পুলক অনুভব করল এরফান। অল্পক্ষণের মধ্যেই লোকটা একটা ধাক্কা খাবে।

'তিরিশ হাজার তো বেশ অনেক টাকা,' মন্তব্য করল সে। 'ওরা যদি টাকাটা নিয়ে সরে পড়ে?'

পাথুরে চোখ দুটো চকচক করে উঠল। 'আমাকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করে আজ পর্যন্ত কেউ রক্ষা পায়নি,' বলল স্যাটান। 'যারা চেষ্টা করেছিল তাদের একজন মনট্যানা, একজন ক্যানসাস সিটি, আর তৃতীয়জন টাকসনে পালিয়েছিল। তারা সবাই ক্রুত মারা পড়েছে। এই লোকগুলো জানে, আমার অসাধারণ ক্ষমতার বলে আমি ওদের ঠিকই খুঁজে বের করতে পারব। সেই ভয়টাই ওদের সৎ রেখেছে—অন্তত আমার কাছে।'

'ওদের ফিরতে অনেক দেরি হচ্ছে? বসভিল তো এমন কিছু দূরে না।'

'প্রায় পঞ্চাশ মাইল। কিন্তু ওদের ঘোরা পথে আসতে হবে—সম্ভবত সেই কারণেই দেরি হচ্ছে।'

আরও তথ্য এরফানের দরকার, কিন্তু সিলভার পথ দেখিয়ে বেনিতোকে নিয়ে আসায় সেই সুযোগ পেল না সে।

'ও বলছে এখনই তোমার সাথে দেখা করা দরকার,' ঘোষণা করল সিলভার।

প্রশ্নের জন্য অপেক্ষা করল না মেক্সিকান। ছোট ছোট বাক্যে সংক্ষেপে

খবরটা বলছে—যেন ঝামেলাটা জলদি চুকিয়ে ফেলতে চায়। গরুর দলটা খোয়া গেছে—প্রায় বারোজন ডাবল ডায়মণ্ডের লোক উপত্যকায় চড়াও হয়ে ওর সঙ্গীকে গুলি করে গরু নিয়ে চলে গেছে। বেনিতো ক্যাম্প থেকে কিছুটা দূরে ছিল—ওদের আসতে দেখে সে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে কোনমতে বেঁচে গেছে। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ওর কথা থেমে গেল—ঝড় ওঠার অপেক্ষা করছে লোকটা।

ওকে অপেক্ষা করতে হল না। চীফের অনেক অভ্যাসে আয়ত্ত করা নির্বিকার চেহারাটা প্রচণ্ড রাগে বিকৃত হয়ে উঠল। একটা পিস্তল তুলে হতভাগ্য লোকটার দিকে তাক করল।

'তুমি আমার গরু খুইয়ে আমাকে হাসির পাত্র করে তুলেছ,' হিসহিসিয়ে বলল স্যাটান। 'এরজন্যে তুমি—মরবে।'

ট্রিগার টিপতে যাচ্ছে, এই সময়ে এরফান কথা বলল।

'এটা মোটেও সঠিক সমাধান হল না। পুরো ডাবল ডায়মণ্ড আউটফিটের বিরুদ্ধে মাত্র দুজন কি করতে পারত? তবু তো এই লোকটা সাহস করে তোমাকে খবর দিতে এসেছে। সহজেই সে অন্যদিকে হাঁটা ধরতে পারত।'

এরফানের বিদ্রূপভরা স্বর স্যাটানের সংবিৎ ফিরিয়ে আনল। বুঝল, নিজেকে সংযত রাখতে পারেনি সে। পিস্তল খাপে ভরে সে কঠিন স্বরে বলল, 'এবারের জন্যে তোমাকে মাফ করে দিলাম, কিন্তু এই ব্যাপারে মুখ খুললে...' বাঁটের ওপর অর্থপূর্ণভাবে বাড়ি দিল সে। 'এখন যাও।'

জীবন বাঁচানর জন্য এরফানের দিকে কৃতজ্ঞতার একটা চোরা চাহনি দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল বেনিতো। স্যাটান এরফানের দিকে ফিরল।

'ওকে মারতাম না আমি, কিন্তু ভয় দেখান দরকার ছিল,' মিথ্যা কথা বলল সে। 'ওই পেটুক মোটকা শুয়োরটা আমাকে হারিয়ে দিল বলে রাগ হচ্ছে। নিশ্চয় আমার সাথে কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।'

'তাহলে তো তোমার জানার কথা—তুমি না যাদুকর?' খোঁচা দিল এরফান।

'ঠিক,' বলল স্যাটান, এবং ভুরুর ওপর একটা হাত রেখে নীরবে কিছুক্ষণ বসে রইল। তারপর চোখ তুলে তাকাল। 'এটা তুমি কেন করলে, জেসাপ?'

হাসল এরফান। 'খারাপ মিস হল,' জবাব দিল সে। 'কেনেথ আমাকে ফাঁসিতে ঝুলাতে চেয়েছিল, সুতরাং স্বভাবতই আমি ওর সম্পত্তি ফেরত দেয়ার জন্যে উদগ্রীব থাকব—তাই না? এর পরেও কথা হচ্ছে ওগুলো কোথায় রাখা হয়েছিল তাও আমি জানতাম না। নাহ, আমি বলব ডাবল ডায়মণ্ডের কোন লোক হঠাৎ ঘটনাচক্রে গরুর ট্র্যাক দেখতে পেয়েছে। গরুর তো আর পাখা নেই—কি বল?'

'হয়ত তোমার কথাই ঠিক, কিন্তু আমি শেষ পর্যন্ত জানব,' বলল স্যাটান। 'যাক, ওই মোটকা গাধাটা এবার জিতেছে বটে, কিন্তু ওকে আমি শায়েস্তা করব।'

বেরিয়ে এল এরফান। দুষ্ট বুদ্ধিতে ওর চোখ চিকচিক করছে। একটা প্ল্যান এসেছে ওর মাথায়। কিন্তু প্ল্যানটা কাজে লাগাতে ওর সাহায্যের দরকার। ওই খোঁজেই সে ডাবল কে-র উত্তর সীমান্তে পৌঁছল।

ক্যাকটাস ঝোপের ভিতর থেকে একটা গরুকে বের করার চেষ্টায় ঘেমে উঠেছে ফ্রস্টি। পিছন থেকে একটা স্বর ওকে গরুটাকে কাঁধে নিয়ে পার করার পরামর্শ দিল। ঘোড়া ঘুরিয়ে দেখল এরফান ওর বিফল চেষ্টা উপভোগ করে হাসছে।

'হ্যাঁ, বোকারা হাসবেই,' সম্ভাষণ জানাল ফ্রস্টি। 'পারলে তুমি বের কর না—নবাব পুত্তুর!'

'ডাবল কে আমার সার্ভিস চায় না,' মনে করিয়ে দিল এরফান।

'তোমার সাথে আর কেউ আছে?'

'না, র‍্যাটারির মতে আমি মারা পড়লে কিছু আসে যায় না। আমাদের গরু ফেরত পাওয়ার কথা শুনেছ তুমি?'

ঝিকমিক করে হেসে উঠল এরফানের চোখ। 'শুনলাম ওয়াইলি পলক নাকি উপহার হিসেবে তোমাদের ওগুলো ফেরত দিয়েছে।'

'অনেকটা তাই। বুড়ো খুব খেপে গেছে। ওয়াইলির লোকজন আমাদের টেক্কা দিল, এটা ওর পছন্দ হয়নি। র‍্যাটারিকে খুব একচোট ধুয়েছে সে।'

'স্যাটানের ওপর টেক্কা মারার সুযোগ পেলে ডাবল কে কি করবে?'

'লুফে নেব নিশ্চয়,' জবাব দিল ফ্রস্টি।

ব্যাঙ্ক ডাকাতি সম্পর্কে যা শুনেছে তা ওকে জানাল এরফান। 'ব্যাপার-

টা সবাইকে জানান চলবে না। শুধু তুমি আর লেইজি—ওরা জানবে না। তোমরা মাত্র দুজন। ব'লো তোমরা ডাগআউটে যাচ্ছ। আমিও এতে অংশ নিতাম, কিন্তু ওই সময়ে অনেক সাক্ষীর সামনে আমাকে উপস্থিত থাকতে হবে। আমি আন্দাজ করছি ডাকাতের দল আজ সন্ধ্যায় পশ্চিম গেটে হাজির হবে। আমার ভুল হলে তোমাদের কপাল খারাপ।'

'তা ঠিক, রাতে যে রকম ঠাণ্ডা পড়ে···কিন্তু ওরা এলে?'

হেল সিটির একটু আগেই ট্রেইলটা দু'ভাগ হয়ে গেছে। ওখানে যথেষ্ট আড়ালও রয়েছে; ওখানেই তোমরা ওদের ঠেকাতে পারবে। তোমাদের একজন ওদের অস্ত্র ঝোপের ভিতর ছুঁড়ে ফেলে টাকাগুলো সংগ্রহ করবে—ওটা চামড়ার ব্যাগে থাকবে—তারপর ঘোড়াগুলোকে তাড়িয়ে দেবে। অন্যজন তাকে কাভার করবে। ওরা পায়ে হেঁটে শহরে পৌঁছতে পৌঁছতে তোমরা নাগালের বাইরে চলে যেতে পারবে। টাকাটা ওয়াইলির কাছে নিয়ে বিশ্বাসী কাউকে দিয়ে বসভিলের শেরিফের হাতে পৌঁছে দিতে বলবে। বুঝেছ?'

'পানির মত সহজ,' হাসি মুখে মিথ্যা কথা বলল ফ্রস্টি। 'তিরিশ হাজার ডলার অনেক টাকা, তুমি নিজেই ওটা নিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ার দিকে—'

'পালিয়ে আউট-ল হই!' বাক্যটা শেষ করল এরফান। 'না হে বোকা ছেলে, সহজে টাকা বানানর চেয়ে অনেক বড় কাজ আমার হাতে রয়েছে।'

'ব্যাপারটা খুব রিস্কি,' বলল ফ্রস্টি। 'স্যাটান যদি টের পায় যে তারই বেতনভোগী একজন—'

'থাম,' বাধা দিল এরফান। 'এটা জেন যে আমি ওর থেকে একটা পয়সাও নিইনি, এবং নেবও না। এবার বিদায় নিচ্ছি। গুড লাক।'

বিভ্রান্ত চোখে চেয়ে এরফানকে অদৃশ্য হতে দেখল ফ্রস্টি। 'লোকটাকে আজও বুঝলাম না,' নিজের মনেই বলল সে।

সকালেই এরফান টের পেল কাজটা ঠিকই উদ্ধার করা হয়েছে। চীফের জরুরী তলব নিয়ে হাজির হল সিলভার।

'এক্ষুনি তোমাকে যেতে হবে,' জানাল সে। এরফানের গড়িমসি দেখে সে আবার বলল, 'না, দেরি করলে চলবে না—তোমাকে না নিয়ে ফিরলে সে আমার পিঠের চামড়া তুলে ফেলবে। খুব গরম হয়ে আছে—এত রাগতে তাকে কোনদিন দেখিনি।'

'কেন, কি হয়েছে?' প্রশ্ন করল এরফান।

'সেটা তোমাকে জানাবে,' সতর্ক জবাব এল। 'একটু সাবধান থেক, আর হাত দুটো স্থির রেখ।'

এরফান যখন পৌঁছল, স্যাটান তখন ঘরময় পায়চারি করছে। ওকে দেখেই পায়চারি থামিয়ে সে প্রশ্ন করল, 'গত রাতে তুমি কোথায় ছিলে?'

এরাফানকে বিস্মিত দেখাচ্ছে। 'কেন, সেলুনেই ছিলাম,' জবাব দিল সে। 'তোমার লোকগুলোকে পোকার খেলায় জবাই করছিলাম। প্রায় একশো ডলার হেরেছে ওরা।'

'ওখানে কতক্ষণ ছিলে?'

বিকেল থেকে নিয়ে রাত বারোটা পর্যন্ত। বারোটার পরে ক্লান্ত হয়ে ঘুমোতে গেছি। এত উত্তেজিত হয়েছ কেন—কি হয়েছে?'

মুখোশের ফাঁক দিয়ে ভীষণ চোখ দুটোর দৃষ্টি যেন এরফানের নির্বিকার চামড়া ভেদ করে ভিতরে প্রবেশ করছে।

'ডাকাতি হয়েছে,' কঠিন স্বরে বলল স্যাটান। 'একমাত্র তুমিই জানতে ওরা বসভিল থেকে ফিরবে।'

'কখন, বা কোন পথে আসবে, তা আমাকে তুমি জানাওনি। ওরা পৌঁছায়নি?'

'হ্যাঁ, পায়ে হেঁটে ফিরেছে। জানা গেছে ওদের হাইজ্যাক করা হয়েছে—টাকা আর অস্ত্র কেড়ে নিয়ে ঘোড়াগুলো তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে।'

শিস দিয়ে উঠল এরফান। 'ওরা টাকাটা কোথাও লুকিয়ে রাখেনি তো?'

'তাহলে ফিরে আসার কি দরকার ছিল?' যুক্তি খণ্ডাল স্যাটান।

'ওদের বিশ্বাস করা হলে ওদের তোমার থেকে আর ভয়ের কিছু থাকে না।'

মাথা নাড়ল চীফ। বৃথা অহঙ্কার ওকে বিশ্বাস করতে দিচ্ছে না। অধীনস্থ কেউ ঠকানর চিন্তাও করতে পারে।

'আর একটা ব্যাপার, বসভিলের কাগজ নিশ্চয় আরও লোক রাখে। হয়ত কেউ খবরটা দেখে ঠিক আন্দাজ করেছে।'

'বিশ মাইলের ভিতর আর একটা কপি পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। দোষটা আর কারও ঘাড়ে চাপানয় তোমার খুব আগ্রহ দেখা যাচ্ছে?'

এরফানের জবাবটা প্রশ্নের আকারে এল। 'পাল্টা ডাকাতিটা কখন

হয়েছে—মাঝরাতের আগে?' স্যাটান মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানালে সে বলে চলল, 'তাহলে আর কি প্রমাণ চাও? আমি একা না, তোমার গোটা বিশেক লোক জানে আমি ওই সময় কোথায় ছিলাম। একটু মাথা খাটাও।'

পকেট থেকে সিগারেট তৈরির মাল-মসলা বের করে বিরক্তভাবে এক পা পিছিয়ে গেল সে। ঠিক সেই মুহূর্তে একটা বুলেট এরফান যেখানে একটু আগেই দাঁড়িয়ে ছিল তার পিছনের দেয়ালে পাথরের চল্টা তুলে ফেলল। চোখের পলকে এরফানের দুহাতে দুটো পিস্তল উঠে এল। একটা সোজা স্যাটানের দিকে তাক করা, অন্যটা ছবি কাভার করে আছে।

'এই শঠতার মানে কি?' ধমকে উঠল সে।

মুখোশধারী একেবারে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। 'জানি না,' শান্ত স্বরে বলল সে। 'সিলভার!'

ছবির আড়াল থেকে বেরিয়ে এল লোকটা। ওর কম্পিত হাতে ধরা পিস্তল থেকে ধোঁয়া উঠছে। তোতলাচ্ছে ও। 'পিস্তল পরিষ্কার করছিলাম, হঠাৎ গুলি ছুটে গেছে। আমি কারও ক্ষতি করতে চাইনি।'

'আমরা কেউ মারা পড়তে পারতাম; তোমার বিচার আমি পরে করব,' হুমকি দিল তার প্রভু। 'বুঝতেই পারছ এটা একটা অ্যাকসিডেন্ট। ছোট-লোকটা পিস্তল সম্পর্কে কিছুই জানে না,ত একটা পিস্তল ওর সাথে রাখাই চাই।'

'হ্যাঁ,' বলে ছবিটার আরও কাছে সরে এল এরফান। 'আশ্চর্য, তোমার কপাল ভাল, গুলিটা ঠিক ছবির পিস্তলের মুখ দিয়েই বেরিয়েছে। ছবিটা একটুও নষ্ট হয়নি; খুঁটিয়ে না দেখলে গর্তটা দেখাই যায় না।'

এরফানের স্বরে শ্লেষটা স্যাটানের কানে বাজল। বুঝতে পারছে না লোকটা সত্যিই বোকা, নাকি ভীষণ চালাক।

'ডাকাতির কথাতেই ফিরে আসা যাক,' বলল জেসাপ, 'আমি চিহ্ন খুব ভাল পড়তে পারি। হোল্ড-আপের জায়গাটা খুঁজে পেলে হয়ত কিছু খবর আমি জানতে পারব।'

'ওরা জানিয়েছে, পশ্চিম গেটের থেকে ট্রেইলটা যেখানে দু'ভাগ হয়েছে, ওখানেই ঘটনাটা ঘটেছে।'

'ওদিকে এতদূর কখনও যাইনি,' সহজ ভঙ্গিতে জানাল এরফান।

'কোন সন্ধান পেলে আমি তোমাকে জানাব।' বেরিয়ে আসার পথে সিলভারের পিঠে একটা চাপড় দিয়ে বলল, 'মন খারাপ করার কিছু নেই, এমন মিস ঘটেই থাকে।'

চীফের মনের সন্দেহ আরও ঘন হল—মেজাজটাও খারাপ হয়ে আছে। ওর সব রাগ এবার গিয়ে পড়ল সিলভারের ওপর।

'এদিকে এস, অকর্মার ঢেকি। সিগনাল ছাড়া গুলি করতে গেলে কেন?'

কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে এল বেঁটে লোকটা। 'ভেবেছিলাম লোকটা তামাকের বদলে পিস্তল বের করছে—তোমাকে গুলি করবে।'

'আমাকে মারবে?' খেপে উঠল চীফ। 'তুমি কি ভেবেছিলে আমি ঘুমিয়ে আছি?' লোকটা ফাস্ট—কিন্তু আমার কাছে কিছুই না। এমন আর একটা ভুল করলে ঘোড়ামুখোকে দিয়ে তোমার পিঠের চামড়া তুলে নিয়ে বাকিটা কয়োটিকে খাওয়াব। এখন আমার চোখের সামনে থেকে দূর হও, হনুমান।'

সতের

রাস্তা ধরে সেলুনে যাবার পথে সিলভারকে দেখে অ্যানিটা হাসল। নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছে না বেঁটে বামুন। দৈহিক অসঙ্গতির জন্য চীফও চটে গেলে তাকে হনুমান বলে ডাকে। লোকটা জানে ওই ডাকে সে সবচেয়ে বেশি কষ্ট পায়। মেয়েরা সাধারণত ভয় আর ঘেন্নায় ওর থেকে দূরে থাকে। ব্যাপারটা সম্পর্কে সে খুব সচেতন বলে সেও মেয়েদের থেকে দূরে থাকে। আশেপাশে চেয়ে দেখল আর কেউ নেই—অর্থাৎ তাকেই ইশারায় ডাকছে অ্যানিটা।

কাছে যেতেই ওকে নিজের ঘরে আমন্ত্রণ জানাল মেয়েটা। বলল, 'একা একা ভাল লাগছে না—তুমি হুইস্কি পছন্দ কর তো?'

তা সে করে। ও যে অন্যান্য সাধারণ মানুষের মত নয়, সেটা হুইস্কি তাকে ভুলতে সাহায্য করে। বোতল থেকে গ্লাস ভর্তি করে হুইস্কি ঢালতে দেখে ওর কুতকুতে চোখ দুটো খুশিতে ঝলমল করে উঠল। গ্লাসটা সিলভারের হাতে দিয়ে বসল অ্যানিটা।

'তুমি ড্রিঙ্ক করছ না?' প্রশ্ন করল সে। মদ খেলে ওর গলা জ্বলে শুনে

হেসে গর্বের সাথে বলল,'আমার ওতে কিছু হয় না, বরং গলায় যত কামড় দেয় ততই ভাল।' গ্লাস থেকে প্রায় অর্ধেক একেবারে গলায় ঢেলে দিল সিলভার। 'এই জিনিস মানুষকে শক্তিশালী পুরুষ করে তোলে—একটু খেয়েই দেখ।' কথা বলতে বলতেই গ্লাস খালি করে আবার বাড়িয়ে দিল সে। আবার গ্লাস ভরে দিল মেয়েটা।

'আমি পুরুষ হতে চাইব কেন?' হাসল সে। 'আর তুমি তো এমনি-তেই শক্তিমান পুরুষ—চীফের বন্ধু।'

'বন্ধু?' পুনরাবৃত্তি করল সে, কিন্তু চেহারায় কোন অনুরাগ প্রকাশ পেল না। 'তুমি আমাকে পুরুষ মনে কর—অন্য সবার মত?'

'না, অন্য সবার মত নয়,' কোমল স্বরে বলল সে। 'ওদের তিনজনের সমান শক্তি তোমার—আমি শক্তিশালী পুরুষ ভালবাসি।'

ড্রিঙ্কে আর একটা চুমুক দিয়ে স্থূলভাবে হাসল সে। 'পেড্রোকে পছন্দ করে তুমি ভুল করেছিলে।'

'কথাটা ঠিক, দুর্বল ছিল ও,' অবহেলার সাথে জবাব দিল অ্যানিটা। বলার সময়ে গলাটা একটু কেঁপে গেল, কিন্তু সিলভার সেটা খেয়াল করল না। 'ওর কথা প্রায় ভুলেই গেছিলাম। তোমার সাথে চীফ ওটা করার সাহসই পাবে না।'

মদ আর প্রশংসা দুটোই কাজ করতে শুরু করেছে। 'আমাকে হুমকি দিয়েছে,' গর্জে উঠল সে। 'আমি এই দুহাতে ওকে একটা কাঠির মত ভেঙে ফেলতে পারি।'

থাবা তুলে দৃশ্যটা এমন প্রকটভাবে অভিনয় করে দেখাল যে শিউরে উঠল মেয়েটা। আগুনের চেয়েও খারাপ জিনিস নিয়ে খেলছে সে, কিন্তু একটুও ইতস্তত ভাব দেখাল না।

'সে তোমাকে চাবুক-পেটা করবে না,' শান্ত স্বরে বলল অ্যানিটা, 'তবে অন্য লোকটার মত তোমাকেও বন্দী করে রাখতে পারে।'

'তুমি এই ব্যাপারে কি জান?'

'কিছুই না: সে আছে, এইটুকুই জানি। তুমি আর চীফ ছাড়া আর কেউ ওকে দেখেনি।'

'ওর কথা জিজ্ঞেস করছ কেন? তোমার সাথে ওর কি সম্পর্ক?'

হাসল মেয়েটা। 'যাকে চোখেই দেখিনি তার সাথে আবার কিসের

সম্পর্ক? না, বন্ধু, এটা নিছক মেয়েলী কৌতূহল! হুইস্কিটা কেমন?'

বোতলটাই এগিয়ে দিল অ্যানিটা। দরাজ হাতে গ্লাসে মদ ঢেলে নিল সিলভার। 'যেসব তোমার ব্যাপার নয় তার সাথে তোমার না জড়ানোই ভাল,' সাবধান করল সে। 'তুমি আর আমি মিলে একটা ভাল জুটি হবে। একান্ত নিজস্ব মেয়েমানুষ পাওয়ার শখ আমার বহুদিনের।'

কাঁধ ঝাঁকাল অ্যানিটা। 'খুব দ্রুত এগোচ্ছ তুমি,' বলল সে। 'আমি নাচ-ঘরের সস্তা মেয়ে নই। তাছাড়া আমাকে যে পুরোপুরি বিশ্বাস করে না তার সাথে আমি বন্ধুত্ব করি না।'

একটু ভাবল সিলভার—একদিকে চীফ, অন্যদিকে এই মেয়ের ভালবাসা, যে তার দৈহিক বিকৃত উপেক্ষা করে তাকে কাছে টানতে চায়।

'তোমার শর্তেই আমি রাজি,' বলল সিলভার। ওর শ্বাস ভারি হয়ে আসছে। 'তুমি আর আমি—'

দেহ দুলিয়ে পিছিয়ে গেল অ্যানিটা। 'ধৈর্য ধর, আমিগো,' নিচু স্বরে বলল সে। সুন্দর করে হাসল। 'মেয়েরা একটু অনুনয় বিনয় আর একটু তোয়াজ পছন্দ করে—তাছাড়া তুমি এখনও আমাকে বিশ্বাস করনি। হুইস্কি এখনও রয়ে গেছে—আমাদের মধুর ভবিষ্যৎ কামনা করে ড্রিঙ্ক কর।'

খ্যাকখ্যাক করে বিজয়ের হাসি হেসে বোতল উল্টে পুরোটা শেষ করে ফেলল সিলভার। খালি বোতলটা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলল। অ্যানিটা বুঝল ওষুধ ধরেছে, কিন্তু চালাকি করে অপেক্ষা করার মত বুদ্ধি তার আছে। মেয়েটার দিকে ঝুঁকে নিচু স্বরে সিলভার বলল, 'ওখানে একটা লোক আছে—জানি না লোকটা কে, কিন্তু চীফ ওকে তুরুপের টেক্কা বলে ডাকে। চীফ বরং একটা চোখ হারাবে কিন্তু ওকে যেতে দেবে না।'

'লোকটা এমন কি দোষ করেছে?'

'জানি না, কিন্তু নিশ্চ[illegible]ারাপ কিছু।'

'তুরুপের টেক্কা,' পুনরাবৃত্তি করল অ্যানিটা। 'তার মানে ওকে বিশেষ কোন কাজের জন্য রাখা হয়েছে। ওকে দেখতে আমার খুব ইচ্ছা করছে—একবার সুযোগ বুঝে নিয়ে যাবে, সিলভার?'

হেসে উঠল বেঁটে লোকটা। 'আমি কোন যাদুকর নই। ওটা করতে হলে চীফের কামরার ভিতর দিয়ে তোমাকে নিয়ে যেতে হবে। পাখি না হলে

ওখানে যাওয়ার আর কোন রাস্তা নেই।' মেয়েটা যে অসম্ভব একটা আবদার করেছে তা প্রমাণ করার জন্যে সে ব্যাখ্যা করল যে লোকটাকে চীফের কামরার নিচে গুহার ভিতর রাখা হয়েছে। তালা দেয়া মেঝের দরজা খুলে ওখানে যেতে হয়। চাবি নিজের কাছেই রাখে চীফ।

বিষণ্ণ হল অ্যানিটার মুখ। 'মাঝেমাঝে বাইরেও তো যায় সে?'

'হ্যাঁ, কিন্তু চাবি সাথে নিয়েই যায়।'

উঠে দাঁড়াল সিলভার। গাছের গুঁড়ির মত ছোট ছোট পায়ের ওপর কিছুটা টলছে ও। অ্যানিটাকে ধরার ব্যর্থ চেষ্টা করল—সহজেই ওকে কাটিয়ে মাথা নাড়ল মেয়েটা।

'এখনও না, আমিগো—আমাকে অর্ধেক জিতে নিয়েছ তুমি,' হাসল সে। 'চীফ হয়ত তোমাকে খুঁজবে। মন চাইলে আবার এসো।'

চীফের কথা মনে করিয়ে দেয়ায় ওর নেশা যেন অনেকটা কেটে গেল। অ্যানিটাকে স্বস্তি দিয়ে শান্তভাবেই বিদায় নিল সিলভার।

একা বসে ভাবছে অ্যানিটা। প্রতিশোধ নেয়ার প্রতিজ্ঞা সে করেছে; কিছু খবরও সংগ্রহ করেছে—কিন্তু কারও সাহায্য ছাড়া আর এগোন অসম্ভব। কিন্তু হেল সিটিতে কে ওকে সাহায্য করবে? সবাই যে চীফের ভয়ে তটস্থ।

হঠাৎ এরফানের কথা ওর মনে পড়ল। হয়ত ওর কাছে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে—অন্তত সে বিশ্বাসঘাতকতা করে অ্যানিটাকে বিকিয়ে দেবে না।

কিছু ঘটার অপেক্ষায় আছে এরফান। একটা দিন কেটে গেছে, উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটেনি। দ্বিতীয়দিন সন্ধ্যায় সেলুনে ফেরার পথে অন্ধকার থেকে একটা আমন্ত্রণ পেয়ে অ্যানিটার গুহায় গেল সে।

'বুচের ব্যাপারে তথ্যটা দেয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ,' বলল এরফান। 'ওটা দারুণ কাজে লেগেছে আমার।'

'তুমি ধোঁকা খাও, এটা আমি চাইনি,' নিচু স্বরে বলল অ্যানিটা। 'আচ্ছা, চীফের সাথে তোমার কি সম্পর্ক?'

'এখানকার আর সবার মত আমিও তার একজন কর্মী,' জবাব দিল এরফান।

ভাবে বোঝা গেল ওই উত্তরে সন্তুষ্ট হয়নি মেয়েটা। 'তোমার হয়ত লুকাবার কারণ রয়েছে, তুমি ওদের থেকে ভিন্ন। স্যাটান তোমাকে মারতে চায় কেন?'

একটু চুপ করে থাকল এরফান। মেয়েটা তাকে সাহায্য করেছে বটে, তবু খোলাখুলি কথা বলায় অনেক ঝুঁকি।

'নতুন শুনছি,' সাবধানে বলল সে।

'বুচকে খবর দিয়ে আনা হয়েছিল,' মেয়েটা জানাল। 'তুমি আমাকে বিশ্বাস করছ না, তোমাকে দোষ দিই না—তবে আমি সব কথা খোলাখুলিই বলছি। হয়ত শুনে অবাক হবে পেড্রোকে আমি সত্যিই ভালবাসতাম। এখানে সে আমার একমাত্র বন্ধু ছিল, আর সে আমারই কারণে মারা পড়ল। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি এর প্রতিশোধ আমি নেব, তাতে আমার যত বিপদই আসুক গ্রাহ্য করব না।'

দুর্বল মোমবাতির আলোয় মেয়েটার চোখ প্রতিহিংসায় জ্বলে উঠতে দেখল এরফান। কিন্তু সামান্য একটা মেয়ে এত শক্তিশালী দস্যু চীফের বিরুদ্ধে কি করতে পারবে? সে কি ভাবছে টের পেল মেয়েটা।

'তুমি ভাবছ আমার মাথা খারাপ,' বলে চলল সে। 'আমার মত দুর্বল মানুষ কিছুই করতে পারবে না। কিন্তু এরই মধ্যে একটা আঘাত আমি হেনেছি—তুমি বেঁচে আছ। আরও একটা খবর আমি জানি, যেখানে আঘাত করতে পারলে সত্যিই আহত হবে—গরু বা বসভিলের ডাকাতির চেয়েও বেশি চোট পাবে।'

'এসব কথা তুমি কিভাবে জান?'

উদ্ধতভাবে হাসল মেয়েটা। 'পুরুষরা মদ খায়—কথা বলে। স্যাটান যদি তার সব কিছু গোপন রাখতে চায়, তবে হেল সিটিতে মদ আর মেয়েমানুষ নিষিদ্ধ করতে হবে।'

'আমাকে তুমি এসব কথা কেন বলছ?'

'কারণ কাজটা আমার পক্ষে একা করা সম্ভব নয়। আমার ধারণা তুমিও স্যাটানকে আমার চেয়ে বেশি পছন্দ কর না।' এবার এরফানের চোখের দিকে চেয়ে সিলভারের কাছ থেকে যা জেনেছে সব বলল। 'কিন্তু লোকটা কে? আর কেনই বা ওকে এমন করে মাটির তলায় আটকে রাখা হয়েছে?'

'কথাটা স্যাটানকেই জিজ্ঞেস করতে হবে, ম্যাম,' বলল এরফান।

মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠল অ্যানিটান মুখ। 'তুমি সাহায্য করবে?' খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল সে। 'তাহলে আমরা সফল হব।'

আঠার

সূর্য উঠার সাথেসাথে বেরিয়ে পড়ল এরফান। সামনে একটা খোলা-জমি। ওটা পেরিয়ে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। কেউ অনুসরণ করছে না। নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুরে খাড়া পাহাড়টার ধারে পৌছল। উপরেই হেল সিটি। লম্বালম্বা গাছ আর ঘন ঝোপের জন্য ঘোড়ার পিঠে থাকলেও ওকে কেউ দেখতে পাবে না।

প্রথম দৃষ্টিতে ওটায় চড়া অসম্ভব বলে মনে হয়। কিন্তু এরফান জানে তাকে কিসের সন্ধান করতে হবে। অভিজ্ঞ চোখে খাঁজ আর ধারগুলো খুঁটিয়ে লক্ষ্য করল সে। দেখতে পাচ্ছে বিশ ফুটের পর পাহাড়ের গা ততটা খাড়া নয়—আর অপেক্ষাকৃত ভাঙা।

আর একটু পিছিয়ে গিয়ে স্যাটানের জানালার প্রায় বিশ ফুট নিচে, ডানদিকে আর একটা জানালা দেখতে পেল। লিস্টারকে ওখানে রাখা হয়েছিল। কিছুটা নিচে, আরও খানিকটা ডাইনে আর একটা গর্ত দেখা যাচ্ছে। মাটি থেকে প্রায় সত্তর ফুট উঁচু।

অনেকক্ষণ ধরে খুঁজে ওখানে ওঠার একটা পথ বের করল এরফান। প্রতিটি পদক্ষেপ মনে গেঁথে নিল…একবার পা ফসকালেই অবধারিত মৃত্যু। শেষ পর্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে ফিরতি পথ ধরল সে।

সেলুনে পৌছতেই মালিক জানাল সিলভার ওকে দুবার খুঁজে গেছে।

'নিশ্চয় আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে দুশ্চিন্তায় ভুগছে চীফ,' হেসে বলল এরফান। 'যাই, ওকে নিশ্চিত করে আসি।'

স্যাটান বেশ মুডেই আছে বলে মনে হল। সাবধান হল এরফান। ওর কথার ছলে করা প্রশ্নের জবাবে সে বলল, 'ঘোড়াটাকে একটু দৌড়-ঝাঁপ করিয়ে আনলাম—অলসতা, ঘোড়া বা আমার, কারো জন্যেই ভাল না।'

'তাহলে তুমি শুনে খুশি হবে যে তোমাকে আমি একটা কাজের ভার দেব। পুবের থেকে স্টেজ-কোচটা আজই সন্ধ্যায় রেড রকে পৌছবে। ব্যাঙ্কের জন্য চল্লিশ হাজার ডলারের স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে যাচ্ছে ওটা। শহর থেকে

পাঁচ মাইল দূরে রাস্তাটা হঠাৎ নিচু হয়ে আবার দ্রুত উপরে উঠেছে। ওখানে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে গেছে ওটা। অ্যামবুশ করার জন্য ওটা চমৎকার জায়গা। বুঝেছ?'

'নিশ্চয়। কাজটা কি আমি একাই করব?'

'না, কনার্ড আর তার সঙ্গীরা তোমার সাথে যাবে। পাঁচজনই যথেষ্ট হবে। ওদের আগেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে।'

শেষ বাক্যটা এরফানের কাছে কেমন একটু অশুভ ঠেকল। যাদের সাথে ওর একবারের বেশি সংঘর্ষ হয়েছে, তাদেরই বেছে নেয়া হল কেন? ভাবল সে। কিন্তু এরফান এতে আপত্তি জানাবে মনে করে থাকলে নিরাশ হল স্যাটান।

'ঠিক আছে, আমি এখনই গিয়ে ওদের খুঁজে বের করছি। আগামীকাল দেখা হবে—হয়ত।'

'হ্যাঁ,' বলল স্যাটান। এরফান চলে যাবার পর আর একটা শব্দ যোগ করল, 'হয়ত।'

এখনও অনেক সময় হাতে রয়েছে, তাই সহযোগীদের বের করার আগে লুই ক্রেগকে খুঁজে বের করল এরফান।

'এখনও কি এখান থেকে বেরোবার সুযোগ খুঁজছ তুমি?' প্রশ্ন করে ওর চোখে আগ্রহ ফুটে উঠতে দেখে সে আবার বলল, 'তোমাকে একটা সুযোগ দিচ্ছি আমি। ঘোড়া আছে না তোমার? ভাল, রেড রক চেনো?'

'ওটা কোথায় তা জানি…যাইনি কখনও।'

'এখনই রওনা হচ্ছ তুমি। ওখানে পৌছে শেরিফকে খুঁজে বের করে তাকে বলবে সে যেন একটা বড় পসি নিয়ে আজ সন্ধ্যায় স্টেজ-কোচকে শহরের সাত মাইল দূর থেকে এসকর্ট করে নিয়ে যায়—বুঝেছ?'

ইতস্তত করছে লুই। 'শেরিফদের সাথে দেখা করায় আমার আগ্রহ কম,' বলল সে।

'বাজে কথা রাখ,' ধমক দিল এরফান। 'তোমার যা ঝামেলা, সেটা দক্ষিণে হয়েছে না? রেড রকের কেউ তোমার ব্যাপারে কিছুই জানবে না। ওদের বলো একটা ডাকাতের দলের কাছে তুমি বন্দী ছিলে, ওরা স্টেজ-কোচ লুট করার মতলব এঁটেছে। তুমি ছাড়া পেয়েই সাবধান করতে ছুটে এসেছ। ওরা এত কৃতজ্ঞ থাকবে যে তোমাকে কোন প্রশ্নই করবে না।'

'ঠিক আছে, ঝুঁকিটা নেব আমি,' বলল ছেলেটা, 'কিন্তু এখান থেকে বেরোব কি করে?'

ওকে কিছু নির্দেশ দিয়ে সেলুনে ফিরে গেল এরফান। দেখল কনার্ড তার সঙ্গীদের নিয়ে একপাশে বসে মদ খাচ্ছে।

'বিশ মিনিট পর পশ্চিম গেট দিয়ে আমরা রওনা হচ্ছি,' নির্দেশ দিয়ে নিজে তৈরি হতে গেল জেসাপ।

'কঠিন বস, তাই না?' অবজ্ঞা করে বলল কনার্ড। 'যাক, কিছুক্ষণ ওকে সহ্য করতে আমাদের আপত্তি নেই। দুটো সুযোগ একসাথে এসেছে। প্রতিশোধও নেয়া হবে, লুটের টাকাও হাতান যাবে।'

'মাথাপিছু দশ হাজার ডলার—খারাপ না,' শব্দ করে হাসল রলফ। 'এর জন্য দশটা গালও হজম করতে আমি রাজি।'

'আমারও একই কথা,' জানাল ট্যারা। 'ওর সাথে বোঝাপড়া কখন করবে?'

'সেটা অবশ্যই ডাকাতির পরে হতে হবে,' জবাব দিল কনার্ড। 'পাঁচ-জন খুব বেশি লোক নয়—যদি কোন কারণে আমরা বিফল হই, দোষটা নেতার ঘাড়ে পড়বে।'

গালকাটার চমৎকার প্ল্যান শুনে খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠল ওর সঙ্গীরা। ওদিকে এরফান ঘোড়ার পিঠে পশ্চিম গেটে হাজির হয়ে গার্ডকে গেট খুলে রাখতে বলল। জানাল ওর দলের আর সবাই দেরি করছে—নষ্ট করার মত সময় আর হাতে নেই।

'ওরা এত দেরি করছে কেন বুঝতে পারছি না।' অস্থিরভাবে বলল জেসাপ। 'চীফ জানলে ওদের পিঠের চামড়া তুলে নেবে।'

'ওই যে একজন আসছে,' বলল গার্ড। ঘোড়ার পিঠে লুই এগিয়ে এল।

'ও আমার সাথের লোক নয়, কিন্তু হয়ত কোন খবর এনেছে,' বলে ঘোড়া ঘুরিয়ে বেরোবার পথটা পরিষ্কার রাখল এরফান।

মুহূর্তে ঘোড়ার পেটে স্পারের খোঁচা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল ক্রেগ। হতভম্ব গার্ড একটা গাল বকে পিস্তল বের করল।

'গাধার মত কাজ কর না,' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল এরফান। 'তুমি কি নিজের দোষ ড্রাম পিটিয়ে সবাইকে জানাতে চাও?'

'কিন্তু এতে আমার বদনাম হয়ে যাবে,' রাগের সাথে বলল সে।

'নিশ্চয়, জানাজানি হলে তাই হবে। কিন্তু তুমি বা আমি যদি কাউকে না জানাই তাহলে সে যে অন্য গেট দিয়ে বেরোয়নি কে বুঝবে?' যুক্তি দেখাল জেসাপ। 'ওই যে, আমার লোকজন আসছে।'

কনার্ড আর তার সঙ্গীরা এগিয়ে এলে জেসাপ ধমকে উঠল, 'এত দেরি হল কেন? এটা কি পিকনিক নাকি? যাও আগে বাড়।'

বেরিয়ে অন্যদের এগিয়ে যেতে বলে কনার্ডের পাশাপাশি চলল এর-ফান। 'তুমি জান আমাদের কাজটা কি?'

'নিশ্চয়—চীফ আমাকে বলেছে,' এরফানের দিকে একটা চোরা চাহনি দিয়ে বলল কনার্ড।

'শহর থেকে পাঁচ মাইল দূরে রাস্তাটা হঠাৎ নিচু হয়ে আবার উঠেছে—জায়গাটা চেন?'

'হ্যাঁ, ওখানে অনেক কাভার আছে, পালানরও ভাল সুযোগ আছে। কাজটা খুবই সহজ হবে।'

'সন্দেহ নেই,' জবাব দিল জেসাপ। 'ওখানে পৌঁছে প্ল্যানটা তৈরি করব আমি। এখন তোমার বন্ধুদের সাথে যোগ দিতে পার তুমি।'

ওকে তাড়িয়ে দেয়া হচ্ছে বুঝে মুখ বিকৃত করল গালকাটা। কিন্তু আদেশ অমান্য করল না। ভাবল তারও সময় আসছে।

কয়েক ঘণ্টা একটানা পথ চলার পর একটা পাইন বনের ধারে পৌঁছল ওরা। সামনের চারজন থেমে দাঁড়িয়েছে। এরফান কাছে এগিয়ে এলে গালকাটা মুখ খুলল।

'এসে গেছি,' বলল সে। 'ওই ঝোপগুলোর ফাঁক দিয়ে উঁকি দিলেই তুমি রেড রকের ট্রেইল দেখতে পাবে।'

'দেখার দরকার নেই, তোমার কথাই ঠিক বলে ধরে নিচ্ছি,' শুষ্ক গলায় বলল এরফান। এগিয়ে গিয়ে পিছন থেকে চার-চারটা গুলি খাওয়ার ঝুঁকি সে নিল না।

অ্যামবুশ করার জন্যে জায়গাটা সত্যিই উপযুক্ত। চাকার দাগওয়ালা রাস্তার দু'পাশে উঁচু ঘন ঝোপ। এর পিছনে পাইনের পাটির মত পাতা ঢলে-পড়া সূর্যের আলো ঠেকিয়ে জায়গাটাকে প্রায় অন্ধকার করে ফেলেছে।

'ঘোড়ার পিঠেই থাকব আমরা,' জানাল এরফান। 'ট্রেইলের পাশে ছড়িয়ে থাক তোমরা—আমি সংকেত না দেয়া পর্যন্ত কেউ গুলি কর না।

কথা যা বলার আমিই বলব।'

আধঘণ্টা পার হয়ে গেল। স্থির বিশ্রামরত টাট্টুর মাটিতে পা ঠোকার শব্দ আর মাঝেমাঝে তার মালিকের বিরক্ত গালি ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। এরফানের মনে প্রশ্ন জাগছে: পৌঁছতে দেরি হয়ে যায়নি তো? হঠাৎ দূরে চাবুক ফোটার শব্দের সাথে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শোনা গেল। পরক্ষণেই দেখা গেল স্টেজ-কোচটা বাঁক নিয়ে ঢাল বেয়ে দ্রুত বেগে এগিয়ে আসছে। এরফানের চোয়াল শক্ত হল—কোচের সাথে কোন এসকর্ট নেই। তবে কি ক্রেগ ব্যর্থ হয়েছে?

'কেবল এক্সপ্রেস-ম্যানকে কাবু করলেই কাজ শেষ,' হেসে উঠল গালকাটা।

'তোমাদের কিছু করতে হবে না,' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল এরফান। 'সব আমি সামলাচ্ছি।'

কোচটা সশব্দে নিচে নেমে এবার চড়াই-এ ওঠার জন্য বেগে ছুটে আসছে। দ্রুত ভাবছে, কিন্তু সমস্যার কোন সমাধান পাচ্ছে না এরফান। আপাতত ডাকাতি করে পরে টাকাটা ফেরত দেয়ার চেষ্টা করা ছাড়া উপায় নেই। এখন ব্যর্থ হলে তার পক্ষে আর হেল সিটিতে থাকা সম্ভব হবে না। গাড়িটাকে থামার নির্দেশ দিতে আগে বাড়তে যাবে, ঠিক সেই সময়ে একটা রাইফেল গর্জে উঠল। ডাকপিওন তার সিটে ঢুলে উঠল।

'ড্যাম ফুল!' গাল দিল এরফান। 'কে গুলি করেছে?'

'আমি,' উদ্ধত স্বরে জবাব দিল রলফ। 'ওকে পালাবার সুযোগ দিচ্ছিলে তুমি।' ঘোড়াটাকে আগে বাড়িয়ে সে ডাকল, 'এস, কনার্ড।'

রাগে এরফানের মুখ গাঢ় রঙ ধারণ করল। 'যে নড়বে তাকেই গুলি করব আমি,' হুমকি দিল সে। 'ওদিকে চেয়ে দেখ, বোকার দল।'

বাঁক ঘুরে আটজন ঘোড়সওয়ার ছুটে আসছে কোচের দিকে। এক ঝাঁক গুলি এসে পড়ল ঝোপের ওপর। ফুঁপিয়ে কেশে উঠে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেল রলফ। ওর দিকে আড়চোখে চাইল এরফান।

'শেষ,' বলল সে। 'তাড়াতাড়ি সরে না পড়লে আমাদেরও একই অবস্থা হবে।'

সন্দেহের অবকাশ নেই। বন্ধুর মৃত্যু আর কানের পাশ দিয়ে বুলেট বেরিয়ে যাওয়ার অশুভ শব্দ ওদের আতঙ্কিত করে তুলল। চট করে ঘোড়া

ঘুরিয়ে গভীর বনের দিকে ছুটল ওরা। চাবুকের সাথে পাথরের ওপর লোহার চাকতি পরানো কোচের চাকার শব্দ ওদের কানে এল। কোচটা রওনা হয়ে গেল। ঝোপের ভিতরেও আলোড়ন হচ্ছে—ওদের খোঁজা হচ্ছে। মাইল দুয়েক যাওয়ার পর কেউ ধাওয়া করছে না দেখে থামল ওরা।

গালকাটাই প্রথম কথা বলল। 'নিশ্চয় কেউ ব্যাপারটা ফাঁস করে দিয়েছে। ওই দলটাকে শেরিফ লীড করছিল।'

'বোকার মত কথা বলো না,' বিরক্ত স্বরে বলল ট্যারা। 'আজ সকালের আগে আমরাই জানতাম না। এখন প্রশ্ন হল কি করা যায়?'

'তোমরা তিনজন ফিরে গিয়ে রিপোর্ট কর,' আদেশ দিল জেসাপ। 'আমি ওই শোনার ব্যাপারে খোঁজ নিতে রেড রক যাচ্ছি—হয়ত আর একটা সুযোগ আমরা পাব।'

'তুমি যাবে কেন?' প্রতিবাদ করল কনার্ড। 'আমাদের যে কেউ ওই কাজ করতে পারি।'

'তোমরা কেউ গেলে শেরিফের চোখে পড়ামাত্র জেলে আটকা পড়বে,' জবাব দিল এরফান। 'আমাকে ওখানে কেউ চেনে না।'

কথাটা সত্যি। এর কোন জবাব জোগাল না ওদের মুখে।

ঘুরে পশ্চিম দিক দিয়ে শহরে ঢুকল এরফান। প্রচণ্ড উত্তেজনা শহরে। ব্যাংকের সামনে কয়েকজন সশস্ত্র গার্ড মোতায়েন করা হয়েছে। সব সেলুনেই লোকের ভিড়।

সবচেয়ে বড় সেলুনটায় ঢুকে একটা ড্রিংক নিয়ে টেবিলে গিয়ে বসল এরফান। সঙ্গেসঙ্গে পাতলা লম্বা গড়নের লালচে চুলওয়ালা লোক বারটেণ্ডারের সাথে একটু কথা বলে গ্লাস হাতে এরফানকে সঙ্গ দিতে এল। এটাই আশা করছিল ও।

'এখানে নতুন এসেছ, তাই না?' সহজ গলায় মন্তব্য করল লোকটা।

'ঠিকই ধরেছ, শেরিফ,' জবাব দিল এরফান। 'শহরে বেশ উত্তেজনা লক্ষ্য করলাম?'

'পথে স্টেজ-কোচের ওপর ডাকাতের হামলা হয়েছিল,' বলে এরফানের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখে ঘটনার খুঁটিনাটি জানাল।

'ও, এইজন্যেই আমার প্রতি তোমার এই কৌতূহল?' হাসল সে।

'তোমার কি মনে হয় ওদের কারও এত কিছুর পরেও এখানে আসার সাহস হবে?'

'এলে ভাল ধাপ্পা দেয়া হবে—মৃত ডাকাতটা ছাড়া আর কারও চেহারা আমরা দেখতে পাইনি।'

'আমার ওপর মিছে সময় নষ্ট করছ তুমি। আমি উত্তর থেকে ওয়াইলি পলক নামে একজনের সাথে দেখা করতে এসেছি—ওকে চেন তুমি?'

'নিশ্চয়, লম্বা হাড়গিলে লোক—ডাবল ডায়মণ্ডের মালিক।'

'ঠিক বলেছ,' জবাব দিল এরফান। শেরিফের চোখের ভাব কঠিন হতে দেখে সে আবার বলল, 'নিশ্চয় আগের থেকে অনেক বদলেছে ও—কারণ আমাদের শেষ যখন দেখা যায়, তখন সে দেখতে বেঁটে আর গোল ফুট-বলের মতই ছিল। সে কি মুরগির খোপটা নতুন করে বানিয়েছে? ওটাই ছিল ওর র‍্যাঞ্চ হাউস।'

হেসে উঠল শেরিফ। 'ঘাট মানলাম,' বলল সে। 'ড্রিঙ্ক এখন থেকে সব আমার ওপর। যে ওয়াইলির বন্ধু, সে আমারও বন্ধু।' গ্লাস দুটো আবার ভরে দিয়ে সে বলল, 'তোমার কালো ঘোড়াটা সত্যিই চমৎকার, কিন্তু ব্র্যাণ্ডটা অপরিচিত, ঠিক চিনলাম না।'

'এ. জে.—অর্থাৎ এরফান জেসাপ, আমার নাম। আমি নিজেই ওই বুনো স্ট্যালিয়নটাকে ধরে পোষ মানিয়ে ব্র্যাণ্ড করেছি।'

'আমি বেন হপার—প্রায় দশ বছর হল এই শহরের শেরিফ।'

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,' জবাব দিল জেসাপ। 'ডাবল ডায়মণ্ডের পাশে আরও একটা র‍্যাঞ্চ ছিল, মালিক পুবের লোক, নাম কেনেথ ক্রুপ। ওর একটা ছেলে ছিল, ভাল চেহারা, কিন্তু একটু রগচটা আর তেজী—ওকি এখনও আছে?'

'অনেকদিন ওকে দেখিনি,' জবাব দিল শেরিফ। 'আগে প্রায়ই সে রেড রকে আসত। তুমি তো নিজেই বললে ও কেমন ছিল, বদসঙ্গে মিশে প্রথমে জুয়া আর মদে—পরে গোলাগুলিতেও জড়িয়ে পড়েছিল—কিন্তু ওটা কিছু নয়; লোকটা পাজির পা-ঝাড়া ছিল, আর সে-ই আগে শুরু করেছিল। কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় পিছন থেকে গুলি করে খুন...' শব্দটার ওপর শেরিফের ঠোঁট দুটো চেপে বসল। চোখ দুটো কঠিন হয়ে জ্বলছে। 'আমার নিজের ছেলে, ড্যানকে অন্ধকারে পিছন থেকে গুলি করে খুন করা হয়েছিল,' ভারি গলায়

বলে চলল সে, 'আমার ছেলের সাথে ঝগড়া হওয়ার পর সেই রাতেই হাভি ক্রুপ অদৃশ্য হল। শহরের সবাই ওকেই দোষী সাব্যস্ত করল।'

'আর তুমি?' প্রশ্ন করল জেসাপ।

মাথা নাড়াল হপার। 'আমি শিওর হতে পারিনি,' বলল সে। 'ওরা জানে না এমন একটা ব্যাপার আমি জানি। হাভি সব সময়ে ফরটি ফোর কার্তুজ ব্যবহার করত—কিন্তু আমার ছেলের দেহে যে গুলি পাওয়া গেছে সেটা ভিন্ন জাতের। অবশ্য হাভি অন্য কারও পিস্তল ব্যবহার করে থাকতে পারে।'

'একই সময়ে আর কেউ অদৃশ্য হয়েছিল?'

'হ্যাঁ, রুড রাসেল নামের একজন—কিন্তু দু'তিনদিন পরে সে আবার ফিরে এসেছিল, তবে থাকেনি, বলল আবার পুবে ফিরে যাচ্ছে। হাভির সাথে ওর বেশ বন্ধুত্ব ছিল।'

'তোমার ছেলের ওপর ওর কোন রাগ ছিল?'

'ওরা পরস্পরকে পছন্দ করত না—ওর সাথে মেশা নিয়েই ড্যানের সাথে হাভির ঝগড়া। আমার ছেলে কথাটা সোজাসুজি জানিয়ে দিয়েছিল।'

'দুর্ভাগ্য, শেরিফ।'

'তা ঠিক। খুনী ধরা পড়লে তবু আমি কিছুটা শান্তি পেতাম।'

'ক্রুপ জুনিয়রের কি হল?'

'জানি না; ওর বাবা ওকে ত্যাজ্য করেছিল। কেউকেউ বলে সে-ই নাকি হেল সিটির মুখোশ পরা চীফ। এই দেখ।'

আগ্রহ দেখিয়ে টেবিলের ওপর রাখা লাল ব্যাজটা পরীক্ষা করল এর-ফান। মনেমনে ভাবল কোন কারণে শেরিফ তাকে সার্চ করলে ওর পকে-টেও ঠিক ওই রকম একটা ব্যাজ পাওয়া যাবে।

'যাই, ব্যাঙ্কের দিকে আমার একটু খেয়াল রাখতে হবে, ডাকাতের দল আর একবার চেষ্টা করতে পারে। পরে দেখা হবে।'

'এখনই শুয়ে পড়ব আমি, কাল ভোরেই আবার রওনা হতে হবে।'

'ওয়াইলিকে আমার শুভেচ্ছা জানিও।'

'নিশ্চয়, তবে ওর চেহারাই তুমি ভুলে গেছ জেনে সে খুব অবাক হবে।'

হেসে বিদায় নিল শেরিফ।

উনিশ

সকালে পাহাড়ের মাথা দিয়ে সূর্য উঁকি দেয়ার আগেই রেড হর্স ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল এরফান। শহরটা এখনও জেগে ওঠেনি। ব্যাঙ্কের সামনে একটা লোক রাইফেল হাতে পায়চারি করছে। বোঝা যাচ্ছে শেরিফ কোন ঝুঁকি নেয়নি।

সকাল সকালেই হেল সিটিতে পৌঁছে গেল এরফান। করালে ঘোড়া রেখে সেলুনে ঢুকল সে। সহকারী তিনজন ওখানেই রয়েছে।

'রিপোর্ট করেছ?' প্রশ্ন করল এরফান।

'রিপোর্ট? নিশ্চয় না—ওটা তোমার ব্যাপার,' খেঁকিয়ে উঠল কনার্ড।

এরফান হাসল। ওরা তাকে সাহায্য করবে না, এটাই স্বাভাবিক। 'ধন্যবাদ,' বলল সে, 'তাহলে আমি নিজের সুবিধা মত ঘটনাটা জানতে পারব।'

কথাটা শুনে কনার্ডের মাথায় বাজ পড়ল। রিপোর্ট না করায় সে তাদেরই ওপর দোষ পড়তে পারে এটা আগে ওর মাথায় আসেনি।

'মনে হয় আমারও সাথে যাওয়া দরকার,' বলল সে।

'আমার জন্যে একই কথা,' উদাসীনভাবে জবাব দিল এরফান।

'আমরা যে তোমার আগে এসে পৌঁছেছি সেটা চীফকে না জানালেও চলবে, কি বল?' প্রস্তাব দিল কনার্ড।

'তুমি কি ভাবছ সে জানে না?'

আসলে তা ভাবছে না কনার্ড—তবু আশা করছে। কিন্তু চীফের কামরায় ঢোকার সাথেসাথে ওর সব আশা উবে গেল।

'কনার্ড, তোমরা দশ ঘণ্টা আগে হেল সিটিতে পৌঁছেছ, আমার কাছে রিপোর্ট করনি কেন?'

হঠাৎ ভিতর থেকে একটা অনুপ্রেরণা পেয়ে বুড়ো আঙুল ঝাঁকিয়ে সঙ্গীর দিকে দেখাল সে। 'ওকেই জিজ্ঞেস কর, ও-ই চার্জে ছিল—সব তালগোল পাকিয়েছে।'

হিংস্র চোখে একজনের থেকে অন্যজনের দিকে ফিরল স্যাটান।

'সোনা কোথায়?' গর্জে উঠল সে।

'মনে হয় রেড রকের ব্যাঙ্কে রাখা হয়েছে ওটা,' বলে, ঠাণ্ডা স্বরে কি

ঘটেছে খুলে বলল এরফান।

প্রত্যাশিতভাবে রাগটা প্রকাশ পেল না। কিন্তু মুখোশের আড়ালে লোকটার চোয়ালের পেশী ফুলে উঠতে দেখল এরফান।

'তাহলে তোমরা ব্যর্থ হয়েছ,' মন্তব্য করল সে। স্বরে আসন্ন অমঙ্গলের সংকেত।

স্যাটানের চোখেচোখে চাইল এরফান। 'নিশ্চয় আমরা ব্যর্থ হয়েছি,' কর্কশ স্বরে বলল সে। 'কিন্তু সেটা কার দোষ? তোমার, কারণ কাজ করার জন্যে আমার সাথে আবর্জনাগুলোকে তুমিই পছন্দ করে পাঠিয়েছিলে। আমার আদেশ মানলে রলফ গুলি ছুঁড়ত না। পসি টেরও পেত না, তার আগেই আমাদের রাইফেলের তলায় অসহায় অবস্থায় ধরা পড়ত। সহজেই কাজ সেরে ফেরা যেত। কিন্তু শেষে অবস্থা যা দাঁড়াল, তাতে লড়তে যাওয়া মানেই দেয়ালের সাথে মাথা ঠোকা।'

গালকাটার চোখ বিস্ফারিত হতে হতে প্রায় খুলে পড়ে যাওয়ার অবস্থা হল। সামনে দাঁড়িয়ে স্যাটানের মুখের ওপর জবাব দিতে সে আর কাউকে দেখেনি। চীফ যেকোন মুহূর্তে এরফানকে গুলি করে মারতে পারে বলে ওর আশঙ্কা হচ্ছে। কিন্তু মুখোশধারী সংযত থাকল।

'ঘটনা কি ওইভাবেই ঘটেছে?' কনার্ডকে প্রশ্ন করল স্যাটান।

'রলফ বেশি আগ্রহ দেখিয়ে আদেশ ছাড়াই গুলি করে বসেছিল,' স্বীকার করল সে। 'তুমি আমাদের বলনি যে কোচের সাথে গার্ড থাকবে।'

'তুমি এখন যেতে পার,' বলল স্যাটান। কনার্ড বেরিয়ে যাওয়ার পর জেসাপের দিকে ফিরল। 'মনে হচ্ছে তোমার করার কিছু ছিল না।' অল্পক্ষণ নীরব থেকে আবার বলল, 'আশ্চর্য, তুমি আসার পর থেকেই কিন্তু সব কিছু ওলট-পালট হতে শুরু করেছে।'

'তোমার ওষুধ কি হারিয়ে গেছে?'

'তার মানে?'

'ইণ্ডিয়ান কারও এমন হলে বলা হয় দেবতারা তার ওপর রুষ্ট হয়েছে: আর সাদা মানুষ একে লাক কেটে যাওয়া বলে।'

অবজ্ঞার সাথে ঠোঁট উল্টাল স্যাটান। 'এসব দুর্বলের অজুহাত। শেষ পর্যন্ত আমার জয় হবেই।'

চীফের কামরা থেকে বেরিয়ে ঘোড়া নিয়ে পশ্চিম গেটে হাজির হল এর-

কান। লুই ক্রেগ এখনও ফেরেনি শুনে সে বলল, 'এইমাত্র আমি চীফের সাথে দেখা করে এলাম, ঘটনাটা সে জানে না। মুখ একেবারে বন্ধ রাখ—গতকাল কিছু ওলটপালট হয়ে গেছে। এতে ওই ছেলেটার কিছু হাত থাকতে পারে। বুঝেছ?'

'বুঝিনি আবার!' সভয়ে বলল লোকটা। 'ধন্যবাদ, মিস্টার।'

ঘুরে দক্ষিণ দিকের মালভূমিতে, যেখানে বনি ডেলওরেসের সাথে প্রথম দেখা হয়েছিল সেখানে পৌঁছল এরফান। ওখান থেকে ডাবল কে-র উত্তর সীমানায় পৌঁছে একটা ছোট আগুন জ্বালাল সে। আগুনটা গভীর গিরি-খাতের মুখে জ্বেলেছে, যেন দরকার পড়লে অলক্ষ্যে সরে পড়তে পারে। স্থির বাতাসে ধোঁয়াটা পাকিয়ে উপর দিকে উঠছে। ক্রস্টি এই এলাকায় থাকলে ধোঁয়া দেখে খোঁজ নিতে আসবেই।

এরফানের চেষ্টা বিফলে গেল না—আধঘণ্টার মধ্যেই দেখা গেল একজন আরোহী সমতল জমি পেরিয়ে এসে পিস্তল হাতে সাবধানে আগুনের দিকে এগোচ্ছে।

'আগুনটা পা-চাপা দিয়ে নিভিয়ে এদিকে এস,' ডাকল জেসাপ। 'আমি এরফান।'

কথামত আগুন নিভিয়ে হাসতে হাসতে এগিয়ে এল জডি মস। 'আমি জানতাম এটা তুমি ছাড়া আর কেউ হতে পারে না—বোকা ছাড়া আর কে এমন কাজ করবে? আমার জায়গায় যদি র‍্যাটান্নি আসত?'

'আমাকে দেখতে পেত না সে,' জবাব দিল এরফান। 'কিন্তু আমার ঝুঁকি নিতেই হল, কারণ আজ রাতে তোমার জন্যে একটা ছোট্ট কাজ আছে।'

'তোমাকে ধন্যবাদ জানালে আমার কথা বিশ্বাস ক'রো না,' বলল মস। 'এবার কি কাজ—সহজ সুন্দর একটা খুন?'

'তোমার শুচি-শুভ্র সুনাম নষ্ট হতে পারে, এমন কিছু না।' অচেনা বন্দীর কথা ওকে জানাল এরফান। তারপর বলল, 'অন্ধকার হওয়ার সাথে সাথেই তুমি ডাবল ডায়মণ্ডে পোকার খেলতে যাবে। ওয়াইলির কাছ থেকে দুটো জিন আঁটা ঘোড়া নিয়ে তোমাকে যে জায়গার কথা বলেছি, ওখানে যাবে। দুটো দড়িও দরকার হবে। আমি তোমার জন্য ওখানে অপেক্ষা করব।'

'যাকে চেন না তাকে মুক্ত করার জন্য এত ঝামেলা করার কি দরকার?'

'আসল উদ্দেশ্যটাই তুমি বুঝতে পারছ না,' বলল এরফান। 'লোকটা যদি সব রকম অপরাধও করে থাকে, তবু আমি ওকে ছুটিয়ে আনব। কারণ, স্যাটান ওকে আটকে রাখতে চায়। এতে আমাকে সাহায্য করবে তুমি?'

'নিশ্চয়, আমাকে কি ভাবো তুমি?'

'সত্যি কথা বললে দুঃখ পাবে, তাই বলব না,' বলে দুষ্টু হাসি হাসল এরফান। তারপরেই আবার গম্ভীর হয়ে বলল, 'কিন্তু শয়তানটা যদি আমা-দের ধরতে পারে তবে মারার আগে অনেক কষ্ট দিয়ে মারবে।'

মাথা ঝাঁকাল ক্রস্টি। 'কিন্তু তুমি এসব কি জন্য করছ, এরফান?' প্রশ্ন করল সে। 'হ্যাঁ, আমি জানি সে তোমাকে মিথ্যা অভিযোগে জড়িয়েছে—কিন্তু তবু, তোমার আসল উদ্দেশ্যটা কি?'

'বললে তুমি আমাকে পাগল ভাববে,' হেঁয়ালি করে বলল সে। 'হয়ত আজ রাতে আমরা নতুন কিছু জানতে পারব। এখন আমাকে নিজের ট্র্যাক ঢাকায় ব্যস্ত হতে হবে।'

'কি করবে তুমি?'

'মাতাল হব। অ্যাডিঅস।'

রাতে এরফান বাইরে থাকবে। তাই ওকে ঘটনা এমনভাবে সাজাতে হবে যেন সবাই ভাবে সে হেল সিটিতেই ছিল।

সেলুনে বসে মদ খাচ্ছে এরফান। উপস্থিত লোকজন এরফানের এই চেহারা আর কখনও দেখেনি। ঘণ্টাখানেক আগে বার থেকে একটা পুরো বোতল নিয়ে নিজের কামরায় গিয়েছিল। অল্পক্ষণ আগে খালি বোতল হাতে টলতে টলতে নিচে নেমে সবার সামনে ওটা ভেঙে বার থেকে ভরা বোতল নিয়ে আলাদা টেবিলে একা বসেছে। একজন ওকে তাস খেলার জন্য ডাকতে এসে গাল খেয়ে ফিরে গিয়েছে।

শ্বাসের সাথে মদের গন্ধ বেরোনর জন্যে প্রথম বোতল থেকে মাত্র এক পেগ খেয়ে বাকিটা সে ঢেলে ফেলে দিয়েছে। দ্বিতীয় বোতল থেকেও মদ ঢালার সময় বেশিরভাগই যে বালুর মেঝেতে পড়ছে তা কেউ খেয়াল করছে না। এটাও শেষ করে টেবিলের ওপর বোতল ঠুকে আরও মদ দাবি করল এরফান। বারটেণ্ডার নিজেই বোতল নিয়ে এল। মাতাল হয়ে

আক্রমণাত্মক কথাবার্তা বলছে দেখে নিচু গলায় ওকে সাবধান করল বার্ক। উঠে দাঁড়িয়ে বোতল কেড়ে নিয়ে কিছুটা গলায় ঢালল এরফান।

'এই শহরের কেউ আমার সাথে মাতব্বরি করে কথা বললে আমি সহ্য করব না,' বলল সে। 'সেলুনের যে-কোন লোকের সাথে আমি মারপিট করতে পারি।' ধপাস করে নিজের আসনে বসে পড়ল এরফান। 'সবার বিরুদ্ধে আমি লড়ব, যদি দাঁড়াতে পারি।'

'নিশ্চয়,' ওকে শান্ত করার চেষ্টা করল বার্ক। 'এখন আর এক চুমুক মদ খেয়ে একটা লম্বা ঘুম দাও—পরে ওদের শায়েস্তা ক'রো।'

পাশে দাঁড়ান লোকগুলোর দিকে চেয়ে চোখ টিপে একটা গ্লাস বাড়িয়ে দিল বার্ক। গ্লাসটা নিয়ে একবারে শেষ করল এরফান। 'ঠিক বলেছ,' ঘুম জড়ান মাতাল স্বরে বিড়বিড় করলো সে। 'ঘুমান দরকার।' ওঠার চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। 'আমার পা দুটো কোথায় গেল।' মাতালের মত ওর মাথাটা সামনের দিকে ঝুলে পড়ল।

'শেষ গ্লাসটা ওর কাজ শেষ করেছে—আজ সারারাত আউট থাকবে,' মন্তব্য করল সেলুনের মালিক বার্ক। 'ভালই হয়েছে, শান্তসংযত লোকেরা মাতাল হলে বেশি ঝামেলা বাধায়। আমার সাথে একজন ধর, ওকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আসি।'

দুজন এরফানকে ধরে নিয়ে চলল, বার্ক পথ দেখাচ্ছে। কামরার সামনে পৌঁছে হঠাৎ চোখ খুলল এরফান। ওকে মাটিতে নামিয়ে দিতে বলল। টলতে টলতে ভিতরে ঢুকে বল্টু এঁটে দিল সে।

'ঘুমাতে যাচ্ছি,' চিৎকার করে জানাল জেসাপ। 'কেউ বিরক্ত করলে খুন করে ফেলব। গুড নাইট।'

হোঁচট খাওয়া শব্দের সাথে একটা গালি শুনতে পেল ওরা। বিছানার ওপর আছড়ে পড়ার আওয়াজ হল—তারপর নীরবতা।

একজন সাবধানে দরজার হাতল ঘোরাল। কিন্তু দরজা ফুটো করে ওর মাথার ওপর দিয়ে একটা বুলেট বেরিয়ে যেতে দেখে লাফিয়ে পিছিয়ে গেল।

'আমার ঘুমে ডিসটার্ব করবে, না?' মাতাল স্বর শোনা গেল।

ধুপ-ধাপ শব্দ তুলে দ্রুত নিচে নেমে গেল ওরা। বিছানার ওপর বসা এরফানের ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল।

'আজ রাতে আর কেউ বিরক্ত করতে আসবে বলে মনে হয় না,' নিজের মনেই বলল সে।

চট করে উঠে হাতলের তলায় একটা চেয়ার গুঁজে দিল—সহজে আর ওই দরজা খুলতে পারবে না কেউ। একটা কয়েল করা দড়ি গলায় ঝুলিয়ে জানালা খুলে হাতের ওপর দেহের ভর রেখে লাফিয়ে বিড়ালের মত নিঃশব্দে নিচে নামল। হ্যাটটা চোখের ওপর টেনে দিয়ে শহরের অন্ধকার পথ ধরে এগিয়ে চলল সে। গুপ্ত পথটার মুখে এসে দাঁড়াল এরফান। ভিতরে একজন গার্ড থাকবে, জানে।

নিঃশব্দে ভিতরে ঢুকল। টুলের ওপর একদিক পিছন ফিরে বসে আছে গার্ড। ওর সামনে একটা আগুন জ্বলছে। রাইফেলটা দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড় করান রয়েছে। পা টিপে টিপে এগোল এরফান। আর মাত্র দুই গজ রয়েছে, অন্ধকারে দেখতে পায়নি, ওর পায়ের তলায় একটা কাঠি ভাঙল। শব্দ শুনে মুহূর্তে উঠে দাঁড়াল গার্ড।

'কে আবার জ্বালাতে—'

আর কিছু বলার সুযোগ পেল না লোকটা। থুতনির ওপর এরফানের প্রচণ্ড ঘুসি খেয়ে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল। ওই পথেই ফিরতে হবে বলে লোকটাকে বেঁধে গ্যাগ করে তারপর এগোল সে। দু'বার সিঁড়ি দিয়ে উঠে দ্বিতীয় সিঁড়িটা টেনে তুলে বাইরে বেরোনর জন্য ব্যবহার করল সে। কিন্তু বেরিয়েই তাক করা পিস্তলের মুখে পড়ল।

'ছোট খোকাদের আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে খেলতে নেই,' মন্তব্য করল এরফান।

'ঝুঁকি নিইনি আমি,' ব্যাখ্যা দিল ক্রস্টি। 'কিন্তু তোমার তো মাতাল থাকার কথা।'

হাসল এরফান। 'মাতাল জেসাপকে কিছুক্ষণ আগে বিছানায় নিয়ে গেছে ওরা। 'আমি এরফান। ঘোড়াগুলো এনেছ?'

'নিশ্চয়,' জবাব দিল ক্রস্টি। তারপর না ভেবেই বলল, 'তুমি তোমারটা আননি কেন?'

'ব্ল্যাকি খুব চালাক ঘোড়া, কিন্তু ওকে সিঁড়ি বেয়ে ওঠা এখনও শেখাতে পারিনি আমি। কেন জানি না, হয়ত ওদিকে ওর কোন আগ্রহই নেই। তাছাড়া—'

'ধ্যাৎ, গোল্লায় যাও তুমি।'

'ব্ল্যাকি যতক্ষণ হেল সিটিতে আছে, ওরা ভাববে আমিও আছি,' বলল এরফান। 'দড়িগুলো এনেছ তো?'

এনেছে জেনে নিয়ে রওনা হল এরফান। ক্রস্টি আর বাড়তি ঘোড়াটাও রয়েছে সাথে। মাইল ছয়েক ঘুরে ডাগআউটের ট্রেইল পেরিয়ে হেল সিটির নিচে উত্যকায় পৌঁছল ওরা।

দশ মিনিট চেষ্টা করে দশ ফুট উঠল সে। হঠাৎ মনে পড়ায় সে জানাল বারো ফুট উপরে একটা পাহাড় থেকে বেরিয়ে আসা পাথর রয়েছে। ক্রস্টি ওর নির্দেশ অনুযায়ী ওটার সাথে দড়ির ফাঁস আটকাল। দড়ি বেয়ে উপরে উঠে ফাঁস খুলে দড়ি নিচে ফেলে দিল এরফান। কঠিন পার্টটা শেষ হয়েছে। পরিশ্রমে হাত দুটো ব্যথা করছে। একটু একটু করে আরও ওপরে উঠছে সে। দুবার হাত ফসকে পড়তে পড়তে কোনমতে বেঁচে গেল।

ধীরে ধীরে আরও উপরে উঠছে এরফান। পাহাড়ের খাঁজে হাতের আঙুল আর পা বাধিয়ে উঠছে।

নিচে থেকে ক্রস্টি হাঁ করে চেয়ে আছে। সময় যেন স্তব্ধ হয়ে আছে। অনেকক্ষণ দম আটকে থাকার পর বড় একটা শ্বাস ফেলল সে। পৌঁছে গেছে এরফান।

'উঠে গেছে,' বিড়বিড় করে বলল ক্রস্টি। 'ওই লোক ঠিকই স্বর্গে পৌঁছবে। কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না ওকে।'

জানালার ঠিক নিচেই একটা ধারের ওপর দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে এরফান। একটু বিশ্রাম নিয়ে জানালার গর্তে উঁকি দিয়ে দেখল একটা ছোট সুড়ঙ্গের মত দেখা যাচ্ছে। হামাগুড়ি দিয়ে ভিতরে ঢুকল এরফান। ওর ভয় হচ্ছে হয়ত ভুল করে স্যাটানের কামরাতেই ঢুকতে যাচ্ছে সে।

কামরাটা চীফের ঘরের মতই। কিন্তু কিছুটা ছোট। তবে আসবাবপত্র তার ঘরের মতই। মেঝেতে কার্পেট, কোণায় একটা বিছানা, চেয়ার, টেবিল, সবই আছে। একদিকে পাথরের দেয়ালে আনাড়ি হাতে তৈরি একটা সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে। একটা লোক কেরোসিন বাতির আলোয় বই পড়ছে। ওকে দেখে বন্দী বলে মনে হয় না। স্যাটানের সাথে লোকটার অনেক মিল। কিন্তু বয়সে অনেক ছোট মনে হচ্ছে। লোকটা মুখ তুলে তাকাতেই বিস্মিত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠা ঠেকাল এরফান। সে ঠিকই আন্দাজ করেছিল।

'হ্যালো,' বলল জেসাপ।

লোকটা অবাক হয়ে উঠে দাঁড়াল। বিস্ফারিত চোখে জানালার কাছে দাঁড়ান এরফানের দিকে চেয়ে আছে সে।

'কে তুমি? এখানে কি ভাবে এলে?' প্রশ্ন করল লোকটা।

'বন্ধু, পাহাড়ের গা বেয়ে উঠেছি,' ব্যাখ্যা করল এরফান।

'তুমি বেয়ে উঠেছ?' লোকটার হাল্কা নীল চোখে ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠল। 'অসম্ভব।'

হাসল এরফান। 'চোখের সামনেই আমাকে দেখতে পাচ্ছ—ডানাও নেই আমার।'

'কেন এসেছ তুমি?'

'তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে এসেছি।'

'যাওয়ার কোনরকম ইচ্ছাই আমার নেই—আমি প্রত্যাখ্যান করছি।' মাথার উপরে বল্টু খোলার ধাতব আওয়াজ শুনে চমকে উঠল সে। 'কেউ আসছে, সময় থাকতে সরে পড়।'

একটা পিস্তল বের করল এরফান। 'আমি থাকছি,' বলল সে। 'জানালার কম্বলের আড়ালে থাকব। আমার উপস্থিতি জানাজানি হলে যে আসছে তার সাথে তুমিও শেষ হবে।'

ছাদের দরজা খুলে লোকটা নিচে নামার আগেই জানালা দিয়ে অদৃশ্য হল এরফান। সিলভারকে আশা করেছিল সে, কিন্তু চীফ স্বয়ং এসেছে।

'এই যে, বন্ধু,' সম্ভাষণ জানাল স্যাটান। 'আমি কি স্বপ্ন দেখছিলাম, নাকি সত্যি সত্যিই কথাবার্তার আওয়াজ পেলাম?'

'আমার গলাই শুনেছ,' বলল বন্দী। 'মাঝেমাঝে জোরে কথা বলে নিশ্চিত হই আমি মরিনি। মুক্ত হাওয়ার স্বাদ তো আমি প্রায় ভুলেই গেছি।'

'ভোলারই কথা। এমন চমৎকার রাতে জানালার পর্দা টেনে রাখলে এমন মনে হওয়ারই কথা।' জানালার দিকে এগিয়ে গেল স্যাটান।

'থাক,' বলে উঠল বন্দী। 'আমি ইচ্ছা করেই পর্দা টেনে রেখেছি। যে জগতের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই তা আমি দেখতেও চাই না।'

'কিন্তু আমি কি করতে পারি বল?' জবাব দিল স্যাটান। 'আজ সকালেই খবর পেলাম হপার এখনও ঠাণ্ডা হয়নি। ছেলের হত্যাকারীর কোন খবর

পাওয়ার জন্য সে এক হাজার ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছে। চারদিকেই ওর চর রয়েছে। আর আমার লোকজনও দুই মোহরের বিনিময়ে নিজের ভাইকেও বেচে দিতে দ্বিধা করবে না। একমাত্র এখানেই তুমি নিরাপদ।'

'সেই একই পুরনো কথা,' ক্ষোভের সাথে বলল বন্দী। 'আচ্ছা, আমার সামনেও কি ওই মুখোশটা তোমার না পরলেই নয়?'

'তোমাকে আগেও অনেকবার বলেছি, এই নিয়ম আমি কখনও ভঙ্গ করব না। এতে আমার শাসন করার ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায়। পরবর্তী কালে ওই বোকা লোকগুলোর একজনও বলতে পারবে না আমাকে চেনে।'

'খুব নাটকীয়। অভিনেতা হওয়াই তোমার উচিত ছিল।'

'তোমার কিছু লাগবে?'

'না। স্বাধীনতা ছাড়া সবই আমার আছে।'

'হয়ত বেশিদিন আর এমন অবস্থা থাকবে না। হুপারের যদি হঠাৎ কোন দুর্ঘটনা—'

'না, কোন ফাউল কাজ আমি বরদাস্ত করব না।'

'আমি সে কথা বলছি না, বন্ধু,' বলল স্যাটান। 'হুপার ভাল শেরিফ—আর ভাল শেরিফ হতে হলে স্বভাবতই তার অনেক শত্রু থাকবে। ওদের কেউ হয়ত একদিন প্রতিশোধ নেবে—কে বলতে পারে? অ্যাডিঅস।'

হালকা একটা হাসি দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল সে। একটু অপেক্ষা করে বল্টু আঁটার শব্দ শোনার পর বেরিয়ে এল এরফান।

'শুনলে তো?' বলল বন্দী। 'মিছে সময় নষ্ট করছ তুমি।'

'সাথে কিছু নিতে চাইলে নিয়ে নাও।'

'কিন্তু তুমি তো সবই শুনলে, আমার এখানে থাকার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।'

'তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার পিছনে আমার আরও বড় কারণ আছে,' জবাব দিল এরফান। 'তবে তুমি যদি চাও তোমাকে বেঁধে নিয়ে যাওয়া হোক...'

বন্দী লোকটা লেভেল করে ধরা পিস্তলের দিকে দেখল। তারপর এরফানের চোখের দিকে চাইল। নিজের অসহায় অবস্থাটা টের পাচ্ছে সে। দেয়ালের পেরেকে ঝোলানো হ্যাটটা তুলে মাথায় পরল লোকটা।

'পিস্তলেরই জিত হল,' বললো সে।

পিস্তল খাপে ভরে সাথে করে আনা দড়ির কয়েলগুলো খুলতে শুরু করল এরফান। খোলা শেষ হলে ক্রস-বার হিসেবে ব্যবহার করার জন্য কামরার চারপাশে চোখ বুলিয়ে খুঁজল। টেবিলের একটা পায়া ভেঙে নিয়ে ওই কাজে ব্যবহার করল সে।

'যাও, এগোও,' বলল এরফান। 'আমাদের ওজন কাঠটাকে জায়গামত ধরে রাখবে। বেশি তাড়াতাড়ি নেম না—পড়লে খুলি ফেটে যাবে। তোমার পিছন পিছনই নামছি আমি।'

'এখানে কোথাও শক্ত করে বেঁধে নিলে আরও নিরাপদ হত না?'

'নিশ্চয়। কিন্তু আমাদের অনুসরণ করার কোন সহজ রাস্তা রাখতে চাই না আমি।'

হাত তুলে একটা নিরুপায় ভঙ্গি দেখিয়ে এগোল লোকটা। বাইরে পায়ের নিচে কালো অন্ধকার দেখে একটু ইতস্তত করল—তারপর দড়ি বেয়ে নিচের দিকে রওনা হল। দড়িটা চিকন—নামতে অসুবিধা হচ্ছে। দড়ির ঘষায় হাত লাল হয়ে উঠেছে। দেহটা ক্লিফের গায়ে বাড়ি খাচ্ছে। ওর ভয় হচ্ছে, হয়ত টেবিলের পায়াটা ছুটে যাবে। উপর থেকে বুটের ঘষার আওয়াজের সাথে একটা পাথর পড়তে দেখে তার মনে পড়ল উপরের লোকটাও একই ঝুঁকি নিচ্ছে।

নিচে নেমে দাঁড়াল লোকটা।

'এরফান কোথায়?' প্রশ্ন করল ক্রস্টি।

হুড়মুড় করে ওদের ঘাড়ের ওপর পড়ল এরফান। দুজনই চিৎপাত হয়ে পড়ল। 'এই যে আমি,' বলল এরফান। পা লম্বা করে সে পরীক্ষা করে দেখল কিছু ভেঙেছে কিনা।

'এত তাড়াহুড়ার কি ছিল?' অনুযোগ করল ক্রস্টি।

'হঠাৎ ঢিল পড়ল—হয়ত এই ক্রস-বারটাই ভেঙে গেছে,' ব্যাখ্যা দিল এরফান।

'মাত্র এক ইঞ্চির জন্য ওটা আমার মাথায় লাগেনি,' অনুযোগ জানাল ক্রস্টি।

ঘোড়ার পিঠে পশ্চিমে রওনা হল ওরা। উদ্ধার করা লোকটা কোন প্রশ্ন করল না। মাথা নিচু করে ঘোড়া চালাচ্ছে এরফান। গভীর চিন্তায় মগ্ন।

'দুবার শুনে কি করবে? একটু পরেই সব জানতে পারবে,' ক্রস্টির প্রশ্নের

জবাবে বলল এরফান।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ডাবল ডায়মণ্ডে পৌঁছে গেল ওরা। প্রায় মাঝরাত, কিন্তু তবু একটা আলো জ্বলছে ঘরে। ওয়াইলি নিজেই দরজা খুলল।

'হ্যালো, বাছারা, ভিতরে এস,' বলল সে। 'ব্যাপারটা কি?'

'ঘোড়াগুলো ফেরত এনেছি আমরা,' জানাল ফ্রস্টি।

'কোন্ ঘোড়া?'

'যেগুলো আমি ধরে নিয়েছিলাম, তুমি ছিলে না, তাই অনুমতি নিতে পারিনি। ছুটো দড়িও নিয়েছিলাম আমি।'

'র‍্যাঞ্চ-হাউসটা খামোকা রেখে গেলে কেন?' খোঁচা দিল ওয়াইলি।

'আমাদের জ্বালানি কাঠের দরকার ছিল না,' হাসল ফ্রস্টি।

মোটা লোকটাও হাসল। 'যথেষ্ট বলেছ, মিস্টার দুর্মুখ। এসবের মানে কি, এরফান?'

সব জানাল এরফান। শুনে সে বলল, কার জন্যে ঘাড় ভাঙার ঝুঁকি নিয়েছিলে তুমি?'

'আমার বিশ্বাস ওকে তুমি চেন,' বলে টেনে নামান হ্যাটটা মুখের ওপর থেকে সরিয়ে দিল এরফান।

'হাভি ক্রুপ!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'তাহলে লাল মুখোশধারী কে?'

স্তম্ভিত ফ্রস্টি এতক্ষণে মুখ খুলল। 'সেটা হাভিই আমাদের বলতে পারবে।'

এরফানের দিকে চাইল হাভি। 'তুমি তো চালাক মানুষ, তুমিই বল?'

'ঠিক আছে, লোকটা রুড রাম্বল,' বলল এরফান। 'ও তোমার বেশ ধরে ডাকাতি করে বেড়াচ্ছে।'

অবিশ্বাসের চোখে চাইল হাভি। 'তুমি কি আশা কর আমি এই গল্প বিশ্বাস করব?'

'ও ঠিকই বলেছে, বাছা,' কঠিন স্বরে বলল ওয়াইলি। 'তোমার মত জামা-কাপড় পরে তোমার অনুকরণে কথা বলে সবাইকে সে ধোঁকা দিয়েছে।'

'ওর কথাই ঠিক, হাভি। তোমার "ক্রিসমাসের কসম", বলার অভ্যাসটাও সে নকল করেছে,' জানাল এরফান।

'কিন্তু ওর আমাকে নকল করার কোন অর্থই হয় না। এতে ওরই ক্ষতি।'

'কিন্তু এর আরও একটা দিক রয়েছে, লোকটা তোমার পরিচয়ে খুন, চুরি এসব চালিয়ে যাচ্ছে—দোষ তোমার পড়ছে। ফেঁসে গেলে মুখোশ খুলে সরে পড়বে সে—তোমাকেই সব ঝামেলা পোহাতে হবে। ও তোমার নাম দিয়েছে তুরুপের টেক্কা।'

ছেলেটা অসহায়ভাবে এদিক ওদিক চাইল। 'শুনতে অবাস্তব মনে হলেও কথাগুলো সত্যি,' স্বীকার করল সে। 'রাম্বল আমাকে ওই বন্ধ ঘরে আটকে রেখেছিল, বলত বাইরে বেরোলে আমি ধরা পড়ে যেতে পারি।'

হঠাৎ আর একটা কথা মনে পড়ল ওর। 'তুমি আমাকে রেড রকে নিয়ে গেলে না কেন? তুমি পুরস্কার পেতে।'

'হ্যাঁ, শেরিফ তোমাকে সামনে পেলে খুশি হত সন্দেহ নেই,' বলল এরফান, কিন্তু হাজার ডলার পুরস্কারের কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা।'

'তাহলে তুমি এলে কেন?'

'তোমার বাবা আমাকে হেল সিটির বিরুদ্ধে লড়ার জন্যে কাজে নিয়োগ করেছিল। সে তার মত পালটেছে—কিন্তু আমি পাল্টাইনি।'

'নিজের ছেলেকে মারার জন্যে পিস্তলবাজ ভাড়া করেছে?'

'না, আরও নিচে নামা ঠেকাতে চেয়েছিল। আমার প্রতি নির্দেশ ছিল তোমার যেন কোন ক্ষতি না হয়।'

ওর অবজ্ঞার হাসিটা সহ্য করতে না পেরে লাফিয়ে উঠল র‍্যাঞ্চার। 'একটা জিনিস ভাল করে বুঝে নাও, হাভি। তুমি একটা নেহাত বোকা ছেলে। আমি চিরকাল তোমার পাশে থেকেছি। ঘটনা যত খারাপ ভেবেছিলাম ততটা খারাপ নয় জেনে আমি খুব খুশি হয়েছি—কিন্তু তোমার বাবা ভাল লোক, আমার বন্ধু, তার বিরুদ্ধে কোন কথা আমি শুনতে চাই না।' যেমন তাড়াতাড়ি উঠেছিল তেমনি দ্রুত পড়ে গেল ওর রাগ।

'আমি দুঃখিত, ওয়াইলি,' জবাব দিল হাভি। 'আমার মাথাটা কেমন যেন গুলিয়ে গেছে। জানি তোমরা সবাই আমার ভাল চাইছ। আমি এক শর্তে তোমার সব কথা শুনতে রাজি আছি—এর কোন খবর যেন ডাবল কে-তে না পৌঁছায়। এই জটটা পুরো না খোলা পর্যন্ত আমি বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারব না।'

'আমার বিশ্বাস তোমার কথাই ঠিক,' স্বীকার করল র‍্যাঞ্চার। 'কেনেথ গর্বিত আর জেদি মানুষ। নিশ্চিত প্রমাণ ছাড়া ওর সামনে দাঁড়ান যাবে

না। কিন্তু কথা হচ্ছে এখন তোমাকে নিয়ে আমরা কি করব?'

'ও এখানেই থাকুক,' বলল এরফান। 'খুব সাবধানে ওকে চলাফেরা করতে হবে। স্যাটান যদি আবার ওকে হাতে পায় তাহলেই ডুবব আমরা। এবার আমার যেতে হয়।'

হাত বাড়িয়ে দিল ক্রুপ। 'তোমাকে অনেক ধন্যবাদ,' বলল সে। 'তোমার কি ফিরতেই হবে?'

'বিকল্প আর কোন পথ নেই,' জবাব দিল এরফান। 'ওরা যদি আমার কামরার দরজা না ভেঙে থাকে, তাহলেই আমি নিরাপদ। ক্রুন্টি তোমার ঘোড়া ফিরিয়ে দিয়ে যাবে।'

চলার পথে এরফানকে একটা প্রশ্ন করল ক্রুন্টি। 'তুমি কি আগেই জানতে ও হাভি?'

'না, তবে সন্দেহ করেছিলাম হয়ত ব্যাপারটা যেমন দেখাচ্ছে, আসলে তেমন নয়। লোকটা খুব চালাক, কিন্তু তবু দু'একবার ভুল করে ফেলেছে। তবে ব্যাপারটা প্রমাণ করা সহজ হবে না।'

'কিন্তু হাভি যদি দেখা দেয়...'

'বেন হুপার ওকে জেলে ভরবে, আর ওদিকে অন্য লোকটাও অদৃশ্য হবে। না, আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।'

ওরা যখন গুপ্ত পথটার কাছে পৌঁছল তখন পুবের আকাশ ফর্সা হতে শুরু করেছে।

সময় নষ্ট না করে তাড়াতাড়ি নিচে নামল এরফান। গার্ডকে বাঁধন খুলে ছেড়ে দিল সে।

'চীফ যদি ব্যাপারটা জানতে পারে তাহলে তোমাকে শূলে চড়াবে,' সাবধান করল এরফান। 'আমি কাউকে কিছু বলব না—তুমিও না বললেই ভাল করবে।'

নির্দেশটা মানা হবে নিশ্চিত জেনেই জানালা দিয়ে নিজের কামরায় ঢুকে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল এরফান।

বিশ

দরজার ওপর জোরাল আঘাতের শব্দে এরফানের ঘুম ভাঙল। দরজা খুলে

দেখল সেলুনের মালিক দাঁড়িয়ে আছে।

'ব্যাপারটা কি?' চটে উঠল এরফান। 'তোমাদের জ্বালায় কি একটু শান্তিতেও ঘুমাতেও পারব না?'

হাসল লোকটা। 'আমি তোমার ঘুম ভাঙানর জন্যে সত্যিই দুঃখিত। মাত্র চোদ্দ ঘণ্টা ঘুমানর পরেই তোমাকে জাগিয়ে দেয়া আমার ঠিক হয়নি। চীফের কাছ থেকে তলব এসেছে—এক্ষুনি যেতে হবে।'

'ওকে বল আমার সুবিধা মত আসব আমি,' রাগের সাথে জবাব দিল সে।

'জলদি যাওয়াই ভাল,' উপদেশ দিল বার্ক। 'জানি না কি হয়েছে—গালকাটা খবর এনেছে চীফ নাকি ভীষণ খেপে আছে।'

টুপি মাথায় দিয়ে ঝাঁকি দিয়ে গান-বেল্টটা জায়গামত বসিয়ে গজগজ করতে করতে বার্কের পিছন পিছন বারে এসে ঢুকল এরফান। কনার্ড ওর জন্যে অপেক্ষা করছে। এরফানের বিধ্বস্ত অবস্থা দেখে উৎফুল্ল স্বরে সে বলল, 'কি ব্যাপার? বিশেষ ভাল বোধ হচ্ছে না? অবশ্য পেট ভরেই মদ গিলেছিলে তুমি।'

'এত খেলে তুমি আরও চব্বিশ ঘণ্টা বিছানা ছেড়ে উঠতে পারতে না,' বলল এরফান। 'সিলভার কোথায়?'

'চীফের সাথেই ওকে দেখে এসেছি। যদি এখনও বেঁচে থাকে—ভয়ে ওর অবস্থা কাহিল।'

'আরে, না। একমাত্র সিলভারকেই ও বিশ্বাস করে।'

'তুমি চেন না ওকে, নিজের মাকেও ওই লোক বিশ্বাস করবে না।'

চীফের কামরার বাইরে কয়েকজন ইতস্তত দাঁড়িয়ে আছে। ওদের মধ্যে ট্যারাও রয়েছে।

'যাও, একটু শায়েস্তা হয়ে এস,' বলল সে।

কোমরে হাত রেখে দাঁড়াল এরফান। 'তোমারটা এখনই নিয়ে যাও,' আমন্ত্রণ জানাল সে। গ্রহণ করল না দেখে হেসে ভিতরে ঢুকল।

ভিতরে ঢুকেই মনেমনে একটা ধাক্কা খেল এরফান। চীফের সামনেই ফ্যাকাসে মুখে দাঁড়িয়ে আছে অ্যানিটা। কয়েক ফুট দূরেই ভীত চোখে সিলভার। অ্যানিটার উপস্থিতিতে বোঝা যাচ্ছে ব্যাপার অনেক দূর গড়িয়েছে। তাকে সাবধান থাকতে হবে। নতুন যারা ঘরে ঢুকল তাদের দিকে

ক্রিল স্যাটান।

'কি খবর?' কনার্ডের ওপর খেঁকিয়ে উঠল সে।

'গতরাতে আটটার দিকে ওকে মাতাল অবস্থায় কামরায় শুইয়ে দেয়া হয়েছিল। এইমাত্র বার্ক ওকে ডেকে তুলেছে,' জানাল কনার্ড। 'ওর ঘোড়াটা কর‍্যালেই আছে—ওই ঘোড়ায় ইদানীং কেউ চড়েনি।'

মাথা ঝাঁকাল স্যাটান। 'এতে তুমি ক্লিয়ার হলে, এরফান।'

'কি ব্যাপারে কথা হচ্ছে জানলে ঘটনা বুঝতে আমার কিছুটা সুবিধা হত,' শুকনোভাবে জানাল এরফান।

ঠাণ্ডা চোখে এরফানের দিকে চাইল স্যাটান। 'আমার একজন মূল্যবান অতিথিকে কিডন্যাপ করা হয়েছে,' বলল সে। 'লোকটা যে এখানে আছে তা আমি আর ওই বেঁটে বামুন ছাড়া আর কেউ জানত না। মাতাল হয়ে কথাটা এই মেয়েকে বলে দিয়েছে ও।'

'হয়ত সে নিজেই চলে গেছে।'

'অসম্ভব। এই ঘরের তিরিশ ফুট নিচে ওকে আটকে রাখা হয়েছিল। এখান দিয়ে বা ক্লিফের গায়ের জানালা দিয়ে ছাড়া ওখানে যাওয়ার আর কোন রাস্তা নেই।'

জানালার ধারে গিয়ে বাইরে উঁকি দিল এরফান। 'তুমি নিশ্চয় এই মেয়েকে ক্লিফে ওঠার দায়ে অভিযুক্ত করছ না?'

'না, কিন্তু কাজটা ওইভাবেই করা হয়েছে। নিচে তিনটে ঘোড়ার পায়ের ছাপ পাওয়া গেছে। সিলভার আমার সাথে এইখানেই ছিল।'

'তাহলে তো সে নির্দোষ,' স্বীকার করল এরফান।

মনেমনে ভীতু জানোয়ারটাকে গাল দিচ্ছে সে। নিজের চামড়া বাঁচাতে সিলভার অ্যানিটাকে ফাঁসিয়ে দিয়েছে। মেয়েটাকে আবার প্রশ্ন করল স্যাটান।

'তোমাকে সবই বলেছি আমি,' প্রতিবাদ করল অ্যানিটা। 'এই গরিলাটা আমাকে মদ দিতে বাধ্য করেছে। বেশি খেয়ে ওই বন্দী লোকটার কথা আমাকে জানিয়েছে ও। ওতে আমার কোন আগ্রহ ছিল না।'

সামনে ঝুঁকল স্যাটান, চোখে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। 'মিথ্যা বলছ তুমি,' ধমকে উঠল সে। 'তোমার প্রেমিকের মৃত্যুর শোধ তোলার জন্যেই কাজটা তুমি করেছ। কে তোমার সহযোগিতা করেছে তার নাম বল, নইলে...'

সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে দেখে একটু চমকালেও টলল না মেয়েটা। অকম্পিত চোখে স্যাটানের দিকে চেয়ে বলল, 'এর কিছুই আমি জানি না।'

পশুর মত হুঙ্কার ছেড়ে এগিয়ে গেল স্যাটান। মনে হল আঘাত করতে যাচ্ছে, কিন্তু তার বদলে ওর পরনের শার্টটা ছিঁড়ে হাঁকল, 'ঘোড়ামুখো!'

অন্ধকার দরজার পাশ থেকে এগিয়ে এল লোকটা।

'মুখ না খোলা পর্যন্ত প্রতিদিন ওকে ছয়টা করে চাবুক লাগাবে,' নির্দেশ দিল স্যাটান।

মেয়েটার চোখে আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠলেও মুখে কিছুই বলল না অ্যানিটা। ছেঁড়া শার্টটা দিয়ে বুক ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা করে একটু শিউরে উঠল।

ঘোড়ামুখো চাবুক হাতে কাজ শুরু করতে যাচ্ছে, এই সময়ে মুখ খুলল এরফান। 'ওকে পিটিয়ে তোমাদের কোন লাভ হবে না। যা সে জানে না তা কখনও বলতে পারবে না ও। তোমরা যাকে খুঁজছ আমি সেই লোক।'

কথা শেষ হওয়ার আগেই এরফানের পাঁজরে পিস্তল ঠেসে ধরল কনার্ড। 'কোন চালাকি করতে যেও না, এরফান, নইলে...'

'হ্যাঁ,' বলে চলল এরফান, 'আমিই তোমার অতিথিকে সরিয়েছি। কয়েকদিন আগে ওইসব ইঁদুরের গর্তের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে হঠাৎ সিলভারের গলার স্বর আমার কানে গেল, কৌতূহলী হয়ে ওর কথা আমি শুনে ফেলি। আমিই ক্লিফ বেয়ে উঠে জানালার পর্দার আড়ালে লুকিয়েছিলাম। তুমি যখন ওর সাথে দেখা করতে যাও তখন আমি ওখানেই ছিলাম।'

'ক্রিসমাসের কসম, তোমার পিঠের ছাল তুলে নেব আমি।' ঘোড়ামুখোকে ইঙ্গিত দিল সে।

'একটা কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ, স্যাটান, আমি পেড্রোর মত নই বা নারীও নই। চাবুক মারলেও আমার মুখ থেকে কোন কথা বের করতে পারবে না তুমি। আমি যদি মারা পড়ি মনে রেখ তোমার বন্ধু রুড রাস্বলের দেখা আর তুমি পাবে না।'

নামটা উচ্চারণ করায় ঝট করে মুখ তুলে চাইল চীফ। একটু ইতস্তত করে সে বলল, 'কনার্ড, তুমি আর ঘোড়ামুখো এখন যেতে পার। মেয়েটা-

কেও সাথে নিয়ে যাও, ও-যেন শহর ছেড়ে কোথাও না যায়।'

ওরা সার বেঁধে বেরিয়ে গেল। অ্যানিটাই লীড করল, কিন্তু এরফানকে পেরিয়ে যাবার সময়ে কোন কথা বলল না বা আড়চোখেও তাকাল না। ওরা বিদায় হওয়ার পর সিলভারের দিকে ফিরল স্যাটান।

'বোঝা যাচ্ছে গোপনীয়তা রক্ষা করতে পারনি তুমি,' বলল সে। 'নিজের পোস্টে ফিরে যাও, নইলে...'

নিজের পিস্তলের বাঁটে হালকা একটা চাপড় মারল চীফ। ওটা কি কোন সংকেত? ভাবল এরফান। দরজা খোলা আর বন্ধ হওয়ার আওয়াজ ওর কানে এল। কিন্তু এতে ধোঁকা খেল না—সে জানে সিলভারের 'পোস্ট' ওই ছবিটার পিছনে। নিজেকে সংযত করে ফেলেছে চীফ।

'যা ঘটেছে এটা সত্যিই খুব দুঃখজনক ঘটনা,' শুরু করল সে। 'যাকে তুমি মুক্তি দিয়েছ ওই লোকটা নিজের ভালর জন্যেই এখানে ছিল। নিজের ছেলেকে হত্যার দায়ে বেন হপার ওকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। তোমার কাছে খোলাখুলিই স্বীকার করছি খুনটা আমিই করেছি—কিন্তু আমি জানি ওদের মধ্যে শত্রুতা ছিল বলে দোষটা ওর ঘাড়েই পড়বে। আমার দোষে ও শাস্তি পাক এটা আমি চাই না।'

'কিন্তু এতে তোমার কালিটা মুছে যেত,' মন্তব্য করল এরফান।

'কথাটা সত্যি, কিন্তু লোকটা আমার বন্ধু।'

'তাহলে অবশ্য ভিন্ন কথা,' স্বীকার করল জেসাপ। 'আমি শুধুশুধুই এত ঝামেলা পুহিয়ে একটা ভুল কাজ করে বসলাম। কিন্তু আমার ধরনটাই ওই। একবার মাথায় কিছু ঢুকলে কিছু না ভেবেই ঝাঁপিয়ে পড়ি। আমার বোঝা উচিত ছিল লোকটা ওখানেই সুখে আছে।'

'ওর সাথে আমার কথাবার্তাতেই সেটা পরিষ্কার হওয়া উচিত।'

'বিশেষ শুনতে পাইনি—আর এত কষ্ট করে ক্লিফ বেয়ে ওঠার পর খালি হাতে ফিরতেও চাইনি। ওকে কিছু বলার সুযোগই আমি দিইনি।'

'কে তোমাকে সাহায্য করেছে?'

মাথা নাড়ল এরফান। 'সেটা বলব না। তবে সে তোমার কোন লোক নয়। আর ঘোড়া আনা ছাড়া কিছুই করেনি ও।'

এ-ব্যাপারে আর কোন চাপ না দেয়ায় অবাক হল এরফান। 'র‍্যাবল এখন কোথায়?'

'জানি না—ওকে ছেড়ে দিয়েই আমাকে বলতে এসেছ।'

'তুমি যে কেন এতে জড়াতে গেলে বুঝলাম না,' কোমল স্বরে বলল স্যাটান।

'সেটা আমি নিজেও জানি না। আচ্ছা, মিস্টার র‍্যাবলকে আমি আবার ফিরিয়ে আনতে পারলে কেমন হয়?'

'খুব ভাল হয়। ওকে নিয়ে আমি দুশ্চিন্তায় আছি। লোকটা শেরিফের হাতে পড়লে বেকায়দা অবস্থা দাঁড়াবে।'

'হ্যাঁ, ওর জন্যে খুবই খারাপ হবে,' হাসল এরফান। 'আমার ওপর এর ভার ছেড়ে দাও।'

বাইরে বেরিয়ে একটা বড় শ্বাস নিল এরফান। তারপর তামাক কিনতে দোকানে ঢুকল।

একটু পরে সিলভারও দোকানে হাজির হল। ছয় বাক্স কার্তুজ কিনে এরফানের দিকে একটা নির্লিপ্ত চাহনি দিয়ে প্রস্থান করল সে।

'এত গুলি দিয়ে ও কি করবে?'

'ওগুলো চীফের জন্য,' জানাল দোকানি। 'থারটি এইট গুলি একমাত্র সে-ই ব্যবহার করে। অনেক কার্তুজ লাগে ওর—সিলভার বলে সে নাকি রোজ প্র্যাকটিস করে।'

নতুন একটা চিন্তা এরফানের মাথায় এল। বেন হপারের সাথে আবার দেখা হলে ওকে প্রশ্ন করবে সে।

ওদিকে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে বসে আছে স্যাটান। আবারও এরফান ওকে ভাবিয়ে তুলেছে। লোকটা কি সত্যিই অন্ধের মত কাজটা করেছে, নাকি...? তার পরিচয়টা এখনও ফাঁস হয়নি—কিন্তু হার্ভি মুক্ত থাকার মানেই বিপদ।

অবশ্য ডাবল কে-তে ওর মুখ দেখাবার সাহস হবে না। ডাবল ডায়মণ্ড আর রেড রকেও একই অবস্থা। ওকে লুকিয়েই থাকতে হবে। এরফান যদি জানে হার্ভি কোথায় আছে, তবে ওকে অনুসরণ করলেই হার্ভির খোঁজ পাওয়া যাবে। সিলভারকে ডেকে ছায়ার মত এরফানের পিছনে লেগে থাকার নির্দেশ দিল সে।

সিলভার বেরিয়ে যেতেই বনি ডেলওরেস চীফের ঘরে ঢুকল। এইমাত্র ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে এসেছে মেয়েটা। ছড়িটা টেবিলের ওপর রেখে চেয়ারে

বসল সে।
'উহু, বাইরে ভীষণ গরম,' বলল বনি।
'তাহলে ডাগআউট থেকে ঘুরে এলে তুমি?'
চমকে উঠল সে। 'কে—?' শুরু করেই থেমে হাসল। 'অবশ্যই, তোমার কাছে সব খবরই পৌঁছায়।'
'আমি আবছাভাবে দেখতে পাচ্ছি ডাবল কে র‍্যাঞ্চের কারও সাথে ওখানে তোমার দেখা হয়েছে।'
এবারেও বোঝা গেল স্যাটানের কথাই ঠিক। 'হ্যাঁ, স্টোরে জুলিয়ার সাথে দেখা হয়েছিল। আমি যেন ওখানে নেই এমন একটা ভাব দেখিয়ে বেরিয়ে গেল।'
হাসল স্যাটান। 'মেয়েটা হয়ত আমাদের বন্ধুত্বের কথা জানে। ওর যদি এখনও আমার প্রতি দুর্বলতা থাকে...' বনির ভুরু সামান্য কুঁচকাতে দেখে সে এবার মিথ্যা বলল। 'অনেকদিন ওর সাথে আমার দেখা নেই—মেয়েটা নিশ্চয় খুব সুন্দরী।'
বনিকে চোট দিতে চাইছে স্যাটান। যেকোন রকম নিষ্ঠুরতাতেই লোক-টা আনন্দ পায়।
'হ্যাঁ, মেয়েটা সুন্দরী,' নিরস কণ্ঠে বলল বনি। 'তুমি ত্যাজ্য হওয়ার পর এখন র‍্যাঞ্চটা নিশ্চয় ও-ই পাবে? ওটা কি ভাল র‍্যাঞ্চ?'
'ঘোড়ার পিঠে এখান থেকে যেকোন দিকে দু'দিন চললেও এত ভাল র‍্যাঞ্চ আর চোখে পড়বে না।'
'তাহলে ওকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে ওটা ছেড়ে দিলে কেন?'
'নিজের বৌ আমি নিজেই বেছে নিতে চাই।' হিংস্রভাবে ঠোঁট উল্টাল স্যাটান। 'সন্দেহ নেই ভুল হয়েছে, কিন্তু ভুল শুধরান সম্ভব।'
কথার মানেটা পরিষ্কার। চেষ্টা করেও রাগ সামলাতে পারল না বনি। ওর গাল দুটোয় লালচে রঙ ধরল।
'তোমার যা রেকর্ড তাতে কি সে তোমাকে গ্রহণ করবে ভেবেছ?'
'সত্যিকার ভালবাসা সবই জয় করতে পারে,' ব্যঙ্গ করল সে। 'উপায় একটা হবেই—ক্ষমাও পাওয়া যাবে।'
'একদিন আমি হয়ত কথাটা তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেব,' জবাব দিয়ে ছড়িটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল বনি।

হার্ভির মৃতদেহ পাওয়া গেলে স্যাটানের চ্যাপটার শেষ—রুড রাসেল মুক্ত আর ধনী লোক হিসেবে নির্বিঘ্নে জীবন কাটাতে পারবে। চমৎকার প্ল্যান। কিন্তু তার আগে হার্ভিকে আবার হাতের মুঠোয় পেতে হবে, নইলে...ইতিমধ্যেই ওর ধূর্ত মগজে আর একটা চতুর প্ল্যান দানা বাঁধছে।

ডাবল ডায়মণ্ডে এসে হার্ভির মনে হচ্ছে আর একটা জেলে ঢুকেছে। কাউ-কেই চেহারা দেখাতে পারছে না। আউটফিটের সবাই একজন অতিথির উপস্থিতির কথা জানে, কিন্তু ওদের মুখ খোলা বারণ। রাঁধুনী ছাড়া আর কারও সাথেই ওর দেখা হয় না।
'আচ্ছা, যাকে এরফান বলে ডাকলে ওই কাউবয়টা কে? আর বাবা ওকে বরখাস্ত করার পরও কেন সে হেল সিটির বিরুদ্ধে লড়ছে?' প্রশ্ন করল হার্ভি।
ওয়াইলি এরফান সম্পর্কে যা জানে বলল। 'ওর ধারণা স্যাটান ওকে গরু চুরির মিথ্যা দায়ে ফাঁসিয়েছে—তাই শোধ তুলতে চায়।'
'পাঁচশো গরু ফিরিয়ে দেয়া আর তিরিশ হাজার ডলার হাইজ্যাক করি-য়াও কি সেই ঋণ শোধ হয়নি? আবার ভোমরার চাকে ফেরার কি দরকার ছিল? আর কি চায় ও?'
'ওই লাল মুখোশধারীকে শেষ করতে চায়,' বিষণ্ণ সুরে বলল ওয়াইলি।
দু'দিন বন্দীর মত র‍্যাঞ্চে কাটিয়ে হাঁপিয়ে উঠল হার্ভি। তৃতীয় দিন সকালে বাইরে বেরোনর পথে র‍্যাঙ্কারকে থামাল সে। 'ওয়াইলি, আমার একটা টাট্টুর দরকার,' জানাল ক্রুপ। র‍্যাঙ্কারকে ইতস্তত করতে দেখে আবার বলল, 'আমি পালিয়ে যাচ্ছি না। দু'বছর একটা গুহায় বন্দী থাকার পর কি ঘোড়ায় চড়ে একটু ঘুরে বেড়ানর সাধ মনে জাগে না?'
জীবনের বেশিরভাগ সময় যার জিনের ওপরই কেটেছে তার এই অনুভূতি না বোঝার কথা নয়। মানা করতে পারল না ওয়াইলি। 'তবে তোমার ভালর জন্যেই বলছি, দক্ষিণে যেও,' সাবধান করল সে। 'ডাবল কে-র ওদিকে গেলে বিপদ ঘটতে পারে।'
'আমি আড়ালেই থাকব,' কথা দিল হার্ভি।
তবু, ঘণ্টাখানেক পরে সে যখন ঘোড়ার পিঠে বেরোল, একটা অদৃশ্য আকর্ষণ ওকে ডাবল কে-র দিকেই টেনে নিয়ে চলল। কিছুক্ষণের মধ্যেই

পরিচিত সীমানার চিহ্ন দেখে বুঝল বাবার জমিতে এসে পড়েছে ও।

ফিরতি পথ ধরতে যাবে, এইসময়ে ক্যাকটাস আর কাঁটা ঝোপের আড়াল থেকে একটা ঘোড়া প্রচণ্ড বেগে ছুটে বেরিয়ে এল। ঘোড়ার আরোহী একজন মহিলা। চেষ্টা করেও ঘোড়াটাকে থামাতে পারছে না মেয়েটা। এক ফালি চামড়া ঝুলতে দেখে কারণটা বোঝা গেল—লাগাম ছিঁড়ে গেছে।

স্পারের খোঁচা দিয়ে ঘোড়া ছুটাল হার্ডি। স্যাডল হর্নের সাথে দড়ির কয়েলটা নেই দেখে বিড়বিড় করে একটা গাল বকল সে। একগজ একগজ করে ছুটো ঘোড়ার মধ্যে দূরত্ব কমে আসছে। এবার ঘোড়া ছুটো পাশাপাশি ছুটছে। ঝুঁকে মেয়েটার ঘোড়ার লাগাম ধরে ফেলল তরুণ। নিজের কব্জির সাথে লাগাম পেঁচিয়ে ঘোড়ার গতি মন্থর করল। ধীর টানে শেষ পর্যন্ত মেয়েটার ঘোড়া থেমে দাঁড়াল।

হাঁপাতে হাঁপাতে মুহূর্তের জন্য জুলিয়ার রোদে পোড়া সুন্দর মুখের দিকে চাইল হার্ডি। বাতাসে কোঁকড়া চুল উড়ছে। এই মেয়েটাকেও সে হারিয়েছে—উপলব্ধিটা বড় বেশি করে বাজল ওর বুকে। মনে হল পৃথিবীতে এর চেয়ে দামী আর কিছু নেই।

'তুমি?' তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল জুলিয়া। 'তোমার মুখোশটা কি করেছ?'

'ওই জিনিস আমি কখনও পরিনি,' শান্ত স্বরে বলল সে।

'কথাটা সত্যি?'

'মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস আমার কখনই ছিল না, জুলিয়া।'

'তাহলে তুমি—'

'না, আমি হেল সিটির চীফ নই—যদিও বাবা তাই বিশ্বাস করে,' তিক্ত স্বরে বলল হার্ডি।

'আমরা সবাই তাই বিশ্বাস করেছিলাম,' কোমল স্বরে স্বীকার করল মেয়েটা। 'এমন কি আমিও—ওর সাথে কথাও হয়েছে আমার।'

'এটা কবেকার ঘটনা?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করল তরুণ।

ঘটনা খুলে বলল জুলিয়া। দেখল শুনতে শুনতে হার্ডির চোয়াল দৃঢ় হল। 'আমি ভেবেছিলাম তুমিই বদলে গেছ। নিশ্চয় লোকটা তোমাকে ভাল করেই চেনে।'

'ওর আমাকে চেনা এখনও অনেক বাকি রয়েছে,' প্রতিজ্ঞা করল হার্ডি। 'এই মুহূর্তে হাত-পা বাঁধা।' প্রশ্নটা আন্দাজ করল তরুণ। 'রেড রকে শেরিফের ছেলেকে গুলি করার অপরাধে আমি ওয়ানটেড।'

'ওহ, হার্ডি,' শ্বাস ছাড়ল মেয়েটা। 'তুমি কিছুতেই এমন—'

'জানি না,' বিষণ্নভাবে বলল সে। 'আমাদের ঝগড়া হয়েছিল, আমি মাতালও ছিলাম।' দোষ ঢাকার চেষ্টা করল না ও। 'ওই রাতে কি ঘটেছিল কিছুই আমার মনে নেই। রাস্বল বলল কাজটা আমিই করেছি। প্রতিবাদ করার উপায় আমার ছিল না। আমাকে সরিয়ে নিয়ে গুহার ভিতর আটকে রেখেছিল সে। আমার নামে মিথ্যা বদনাম হওয়ার ব্যাপারে আমি কিছুই জানতে পারিনি। ওহ, সব কিছুই একেবারে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছি আমি।'

মেয়েটার চোখ ছুটো সজল হয়ে উঠল। 'সবই আবার ঠিক হয়ে যাবে, হার্ডি,' সান্ত্বনা দিল সে। 'তোমার বাবার জন্য এটা একটা দারুণ খবর হবে—তোমাকে সাহায্য করবে সে। কঠিন আঘাতে শক্ত হয়ে গেছে তার মন, কিন্তু--'

'ওকে এখনও কিছু জানান যাবে না,' বাধা দিয়ে বলল হার্ডি। 'নিজের বিপদ নিজেই ডেকে এনেছি আমি—উদ্ধারের ব্যবস্থাও আমাকেই করতে হবে। কথা দাও তুমি নীরব থাকবে, জুলিয়া, নইলে আমি দেশ ছেড়ে চলে যাব—আর ফিরব না।'

বিষণ্নভাবে একটু হাসল মেয়েটা। এই তার সেই পুরনো হার্ডির আসল মূর্তি, আধিপত্য করবে—ছেলেবেলা থেকেই সব ওর নিজের পছন্দ মত হওয়া চাই। এটা কোন মিথ্যা হুমকি নয়।

'ঠিক আছে,' বলল জুলিয়া। 'কোন প্ল্যান করেছ?'

'না, আমি এরফান জেসাপ নামের লোকটার ওপর নির্ভর করছি। সে-ই আমাকে হেল সিটি থেকে উদ্ধার করেছে। মানুষটা অদ্ভুত।'

'মেয়েলী উপলব্ধির ওপর তোমার যদি কোন শ্রদ্ধা থাকে তবে ওকে বন্ধু বলে মেনে নিও,' উপদেশ দিল জুলিয়া। 'ওর ওপর আমার আস্থা আছে।'

'তোমার কাছ থেকে এমন শক্ত সুপারিশের পর স্বয়ং ডেভিলকেও মেনে নিতে আপত্তি হবে না আমার,' হাসল সে। তারপর ঘোড়ার পিঠ থেকে

নেমে বলল, 'তোমার ঘোড়ার মাথার সাজটা একটু ঠিক করে দেয়া দরকার।' কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে। একটু ফুরসত হতেই মুখ তুলে চেয়ে বলল, 'ক্রিসমাসের কসম, তোমার সাথে দেখা হয়ে খুব ভাল লাগছে। এও সম্ভব ভাবিনি, কিন্তু তুমি আগের থেকেও সুন্দর হয়েছো।'

লজ্জার আভা ফুটে উঠল জুলিয়ার গালে। 'আমার জীবন বাঁচানর জন্য ধন্যবাদটাও তোমাকে জানান হয়নি,' বলল সে। 'ঘোড়াটা ভয় পেয়ে সোজা ওই কাদাময় জলাভূমির দিকেই ছুটেছিল।'

'আমাকে ধন্যবাদ দেয়ার কোন দরকার নেই তোমার,' আন্তরিকতার সাথে জানাল হাভি। 'এখন লাগামটা ঠিক করে দিয়েছি, আর কোন অসুবিধা নেই।'

ঘোড়ার ব্র্যাণ্ডটা লক্ষ্য করে জুলিয়া প্রশ্ন করল, 'তুমি আপাতত ওয়াইলির ওখানেই উঠেছ ?'

'হ্যাঁ। তুমি আবার এই পথে এলে হয়ত আমাদের আবার দেখা হতে পারে।'

'হয়ত আমি আসব,' বলে হাসল জুলিয়া।

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে রওনা হয়ে গেল হাভি। ওদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে জুলিয়াও বাড়ির পথ ধরল। ওর ঠোঁটে একটা প্রার্থনা—আর হৃদয়ে গান।

একুশ

'গতকাল সকালে সত্যিই তুমি বাইরে যাওনি ?' জিজ্ঞেস করল র‍্যাটারি।

'বললাম তো যাইনি,' জবাব দিল স্যাটান। 'কেন ?'

'মনে হল তোমাকে জুলিয়া ক্রুপের সাথে রেঞ্জে কথা বলতে দেখলাম,' ব্যাখ্যা করল ফোরম্যান। 'লোকটা দেখতে তোমারই মত, কিন্তু ওর মুখে কোন মুখোশ ছিল না—আর ওর ঘোড়াটাও কালো ছিল না।'

'ব্যাস, এইটুকুই দেখেছ ?'

'কাছে ঘেঁষতে পারিনি—জায়গাটা খোলামেলা। কিন্তু লোকটাকে বিদায় নেয়ার সময়ে হাতে চুমো খেতে দেখলাম।'

পাথুরে চোখ দুটো মুহূর্তের জন্য জ্বলে উঠল। অল্পক্ষণ নীরবতার পর

স্যাটান রুক্ষ কণ্ঠে বলল, 'কর্নেল কি এখনও প্রতি সপ্তাহে ডাগআউটে যায় ?'

'নিশ্চয়, আগামীকাল সকালেই তার যাওয়ার কথা।' একটু অস্বস্তি ফুটে উঠল ফোরম্যানের চেহারায়। 'তুমি কি করতে চাও, হাভি ?'

নাম ধরে ডাকায় স্যাটানের চোখ দুটো আবার জ্বলে উঠল। 'তোমাকে কিছু জানানর দরকার মনে করলে জানাব—বিশ্বাসঘাতক,' অবজ্ঞার সাথে জবাব দিল সে।

লোকটার ওপর প্রচণ্ড রাগ নিয়ে বেরিয়ে এল র‍্যাটারি। সুযোগ পেলেই স্যাটান তাকে অপমান করে।

রাস্তার মাথায় এসে একটা লম্বা লোকের সাথে ধাক্কা খেল র‍্যাটারি। তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গিয়ে অল্প আলোতেও লোকটাকে চিনতে পারল—এরফান জেসাপ।

'কি খবর, এ যে দেখছি আমার পুরনো বন্ধু, লোগান,' বলল সে।

'বোকার মত নাম উচ্চারণ ক'রো না,' মুখ খিঁচিয়ে জবাব দিল র‍্যাটারি।

আড়ষ্ট হল জেসাপ। 'তুমিও আজেবাজে শব্দ ব্যবহার ক'রো না,' ধমকে উঠল সে। 'এখন তুমি আমার ফোরম্যান নও—তাছাড়া আমাদের শেষ দেখায় তুমি আমাকে ফাঁসি দিতে চেয়েছিলে বলেও আমার মনে পড়ছে।'

এরফান হঠাৎ খেপে ওঠায় অস্বস্তি বোধ করছে র‍্যাটারি। শেষ দেখায় ওর বিদ্যুৎ গতিতে পিস্তল বের করার কথা ফোরম্যান ভোলেনি। বুচের মৃত্যুও এরফানের হাতেই ঘটেছে—আর হেল সিটিতে কোন আইনেরও বালাই নেই।

'কি বলছ তুমি ? আমি তো কেবল আদেশ পালন করছিলাম,' বলল সে। 'তোমাকে রাতের বেলাই ছেড়ে দেয়ার ব্যবস্থা করতাম—কিন্তু তুমি নিজেই ব্যবস্থা নিলে।'

'নিশ্চয়—কারণ গলাটা আমার,' বলল জেসাপ। 'হতে পারে পরলোক আরও সুন্দর জায়গা, কিন্তু এত জলদি সেটা জানার আগ্রহ আমার মোটেও নেই। ভাল কথা, ওই গরুগুলোর ব্যাপারে একটা মজার গল্প শুনলাম—ডাবল ডায়মণ্ডের লোক নাকি তোমাদের ওপর টেক্কা মেরে স্যাটানের লেজ

ভাল মত মুচড়ে দিয়েছে ?'

গলার স্বর একটুও নামায়নি এরফান। র‍্যাটারি যে বিব্রত তা ওর চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

'ঈশ্বরের দোহাই একটু আস্তে বল, সে শুনে ফেলবে।'

দরজার কাছ থেকে একটা গমগমে কণ্ঠস্বর ওদের কথায় বাধ সাধল। 'এই, জেসাপ, তোমার কথা শেষ হলে চীফ তোমাকে দেখা করতে বলে-ছে।'

'সর্বনাশ, তোমাকে আগেই বলেছিলাম,' বলল র‍্যাটারি।

হাসল এরফান। 'শুনতে পেলে সে আরও শুনত। এখন লক্ষ্মী ছেলের মত ডাবল কে-তে ফিরে যাও, র‍্যাট, তোমার নার্ভে এই খেলা পোষাবে না।'

জবাবের জন্য অপেক্ষা না করে সিলভারকে অনুসরণ করল জেসাপ। স্যাটানের প্রথম প্রশ্নে অবাক হল না সে।

'র‍্যাটারির সাথে কি কথা হল তোমার ?'

'গরু ফেরত দিয়ে যাওয়ার মত স্মার্ট প্রতিবেশী থাকায় আমি ওর প্রশংসা করছিলাম,' বলে হাসল এরফান।

'বেশ কিছু টাকা হারালেও কি তোমার আনন্দ হয় ?'

'নিজের ক্ষতি হলেও যারা হাসতে পারে তাদেরই শেষ পর্যন্ত জিত হয়,' দার্শনিক জবাব এল।

'হ্যাঁ, সুন্দর কথা, সন্দেহ নেই,' মুখ বিকৃত করে বলল স্যাটান। 'তবে বেশি হেসে ক্লান্ত হয়ে পড় না। হেল সিটিতে তোমার উপস্থিতির সুফল আমরা কবে পাব ?'

'গরুর পালটা তো আমিই তাড়িয়ে এনেছিলাম—তুমি নিজেই আমাকে একথা বলেছ। ওগুলো আবার খোয়া গেলে সেটা কি আমার দোষ ?' উদ্ধত স্বরে বলল জেসাপ। 'তোমার হয়ে বুচকেও আমি শেষ করেছি।'

'নিজের জন্য—তোমার জীবন বাঁচাতে কি করলে—রুড র‍্যাম্বল কোথায় ?'

এরফানের চেহারা থেকে হালকা ভাবটা মুছে গেল। 'জানি না,' স্বীকার করল সে। 'ওর কোন চিহ্নই দেখতে পাচ্ছি না ; মনে হয় লোকটা দেশ ছেড়ে ভেগেছে।'

মাথা নাড়ল চীফ। 'গতকাল সকালে একজন লোককে ডাবল কে রেঞ্জে জুলিয়া ক্রুপের সাথে কথা বলতে দেখা গেছে।'

যথার্থই আশ্চর্য হল জেসাপ। 'শয়তান ! কিন্তু সে কি মেয়েটাকে চেনে ?'

'না, হয়ত হঠাৎই দেখা হয়েছে ওদের,' জবাব দিল স্যাটান। 'তোমার ওকে ফিরিয়ে আনতেই হবে। যদি ব্যর্থ হও...'

কথাটা শেষ করল না সে। কিন্তু গলার স্বরে হুমকি সুস্পষ্ট। বেরিয়ে এল এরফান। একা বসে র‍্যাটারির আনা খবরটার কথাই ভাবছে স্যাটান।

'মেয়েটা হয়ত এতকিছুর পরেও ওকে ভালবাসে,' ক্রোধের সাথে বলল সে। 'ভাল, কিন্তু অপেক্ষা কর, বন্ধু, আমি এমন ব্যবস্থাই নেব যে ভাল-বাসা ঘৃণায় পরিণত হবে। প্রত্যেকটা মানুষ তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে—তোমার নাম শুনে মেয়েরা শিউরে উঠবে।'

জ্বালাময়ী জিহ্বা থাকা সত্ত্বেও কর্নেল কেনেথ ডাগআউটে খুব জনপ্রিয়। ওই এলাকার সবথেকে বড় র‍্যাঞ্চার আর সৎলোক হওয়ায় লোকজন তাকে পছন্দ করে।

সপ্তাহের প্রয়োজনীয় বাজার করে স্থানীয় লোকজনের সাথে ব্ল্যাক জশের বারে গল্পগুজবের সাথে হুইস্কি খাচ্ছে। সেলুনে উপস্থিত সবাই কেনেথের অতিথি।

'কর্নেল, তোমাকে নিয়মিত আমাদের মাঝে পাই বলে আমরা আন-ন্দিত।' নিজের গ্লাস উঁচু করে লিয়াম আরও বলল, 'আমরা তোমার স্বাস্থ্য কামনা করে পান করছি।'

সম্ভ্রমের সাথে কুর্নিশ করল কর্নেল। 'বন্ধুরা আমার,' নাটকীয় ভঙ্গিতে শুরু করল সে। 'আমি—'

দরজার কাছ থেকে একটা কর্কশ হাসি শুনে থামল সে। একজন কাউবয় পোশাক পরা লোক দাম্ভিকভাবে ভিতরে ঢুকল, ওর পিছনে আরও জনা-ছয়েক লোক। একমাত্র লীডার ছাড়া আর সবার হাতেই খোলা পিস্তল। সবার আগে ব্ল্যাক জশই ওদের দেখেছে— মুহূর্তে ওর চেহারা থেকে হাসি মুছে গিয়ে ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠল। ওই লাল মুখোশধারী আর তার সঙ্গী-দের সে আগেও দেখেছে। র‍্যাঞ্চারের কোটের হাতা খামচে ধরে সে তোতলাল :

'তুমি বলেছিলে পেগির সাথে কথা বলবে, স্যাম্। এদিক দিয়ে ঘুরে এলে—'

কর্নেলের কঠোর দৃষ্টির নিচে ওর বাকি কথা হারিয়ে গেল। হাত ছাড়িয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে স্বাভাবিক স্থির গলায় বলল, 'বন্ধুরা, আমি তোমাদের ধন্যবাদ জানাই। এইবার অনুষ্ঠানে আমরা সাধারণত ডাগআউটের সমৃদ্ধি কামনা করেই পান করি। কিন্তু বদমায়েশের আস্তানা হেল সিটির ধ্বংস কামনা করে পান করাও একই কথা হবে।'

গ্লাস উঁচু করল কেনেথ, কিন্তু চুমুক দেয়ার আগেই একটা বুলেটের আঘাতে গ্লাসটা চুরমার হয়ে গেল। মুখোশ পরা লোকটা সাপের ছোবলের মত দ্রুত পিস্তল তুলেই গুলি ছুঁড়েছে। কুৎসিত ভেঙচি কাটার ভঙ্গিতে এখন ওর দাঁতগুলো ঠোঁটের আড়াল থেকে বেরিয়ে পড়েছে। হাতে ধূমায়িত পিস্তল। হাত থেকে গ্লাসের ভাঙা টুকরোটা ফেলে রুমালে হাত মুছে শান্ত কণ্ঠে কর্নেল বলল, 'একই জিনিস আরেকটা দাও, জশ।'

হেঁড়ে গলায় সবাইকে সাবধান করল কনার্ড। 'সবাই স্থির থাক—আমি কিন্তু গ্লাস ভাঙব না।'

আতঙ্কিতভাবে ড্রিঙ্ক ঢেলে বাড়িয়ে দিল ব্ল্যাক জশ। ওর হাত দারুণ রকম কাঁপছে—প্রায় অর্ধেক মদই চলকে পড়ে গেল। র‍্যাকার ধীর গতিতে গ্লাসটা মুখের কাছে তুলে সবটুকু একবারে পান করে বারের ওপর গ্লাস নামিয়ে রাখল। বিদ্রূপ করে হেসে উঠল মুখোশধারী।

'শেক্সপীয়ার বলেছে, "পৃথিবীটা একটা নাট্য-মঞ্চ," কথাটা মনে রেখেছ তুমি,' খোঁচা দিল সে। 'সত্যিকার পুরুষ হলে তুমি আমাকে গুলি করে ফেলে দিতে।'

'দুর্ভাগ্য, আমিই তোমাকে এই পৃথিবীতে এনেছিলাম, ফাঁসির জল্লাদের হাতেই তুমি ধরা থেকে বিদায় নাও, এটাই আমি দেখতে চাই।'

'কিন্তু সে সৌভাগ্য তোমার হবে না।'

'তাহলে আমাকে খুন করতেই তুমি এসেছ? ভাল—তোমার রেকর্ড খুব সুন্দর দৃষ্টান্ত রাখবে—পিতৃহত্যা।'

তীক্ষ্ণ খোঁচায় যুবকের মাথায় রক্ত চড়ে গেল। 'ক্রিসমাসের কসম!' চিৎকার করে উঠল সে। 'এর জন্যে আসলে কে দায়ী? তুমি যদি এতই ভাল তবে তোমার বৌ নিশ্চয় অসতী ছিল—নইলে আমি জন্মালাম কি-

ভাবে?'

অশ্লীল ইঙ্গিতে কর্নেলের মুখটা রাগে লাল হয়ে উঠল। মনে হল যেন সে স্যাটানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

'পিস্তল ড্র ক'রো, বেজন্মা,' হুঙ্কার দিল স্যাটান।

বিষাক্ত অপমানেও ফল হল না। হেলান দিয়ে হাত ভাঁজ করল র‍্যাকার। মুহূর্তে গুলি ছুঁড়ল স্যাটান। দর্শকদের সামনে বুড়ো লোকটা ভারি বুলেটের আঘাতে টলে উঠল। অন্ধের মত বার ধরে ফেলার চেষ্টা করে মেঝেতে পড়ে স্থির হয়ে রইল। দুর্ঘটনাটা এত দ্রুত ঘটে গেল যে এক মুহূর্ত কেউ নড়ল না। তারপর কালো লোকটা বিষাদে আর্তনাদ করে দেহটার পাশে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

'সবাই পিছিয়ে দাঁড়াও,' ধমকে উঠল স্যাটান। 'এখন আর তোমরা ওকে কোন সাহায্য করতে পারবে না, ছাগলের দল। বগলের তলায় লুকান পিস্তল বের করার চেষ্টা না করলে সে প্রাণ খোয়াত না।'

ব্ল্যাক জশ মুখ তুলে চাই; প্রচণ্ড দুঃখে ভয় ভুলে গেছে। 'ওখানে কোন পিস্তল নেই ওর—কখনও থাকত না,' ভাঙা স্বরে চিৎকার করে উঠল সে।

জশের মন্তব্য উপেক্ষা করে স্থির দেহটার দিকে একবার সন্তুষ্ট দৃষ্টিতে চেয়ে লিয়ামের দিকে ফিরল স্যাটান। 'তোমার ওপরই ওকে কবর দেয়ার ভার দিলাম। যদি না কর—'

'আমরা ব্যবস্থা করব,' জবাব দিল দোকানি। তারপর তিক্ত স্বরে আবার বলল, 'তোমার অংশ তুমি করেছ।'

'উদ্ধত হয়ো না,' খেঁকিয়ে উঠল স্যাটান। 'এখন আমিই ডাবল কে-র ন্যায্য মালিক, এবং—'

'তোমার কেনাকাটার জন্য তুমি অন্য কোথাও যেতে পার,' সরাসরি উত্তর দিল লিয়াম। 'চুরির টাকায় ব্যবসা না করলেও ডাগআউটের চলবে।'

চীফের হাতের মুঠো শক্ত হলো। ইম্পরা তার আদেশের অপেক্ষায় প্রস্তুত—যেকোন মুহূর্তে গোলাগুলিতে সব ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আদেশ এল না।

'ডাগআউটের লোকজন নিজের স্বার্থেই সাবধান হও, নইলে একদিন ভোরে দেখা যাবে এর কোন অস্তিত্বই নেই।' হুমকি দিয়ে দলবল নিয়ে

সেলুন ছেড়ে বেরিয়ে গেল স্যাটান।

ওরা চলে যাবার সাথেসাথে হাতের ইশারায় আর সবাইকে কাছে ডাকল জশ। 'কর্নেল মরেনি,' ফিসফিস করে বলল সে। 'স্যাটান যাওয়ার আগে ভয়ে বলিনি—তবে গুরুতর জখম হয়েছে।'

একটুর জন্য হার্টটাকে মিস করে দেহ ফুটো করে বেরিয়ে গেছে বুলেট। লিয়ামের ফার্স্ট-এইড সম্পর্কে কিছু ধারণা আছে। ব্যাণ্ডেজ নিয়ে ব্যস্ত হল সে।

'ওর ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে—দেহের ভিতরে রক্তপাত হচ্ছে,' ঘোষণা করল দোকানি। 'এখন আমার করার কিছু নেই; হয়ত একটা ড্রিংক খেলে শকটা কিছু কম হবে।'

কড়া মদের প্রভাবে র‍্যাঞ্চারের জ্ঞান ফিরল। কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকার পর তার ঘটনা মনে পড়ল।

'এটা—একটা—দুর্ঘটনা,' থেমেথেমে কষ্ট করে উচ্চারণ করল সে। 'সবাই মনে রেখ: আমি পিস্তলটা হাতাচ্ছিলাম—গুলি ছুটে গেছে।'

'নিশ্চয়, কর্নেল, আমরা ভুলব না,' জবাব দিল লিয়াম।

'ভাল, এবার আমাকে র‍্যাঞ্চে পৌঁছে দাও,' বলে আবার চোখ বুজল কেনেথ।

লোকজন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় গাড়িতে নেয়ার চেষ্টা করলে ঝাঁকিতেই বুলেটের বাকি কাজটুকু নির্ঘাৎ শেষ হবে। কিন্তু ব্ল্যাক জশ কিছুতেই শুনবে না।

'যে করেই হোক কাজটা আমাদের করতেই হবে,' বলল সে। 'নইলে জ্ঞান ফিরে কর্নেল যখন দেখবে সে র‍্যাঞ্চে নেই, খেপে উঠে মারাই পড়বে।'

শেষ পর্যন্ত ডাগআউটের কামার একটা সমাধান দিল। ঠিক হল স্ট্রেচারে কাঁধে করে তুলেই কর্নেলকে র‍্যাঞ্চে পৌঁছান হবে।

হেল সিটিতে ফিরে স্যাটানের সন্তুষ্ট ভাবটা বেশিক্ষণ টিকল না। বনি ডেলওরেস হন্তদন্ত হয়ে চীফের কামরায় ঢুকল। আজও তার পরনে রাইডিং স্কার্ট আর হাতে ছড়ি। চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে মেয়েটা খুব উত্তেজিত।

'ডাগআউট থেকে কি খবর আনলে?' প্রশ্ন করল চীফ।

বনির চোখ বিস্ফারিত হল। 'তোমাকে কে বলল—বুঝেছি, হয়ত ওখানে কি ঘটেছে সেটাও তুমি জান?' একটু বিরক্ত স্বরে বলল মেয়েটা।

'বল শুনি।'

'আজ সকালে কর্নেল ক্রুপ ব্ল্যাক জশের সেলুনে বসে নিজের পিস্তল নিয়ে কিছু একটা করছিল, এই সময়ে পিস্তলের বিস্ফোরণ ঘটে তার মৃত্যু হয়েছে।'

খবর শুনে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে সংযম হারাল স্যাটান। মুহূর্তে সে বুঝে নিল খুন করার আসল উদ্দেশ্যটাই তার ব্যর্থ হয়েছে।

'এই চমৎকার কাহিনীটা তোমাকে কে শোনাল?'

'মিসেস লিয়াম। তার স্বামী কর্নেলের সাথেই ছিল—সুতরাং তার অন্তত সঠিক খবর জানার কথা।'

'যাই হোক, কথাটা ডাহা মিথ্যা,' রোষের সাথে বলল চীফ। 'কেনেথ গানফাইটে মারা পড়েছে।' একটু থেমে জোর দিয়ে আবার বলল, 'আমার জানা উচিত: আমি নিজেই ওখানে ছিলাম।'

পাথরের মত চোখে সত্য কথাটা পড়ে ফেলল বনি। 'তুমি, হার্ভি?' তোতলাল সে। 'তুমি—নিজের বাবাকে—খুন করলে?'

'হ্যাঁ, যেই বাবা আমাকে দস্যু হতে বাধ্য করেছে; যে আমাকে হত্যা করার জন্য একজন খুনীকে ভাড়া করে ব্যর্থ হয়ে নিজেই সেই চেষ্টা করেছিল; সেই কেনেথকে? হ্যাঁ, আমিই গুলি করেছি ওকে—এবং খুশি মনেই আবারও তাই করব।'

স্যাটানের নিষ্ঠুর কথা শুনে অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল বনি।

'কিন্তু এখন জুলিয়া ক্রুপই সম্পত্তি পাবে! এতে তোমার কি সুবিধা হবে?'

'আরও কিছুটা কাছে এগোলাম আমি; এখন যদি মেয়েটার কিছু হয় ...' ওর ভয়ানক হাসি দেখে মেয়েটার রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে এল। 'যে-কোন ক্ষেত্রেই সম্পত্তি পাওয়ার দুটো উপায় আছে আমার; হয় জোর করে ছিনিয়ে নেব, কিংবা জুলিয়াকে বিয়ে করব। দুর্ঘটনার গল্পটা ছড়ালে আমার সাহায্যই হবে।'

'মেয়েটা রাজি নাও হতে পারে।'

'আমার ক্ষমতা সম্পর্কে তোমার কোন ধারণাই নেই, বনি,' হালকা সুরেই বলল স্যাটান। 'হেঁকড়ামিটা মানুষের কোন দুরারোগ্য ব্যাধি নয়।'

সাহস করে লোকটার চোখের দিকে চাইতে পারছে না বনি। ভয় পাচ্ছে, স্যাটানের এই জুলিয়া ক্রুপকে বিয়ে করার বাতিক যে তার সব আশা ধুলোর সাথে মিশিয়ে দিয়েছে, এটা বুঝে ফেলবে ও। যে লোকের মুখ সে কোনদিন দেখেনি তার প্রতি একটা দুর্বার আকর্ষণের কারণ বনি নিজেও বুঝতে পারে না। হয়ত তার এই ঠাণ্ডা আর হিংস্র ভাবটাই ওর বিদ্রোহী মনকে টানে।

বাইশ

সেইদিনই বিকেলে স্টোরে যাওয়ার পথে চীফের কামরা থেকে গালকাটা, ট্যারা আর ডিক্সিকে বেরোতে দেখল এরফান। জোর গলায় কথা বলে হাসাহাসি করছিল—কিন্তু এরফানকে দেখার সাথেসাথে হাসি থামিয়ে নিচু স্বরে নিজেদের মধ্যে আলাপ করল ওরা। পাশ দিয়ে এগিয়ে দোকান থেকে তামাক কিনে আবার সেলুনের দিকে ফিরল জেসাপ। কিন্তু ফেরার পথে দেখলো ওরা অদৃশ্য হয়েছে। স্যাটানের ধৈর্য নিশ্চয় প্রায় ফুরিয়ে এসেছে জেনেই সাবধান হল সে। অ্যানিটা স্কার্কের আড়ালে মুখ ঢেকে রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেল।

'কনার্ড তোমার জন্যে পাথরগুলোর পিছনে ওত পেতে বসে আছে,' এরফানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে ওর দিকে না ফিরেই নিচু স্বরে বলল মেয়েটা।

জেসাপের কোন বিকার দেখা গেল না—শুধু সিগারেট রোল করার ছলে চলার গতি কিছুটা মন্থর হল। এই নতুন পরিস্থিতি নিয়ে ভাবতে কয়েক মুহূর্ত সময় ওর দরকার। একটা ব্যাপার পরিষ্কার বুঝছে হেল সিটিতে তার বেশিদিন থাকা হয়ে গেছে। এখন আর আগের সমাদর সে পাবে না। চীফের নির্দেশ ছাড়া কনার্ড কিছুতেই এমন অ্যাকশন নেয়ার সাহস পেত না।

বিশ গজ সামনে একটা কাঠের ছাপরার অবশিষ্ট অংশ দাঁড়িয়ে আছে—ছাদ ধ্বসে পড়েছে ওটার। দেয়ালগুলো মাত্র কয়েক ফুট উঁচু। হাঁটু গেড়ে

বসলে ওখানে কিছুটা আড়াল পাওয়া সম্ভব। ঠিক উল্টোদিকেই কতগুলো ভারি পাথর পড়ে আছে। অ্যামবুশ করার জন্য ওটা ভাল আশ্রয়। রাস্তাটা খালি, তবে বিভিন্ন দরজায় কয়েকটা মাথা উঁকি দিতে দেখা যাচ্ছে। এরফান বুঝল কনার্ড তার বন্ধু-বান্ধবের ভিতর কথাটা ছড়িয়ে দিয়েছে।

আপনমনে এগোচ্ছে সে, মনে হচ্ছে যেন আশেপাশের কিছুই লক্ষ্য করছে না ও। কিন্তু ওর প্রতিটি পেশী যে-কোন মুহূর্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য তৈরি। ছাপরার কাছাকাছি পৌঁছতেই উদ্যত পিস্তল হাতে তিনজন লোক পাথরের আড়াল থেকে উঠে দাঁড়াল।

'হাত তুলে দাঁড়াও, জেসাপ; তোমাকে কাভার করে আছি আমরা,' কনার্ডের খসখসে গলা শোনা গেল।

দুই লাফে কাঠের ছাপরার আড়ালে চলে এল এরফান। ওর কানের পাশ দিয়ে বাতাস কেটে বেরিয়ে গেল তিনটে বুলেট। জবাবে পরপর দুটো গুলি ছুঁড়ল এরফান।

প্রথম গুলিতে কনার্ডের হ্যাট উড়ে গেল; দ্বিতীয়টায় ডিক্সি টলতে টলতে বেরিয়ে রাস্তার ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল। বিকেলের রোদ ওর মুঠোয় ধরা পিস্তলের ব্যারেলে পড়ে ঝিলিক দিচ্ছে।

ওদিক থেকে গালির তোড়ে বন্ধুর মৃত্যুতে ওদের অনুভূতি টের পাওয়া যাচ্ছে। গালকাটা এবার চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'এই, জেসাপ, আমাদের গুলি করে তোমার কি লাভ হচ্ছে? শহর বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, তুমি পালাতে পারবে না। তোমাকে চীফের কাছে হাজির করার নির্দেশ আছে আমার।'

'তাহলে এগিয়ে এস,' জবাব দিল এরফান। 'ব্যাঙের মত পাথরের আড়ালে বসে থাকলে কোন কাজ হবে না।'

এক পশলা গুলি ওর কথার জবাব দিল। কিন্তু পাথরের আড়াল থেকে মাথা বের করে গুলি করেই ওদের আবার ডুব দিতে হচ্ছে, তাই তাক ঠিক হচ্ছে না। এরফানের নিখুঁত শুটিঙের বিরুদ্ধে বেশিক্ষণ মাথা বের করে রাখতে সাহস পাচ্ছে না ওরা। এমনিতেই গুলি খেয়ে ট্যারা একটা কান হারিয়েছে। আর কনার্ডের কপালে গুলির ঘষা লেগেছে। অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে ও। ওরা আর ঝুঁকি নিতে রাজি নয় দেখে হাসল এরফান।

'নজর রেখো, ও যেন পালাতে না পারে,' ট্যারাকে নির্দেশ দিল গাল-

কাটা। 'অল্পক্ষণের মধ্যেই ধরা না দিলে আমি চিৎকার করে সাহায্য চেয়ে পাঠাব। তবে এমন একটা সহজ কাজেও সাহায্য নিতে হয়েছে জানলে আমাদের সম্পর্কে চীফের ধারণা খারাপ হবে।'

'সহজ কাজ, না?' কান থেকে রক্ত মুছে রোষের সাথে বলল ও। 'তুমি না বললে হয়ত উপলব্ধিই করতাম না।'

কাঠের গাদার আড়ালে নিরাপদে বসে শত্রুর ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে এরফান। এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার একটা উপায় খুঁজছে। গালকাটা আর ট্যারাকে শেষ করলেও ওদের বদলে নতুন লোক আসবে। গোটা শহরের বিরুদ্ধে একা লড়া অসম্ভব। আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত প্রায় নিয়ে ফেলেছে—ভাবছে আবারও চীফকে কোনমতে ধাপ্পা দিয়ে মুক্তির ক্ষীণ সুযোগটাই নেবে—এই সময়ে পিছন থেকে একটা হালকা পায়ের শব্দ শুনে সে ফিরে তাকাল। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াতেই বিরাট ওজনের দেহ নিয়ে জেসাপের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘোড়ামুখো।

এরফানের ডান হাতে ধরা পিস্তলটা গর্জে উঠল, কিন্তু তাতে ষাঁড়ের মত চার্জ ঠেকল না। চট করে একপাশে সরে যাওয়ার আগেই ঘোড়ামুখোর বিশাল বাহু ওকে জড়িয়ে ধরল। একসাথে মাটির ওপর আছড়ে পড়ল ওরা। এরফানই নিচে পড়েছে। আছাড়ের ধাক্কা আর বুকের ওপর ভারি দেহটা চেপে থাকায় নিরুপায় বোধ করছে। তারপর কনার্ড আর ট্যারার উল্লসিত চিৎকার করে বন্ধুকে সাহায্য করতে ছুটে আসার সাড়া পেয়ে মরিয়া হয়ে ঘোড়ামুখোকে ঠেলে ফেলে দিল এরফান। কোনমতে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে দেখল দুটো পিস্তলের মুখ ওর দিকে চেয়ে আছে।

'হাত তুলে দাঁড়াও!' গর্জে উঠল গালকাটা। 'ট্যারা। ওর পিস্তল কেড়ে নাও।'

কুৎসিত হেসে পিস্তল দুটো কেড়ে নিয়ে লুকান অস্ত্রের খোঁজে জেসাপকে সার্চ করল ট্যারা। নিশ্চিন্ত হয়ে এবার ঝুঁকে মাটিতে শোয়া স্থির দেহটার কাঁধ ধরে ঝাঁকাল। 'এই, ঘোড়ামুখো, তুমি ওকে কাবু করেছ,' বলল সে। 'আরে! এতো মরে গেছে!'

গালকাটার মন্তব্যে ওর স্বভাবগতই হল। 'ওর পকেটে সাধারণত টাকা থাকে।'

'শকুন!' ট্যারাকে লাশের পকেটে হাতাতে দেখে তিক্ত কণ্ঠে গাল দিল

এরফান। 'এখন কি?'

'কোন চালাকি ক'রো না, তবে তুমিও ওর সাথেই নরকে যাবে। সম্ভব হলে তোমাকে জীবিত হাজির করতে বলেছে, তাই এযাত্রা বেঁচে গেলে। আগে বাড়।' তাগাদা দিল কনার্ড।

এগোল এরফান। পিছনে পিস্তল হাতে দুই গার্ড। গোলাগুলি থেমেছে বুঝে লোকজন তামাশা দেখার জন্য এখন রাস্তায় নেমেছে। ওরা কিছুই বুঝতে পারছে না। ওই নতুন যুবকটার সাথে তাদের চীফের বেশ ভাল সম্পর্ক আছে বলেই জেনেছে ওরা। চীফের কামরায় এরফানকে নিয়ে যাওয়ার পথে দুপাশের দর্শকদের মাঝে উত্তেজনাময় কথাবার্তার গুঞ্জন উঠল।

'ঘোড়ামুখো আর ডিক্সি,' একজন মন্তব্য করল। 'আর একটু হলে ট্যারা আর কনার্ডও শেষ হত। লোকটার বাহাদুরি আছে বলতে হবে।'

'এখন আর তালিবালি চলবে না,' দ্বিতীয়জন জবাব দিল। 'ঘোড়ামুখো ছাড়াও অন্য লোক চাবুক চালাতে জানে।'

বন্দীকে নিয়ে চীফের ঘরে ঢুকে যাওয়ার পরও রাস্তার দর্শক বাইরে অপেক্ষায় রইল। হেল সিটিতে অপরাধের দ্রুত বিচার এবং সাজা হয়।

তিনজন আগন্তুককে ঢুকতে দেখে নিজের টেবিলের পিছনে বসা স্যাটান মুখ তুলে চাইল। কিন্তু বন্দীই প্রথম কথা বলল।

'এসবের মানে কি?' ব্যাখ্যা দাবি করল সে। 'দেখা করতে চাও সেটা আমাকে জানালেই তো হত।'

মুখোশের গর্ত দিয়ে অনিষ্টকর দৃষ্টি নিয়ে অপলক চোখে জেসাপের দিকে চাইল সে। 'তুমি যাকে নিয়ে গিয়েছিলে সে কোথায়?'

'জানি না—ওই ঘটনার পরে আর ওকে দেখিনি।'

'মিথ্যা বলছ তুমি। সবই মিথ্যা বলেছ। তুমিই কি আউট ল জেসাপ, নাকি সেটাও মিথ্যা?'

মন্টেরির শেরিফের ইস্যু করা হুলিয়ার কাগজটা বের করে খুলে ধরল স্যাটান।

টিটকারি দিয়ে হাসল এরফান। 'ও, তাহলে এই কারণেই র‍্যাটারি ওটা চুরি করেছিল। হ্যাঁ, আমিই সেই জেসাপ। কেউ কি শখ করে অমন নাম কিনতে চায়?'

'যদি সে আমার দলে যোগ দিয়ে আমার বিশ্বাস অর্জন করতে চায়—চাইতে পারে,' জবাব এল।

এরফান বুঝতে পারছে বুদ্ধিমান শয়তানটা চুল চেরা বিচার করে সত্যের কাছাকাছি চলে আসছে। ওকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করল সে।

'আমি চাকরির খোঁজেই এদিকে এসেছিলাম। ওই পাজি র‍্যাটারি যদি আমাকে ফাঁদে না ফেলত তবে এখনও আমি ডাবল কে-র কর্মচারীই থাকতাম,' উল্লেখ করল এরফান। 'তোমার চারজন পাণ্ডাকেও আমি পিটিয়েছিলাম।'

'ওটা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করার একটা ভাল পন্থা হতে পারে,' পাল্টা যুক্তি দেখাল স্যাটান। কাগজটা আর একবার দেখল সে। 'বিবরণ মিলছে—তুমিই এই জেসাপ হবে—'

'আমার পিস্তল ফিরিয়ে দাও, আমি প্রমাণ দিচ্ছি,' প্রস্তাব দিল জেসাপ।

কথাটা কানেই তুলল না চীফ। 'না, সে তোমার মত লোককে কিছুতেই ব্যবহার করবে না,' বিড়বিড় করে বলল সে। 'খোদার কসম! আমি কলজে কেটে হলেও সত্যি কথাটা বের করব। ঘোড়ামুখোকে তৈরি হতে বল।'

প্রতিহিংসার চোখে এরফানের দিকে চাইল কনার্ড। 'ঘোড়ামুখোর চাবুক মারার দিন শেষ,' বলে ঘটনা ব্যাখ্যা করল সে।

নীরবে সব কথা শুনে স্যাটান ধমকে উঠল। 'বলিহারি তোমার সাহস! একজনের বিরুদ্ধে চারজন, তাও পার না? কবে তুমি পুরুষ হবে?' তারপর জেসাপের দিকে ফিরল চীফ। 'ঘোড়ামুখোকে শেষ করেও তুমি রক্ষা পাবে না; আমি অন্য কোন ব্যবস্থা নেব।' মাথা নিচু করে অল্পক্ষণ চিন্তা করে একটা শয়তানি হাসির সাথে চোখ তুলল। 'তুমি আমার টার্গেট কেড়ে নিয়েছিলে একদিন,' বলল সে। 'বদলি-লোক হিসেবে এখন তোমাকেই ব্যবহার করব আমি।'

ডাক শুনে সিলভার হাজির হল; নির্দেশ নিয়ে বেরিয়ে গেল সে। লিস্টারের কথা এরফানের মনে আছে। করুণা করে ওকে রেহাই দিয়েছিল সে। মাটির তলায় বন্দী হয়ে সেও কি তিলেতিলে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু বরণ করবে? নিরুপায় অবস্থা—কিছু করতে গেলেই পিছন থেকে কয়েকটা পিস্তল গর্জে উঠবে।

এরফানকে ঠেলতে ঠেলতে বাইরে নিয়ে রাস্তার দর্শকের দিকে মুখ করে

খুঁটির সাথে বাঁধা হল। সিলভার নিজের হাতে চামড়ার ফিতে দিয়ে শক্ত করে বাঁধল—মাথা ছাড়া আর কিছুই নাড়তে পারছে না ও।

বাঁধা শেষ হলে এরফানের থেকে বারো-পা দূরে ওর মুখোমুখি দাঁড়াল স্যাটান। হাত তুলে ইশারায় সবাইকে নীরব হতে বলে নাটকীয় সুরে শুরু করল:

'এই লোক একজন বিশ্বাসঘাতক, সুতরাং সে আমাদের সবার জন্যেই বিপজ্জনক। তাই ওকে আমি শাস্তি দিতে যাচ্ছি।'

খাপ থেকে হাতির দাঁতের বাঁটওয়ালা একটা পিস্তল তুলে নিয়ে ভাল করে তাক না করেই ট্রিগার টিপল স্যাটান। মাথার উপরে খুঁটিতে বুলেট বেঁধার ধাক্কা অনুভব করল এরফান। দর্শকরা উত্তেজনায় মুখ দিয়ে শ্বাস টানল।

'মিস করেছে চীফ,' ফিসফিস করে বলল একজন।

'ওকে খেলাচ্ছে সে,' জবাব দিল পাশের লোকটা। 'দেখ হাসছে চীফ।'

সত্যিই খেঁকি কুকুরের মত ঠোঁট উল্টে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে ওর। একটু সামনে ঝুঁকে গুলিটা কোথায় লেগেছে দেখল সে। টার্গেটের চেহারায় কোন ভাবান্তর নেই। সামনে আলোর দিকে চেয়ে আছে এরফান। যে-কোন মুহূর্তে ওই দুই চোখে চির-অন্ধকার নেমে আসতে পারে।

'একটু উঁচুতে লেগেছে, জেসাপ। এটা প্র্যাকটিসের অভাব—কেন তা তুমি নিজেই জান,' ঠাট্টার ছলে বলল স্যাটান। 'তোমার ওপর দিয়েই হাতটা আবার ঝালিয়ে নিতে হবে।'

আবার ট্রিগার টিপল সে। আগেরটার ঠিক নিচেই লাগল ওটা। 'একটু ভাল,' বলে হাসল। তৃতীয় গুলিটা করার আগে ইচ্ছা করেই অনেক বেশি সময় নিল স্যাটান। চুলে বুলেটের হাওয়া টের পেল এরফান। পরের বুলেটের জন্য নিজেকে শক্ত করল সে। চতুর্থ গুলি ওর চাঁদির চামড়ায় আগুনের জ্বালা ধরিয়ে দিল। যেন একটা তপ্ত সিকের ছ্যাঁকা দেয়া হয়েছে।

'তুমি মরতে শুরু করেছ, জেসাপ,' কথা আরম্ভ করল স্যাটান। 'আমি যে খবরটা চাই সেটা সকালের মধ্যে না পেলে তুমিও লিস্টারের মত তিলেতিলে মরবে।' এবার দর্শকদের দিকে ফিরল সে। 'কেউ এই লোকের সাথে কথা বললে বা কাছে গেলেও তার সাথেই ওর জায়গা বদল করে দেয়া হবে।'

পিস্তল খাপে ভরে নিজের কামরায় ফিরে গেল স্যাটান। সিলভারও ওর পিছু নিল। দর্শকের ভিড় খুব জলদি পাতলা হয়ে গেল। আজকের মত খেলা শেষ। হেল সিটিতে কৌতূহল বড় খারাপ জিনিস।

'ওর ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা করবে না?' প্রশ্ন করল সিলভার।

'কেন, নিজের গিঁটের ওপর তোমার বিশ্বাস নেই?' তীক্ষ্ণ স্বরে পাল্টা প্রশ্ন করল চীফ।

'ওগুলো খুলতে হলে ওকে যাদু জানতে হবে।'

'তাহলে? তুমি কি মনে কর আমার আদেশ অমান্য করে হেল সিটির কেউ ওর কাছে যাওয়ার সাহস পাবে?' দাম্ভিকভাবে বলল স্যাটান।

ওদিকে এরফান নিজের কঠিন পরিস্থিতির কথাই ভাবছে। বিকেলের গানফাইট—তারপর ওই কঠিন পরীক্ষায় ওর শক্ত স্নায়ুকেও অত্যন্ত ক্লান্ত করে ফেলেছে। চাঁদিটা জ্বলছে, কিন্তু সে জানে ওটা এখন পর্যন্ত সামান্য একটা আঁচড় মাত্র। আগামীকাল মুখ না খুললে আঁচড়টা আর একটু গভীর হবে...এবং পরের দিন...কিন্তু ওসব কথা ভেবে কোন লাভ নেই। আড়ষ্ট হাত-পাগুলো নড়াবার চেষ্টা করল এরফান। অল্পক্ষণ চেষ্টা করেই বুঝল সিলভার নিখুঁতভাবেই তার কাজ করেছে—ওই পথে কোন ফল হবে না। হেল সিটির বাসিন্দারা ঠিক শিকারী পোকার মতই এক গর্ত থেকে বেরিয়ে অন্য গর্তে ঢুকছে। সেলুন থেকে পিয়ানোর সাথে সমবেত গানের সুর ভেসে আসছে।

পথচারী সবাই খুঁটির পাশ দিয়ে যাবার সময়ে সাবধানে অনেকটা দূর দিয়ে ঘুরে যাচ্ছে লক্ষ্য করল এরফান। কিন্তু কিছুক্ষণ পর হঠাৎ পিছনে একটা হাল্কা পায়ের আওয়াজের সাথে অস্ফুট গালির শব্দ শুনতে পেল। ঘুরে দেখার উপায় নেই, তাই অপেক্ষা করছে ও। পিছন থেকে ফিসফিস করে উচ্চারিত হল একটা শব্দ।

'এরফান!'

'ফ্রস্টি? তুমি এখানে—'

'ওসব কথা এখন থাক্। আগে বাঁধন কেটে তোমাকে নিয়ে সরে পড়ি। মনে হচ্ছে শহরটা আমাদের জন্য স্বাস্থ্যকর জায়গা নয়।'

'ঠিকই ধরেছ। কিন্তু তুমি ঢুকলে কিভাবে?'

'তোমার দেখান গর্ত দিয়েই ঢুকেছি। একজন গার্ড পাহারায় ছিল।

পিস্তল দিয়ে ওর মাথায় টোকা দিতেই আর বাধা দেয়নি।'

'তোমাকে ফিরতে বাধা দেবে না তো?'

'ওকে বেঁধে, গ্যাগ করে রেখে এসেছি।'

চামড়ার ফিতেগুলো কাটা শেষ হয়েছে। কপাল ভাল, খুঁটিটা ক্লিফের ধারে, তাই ওখানে বেশি অন্ধকার। আড়ষ্ট হাত-পাগুলো একটু নেড়ে-চেড়ে একটা লম্বা শ্বাস নিল এরফান।

'জলদি কেটে পড়,' বলল সে। 'তোমার সাথে ডাবল ডায়মণ্ডে দেখা হবে। আমি ব্ল্যাকিকে নিয়েই ফিরব।'

'একটা ঘোড়ার জন্যে নিজের জীবন দিতে চাও?'

'দরকার হলে দেব। বহুবার আমাকে মরার হাত থেকে বাঁচিয়েছে ও।'

ফ্রস্টি জানে ওর সাথে তর্ক করে লাভ নেই। বিদায় নিয়ে অন্ধকারে মিশে গেল সে। সেলুনের দিকে রওনা হল এরফান। প্রায় পৌঁছেছে, এই সময়ে সেলুনের দরজা ঠেলে টলতে টলতে একটা মাতাল লোক বেরিয়ে এল—লোকটা কনার্ড। ওর কোমরের দুপাশে এরফানের পিস্তল দুটোই ঝুলছে। দেয়াল ঘেঁষে অন্ধকারে কুঁজো হয়ে ওত পেতে দাঁড়াল এরফান। নেশাগ্রস্ত লোকটা ওর পাশ দিয়ে যাবার সময়ে প্রচণ্ড একটা ঘুসি খেয়ে জ্ঞান হারাল। কনার্ডের অজ্ঞান দেহটাকে অন্ধকারে টেনে নিয়ে পিস্তলসহ বেল্টটা নিজের কোমরে পরে নিল। বেডরুমের জানালা বেয়ে উঠে জিন আর রাইফেল কাঁধে করালের দিকে ছুটল। পরিচিত শিস শুনে কালো ঘোড়াটা বেরিয়ে এল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘোড়ার পিঠে উঠে প্রচণ্ড বেগে ছুটে পশ্চিম গেটে এসে থামল। গেটের চার্জে নতুন একজন রয়েছে।

'পাশ আছে তোমার?' প্রশ্ন করল গার্ড। 'না থাকলে—'

'রাখ তোমার পাশ!' খেপে উঠল এরফান। 'জলদি গেট খোলো, গাধা। গালকাটা কনার্ড চীফকে গুলি করেছে—রেড রকে ডাক্তার আনতে যাচ্ছি আমি।'

বিস্ফারিত চোখে চাইল গার্ড। 'গালকাটা? এত সাহস কোত্থেকে পেল? ওর কি হয়েছে?' একসাথে অনেকগুলো প্রশ্ন বেরিয়ে এল।

'চীফ শেষ করেছে ওকে—জলদি গেট না খুললে তোমাকেও—'

কিন্তু আগেই গেটের হুড়কা নামাতে ব্যস্ত হল গার্ড। দশ সেকেণ্ড পরেই গেট পেরিয়ে এরফানকে নিয়ে ছুটে চলল ব্ল্যাকি।

ডাবল ডায়মণ্ডে পৌঁছে ঘোড়া করালে রেখে জিন নিয়ে র‍্যাঞ্চ-হাউসে গেল এরফান। দরজা খোলা পেয়ে বসার ঘরে ঢুকে একটা সোফায় গা এলিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। একটু পরে ক্রস্টি পৌঁছল, এবং সেও একই কাজ করল। সকালে চীনা রাঁধুনী চ্যাঙই সবার আগে বিছানা ছাড়ল। বৈঠকখানায় ওদের ঘুমাতে দেখে হেসে নাস্তা তৈরির কাজে ব্যস্ত হল সে। র‍্যাঞ্চারের ডাকে ওদের ঘুম ভাঙল।

'বাহ্‌, চমৎকার!' টিটকারি দিল ওয়াইলি।

'হ্যালো, ওয়াইলি,' হেসে সম্ভাষণ জানাল ক্রস্টি। 'এইমাত্র এলাম।'

'হুঁ, নাক ডাকার বহর দেখে বুঝতে পারছি। দরকার মত সব পেয়েছিলে তো?'

'এক কৌটাও জোটেনি,' ডাবল কে-র লোকটা জানাল। 'তুমি কি বোতল নিয়েই শুতে যাও?'

'না, স্যার, শুধু ভিতরের মালটা নিই,' হাসল ওয়াইলি। 'এস, আগে খেয়ে নাও, পরে কথা হবে। গুড মর্নিং, হার্ভি।'

হার্ভি ঘরে ঢুকেছে। সম্ভাষণ বিনিময়ের পর নাস্তা খেতে বসল সবাই। সকলে তৃপ্তির সাথে খাওয়া শেষ করে সিগারেট ধরানর পর আলাপ শুরু করল ওয়াইলি।

'এবার বল, কি খবর?'

'তুমি হয়ত শোননি, পিস্তল নাড়াচাড়া করার সময়ে হঠাৎ গুলি খেয়েছে কেনেথ,' জানাল ক্রস্টি।

এরফান দেখল হার্ভির মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ওর মুখ থেকে কথা সরছে না। র‍্যাঞ্চারই আবার কথা বলল।

'জখম হয়েছে? এখন কি অবস্থা?' চেঁচিয়ে উঠল সে।

'রেড রকের ডাক্তার বলেছে বাঁচার সম্ভাবনা ভাল।'

'তাহলে ভয়ের কিছু নেই—কেনেথ শক্ত লোক। ঠিকই সেরে উঠবে,' মন্তব্য করল ওয়াইলি। 'কিন্তু কিভাবে ঘটল এটা?'

ক্রস্টি যেমন শুনেছে সেইভাবেই বলল। মোটা লোকটা মাথা নাড়ল।

'কথাটা আমার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'আসলে ব্যাপারটা ঠিক ওভাবে ঘটেনি,' শান্ত কণ্ঠে বলল এরফান। 'ছয়জন লোক নিয়ে স্যাটান ডাগআউটে হাজির হয়েছিল গতকাল। ব্ল্যাক

জশের সেলুনে কর্নেলের সাথে ওর দেখা হয়—সে-ই কেনেথকে গুলি করেছে। সে দাবি করেছে কর্নেল পিস্তল বের করতে যাচ্ছিল।'

লাফিয়ে উঠে বিড়বিড় করতে করতে দরজার দিকে ছুটল হার্ভি। এরফান চট করে উঠে দরজা আগলে দাঁড়াল। 'কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

'হেল সিটি। কুকুরটাকে খুন করে শকুন দিয়ে খাওয়াব,' ক্রোধের সাথে জবাব দিল হার্ভি।

'তুমি ওখানে ছুটে যাও এটাই সে চায়,' বলল এরফান। 'আপাতত একটু স্থির হয়ে বস।'

ক্ষুব্ধভাবে ফিরে গিয়ে চেয়ারে বসল হার্ভি।

'লিয়াম এবং আর যারা তাকে র‍্যাঞ্চে নিয়ে এল, ওরা সবাই একই কথা বলল,' জানাল ক্রস্টি। 'ওদের মিছে কথা বলার কি কারণ?'

'হয়ত কেনেথই ওদের ওই কথা বলতে শিখিয়ে দিয়েছে,' ব্যাখ্যা করল এরফান। 'ভদ্রলোক অহংকারী—সত্যি কথাটা জানাজানি হলে—'

'হ্যাঁ, এমন বলাটা তার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক,' বাধা দিয়ে বলে উঠল হার্ভি। 'কিন্তু দুঃখের বিষয় সে নিজেও বিশ্বাস করে যে তার ছেলেই বদকাজটা করেছে।'

'তুমি এজন্যে তাকে দোষ দিতে পার না, হার্ভি,' বোঝাতে চেষ্টা করল ওয়াইলি। 'ওই পাজি ছদ্মবেশী লোকটা এতদিন আমাদের সবাইকে ধোঁকা দিয়ে এসেছে।' হঠাৎ আর একটা জিনিস তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। 'তুমি কবে থেকে ইম্প হলে, ক্রস্টি?'

হেসে ব্যাজটা খুলে পকেটে ভরে রাখল সে। 'ওটার কথা ভুলেই গেছিলাম। ওটা গতরাতে খুব কাজে এসেছে,' জানাল ক্রস্টি। 'হেল সিটিতে ঢুকে সোজা সেলুনে গেলাম। ওখানেই স্যাটান আমার বন্ধু এরফানকে কি শাস্তি দিচ্ছে সব শুনলাম।'

ডাবল কে-র লোকটা সবটাই বলতে যাচ্ছে বুঝে বাধা দিল এরফান। কিন্তু ওর আপত্তি টিকল না—ওয়াইলি সবই জানতে চাইল।

কনার্ডের দলের সাথে লড়াই থেকে শুরু করে সবই বর্ণনা করল ক্রস্টি। একজন প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে সব শুনেছে। শেষে বলল, 'এখন দেখ ঘোড়াসহ সে এখানে হাজির। কিভাবে এটা সম্ভব করলে, এরফান?'

'ছোটকাল থেকে অভ্যাস করলে আমি সেরা মিথ্যাবাদী হতে পারতাম,'

বলে হেসে ঘোড়া নিয়ে কিভাবে বেরিয়েছে জানাল।

'তোমার কাছে স্যাটান কি জানতে চেয়েছিল, এরফান?' ওয়াইলি প্রশ্ন করল।

'হাভি কোথায় আছে এটাই বের করতে চেষ্টা করছিল।'

মাথা নিচু করে এতক্ষণ কথা শুনছিল হাভি। এবার মুখ তুলে চাইল। 'আমার জন্য তুমি শাস্তি নিচ্ছিলে, তবু জানাওনি আমি কোথায় আছি?'

'পরাজয় স্বীকার করতে আমার দারুণ খারাপ লাগে,' জবাব দিল এরফান। 'তাছাড়া বললেও আমি ছাড়া পেতাম না।'

'এখন বুঝতে পারছি এইমাত্র আমাকে কেন থামালে,' বলল তরুণ হাভি। 'আমি চিরকাল গোঁয়ার-গোবিন্দই থেকে গেলাম—মাথা গরম করে ভুল সিদ্ধান্ত নিই। তোমার কাছে আমার অনেক ঋণ, মিস্টার জেসাপ।'

'বন্ধুরা আমাকে এরফান বলেই ডাকে,' বলে হাত বাড়িয়ে দিল সে।

আগ্রহের সাথে হ্যাণ্ডশেক করল হাভি। 'ধন্যবাদ, এরফান,' বলল সে। 'তাহলে এখন আমরা কি করব?'

'হেল সিটিকে ছাতু করব। তোমার লোকজন সাহায্য করবে, ওয়াইলি?'

'সাহায্য করবে মানে? ওদের আমার ঠেকিয়ে রাখাই মুশকিল হবে। আমার বিশ্বাস ফ্রস্টির র‍্যাঞ্চের লোকজনও এই ব্যাপারে এক পায়ে খাড়া আছে, কি বল, ফ্রস্টি?'

ডাবল কে-র লোকটাকে এক মুহূর্ত ইতস্তত করতে দেখে এরফানই ওর হয়ে জবাব দিল। 'নিশ্চয়, আর আমার বিশ্বাস কর্নেলকে কে আহত করেছে জানলে ডাগআউটের লোকজনও আমাদের সাহায্য করবে। আমি ভাবছি, রেড রকের শেরিফও এতে যোগ দিতে রাজি হবে কি না।'

কথাটা বলার সময়ে হাভির চেহারা খেয়াল করছিল সে। কিন্তু ওর মুখে কোন ভয়ের চিহ্ন দেখতে পেল না। বরং সে-ই প্রস্তাবটা প্রথম সমর্থন করল।

'বেন হপার পিছনে থাকলে জোর অনেক বাড়ে,' বলল সে। তারপর অপ্রস্তুতভাবে হেসে যোগ করল, 'তবে পিছনে লাগলেই বিপদ।'

'ওকে নিষ্ঠাবান সৎলোক বলেই আমার মনে হয়েছে,' বলে চলল এরফান। 'আমি রেড রকে গিয়ে ওর সাথে কথা বলব। এর মাঝে তোমরা

আর কিছু করতে যেও না। হাভি, তুমিও বাইরে কোথাও বেরিও না—ওরা তোমাকে এখানে খুঁজতে আসবে না। আমরা বিরাট একটা কাজ হাতে নিয়েছি, খুব সাবধানে আমাদের এগোতে হবে।'

তেইশ

এরফানের পালানর খবর শুনে রাগে ফেটে পড়ল স্যাটান। সিলভারই খবরটা এনেছিল, ভয়ে ঘরের এক কোণায় দাঁড়িয়ে কাঁপছে সে। এর আগে প্রভুকে এত রাগতে আর কখনও দেখেনি। সামনে পিছনে পায়চারি করতে করতে এরফানকে যে পালাতে সাহায্য করেছে তার উদ্দেশে গালাগালি করছে মুখোশধারী। লোকটাকে হাতে পেলে কি কি করবে তারও রক্ত-হিম-করা বর্ণনা দিচ্ছে। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরিই হারিয়ে ফেলেছে স্যাটান।

হঠাৎ ওকে পিস্তল বের করতে দেখে সিলভার ভাবল তার দিন ফুরিয়েছে। কিন্তু উন্মাদ লোকটা পিস্তলবাজের ছবির দিকে গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করল। ক্যানভাসের মুখটা ছিন্নভিন্ন হয়ে প্রায় অদৃশ্য হল। গুলি ফুরালে পিস্তল দুটো ছুঁড়ে ফেলে দিল। লাল মুখোশটার ওপর থেকে চোখ সরাতে পারছে না সিলভার—সম্মোহিতের মত চেয়ে আছে। উত্তেজনায় হাঁপাতে হাঁপাতে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল স্যাটান। নীরবতা নেমে এসেছে ঘরে। কিন্তু এটাই কামরার একমাত্র দর্শক বেঁটে লোকটার কাছে আরও অসহনীয় আর ভয়ানক ঠেকছে। হঠাৎ উঠে দাঁড়াল স্যাটান; বিকারগ্রস্ত অবস্থাটা কেটে গেছে।

'কাপুরুষের মত এখানে দাঁড়িয়ে কি করছ?' বকা দিল সে। 'যাও, খোঁজ-খবর নিয়ে কিছু জানার চেষ্টা কর। আর ঘোড়া চালাতে পারে এমন একটা ছেলেকে পাঠাও।'

লোকটা বেরিয়ে গেলে কাগজ কলম বের করে ধীরে ধীরে, খুব সাবধানে একটা ছোট চিঠি লিখল স্যাটান। ফলাফল খুঁটিয়ে দেখার পর সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল সে।

'এটা মেয়েটাকে আনবে, আর সে আনবে হাভিকে।' আপন মনেই বলে উঠল ও। 'বুড়ো মরেছে, এবার ওদের দুজনকে হাতের মুঠোয় পেলেই

নিখুঁত ভাবে সম্পন্ন হবে আমার কাজ।'

ছোট্ট দু'লাইনের চিঠিটা জুলিয়ার হাতে সময় মতই পৌঁছেছে।

প্রিয় জুলিয়া,

কয়োটি ক্যানিয়নের মুখে আজ দুপুর তিনটায় আমি যাব।
তোমার সাথে দেখা করতে চাই। আমাকে নিরাশ ক'রো না।

তোমার হার্ভি।

এমন রোমান্টিক কিছু নয়। কিন্তু কোন মেয়ে তার প্রথম প্রেমপত্রকে সমালোচনার চোখে দেখে? চিঠিটা তিনবার পড়ল সে। তারপর ওটা পকেটে ভরে ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

ঘোড়ার খুর যেন ওর মনের সাথে তাল মিলিয়ে কেবলই বলে চলেছে: হার্ভি তোমার, হার্ভি তোমার, হার্ভি তোমার, তোমার হার্ভি, হার্ভি তোমার। নিজের মনেই হাসল জুলিয়া। দুর; খুর কি কথা বলতে পারে?

ঠিক সময়েই জায়গা মত পৌঁছে গেল সে। কিন্তু ওখানে কেউ নেই—একেবারে নির্জন। কিছুক্ষণ ওখানে অপেক্ষা করার পর ভাবল খোলা জায়গায় অপেক্ষায় থাকলে হয়ত ডাবল কে-র কোন কর্মচারী তাকে দেখে ফেলতে পারে। ক্যানিয়নের ভিতর ঢুকে ঝোপগুলোর আড়ালে অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল মেয়েটা। ঝোপের কাছাকাছি পৌঁছার সাথেসাথে পাঁচজন ঘোড়সওয়ার ঝোপের আড়াল থেকে ছুটে বেরিয়ে ওকে ঘিরে ফেলল। এক নজরেই জুলিয়া বুঝে নিল ইম্পদের হাতে পড়েছে। কিন্তু এটা যে একটা ফাঁদ সেটা তখনও বোঝেনি।

'এসবের কি মানে?' ব্যাখ্যা দাবি করল সে।

ওদের লীডার, গালকাটা পশুটাই ব্ল্যাক জশের সেলুনে তার সাথে ঝামেলা করেছিল। লোকটা এগিয়ে এল, মুখে একটা বিকৃতি হাসি।

'হার্ভি, অর্থাৎ চীফ নিজে আসতে পারেনি বলে তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের পাঠিয়েছে,' জানাল সে।

কথাটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল মেয়েটা। তাহলে যে চিঠিটা সে যত্ন করে পকেটে রেখেছে সেটা একটা টোপ। হেল সিটির চীফের কাছে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাকে ওটা পাঠান হয়েছিল। গোপনে ওটা দুমড়ে হাত থেকে ছেড়ে দিল; এমন জঘন্য একটা জিনিস সে কাছে রাখতে পারে না।

পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে আতঙ্কিত হয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে পালাবার চেষ্টা করল জুলিয়া—কিন্তু দু'ফুট যাওয়ার আগেই ওদের লোক শক্ত হাতে লাগাম ধরে ওর ঘোড়াটাকে পিছনের দু'পায়ে দাঁড় করিয়ে থামিয়ে ফেলল।

'আর কোন চালাকি করতে যেও না,' সাবধান করল কনার্ড। 'তাহলে আমি তোমাকে বেঁধে নিয়ে যাব।'

নৈরাশ্য ছেয়ে ফেলল ওকে। নিরুপায় অবস্থায় ওদের কথা মতই চলতে হবে। জুলিয়া ঘোড়াকে পিছন থেকে ঘিরে গার্ড দিয়ে নিয়ে চলল ইম্পের দল।

পশ্চিম গেট দিয়ে হেল সিটিতে ঢুকল ওরা। নিজের বিপদগ্রস্ত অবস্থা সত্ত্বেও মেয়েটা কৌতূহলী চোখে শহরটাকে দেখছে। বিকেলের আলোয় ওটাকে শান্তই দেখাচ্ছে। লোকগুলো কোথায় থাকে ভাবছে ও। পাহাড়ের গায়ে গুহার মত গর্তগুলো দেখে বুঝল। খুঁটির সাথে হাত বাঁধা অবস্থায় একটা লোক অবসন্ন দেহে ঝুলছে—ওর খোলা পিঠ দগদগে লাল আর রক্তাক্ত।

'ও, তাহলে এই কারণেই বেঞ্জামিন গেটে নেই,' মন্তব্য করল গালকাটা।

স্যাটানের কামরায় ঢুকে অবাক হল। ঘরের আসবাবপত্র অদ্ভুত, কিন্তু দামী। স্যাটানের দিকে চোখ পড়ল ওর। মুখোশের গর্ত দিয়ে লোকটা। কামুক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। ঝুঁকে নাটকীয় কায়দায় কুর্নিশ করে একটা চেয়ার ঠেলে এগিয়ে দিল লোকটা।

'তুমি আসায় খুব খুশি হয়েছি,' সাদর সম্ভাষণ জানাল সে। বাঁকা মন্তব্যের খোঁচাটা জুলিয়ার গায়ে বিঁধল।

'আমার উপায় ছিল না,' গরম সুরে জবাব দিল সে। 'ওই—জংলিটা—আমাকে বেঁধে আনার হুমকি দিচ্ছিল।'

'পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল ও,' ক্রুদ্ধ স্বরে "জংলিটা" জানাল।

'দোষ আমারই,' ব্যাখ্যা করল স্যাটান। 'তোমাকে দেখার জন্যে আমি এত উদগ্রীব ছিলাম যে ব্যর্থ হলে ওকে ফাঁসিতে ঝোলান হবে বলে কথা দিয়েছিলাম।' কনার্ডের দিকে ফিরে হাসল মুখোশধারী। 'শোনা যাচ্ছে গতরাতে তোমার আর আমার একটা বিরোধ বেঁধেছিল। তুমি আমাকে আহত করেছ, আর আমি তোমাকে খতম করেছি।'

বোকার মত স্যাটানের মুখের দিকে চাইল গালকাটা। 'বুঝলাম না। মরা মানুষের তুলনায় আমি তো মোটামুটি ভালই আছি। এমন গল্প কে ছড়াল?'

'জেসাপ। রেড রকে ডাক্তার আনতে যাচ্ছে বলে জানিয়েছিল। গেটের গার্ড কড়া নিষেধ থাকা সত্ত্বেও ওকে পাশ ছাড়া যেতে দিয়েছে।'

'তাহলে এই কারণেই বেঞ্জির ওই অবস্থা?'

'হ্যাঁ। আমার মনে হয় না সে ভবিষ্যতে কখনও আদেশ অমান্য করবে।' কয়েকটা নোট ছুঁড়ে দিল স্যাটান। 'তোমার লোকজনের নিশ্চয় তেষ্টা পেয়েছে।'

লোকজন বিদায় করে মেয়েটার দিকে ফিরল সে। 'দুঃখিত, তোমার সাথে আমি নিজে দেখা করতে পারিনি। একটা ছোট কাজ এসে পড়েছিল।'

'বাইরের ওই লোকটাকে চাবুক মারার কাজ?' প্রশ্ন করল মেয়েটা।

'ওহ, ওটা?' তাচ্ছিল্যের সাথে জানাল স্যাটান, সামান্য ডিসিপ্লিনের ব্যাপার। রুক্ষ লোক ওরা, তাই মাঝেমাঝে শাসন করে ওদের ঠিক রাখতে হয়।'

'তুমি জেসাপের কথা বলছিলে; ডাবল কে-তে যে কাউহ্যাণ্ড ছিল, ও কি সেই লোক?'

'হ্যাঁ, ওকে তাড়িয়ে দিয়ে তোমরা ভালই করেছ; লোকটা একটা উদ্ধত রাস্কেল।'

বিপদগ্রস্ত অবস্থাতেও একটা খোঁচা দিতে ছাড়ল না জুলিয়া। 'তাহলে তো তোমার জন্য উপযুক্ত লোকই ছিল সে।'

লোকটার চেহারা কঠিন হতে দেখল মেয়েটা; কিন্তু পরক্ষণেই সে হেসে উঠল। 'তোমার জিভের ধার আগের মতই আছে। ভাল, যে মেয়ের মাথায় ঘিলু নেই, যত সুন্দরই হোক না কেন, সে পুতুলের চেয়ে বেশি কিছু নয়।'

চুপ করে রইল জুলিয়া। সামনের লোকটার কথাই ভাবছে। মুখোশধারী এত সুন্দর অভিনয় চালিয়ে যাচ্ছে যে মাত্র কয়েকদিন আগে স্বয়ং হার্ভিকে না দেখলে সে কিছুতেই তফাতটা ধরতে পারত না। হাত দুটো পিছনে ধরে পায়চারি শুরু করল স্যাটান। কিছু বলতে চাইলে হার্ভিরও ঠিক ওই-

ভাবে হাঁটার অভ্যাস।

'তোমাকে এখানে পেয়ে ভালই হয়েছে, জুলিয়া, আমার অনেক কথা বলার আছে।'

'তাহলে যা বলার বলে আমাকে রেহাই দাও, নইলে ফিরতে অনেক দেরি হয়ে যাবে আমার।'

'এখান থেকে কোথাও যাচ্ছ না তুমি। এখন থেকে আমি যেখানে থাকি সেটাই তোমার বাসা,' বলল সে। 'হয় তুমি আমার বৌ হবে, নইলে রক্ষিতা হবে—যেটাই হোক, একটা হতেই হবে।'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল জুলিয়া। 'পাগল হয়েছ?' চেঁচিয়ে উঠল সে।

'হ্যাঁ, তোমার জন্য পাগল হয়েছি,' হাসল স্যাটান। 'একবার তোমাকে ছেড়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু এবার অনন্তকাল ধরে রাখব।'

জুলিয়াকে ধরে আনার মুহূর্ত থেকে এই ভয়টাই সে করেছিল। আতঙ্কে অভিভূত হয়ে আবার চেয়ারে বসে পড়ল সে। নিজেকে বাস্তব মোকাবিলা করার জন্য তৈরি করতে চেষ্টা করছে। এই পাষণ্ডের বিরুদ্ধে তাকে লড়তে হবে। ওর গোপন কথাটা যে সে জানে, এটা কিছুতেই ওকে বুঝতে দেয়া যাবে না। সে-ও অভিনয় করবে।

'তুমি এভাবে আমাকে ব্যবহার করবে আমি তা কোনদিন কল্পনাও করিনি, হার্ভি,' শান্ত স্বরে বলল জুলিয়া। 'তুমি যদি আমাকে সত্যিই ভালবাস তাহলে আমাকে র‍্যাঞ্চে ফিরতে দেবে। কর্নেল আমার জন্য দুশ্চিন্তায় থাকবে।'

অকপট বিস্ময় ফুটে উঠল স্যাটানের মুখে। 'কর্নেল? সে তো মারা গেছে।'

'না, একটা দুর্ঘটনায় সে গুরুতর জখম হয়েছে, কিন্তু বেঁচে আছে। আমার সেবা-যত্ন তার খুব দরকার। প্লীজ, আমাকে যেতে দাও।'

'না, আমারও তোমাকে দরকার।'

'আমার অদৃশ্য হওয়ার ধাক্কাটা হয়ত—হয়ত তোমার বাবাকে শেষ আঘাত হানবে,' অনুনয় করল মেয়েটা।

'সেই কারণেই তো তোমাকে আরও আটকে রাখা দরকার,' কড়া জবাব দিল সে।

সিলভারকে ডেকে নিচু স্বরে কি যেন নির্দেশ দিল স্যাটান। অল্পক্ষণের

মধ্যেই বনি ডেলওরেসকে সাথে নিয়ে ফিরল লোকটা।

অভদ্র স্বরে স্যাটান বলল, 'বনি, এ হচ্ছে মিস জুলিয়া। তোমার সাথে কিছুদিন থাকবে। আমি চাই ওর দেখাশোনার কোন ত্রুটি যেন না হয়।'

বনি আশা করেছিল উদ্ধত এক মহিলাকে দেখবে। কিন্তু তার বদলে বিমর্ষ আর নিরাশ একটা চেহারা দেখতে পেল। তবে কোন করুণা জাগল না তার মনে—হাজার হোক মেয়েটা তার প্রতিদ্বন্দ্বী।

'ঠিক আছে, হাভি, আমার কাছে নিরাপদেই থাকবে ও,' বলল সে। 'এস, মিস জুলিয়া।'

কিন্তু একটুও নড়ল না মেয়েটা। স্যাটানের ঠোঁট দুটো চেপে বসল। জুলিয়ার পাশে এগিয়ে এসে রুক্ষ কণ্ঠে সে বলল, 'আমার মেজাজ খারাপ হওয়ার আগেই যাও, মনে রেখো আমি এখানকার চীফ।'

ভারি মনে আদেশ পালন করল মেয়েটা। এখন সম্পূর্ণভাবে ওই লোকটার মর্জিতেই তাকে চলতে হবে। মাত্র কয়েক পা দূরেই বনির ঘর—চীফের কামরার পাশেই। গুহাটা একটু ছোট হলেও বেশ সাজান-গুছান।

'এই আমার ঘর,' বলল বনি। 'তোমার ভালর জন্যেই বলছি, মনে রেখো হেল সিটিতে অনেক খারাপ জেলখানাও আছে।' মেঝের কার্পেটে বসা অতিথির ভেজা চোখের দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল সে। 'তুমি তো একসময়ে হাভিকে পছন্দ করতে, তাই না? তবে আমার বিশ্বাস সে বদলেছে।'

'হ্যাঁ, বদলে পশু হয়েছে,' জবাব দিল জুলিয়া।

'সব পুরুষের মাঝেই কিছুটা পশুত্ব থাকে,' কাঁধ ঝাঁকাল বনি। 'সভ্য সমাজের চাপে সেটা চাপা থাকে, কিন্তু এই বুনো পরিবেশে তা সহজেই বাইরে বেরিয়ে আসে।'

প্রসঙ্গ পালটাল জুলিয়া। 'এখান থেকে বেরোবার কোন রাস্তা নেই?'

'আছে, তিনটে,' বিদ্রূপের সাথে জবাব দিল সে। 'পর্দার পিছনে গর্তটা দিয়ে লাফ দিতে পার—আশি ফুট নিচে পাথরের ওপর গিয়ে পড়বে তুমি। বাকি দুটো শহরের দুই গেট। কাউবয় এরফানকে ওরই একটা দিয়ে বেরোতে দেয়া হয়েছিল বলে গেটরক্ষীকে আজ বিকেলে চাবুক দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। তুমিই বুঝে নাও বেরোবার কতটা চান্স আছে তোমার।'

'জেসাপ কি দোষ করেছিল?'

'জানি না, তবে না পালালে কি হত তা সবাই জানে,' বলে এরফানকে বন্দী করা থেকে শুরু করে যা যা ঘটেছে সব জানাল। শ্রোতার মুখ নিষ্ঠুরতার বিবরণ শুনে ফ্যাকাসে হতে দেখে বনি বেশ মজাই পাচ্ছে। ইচ্ছা করেই ডাকাত চীফের যতটা সম্ভব খারাপ ছবি তুলে ধরার চেষ্টা করেছে ও।

'পৈশাচিক!'

'হ্যাঁ, হাভির সেরকম একটা ভাব আছে বটে; মাঝেমাঝে আমার মনে হয় ওর ওপর কোন ভূতের আসর আছে। এরফান পালাতে পেরেছে বলে আমি খুশিই হয়েছি—সে আমার জীবন বাঁচিয়েছিল, তবু আমি ওকে ভয় পাই।'

'লোকটা মেয়েদের কোন ক্ষতি করবে বলে আমার মনে হয় না,' বলল জুলিয়া।

'না, নিজের জন্যে আমি ভয় পাচ্ছি না,' স্বীকার করে হাসল অন্যজন। 'মেয়েদের এসব অমূলক ভয় হয় মাঝেমাঝে।'

বিষাদের ছায়া নেমে এসেছে ডাবল কে র‍্যাঞ্চে। দিনের কাজ সেরে রাইডাররা একে একে ফিরে ফোরম্যানের কাছ থেকে একই আদেশ পেল।

'ঘোড়া বদল করে কাজে লেগে যাও। মিস জুলিয়া দুটোর দিকে ঘোড়া নিয়ে বেরিয়েছিল, এখনও ফেরেনি।'

প্রত্যেকেই 'বল কি?' বলে দ্রুত ঘোড়া বদলে বেরিয়ে গেল। র‍্যাটারি লোগান মালিক গুলি খাওয়ার পর থেকেই অনেক বদলে গেছে। সেদিন হেল সিটিতে কর্নেল কবে ডাগআউটে যাবে জিজ্ঞেস করার পর কর্নেলের ওখান থেকে গুলি খেয়ে ফিরে আসাকে সে সন্দেহের চোখে দেখছে। সবাইকে যে গল্প শোনান হয়েছে সেটা তার ঠিক বিশ্বাস হয়নি। হাজার হোক, নিজের বাপকে…না, না, এটা সে কিছুতেই ক্ষমার চোখে দেখতে পারছে না। তারপর এখন জুলিয়া অদৃশ্য হয়েছে—কে জানে ওর কি হয়েছে?

শেষ রাইডারকে বিদায় করে রাইফেল নিতে নিজের ছাপরায় ঢুকল সে। বেরোতেই একটা কণ্ঠস্বর ওকে সাবধান করল। 'হাত দুটো একেবারে স্থির রাখো, র‍্যাটারি।'

ফিরে তাকাল সে। কালো ঘোড়াটার পিঠে পিস্তল উঁচিয়ে বসে আছে

এরফান জেসাপ।

'আমি লড়তে আসিনি, কথা বলতে এসেছি,' বলল সে। 'রাজি আছ?'

ফোরম্যান তার রাইফেলটা ঘরের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখে আমন্ত্রণ জানাল। 'ভিতরে এস।'

পিছলে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল এরফান, কিন্তু পিস্তলটা তাক করাই রইল। র‍্যাটারিকে অনুসরণ করে ভিতরে ঢুকল সে। 'তোমার লোকজনকে বাইরে পাঠালে কেন?'

ঘটনা জানাল র‍্যাটারি। তারপর বলল, 'মেয়েটা ঘোড়া ভাল চালায়, কিন্তু কোন গর্তেটর্তে পড়ে ঘোড়ার পা ভেঙে যেতে পারে। তোমার কি ধারণা?'

'মনে হয় হেল সিটিতে আছে মেয়েটা।'

হাঁপ ছাড়ল ফোরম্যান। 'তাহলে মেয়েটার কোন ক্ষতি হবে না। হার্ভি কখনও ওর ক্ষতি হতে দেবে না।'

'খুবই সুখের কথা,' ঠাট্টা করে বলল এরফান। তারপর আবার বলল, 'র‍্যাটারি, তোমাকে আমি কিছু সরাসরি প্রশ্ন করব—জবাবও ওই রকমই চাই। তুমি কেন তোমার মালিককে ডাবল ক্রস করছ?'

ফোরম্যানের কপালের শিরা ফুলে উঠল, ওর চোয়ালের পেশীও শক্ত হল। যেকোন বিপর্যয় ঘটতে পারে। সে রাগের সাথে বলে উঠল, 'অন্যের ব্যাপারে নাক গলাতে এস না।'

'কিন্তু জানাটা আমার প্রয়োজন,' কঠিন স্বরে বলল এরফান। তারপর র‍্যাটারির চিন্তাধারা বুঝেই আবার বলল, 'জীবন নিয়ে জুয়া খেলতে যেও না—হারবে।'

ইতস্তত করছে লোগান। পিস্তলবাজিতে এই লোকটা তার ওস্তাদ—তাছাড়া কয়েক মাইলের ভিতর এমন কেউ নেই যে ওকে সাহায্য করবে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে।

'কারণ হার্ভির প্রতি অন্যায় অবিচার করেছে কেনেথ,' অসন্তোষ ফেটে পড়ল ওর স্বরে। 'স্বীকার করি ছেলেটা একটু অস্থির আর জেদি—কিন্তু তেজ না থাকলে স্ট্যালিয়নের কি দাম?—কিন্তু ওকে কোন সুযোগই দেয়া হয়নি। সব সময়ে কথার চাবুক মেরে ওকে খেপিয়ে বিদ্রোহী করে তুলেছে কর্নেল। আমি চাই হার্ভি আর জুলিয়া এই র‍্যাঞ্চ চালাক। এটাই কারণ।'

বোঝার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল এরফান। 'কিন্তু আর কেউ যদি এটা দখল করে মালিক হতে চায়, তাকে তুমি সাহায্য করবে?'

'র‍্যাঞ্চের মালিক ক্রুপ ছাড়া আর কেউ হবে?' খেপে উঠল র‍্যাটারি, 'তাকে সোজা গুলি করে নরকে পাঠিয়ে দেব।'

'ভাল। শোন, তোমার আমার সম্পর্ক বন্ধুত্বের হয়নি—সম্ভবত শুরুতেই আমাদের গলদ ছিল—কিন্তু এখন তোমাকে আমার ভালই লাগছে। এবার বিস্ময়ের ধাক্কা সামলাবার জন্য তৈরি হও: হেল সিটির মুখোশ পরা লোকটা হার্ভি ক্রুপ নয়।'

ফোরম্যান বিস্ফারিত চোখে এরফানের মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল। তারপরেই প্রতিবাদ করল। 'তুমি একথা আমাকে বিশ্বাস করতে বল? আমি ওই ছেলেকে হাঁটুর সমান বয়স থেকে চিনি। আমিই তাকে ঘোড়া চালাতে শিখিয়েছি; যোগ্য কাউবয় করে গড়ে তুলেছি; আর তুমি বলছ কিনা আমিই তাকে চিনব না? হাস্যকর কথা।'

'তাই কি?' প্রশ্ন করল এরফান। 'তবে এটাও হেসে উড়িয়ে দাও: কর্নেল দুর্ঘটনায় আহত হয়নি, যাকে তুমি হার্ভি ভাবছ সে-ই জেনেশুনে গুলি করেছে তাকে।'

'কিন্তু লিয়াম—'

'তাকে ওই কথাই বলতে শেখান হয়েছিল; জানাজানি হোক এটা বুড়ো চায়নি।'

ফোরম্যানের চেহারা থেকে অবিশ্বাস মুছে গেল। 'হার্ভি কিছুতেই তা করতে পারে না,' বিভ্রান্তভাবে বিড়বিড় করল সে।

'ঘটনা যখন ঘটে, তখন হার্ভি ডাগআউট থেকে অনেক মাইল দূরে ছিল।'

'হার্ভি এখন কোথায়?'

'সেটা এখনও জানানর সময় হয়নি,' জবাব এল। 'কিন্তু সে হেল সিটিতে নেই। মুখোশও পরে না সে। আমি তোমার কাছে এসেছি তার কারণ আমি আন্দাজ করেছিলাম তুমি ভুল পথে চলছ। ওই চোরের আড্ডা ভাঙতে তোমাদের র‍্যাঞ্চ থেকে কতজন লড়তে রাজি হবে?'

'তুমি যা বলছ তা যদি সত্যি হয়, সবাই। মানে—'

'গাওয়েন ছাড়া।'

অস্বস্তি বোধ করছে র‍্যাটারি। 'সত্যি কথা বলতে কি, ও একটু অন্য ধরনের। এক বছরও হয়নি সে এখানে কাজে যোগ দিয়েছে।'

'গাওয়েনই তোমাকে স্যাটানের সাথে হাত মেলাবার বুদ্ধি দিয়েছিল, তাই না?' প্রশ্ন করল এরফান। অন্যজন সম্মতি জানালে বলল, 'আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি এখানে যোগ দেয়ার আগে সে হেল সিটিতে ছিল।'

'কাল সকালেই ওকে বিদায় করব আমি,' রোষের সাথে বলল র‍্যাটারি।

'না, সেটা ঠিক হবে না। তাতে অনেক কিছু প্রকাশ পেয়ে যাবে। আক্রমণ করার আগে পর্যন্ত আমাদের মুখ বুজে থাকতে হবে। এসব কথা ক্রস্টি ছাড়া আর কাউকে জানিও না—ও অনেক কিছুই জানে।'

'জেসাপ, আমি নেহাত বোকার মত চলেছি এতদিন—তোমার সাথেও অনেক দুর্ব্যবহার করেছি; তোমার কাগজ চুরি করেছি, গরু চুরির দায়ে তোমাকে ফাঁসিয়েছি, কিন্তু বিশ্বাস কর, আমি হাভিকে সাহায্য করছি ভেবেই ওসব করেছি। মানে, আমি বলতে চাই—'

'ওসব ভুলে যাও, র‍্যাট, সে আমাদের সবাইকে ধোঁকা দিয়েছে, এমনকি জুলিয়াকেও,' বলল জেসাপ। 'আমি এবার যাব, তোমার লোকজন এখনই ফিরতে শুরু করবে, আমাকে তোমার সাথে হাত মেলাতে কেউ দেখে ফেলুক, এটা আমি চাই না।'

ফোরম্যান প্রথমে ব্যাপারটা ধরতে পারেনি। কিন্তু তারপরেই এরফানের বাড়ান হাতটা দেখতে পেয়ে সাগ্রহে হাত মেলাল। 'তুমি লোকটা ভাল, জেসাপ,' বলল সে। 'আমি এটা আরও আগে বুঝতে পারলে ভাল হত।'

বিদায় নিয়ে অদৃশ্য হল এরফান।

অন্ধকার হয়ে আসছে, ডাবল কে-র রাইডাররা একে একে ফিরে আসছে—কিন্তু কেউ কোন খবর আনতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত ক্রস্টি দুমড়ান চিঠি, আর জুলিয়াকে পাঁচজন লোক উত্তরে নিয়ে গেছে বলে খবর আনল। কয়োটি ক্যানিয়নের মুখে সে ট্র্যাক দেখতে পেয়েছে।

ক্রস্টিকে আলাদা নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে অনেকক্ষণ ওর সাথে আলাপ করল র‍্যাটারি। ছাপরার পিছনে উবু হওয়া ছায়ামূর্তিটাকে ওরা কেউ খেয়াল করল না।

পরদিন সূর্য ওঠার আগেই ডাবল ডায়মণ্ডে হাজির হল ক্রস্টি।

'তোমার কথাই ঠিক, এরফান,' বলল সে, 'হেল সিটিতেই আছে জুলিয়া।' দুমড়ান চিঠিটা বাড়িয়ে দিল সে।

একে একে সবাই চিঠিটা পড়ল—সবার শেষে হাভি। ওর মুখ সাদা হয়ে গেল, হাতের আঙুলগুলো কাঁপছে।

'শুয়োরটা আমার হাতের লেখাও নকল করতে পারে,' উত্তেজিত চিৎকার করল সে। 'ক্রিসমাসের কসম, জুলিয়ার এক ফোঁটা চোখের পানিও যদি সে ঝরিয়ে থাকে তবে আমি ওর কলজে ছিঁড়ে খাব। আমরা কখন রওনা হচ্ছি, এরফান?'

মাথা নাড়ল জেসাপ। 'এখনও কিছু করা যাবে না, আমাদের সেই শক্তি নেই।'

'কিন্তু জুলিয়াকে ওই হারামী লোকটার হাতে ছেড়ে আমরা চুপচাপ বসে থাকতে পারি না—কেউ না গেলে আমি একাই—'

'শোন,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল এরফান, 'তোমাকে হেল সিটিতে টেনে নিয়ে যাবার জন্যেই এসব করছে স্যাটান। প্রথমে কর্নেলকে গুলি করল—কিন্তু প্রাণ বাঁচাতে কেনেথ ঘটনার অন্য রঙ দেয়ায় তার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হল। এবার সে জুলিয়াকে আটক করেছে সেই একই কারণে। কিন্তু এটা মনে রেখো লোকটা জানে না যে মেয়েটা ওর আসল পরিচয় জানে। স্যাটানকে সে এটা কিছুতেই জানতে দেবে না—সুতরাং জুলিয়া নিরাপদই থাকবে।'

অধৈর্যভাবে বসে পড়ল হাভি। 'যুক্তি বলছে তোমার কথাই ঠিক, কিন্তু মন যে মানে না, এরফান।'

'আমাদের এখন জলদি এগোতে হবে,' বলল এরফান। 'আমি এখনই রেড হর্সে যাচ্ছি, সন্ধ্যায় ফেরার পথে ডাগআউট হয়ে আসব। ওই দুই দল যদি আমাদের সাথে যোগ দেয় তবে আগামীকাল আমরা হেল সিটি আক্রমণ করব।'

'এই তো পুরুষের মত কথা,' সমর্থন করল ওয়াইলি।

চব্বিশ

এরফানকে ওয়াইলির অতিথি বলে চিনতে পেরে রেড রকের শেরিফ হেসে অভ্যর্থনা জানাল।

'এত জলদি ফিরে যাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল সে। 'আমাদের ওপর বিরক্তি ধরে যায়নি তো?'

'কোনটাই ঠিক হল না,' এরফান জবাব দিল। 'যখন তোমার সাথে আমার প্রথম দেখা, সেদিনের কথা তোমার মনে আছে?'

'নিশ্চয়—ব্যাঙ্কের চল্লিশ হাজার ডলার বাঁচিয়েছিলাম আমি।'

'হ্যাঁ, লুই ক্রেগ নামে একটা ছেলের কাছে লুট হওয়ার চেষ্টা হবে, এই খবর পেয়েছিলে।'

'তুমি কিভাবে জানলে?' অবাক হল শেরিফ।

'ওকে আমিই পাঠিয়েছিলাম,' জানাল সে। 'আমি ওই ডাকাত দলেরই একজন ছিলাম, কিন্তু ডাকাতি সফল হোক এটা আমি চাইনি। কারণটা তুমি পরে বুঝবে।' পকেট থেকে স্যাটানের লাল ব্যাজটা বের করে দেখাল এরফান। 'সেদিনও আমাকে সার্চ করলে এইরকম একটা ব্যাজ পেতে।'

অবাক বিস্ময়ে চেয়ারের পিছনে হেলান দিয়ে বসল বেন হপার। 'আশ্চর্য! আমি বুঝতে পারছি না তোমাকে ধন্যবাদ জানাব, না জেলে ভরব।'

'আপাতত প্রথমটাতেই সন্তুষ্ট থাক,' বলল জেসাপ। 'আমি খুব সিরিয়াস কাজ নিয়ে এখানে এসেছি।'

'বল, শুনি,' জবাব এল। 'আর অবাক হব না আমি।'

'বাজি ধরতে যেও না, হারতে পার,' সাবধান করল এরফান। 'তোমার মনে আছে, হাভির কথা উঠলে তুমি বলেছিলে সে এখানকার ডাকাত দলের চীফ বলে পরিচিত? কিন্তু কথাটা ঠিক নয়। ওদের লীডার রুড রাম্বল।'

'হাভির বন্ধু?'

'হ্যাঁ,' শুকনোভাবে বলল এরফান। 'কেমন বন্ধু তা তোমাকে কয়েক কথায় বুঝিয়ে দিচ্ছি।' অল্প কথায় হাভির নকল করা, কর্নেলকে গুলি করা আর জুলিয়াকে কিডন্যাপ করার কথা জানাল সে। শুনতে শুনতে শেরিফের ভুরু প্রায় চুল ছোঁয়ার জোগাড় করল। শেষে এরফান বলল, 'রাম্বল খুব ভাল পিস্তল চালায়, এবং দুটো থারটি এইট ক্যালিবার পিস্তল সে ব্যবহার করে। কিছু বুঝলে?'

অস্ফুট স্বরে একটা গাল দিল শেরিফ। 'থারটি এইটের গুলিতেই আমার

ছেলে মরেছে। হাভি তাহলে নির্দোষ।'

'নিশ্চয়। আর রাম্বল আমার কাছে নিজে স্বীকার গেছে যে সে-ই তোমার ভ্যানকে খুন করেছে।'

উঠে দাঁড়াল বেন, কঠিন দেখাচ্ছে ওর মুখ। 'মিস্টার,' বলল সে, 'তুমি যদি চল্লিশ-আউট ল-র অপরাধও করে থাক আমি কেয়ার করি না। এই খবরটার জন্যে আমি গভীরভাবে তোমার কাছে ঋণী; শোধ করার যদি কোন উপায় থাকে, তুমি শুধু মুখ-ফুটে আমাকে জানালেই হবে। কিন্তু তার আগে আমি কিছু লোকজন জোগাড় করে ওই শয়তানটাকে ধরে এনে ফাঁসিতে ঝোলাব।'

হাসল জেসাপ। এই সাদাসিধে লোকটার সাহসিকতা তার ভাল লেগেছে। কিন্তু এতে কাজ হবে না। 'এক মিনিট, শেরিফ; ব্যাপারটা যদি এত সোজাই হত তবে আমি নিজেই ওকে বেঁধে এনে তোমার কাছে হাজির করতাম।' এইটুকু বলে সে শেরিফকে হেল সিটি কি, কেমন, ওখানে কত লোক থাকে, ইত্যাদির ব্যাখ্যা দিল। আরও বলল যে ওই লোকগুলোর হারাবার কিছু নেই, তাই স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে ওরা শেষ পর্যন্ত লড়বে।

'তার মানেই একটা ছোটখাট যুদ্ধ,' মন্তব্য করল বেন। ওর চোখ দুটো জ্বলছে। 'ঠিক আছে, আমি আগামীকাল সকালেই ডাবল ডায়মণ্ডে পৌঁছে যাব। একা না, লোকজন নিয়েই যাব।'

রেড রক ছেড়ে পুবে ডাগআউটের ট্রেইল ধরল এরফান। এখন পর্যন্ত তার যাত্রার ফল শুভই হয়েছে। রেড রকের থেকে সাহায্য তো পাবেই, উপরন্তু হাভির মাথার ওপর থেকে কালো ছায়াটাও সে সরাতে সক্ষম হয়েছে।

এরফানকে পৌঁছতে দেখে খুশি হয়েই খবরটা সবাই ঘরেঘরে পৌঁছে দিল। সোজা স্টোরে ঢুকল এরফান। মালিক ছাড়া দোকানে আর কেউ নেই।

'লিয়াম, তুমি একটা মিথ্যাবাদী,' মন্তব্য করে হাসল সে।

হাসিটা দেখে আশ্বস্ত হল দোকানি। শব্দগুলো লড়াইয়ের কথা—সে ভীরু নয় বটে, কিন্তু তার পক্ষে এরফানের বিরুদ্ধে পিস্তল ধরা মানেই নির্ঘাৎ মৃত্যু। কিছু বলল না সে।

'কর্নেল ক্রুপ তোমার চোখের সামনে আর একজনের গুলিতে আহত

হওয়ার পরেও তুমি বলে বেড়াচ্ছ লোকটা নিজে-নিজেই গুলি খেয়েছে,' বলে চলল এরফান। 'ওই মিথ্যা প্রচারের আর দরকার নেই, হাভি ক্রুপ আর স্যাটান এক লোক নয়।'

কথাটা লিয়ামের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হলেও তর্ক করার সাহস পেল না সে।

'তুমি—তুমি কিভাবে জান?' তোতলাল দোকানি।

'আমি নিজে হেল সিটিতে গিয়ে জেনেছি,' জবাব দিল সে। 'মিস জুলিয়ার কথা শুনেছ?'

'কেন, ওর আবার কি হয়েছে?'

'স্যাটানের কিছু লোক তাকে গতরাতে ধরে নিয়ে গেছে।'

রাগে মাটিতে পা ঠুকল লিয়াম। 'হারামজাদা! একবার তুমি ওদের শিক্ষা দিয়েছিলে—এবার আর একটা দরকার, কি বল?'

'হ্যাঁ, আগামীকালই ওদের শেষ শিক্ষা দেয়া হবে—আমি জানতে এসেছি ডাগআউট সাহায্য করবে কি না।'

'নিশ্চয় করবে,' বলে উঠল সে। 'আমাকে কি করতে বল?'

'তুমি লোকজন নিয়ে র‍্যাটারি লোগানের কাছে রিপোর্ট ক'রো। ওকে বলো যেন মুখ না খোলে—আমরা হঠাৎ আক্রমণ করে ওদের অবাক করে দিতে চাই।'

'আমিও তোমাদের সাথে আছি, মিস্টার,' একটা খসখসে গলা শোনা গেল। 'বাবার রাইফেলটা আমার কাছে আছে, ওটার ব্যবহারও আমি জানি।'

একটা লাজুক তরুণ দোকানের পিছন থেকে বেরিয়ে এল। উৎসাহে ছেলেটার চোখে আগুন জ্বলছে।

'ঠিক আছে, বাড, তোমার সাথে আমি পরে আলাপ করব,' বলল লিয়াম। তারপর নিচু স্বরে এরফানকে বলল, 'স্যাটান ওর বাবাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিল। আচ্ছা, ওয়াইলিও কি এতে আছে?'

'হ্যাঁ, আর রেড রকের শেরিফও একটা পসি নিয়ে আসবে। কাজটা আমরা নিখুঁতভাবে করব।'

সন্ধ্যার সময়ে ডাবল ডায়মণ্ডের পথ ধরল এরফান। আজকের কাজে সে সন্তুষ্ট।

*

এরফান যখন রেড রকের দিকে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় স্যাটানের একজন দর্শনপ্রার্থী পৌঁছল হেল সিটিতে। সিলভারের সাথে দু'একটা কথা বলে চীফের ঘরে ঢুকল সে।

'তুমি এখানে কি করছ, গাওয়েন?'

'ভাবলাম বুড়ো সেরে উঠবে এই কথাটা তোমাকে জানান দরকার। গুলিটা ঠিক জায়গামত লাগেনি—হয়ত তোমার হাত একটু কেঁপেছিল। অবশ্য তোমার দোষ নয়—রোজ-রোজ তো আর নিজের বাপকে গুলি করে না মানুষ—হাত কাঁপাটা স্বাভাবিক।' কুতকুতে চোখে কামরার চারপাশ দেখল সে। 'এখানে তো আরামেই আছ—এই আরাম ছাড়তে হলে দুঃখের কথা।'

'এটা ছাড়ার কোন ইচ্ছা আমার নেই,' খেঁকিয়ে উঠল স্যাটান।

'হয়ত; কিন্তু মাঝেমাঝে মানুষ অন্যের ইচ্ছায় চলতে বাধ্য হয়।'

'এসব কথার মানে কি?'

'মেয়েটাকে ধরে আনায় পাল্লা অন্যদিকে হেলেছে; ডাবল ডায়মণ্ড আর ডাবল কে আক্রমণ করার জন্য তৈরি হচ্ছে।'

'ডাবল কে? র‍্যাটারির কি মাথা খারাপ হয়েছে?'

'ওর বিশ্বাস পালটে গেছে,' অবজ্ঞার সাথে বলল গাওয়েন। 'র‍্যাঞ্চটা ক্রুপ পরিবারে থাকুক, এটাই সে চায়।'

স্যাটানের নির্লিপ্ত চোখ দুটো হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠল—সে বুঝে ফেলেছে ওই লোকটা তার গোপন কথা জানে। গাওয়েন টের পেল না ওই মুহূর্তে মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরে এল সে। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত রেখেছে স্যাটান। লোকটার কাছে হয়ত আরও কিছু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

'তুমি এসব কথা কিভাবে জানলে?'

'গতরাতে র‍্যাটারি আর ক্রস্টির মধ্যে যা কথা হয়েছে তা আমি আড়ি পেতে শুনেছি। ওই জেসাপ লোকটাই কলকাঠি নাড়ছে।'

নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরল স্যাটান। স্বীকার না করলেও ওর মনে ওই কাউবয় জেসাপ সম্পর্কে একটা ভয় ঢুকে গেছে।

'দুই ডজন কাউবয় হেল সিটি জয় করবে?'

'ডাগআউট সাহায্য করতে পারে—ওখানেও আমরা জনপ্রিয় না।'

'ওই—ব্যবসায়ীরা?' তাচ্ছিল্যের সাথে বলল চীফ।

'ব্যবসায়ীরাও ট্রিগার টানতে পারে, আর ওদের বুলেটও সমান ক্ষতিকর।'

'কিন্তু ওদের তাক ঠিক হবে না,' জবাব দিল সে। 'কখন আক্রমণ করবে?'

'সেটা জানতে পারিনি—তবে শীঘ্রি। মেয়েটাকে ফেরত চায় ওরা।'

'তা ওরা পারে না,' দৃঢ় স্বরে বলল চীফ। 'তোমার খবর আমার কাজে আসবে। এই নাও।' লোভী হাসি দিয়ে থলেটা শূন্যেই খপ করে ধরে ফেলল গাওয়েন। 'কথায় বলে নীরবতাই খাঁটি সোনা : তুমিও জানবে কথাটা সত্যি।' ইঙ্গিতটা টের পায়নি বলে গাওয়েনের মনের শান্তি ব্যাহত হল না। 'ডাবল কে-তে ফিরে যাও, দেখ আর কিছু জানতে পার কি না।'

মাথা নাড়ল গাওয়েন। 'আমি চলে এসেছি,' ব্যাখ্যা করল সে। 'র‍্যাটারি আমাকে একটা কুৎসিত চাহনি দিয়েছে আজ সকালে—চান্স নেয়ার চেয়ে আমি সাবধান থাকাই বেশি পছন্দ করি।'

'দুঃখের কথা,' বলল স্যাটান। 'যাক, হেল সিটির দল আর একটু ভারি হল। এবার যাও, আমার অনেক কাজ আছে। অতিথি আসার কথা থাকলে তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে হয়।'

'নিশ্চয়, ওদের সাদর অভ্যর্থনা জানাব আমরা,' বলে হেসে বেরিয়ে গেল গাওয়েন।

স্যাটানও হাসল, কিন্তু একা হয়েই চিন্তামগ্ন হল সে। তাহলে রহস্যটা ফাঁস হয়ে গেছে। রাম্বল নামের ওপর কোন ছাপ না নিয়ে সরে পড়া এখন আর সম্ভব হবে না। জ্ঞানী জেনারেল হার হলে কি করবে সেই ব্যবস্থাও রাখে।

সিলভারকে পাঠিয়ে বনি ডেলওয়েসকে ডাকিয়ে এনে সামনের চেয়ারে বসাল স্যাটান। তারপর সোজাসুজি কাজের কথায় এল।

'শিগগিরই অনেক লোকজন নিয়ে হেল সিটি আক্রমণ করা হবে। ওরা জিতলে তোমার কপালে কি ঘটবে বলে মনে হয়?'

'বিজয়ীদের একজন হয়ত আমার সৌন্দর্য দেখে অভিভূত হয়ে আমাকে তার লাজুক বৌ হিসেবে ঘরে তুলবে,' হালকা জবাব দিল ডেলওয়েস।

সে বুঝতে পারছে কোন একটা বিশেষ কারণে তাকে ভয় দেখানর চেষ্টা করা হচ্ছে।

মেয়েটার চটুলতায় মুখ বিকৃত করল স্যাটান। 'তোমাকে কাছাকাছি কোন শেরিফের হাতে তুলে দেয়া হবে। তারপর খুনের আসামী হিসেবে বিচারের জন্যে পাঠান হবে।'

রূঢ় সত্যে ধাতস্থ হল সে। 'তুমি কি চাও?'

'তোমাকে আর মিস জুলিয়াকে আমি অন্যখানে পাঠাবার ব্যবস্থা করছি। আজ বিকেলেই তোমরা রওনা হবে, সিলভার তোমাদের সাথে থাকবে।'

'দুটো মেয়ে একা—ওই জন্তুটার সাথে?' প্রতিবাদ করল বনি।

'সে-ই একমাত্র লোক যাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল স্যাটান। 'তোমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে।'

'তুমি সাথে থাকছ না কেন?'

উঠে দাঁড়াল সে। 'আমার লোকজনকে বিপদে ফেলে পালাব?' বলেই বুঝল যে এই মেয়েকে ওসব কথায় ভুলান যাবে না। তাই আবার বলল, 'এখানে আমার কিছু কাজ আছে—পরে তোমাদের সাথে যোগ দেব।'

'আমি যাব না,' বেঁকে বসল বনি।

'তৈরি হও। অন্য মেয়েটাকে যাত্রার কারণ জানানর দরকার নেই।' পরক্ষণেই সুর নরম করে বলল, 'তুমি তো জান, বনি, তোমার ভালর জন্যেই পাঠাচ্ছি।'

মুহূর্তে গলে গেল মেয়েটা। 'ওহ, হাভি, তোমারই জন্যে আমি পাগল,' বিড়বিড় করে বলল সে। 'কোনকোন সময়ে তোমাকে খুন করে ফেলতে ইচ্ছা করে, কিন্তু অন্য—'

'অন্য সময়ে আমার জন্যে মরতেও রাজি,' হাসল সে। 'কিন্তু আমি তো তোমাকে আমার জন্যে বাঁচতেই বলছি, প্রিয়।'

মেয়েটা চলে যাবার পরও স্যাটানের মুখে হাসিটা লেগেই রইল। আপন মনেই সে বলল, 'পুরুষের জন্য কড়া কথা, আর মেয়েদের জন্য নরম—দুটোতেই সমান কাজ হয়।'

সিলভারকে ডেকে খুঁটিনাটি নির্দেশ দিল সে। সব কাজ ঠিক মত করতে পারলে কি পুরস্কার পাবে শুনে ওর ছোটছোট চোখ দুটো চকচক করে

উঠল।

'বুঝেছি, বস,' বলল সে।

'কিন্তু যদি কোনভাবে ব্যর্থ হও, তোমাকে খুন করব—ধীরে, কষ্ট দিয়ে,' জানাল স্যাটান। 'আমার কাছ থেকে পালিয়ে কোথাও লুকাতে পারবে না তুমি।' নিজের কপালে টোকা দিল সে। 'আমি মগজ দিয়ে সব দেখতে পাই।'

ঘণ্টাখানেক পর হেল সিটির খুঁটির কাছে জড় হয়েছে শহরের লোক।

'শহরবাসী বন্ধুরা,' চিৎকার করে শুরু করল স্যাটান, 'আমার কাছে খবর এসেছে ডাবল কে আর ডাবল ডায়মণ্ড র‍্যাঞ্চের লোকজন আমাদের এই আস্তানা থেকে তাড়াবার জন্যে একজোট হয়ে আমাদের আক্রমণ করতে আসছে। এখন আমরা কি করব?'

জবাবে সমস্বরে একটা গর্জন উঠল, 'লড়ব!'

'জেনে খুশি হলাম যে তোমরা আমার সাথে একমত। এই রাখালগুলো মনে করে পৃথিবীটা শুধুমাত্র ওদের জন্যেই তৈরি হয়েছে। এটা যে ঠিক না সেটা ওদের শিখিয়ে দিতে হবে। ওরা একমাত্র ওই দুটো গেট দিয়েই এখানে পৌঁছতে পারে। এছাড়া'—উঁচু ক্লিফের দিকে তাকাল সে—'ওদের স্বর্গ থেকে নেমে আসতে হবে। কিন্তু কাউবয়দের ওখান থেকে আসার সম্ভাবনাও যেমন কম, তেমনি কোনদিন ওখানে পৌঁছানর সম্ভাবনাও কম।'

'ঠীক তোমার কথাই বলছে, গাওয়েন,' একজন চিৎকার করে মন্তব্য করল। আশেপাশে সবাই হেসে উঠল।

'তাই আমাদের দুটো গেটই সব শক্তি দিয়ে রক্ষা করতে হবে। যথেষ্ট অস্ত্র আর গোলা-বারুদ আমাদের রয়েছে। কনার্ড ওয়েস্ট গেটের কমাণ্ডে থাকবে, আর গাওয়েন থাকবে পুবে। আমরা জিতলে প্রত্যেককে বিশটা করে স্বর্ণমুদ্রা দেয়া হবে। মনে রেখো তোমরা নিজেদের অস্তিত্বের জন্য লড়ছ—সুতরাং কোন দয়া দেখাবে না।'

লোকজনের হর্ষধ্বনিতে স্যাটানের মঞ্চাভিনেতার মত হাততালি নেয়ার শখটা মিটল। অবজ্ঞায় তার ঠোঁট একটু বাঁকা হল। সে ভাবছে…একজন চতুর লোক কত সহজে এসব অজ্ঞ লোককে নিজের ইচ্ছা মত চালাতে পারে! এক মুঠো সোনা, কয়েকটা বাছা-বাছা কথা, ব্যাস, লোকগুলো

তার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত হয়ে গেল। বোকা…সব বোকার দল…

স্যাটান ওদের সাথে যাচ্ছে না জেনে আশ্বস্ত হল জুলিয়া। এখানে থাকার চেয়ে অন্য যেকোন জায়গায় থাকা ভাল, তাই কোথায় যাচ্ছে জিজ্ঞেসও করেনি সে। এমনকি সিলভার ওদের সাথে যাচ্ছে শুনেও সে ঘাবড়ায়নি।

'বেচারা যে চেহারা নিয়ে জন্মেছে তার ওপর তো ওর কোন হাত নেই,' বলল সে। 'আমার একটা কুকুর ছিল, ওর চেহারা দেখেই সবাই ভয় পেত—কিন্তু এত শান্ত কোন জন্তু আমি দেখিনি।'

সুগঠিত কাঁধ ঝাঁকিয়ে পর্দার পিছনে কাপড় বদলাতে গেল বনি। যখন বেরিয়ে এল, তরুণ কাউবয়ের দিকে চেয়ে অবাক হল জুলিয়া। ওর পরনে হাইহিল বুট; চ্যাপস, উলের শার্ট, স্টেটসন, কব্জি ঢাকা গ্লাভস আর গলায় উজ্জ্বল রঙের রুমাল।

'কেমন দেখাচ্ছে?' হেসে এপাশ ওপাশ ঘুরে নিজেকে দেখাল বনি।

জুলিয়া কিছু বলার আগেই একটা পরিচিত গলার স্বর ওকে থামিয়ে দিল। 'চমৎকার, বনি; এখন একটা মুখোশ পরে নিলেই তোমাকে আমার জুড়ি বলে ভ্রম হবে।'

'দাও, পড়ে দেখি,' আহ্লাদী সুরে বলে হাত বাড়াল সে।

'এখন খেলার সময় নেই,' তীক্ষ্ণ স্বরে জবাব দিল স্যাটান। 'ঘোড়া অপেক্ষা করছে।'

স্যাটানের ঘরের ভিতর দিয়ে হাভি যেখানে বন্দী ছিল সেই কামরায় পৌঁছল ওরা। জানালার বাইরে একটা দড়ির সিঁড়ি ঝোলান রয়েছে। নিচেই চারটা ঘোড়া নিয়ে অপেক্ষা করছে সিলভার। তিনটা ওদের তিনজনের জন্য, বাকিটাতে রসদ বোঝাই করা হয়েছে।

বিশ মিনিটের মধ্যেই ঘোড়ার পিঠে চড়ে রওনা হয়ে গেল সিলভার, বনি আর জুলিয়া।

পঁচিশ

পরদিন সকালে র‍্যাটারি, ফ্রস্টি আর লেইজিই সবার আগে ডাবল ডায়মণ্ডে পৌঁছল। র‍্যাটারির চেহারা চিন্তাগ্রস্ত আর গম্ভীর। কথা বলার জন্য এর-

ফানকে একপাশে টেনে নিয়ে গেল সে।

'ডাগআউট থেকে দশজন লোক নিয়ে লিয়াম যোগ দিয়েছে আমাদের সাথে,' জানাল ফোরম্যান। 'কিন্তু একটা ভুল হয়ে গেছে, গাওয়েন সবার অজান্তে সরে পড়েছে। লোকটা কোথায় গেছে সেটা বোঝাই যাচ্ছে।'

'কিন্তু সে তো কিছুই জানে না।'

'হয়ত ক্রস্টির সাথে আমার যা কথা হয়েছে সেটা শুনেছে ও। লেইজির কাছে শুনলাম অনেক দেরিতে সাপার খেতে গিয়েছিল গাওয়েন। বলেছে ওর ঘোড়াটা নাকি ঝামেলা করছিল।'

এরফান জবাব দেয়ার আগেই আর একজনের কথা শোনা গেল।

'ক্রিসমাসের কসম, র‍্যাটারি লোগান স্বয়ং! কি খবর তোমার?'

র‍্যাটারি ঘুরে দাঁড়াল। ওর চেহারা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে। বাড়ান হাতটা নিয়ে হার্ভির মুখের দিকে একদৃষ্টে কতক্ষণ চেয়ে সে বলল, 'আবার দেখা পেয়ে খুব খুশি হলাম, মাস্টার হার্ভি।'

'এমন করে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছ কেন? লাল মুখোশ খুঁজছ?'

ফোরম্যানের রোদে পোড়া চেহারায় কিছুটা বেগুনী রঙ ধরল। 'না, ওটা কেবল আর একবারই দেখতে চাই—আমার রাইফেলের মাথায়।'

'না!' চেঁচিয়ে উঠল যুবক। 'ওকে আমি নিজের হাতে শেষ করতে চাই।'

'তোমরা দুজনেই ভুল করছ—ও আমার,' সংশোধন করলো এরফান। হার্ভির দিকে চাইল সে। 'ওইযে বেন হপার এসেছে; যাও, ওর সাথে কথা বল।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে চিবুক তুলে সোজা এগিয়ে গেল ছেলেটা। অফিসারের পাশে দাঁড়িয়ে শান্ত স্বরে বলল, 'মর্নিং শেরিফ।'

মাত্র ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে দাঁড়িয়েছিল বেন। ফিরে কিছুক্ষণ তরুণ যুবককে খুঁটিয়ে দেখে সে বলল, 'তোমার সম্পর্কে আমার খুব কঠিন মনোভাব ছিল, হার্ভি—কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আমি ভুল করেছিলাম।'

'আমি ড্যানকে গুলি করিনি, শেরিফ,' সরলভাবে বলল ছেলেটা। 'আমরা বন্ধু ছিলাম; আর ঝগড়ার কথাও আমরা সকালেই ভুলে যেতাম। আমি পালিয়ে যাওয়াতেই—'

'হ্যাঁ, তাতেই সবার সন্দেহ তোমার ওপর পড়েছিল। যাক, গতকাল

জেসাপের কাছে সব জেনে আমার ভুল ভেঙেছে। এখন আমি ওই পাজি লোকটাকে গুলি করে মেরে প্রতিশোধ—'

'লিস্টে তুমি চার নম্বর, চান্সই পাবে না,' হেসে বলল এরফান। 'সাথে কতজন লোক এনেছ তুমি?'

'মাত্র বারোজন—কিন্তু সবাই ভাল যোদ্ধা,' জবাব দিল শেরিফ। 'কোন প্ল্যান করেছ?'

ওয়াইলি পলক, ডাবল কে-র ফোরম্যান, এবং তার আরও দুজন লোক এসে দাঁড়াল। র‍্যাঙ্কারই জবাবটা দিল।

'ওখানে ঢোকার দুটো রাস্তাই আছে। আমার মতে দুই দলে ভাগ হয়ে দুদিক থেকে একসাথে আক্রমণ করাই ভাল হবে। তোমার কি মত, এরফান?'

'এর চেয়ে ভাল আর কোন রাস্তা নেই,' ওয়াইলির প্রস্তাব সমর্থন করল সে। 'তুমি আর হপার একদিকে আর ডাবল কে আর ডাগআউট অন্যদিকে থাকবে।'

'আর তুমি কি করবে?' প্রশ্ন করল র‍্যাঙ্কার।

'আমি কয়েকজন লোক চাই যারা দ্রুত গুলি ছুঁড়তে পারে এবং ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক। হেল সিটিতে ঢোকার আরও একটা রাস্তা আছে—শহরের দুই দিক থেকে আক্রমণ এলে ওইখানেই ওরা বেশি ব্যস্ত থাকবে—তৃতীয় পথটার কথা ওরা না ভুললেও ওখানে বেশি গার্ড না রাখার একটা সম্ভাবনা আছে। ঝুঁকি নিয়ে ওই পথে যদি আমরা ঢুকতে পারি, তাহলে দুদিক থেকে ক্রস-ফায়ারে গেটের গার্ডগুলোকে দিশেহারা করে তুলতে পারব। র‍্যাটারি, কি বল?'

'হ্যাঁ, বুদ্ধিটা ভাল,' মন্তব্য করল সে। 'ডাবল কে-র কাজ এটা—আমরা তিনজন যাব তোমার সাথে। ক্রস্টি, লেইজি আর আমি।'

'আমিও আছি তোমাদের সাথে,' শান্ত স্বরে জানাল হার্ভি।

'দরকার হলে আরও লোক দিতে পারি আমি—ওরা সবাই যেতে চাইবে।'

'আরও তিনজন সাথে নিলে ভালই হয়, র‍্যাটারি—ওই গেটগুলো দখল করা শক্ত কাজ,' নিজের মত প্রকাশ করল এরফান।

তিনটে দলে ভাগ হয়ে নিজের কাজ ঠিকমত বুঝে নিয়ে রওনা হয়ে গেল

ওরা। ঘণ্টাখানেকের ভিতরে হেল সিটির ভারি কাঠের গেট দেখতে পেল ওয়াইলি আর শেরিফের দল। সরু পথের ওপর জিন টেনে ঘোড়া থামাল হপার। আপনা-আপনি ওর মুখ থেকে একটা বিস্ময়সূচক শব্দ বেরিয়ে এল।

'সর্বনাশ। এ যে দেখছি শক্ত কেল্লা,' ওয়াইলিকে বলল সে। 'এর ভিতরে ঢোকা তো দূরের কথা, কাছেই ভেড়া যাবে না।'

দু'পাশে একশো ফুট উঁচু ক্লিফের ভিতর দিয়ে একটা সরু রাস্তা একশো গজ এগিয়ে গেছে—তারপরেই ভারি কাঠের গেট।

'ঘোড়াগুলো বাঁকের ওপাশে আড়ালে রেখে ক্লিফ বেয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করতে হবে,' পরামর্শ দিল র‍্যাঙ্কার। 'গোলাগুলি চলতে থাকলে ওদের পক্ষে নিশানা ঠিক রাখা কঠিন হবে।'

'কিন্তু তার আগে ওদের আমি একটা সুযোগ দেব,' জবাব দিল শেরিফ।

র‍্যাঙ্কার বাধা দেয়ার আগেই ঘোড়ার পিঠে এগিয়ে গেল সে—একা। ডান হাতটা আশীর্বাদ করার ভঙ্গিতে শূন্যে তোলা—সাদা পতাকা দেখানর ইণ্ডিয়ান পদ্ধতি। বেশিদূর এগোয়নি, ওদিক থেকে মাথা উঁচু করল গালকাটা কনার্ড।

'যথেষ্ট এগিয়েছ,' হুমকি দিল সে। 'তুমি কে আর এখানে কি চাও জানাও।'

'আমি রেড রকের শেরিফ, আমি রাস্থল নামে একটা লোকের খোঁজে এসেছি।'

'এখানে ওই নামে কেউ নেই।'

'লোকটা লাল মুখোশ পরে,' বলে চলল হপার। 'ওকে আমার হাতে তুলে দিয়ে তোমরাও আত্মসমর্পণ কর, আমি তোমাদের প্রতি আইন অনুযায়ী যতটা সম্ভব সদয় ব্যবহার করব। এই আমার প্রস্তাব।'

'আমি প্রস্তাব দিচ্ছি, জাহান্নামে যাও তুমি,' চিৎকার করে জানাল কনার্ড। 'সময় থাকতে ভেগে না গেলে আমিই তোমাকে ওখানে পাঠাব।' কথা শেষ করেই ফায়ার করল সে। বুলেটটা ঘোড়ার পায়ের কাছে ধুলো ওড়াল। 'এই একটা বুলেটই কেবল নষ্ট করলাম,' সাবধান করল সে।

ঘোড়াটাকে ধীরপায়ে হাঁটিয়ে সঙ্গীদের কাছে ফিরে এল হপার। ঘোড়াগুলোকে নিরাপদ জায়গায় রেখে, মাটিতে শুয়ে জমির খাঁজে নিজেকে

আড়াল করে ওরা অনবরত গুলি চালাতে শুরু করল। ওদিক থেকেও জবাব এল, কিন্তু শিগগিরই শিলা বৃষ্টির মত বুলেট গেটের ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে ঢুকে ওটার পিছনে থাকা বিপজ্জনক করে তুলল। ক্ষণিকের বিরতির সময়ে দূরে গোলাগুলির শব্দে বোঝা গেল ওপাশ থেকেও অন্য দলটা আক্রমণ শুরু করেছে।

ডাবল কে-র লোকজন ডাগআউটের সমর্থনে আরও কঠিন কাজ হাতে নিয়েছে। ওদিককার প্রবেশ পথটা আরও কঠিন আরও জটিল। ল্যাণ্ডলিকে ওখানকার নেতৃত্ব দেয়া হয়েছে। মুখ-খারাপ করে একটা গাল দিয়ে এলাকাটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল সে।

'আমাদের পাখির মত ডানা দরকার—কিন্তু ওদিক দিয়ে ঢুকতে হলে পরপার যাওয়ার ডানা ছাড়া আর কিছু মিলবে না,' মন্তব্য করল সে।

'এই, লিয়াম, তোমার হাতে ছোট কামানের মত ওটা কি?'

'এটা পুরনো আমলের শার্পস বাফেলো গান,' জবাব দিল দোকানি। 'দারুণ ঝাঁকি; কিন্তু দুই আউন্সের বুলেট লোহাও ফুটো করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।'

'তুমি চালাতে পার ওটা?'

'পারি, তবে এখানকার অনেকেই হয়ত আমার চেয়ে ভাল চালাতে পারবে।' বড়াই না করে অকপটে স্বীকার করলো লিয়াম।

'তুমি আমার উইনচেস্টারটা নাও, ওটাকে আমি একটু বাজিয়ে দেখি,' প্রস্তাব দিল ল্যাণ্ডলি।

একটা ছোট গর্তে শুয়ে আদর করে বাঁট জড়িয়ে ধরে সতর্ক নিশানা করে ট্রিগার টিপল। ওপাশ থেকে রাইফেলের গুলি বৃষ্টিতে বোঝা গেল কতখানি ক্ষতি করেছে ওটা। পরে জেনেছিল, একটা ফাঁক গলে ঢুকে গুলিটা একজনের বুক ফুটো করে তার পিছনে আরও একজনকে পঙ্গু করেছিল।

'দারুণ জিনিস,' খালি কার্তুজটা বের করে আর একটা কার্তুজ ভরার সময়ে মন্তব্য করল ল্যাণ্ডলি। 'এমন ছয়টা অস্ত্র থাকলে ওই গেটটা আমরা উড়িয়ে দিতে পারতাম।'

ওদিকে এরফানও আক্রমণের জন্য তৈরি হচ্ছে। উপরের গুহাটা খালি; আপাত দৃষ্টিতে কোন গার্ড আছে বলে মনে হচ্ছে না। ওর সাথে র‍্যাটাস্নিও খোঁজ নিতে দড়ি বেয়ে নিচে নামল। সাবধানে উঁকি দিয়ে দেখল

নিচের রাস্তাটা একেবারে জনশূন্য। নিচের কামরায় নামার সিঁড়িটা আগের জায়গাতেই আছে।

'গর্তে কেউ থাকলে একেবারে তলায় আছে,' জেসাপ বলল। 'অন্যদের ডাক।'

হার্ডি, ফ্রস্টি আর লেইজি সহ অন্যরাও এল। নিচের গুহাতেও সিঁড়িটা লাগানই রয়েছে। বাইরে থেকে ভেসে আসা গুলির ভোঁতা শব্দ ছাড়া গুহাটা নীরব। তৃতীয় গুহা থেকে কথার আওয়াজ ভেসে এল: 'আমাদের কপালটাই খারাপ, সব মজা মিস করছি। আমি গাওয়েনকে বলেছিলাম ওরা জানবে না—হ্যালো, ল্যাঙ্কি, ওদিকের কি খবর?'

'খারাপ,' জবাব এল। 'গেটটা আর বেশিক্ষণ টিকবে না—ওরা একটা বাফেলো-গান এনেছে, গেটের শক্ত কাঠ ম্যাচের কাঠি হচ্ছে। গাওয়েন নরকে গেছে, সাথে আরও দুজন গেছে—অনেকেই আহত।'

'আর ওদের?'

'ক্লিফের ওপর থেকে একজনকে আমি গুলি করে নিচে ফেলেছি—পড়ার ব্যথাটা ব্যাটা টের পাবে না...' লোকটার কথা আর শোনা গেল না।

'মনে হচ্ছে এখানেই আমরা ভাল আছি,' অন্যজনের গলা শোনা গেল।

ওখানে দুজন রয়েছে। গুহার মুখের কাছে বসে আছে ওরা। রাইফেল দুটো হাতের নাগালের মধ্যেই রয়েছে। বিড়ালের মত নিঃশব্দে ওরা নিচে নেমে এল। বিস্মিত প্রহরী দুজন কোন শব্দ করার আগেই ওদের দড়ি দিয়ে বেঁধে মুখে রুমাল গুঁজে গ্যাগ করা হল। এতক্ষণ সবকিছু ভালই চলেছে। কিন্তু এবার কঠিন সময় উপস্থিত। এরফান কি করবে তা আগে থেকেই প্ল্যান করেছে।

'হার্ডি আর ফ্রস্টি আমার সাথে মিস জুলিয়া আর স্যাটানের খোঁজে যাবে,' বলল সে। 'বাকি যারা আছ তারা গেটের লোকগুলোকে কাবু করে গেট খুলে আমাদের লোকজন ঢোকার ব্যবস্থা কর।'

দুজন সাথীকে নিয়ে ছুটে ফাঁকা রাস্তা পেরিয়ে চীফের কামরার কাছে পৌছল এরফান। লাথি দিয়ে দরজা ভাঙল—কিন্তু ভিতরে কেউ নেই।

'লোকটা নিশ্চয় আমাদের আসতে দেখে পালিয়েছে।'

রাগটা উল্টান। মেঝের গুপ্ত দরজাটা খোলা। ইতস্তত না করে নিচে

নামল এরফান। হার্ডি আর ফ্রস্টিও ওর পিছনে রয়েছে। শেষে যে কামরায় পৌছল, ওটা হার্ডির খুব পরিচিত। কিন্তু কামরাটা খালি। লাফিয়ে জানালার কাছে এগিয়ে গেল এরফান। বাইরে উঁকি দিয়ে দেখল একজন ঘোড়ার পিঠে উঠছে। 'ফন্দিটা তুমিই আমাকে শিখিয়েছ, জেসাপ,' বিদ্রূপ করে বলল সে। ঝুলন্ত দড়ির সিঁড়িটা এরফানকে উপহাস করছে।

'চল, ওকে ধাওয়া করি,' প্রস্তাব দিল হার্ডি।

'হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের ঘোড়া অনেক দূরে আছে। শয়তানটা বিপদ দেখলে সরে পড়ার ফন্দি আগেই ঠিক করে রেখেছিল। কিন্তু একাই যাচ্ছে ও। যাক, সময় নষ্ট করে লাভ নেই, চল।'

ওরা উপরে উঠে দেখল দৃশ্য পালটে গেছে। পুবের গেট দিয়ে ডাবল কে-র লোকজন ভিতরে ঢুকে পড়েছে। ওরা চিৎকার আর গুলি করতে করতে পশ্চিম গেটের দিকে এগোচ্ছে। হেল সিটির লোকজন যে যেদিকে পারে ছুটে পালাচ্ছে। নীল ধোঁয়ার আড়াল থেকে বেরোচ্ছে গুলি। চিৎকার, গালি, আর আহতদের আর্তস্বর শোনা যাচ্ছে। এরফান বুঝল জয় হয়েছে—কেবল একটু সময়ের অপেক্ষা।

'মিস জুলিয়া কোথায় আছে খবর দিতে পারে এমন কাউকে খুঁজে বের করা দরকার,' বলল এরফান।

ঠিক তখনই লেইজি একজন বন্দীকে নিয়ে বেরিয়ে এল। মেয়েটা অ্যানিটা।

'এই, ফ্রস্টি, দেখ আমি কি পেয়েছি,' চিৎকার করল সে।

এরফান এগিয়ে গেল। 'আমার একজন সত্যিকার বন্ধুকে পেয়েছ তুমি,' বলল সে। 'ওকে উদ্ধার করে আনার জন্য ধন্যবাদ।'

হাত পুড়ে যাচ্ছে, এভাবে অ্যানিটার কব্জি ছেড়ে দিল লেইজি। মেয়েটার চোখে একটা প্রশ্ন দেখে জবাব দিল এরফান।

'সে পালিয়েছে—তবে পার পাবে না,' জানাল এরফান। 'আমরা মিস জুলিয়াকে খুঁজছি।'

'গতকাল সে ওকে সিলভার আর বনির সাথে অন্য কোথাও পাঠিয়েছে,' জবাব দিল অ্যানিটা। 'আমি ওদের উপত্যকা ধরে পশ্চিমে যেতে দেখেছি।'

মেয়েটা আর কিছু বলতে পারল না। মাত্র এক ঝলক দেখেছে সে।

অন্য গেট থেকেও লোকজন ছুটে পালাতে শুরু করল। গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে আসছে শেরিফের সাথে ওয়াইলির দল। শহরের চারপাশে ছিটিয়ে রয়েছে লাশ। হেল সিটি আজ ডেথ সিটিতে পরিণত হয়েছে।

শহরের বাকি লোকজনকে বন্দী করে নিয়ে এল ওরা। বন্দীদের মধ্যে বার্কও আছে।

এরফান শেরিফকে বলল, 'এই লোকটা এদের সাথে ছিল না। ও একটা সেলুন চালায়—ওর বৌ ছেলেমেয়ে আছে।'

কয়েকজন বন্দীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে শেরিফ জানল লোকটা সত্যিই ফাইটে অংশ নেয়নি। ওকে ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিল সে।

ধন্যবাদ জানাবার জন্য বার্ক ঘুরে দেখল এরফান অদৃশ্য হয়েছে। আসলে ওয়াইলির সাথে কথা বলে ওদের তিনটে ঘোড়া নিয়ে স্যাটানের খোঁজে যাওয়ার বন্দোবস্তে সে ব্যস্ত। নিজেদের ঘোড়া আনতে গেলে অনেক দেরি হয়ে যাবে।

'হ্যাঁ, আমাদের যে কোন ঘোড়া নিয়ে তোমরা যেতে পার। আমিও তোমাদের সাথে যাব।'

'না,' জবাব দিল এরফান। 'তুমি এদিকটা সামলাও, হার্ভি, ক্রুস্টি, আর আমি ওর পিছু নিচ্ছি।'

'আমিও তোমাদের সাথে যাচ্ছি,' জানাল বেন হপার।

'আমার আপত্তি নেই,' জবাব দিল এরফান। 'আর শোন, এই মিস অ্যানিটা আমার বন্ধু। ওর কাছে আমরা ঋণী। লক্ষ্য রেখো ওর যেন কোন অযত্ন না হয়।'

অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনটে ঘোড়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পশ্চিম দিকে ছুটল। ট্রেইল-টা যেখানে বিভক্ত হয়েছে সেখানে থেমে দাঁড়াল ওরা। কোন্ পথে এগোবে ঠিক বুঝতে পারছে না। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে মাটির ওপর চিহ্নগুলো খুঁটিয়ে দেখল এরফান।

'কয়েকটা ঘোড়া বাম দিকে গিয়েছে,' বলল সে। 'ওদের একজনের খুব তাড়া ছিল। আরে···ওটা কি?'

একটা সাদা রুমাল মাটিতে পড়ে আছে। ওতে 'জে-কে' এই ছুটো অক্ষর সুঁই-সুতো দিয়ে সেলাই করে তোলা হয়েছে। হার্ভির দিকে ওটা বাড়িয়ে দিল এরফান।

'এটা জুলিয়ার রুমাল—নিশ্চয় কেউ অনুসরণ করবে আশা করেই সে এটা ফেলেছে।'

'বুদ্ধিমতির কাজ করেছে,' বলে হার্ভিকে যত্নের সাথে রুমালটা পকেটে ভরতে দেখে হাসল এরফান।

ওদিকে শেরিফকে তিরিশ হাজার ডলার হাইজ্যাক করার গল্প শোনাচ্ছে ক্রুস্টি। এখানেই ঘটনাটা ঘটেছিল।

ওকে একটা তাড়া দিয়ে আবার ঘোড়ার পিঠে উঠল এরফান।

ছাব্বিশ

'ডেভিলস বউল' পেরিয়ে আট মাইল পশ্চিমে ঠিক ওই রকমই আর একটা ছোট বউল আছে। সেজ ঝোপে ভরা মৃদু ঢালটা দূরে দিগন্তের সাথে গিয়ে মিশেছে। অন্য ধারটা প্রায় খাড়াভাবে-উঠে গেছে। ওটার গোড়ার দশ-গজ ব্যবধানে রয়েছে ছুটো গুহা। ওগুলোর সামনে কিছুটা সমতল খোলা জায়গায় ঘাস জন্মেছে।

জায়গাটার নাম 'পেইন্টেড ভ্যালি'। সিলভারকে এখানেই অপেক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছে স্যাটান। একটা প্রাকৃতিক গুহায় রাত কাটানর পর একটা গাছের ছায়ায় বসে আছে বনি আর জুলিয়া। খানিকটা দূরে একটা বড় পাথরের ওপর বসে ওদের ওপর নজর রেখেছে সিলভার। ঘোড়াগুলোর পিঠে জিন চাপানই আছে—পাইন গাছের গুঁড়ির সাথে বাঁধা। তৃষ্ণার্ত চোখে ঘোড়ার দিকে চাইল জুলিয়া।

'ওগুলো নিয়ে পালান যায় না?' প্রস্তাব দিল সে।

'তেমন কোন ইচ্ছাই আমার নেই,' জবাব দিল বনি। 'এটা যদি সম্ভবও হয় খাবার সরবরাহ ছাড়া বন-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ান খুব সুখের হবে না। তার ওপর সিলভারের কাছে পিস্তল রয়েছে।'

এরপর ওদের মধ্যে আর বিশেষ কথাবার্তা হল না। জুলিয়ার আবেগ-পূর্ণ মনের অবস্থা বনির উপরেও যেন কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছে। ধীরে সময় কেটে যাচ্ছে। ছপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে এল। খাবার তৈরি বা ঘোড়াকে পানি খাওয়ান ছাড়া সিলভার তার জায়গা থেকে মোটেও নড়ে-নি। হঠাৎ আনাড়ির মত পাথরের ওপর থেকে নেমে দৌড়ে মেয়েদের দিকে

ছুটে এল সে।
'বস্ আসছে—খুব জোরে ছুটছে,' গমগম করে বলল লোকটা।
জুলিয়া উঠে গুহায় গিয়ে ঢুকল। স্যাটানকে অভ্যর্থনা জানাতে বাইরে থাকতে সে রাজি নয়। খ্যাক খ্যাক করে হেসে উঠল সিলভার।
'মনে হয় সাজগোজ করতে গেছে,' বলল সে। 'মেয়েটা দেখতে ভাল, কিন্তু আরও সুন্দর একজনকে আমি জানি।'
লোকটার ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকান দেখে জ্বলে উঠল বনি। 'মুখ সামলে কথা বল, নইলে বস্ তোমার জিভ কেটে নেবে,' রোষের সাথে বলল সে।
এমন কঠিন হুমকিতে অন্য সময়ে সিলভারের কুঁকড়ে যাবার কথা, কিন্তু আজ অবাক হয়ে বনি দেখল হাসির দমকে ওর বিশাল কাঁধ কেঁপে-কেঁপে উঠছে।
কালো ঘোড়াটা উপত্যকা দিয়ে দ্রুত ছুটে এসে থেমে দাঁড়াল। স্পারের খোঁচা যেখানে বেশি গভীরে ঢুকেছে সেই ক্ষতগুলোর ওপর রক্ত আর ধুলো জমে চাপ বেঁধেছে। নিষ্ঠুরভাবে ঘোড়া ছুটান হয়েছে—আরোহী নিজেও লাল মুখোশের তলায় হাঁপাচ্ছে। মুখটা ফ্যাকাসে। ঘোড়ার পিঠ থেকে নামার সময়ে পা টলে উঠল ওর।
'ঘটনা কি?' প্রশ্ন করল ডেলওরেস।
'হেল সিটির পতন হয়েছে,' জানাল স্যাটান। 'আমি পালিয়ে এসেছি, কিন্তু চারজন আমাকে ধাওয়া করে আসছে। ওদের একজন রেড রকের শেরিফ।'
'সে এর মধ্যে কেন?'
'ওর ছেলেকে আমি গুলি করে মেরেছিলাম। মহা বিপদ, ওরা দুমাইলও পিছনে নেই—আর এদিকে লুকানর মত কোন জায়গাও নেই।'
'আমরা এখনই রওনা হলে…'
অস্থিরভাবে মাথা নাড়ল স্যাটান। 'ওরা আমাদের ধরে ফেলবে—ট্র্যাক লুকানো যাবে না।'
বনি ওর দিকে এক পা এগিয়ে গেল—চোখে আগ্রহ। 'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে, হাভি। এতে ওদের ধাপ্পা দিয়ে কিছু সময় হাতে পাওয়া সম্ভব। আসলে তোমাকেই চাইছে ওরা।'
মনোযোগ দিয়ে শুনল স্যাটান। 'চমৎকার, খুব ধূর্ত প্ল্যান—এতে কাজ

হবে,' বলল সে। 'কিন্তু তুমি আমার জন্য এটা করবে?'
'আরও বেশি করব, পরে জানতে পারবে,' গুনগুনিয়ে বলল বনি। 'এখন সিলভারকে ঝর্নার ধারে পাঠাও—ওখানে চোখের আড়ালে থাকবে—তোমার মুখোশটা আমাকে দাও, আর প্লুটোকে দ্বিতীয় গুহার মুখে রাখ। তুমি শিস দিয়ে সঙ্কেত দিলেই আমি বুঝব কখন আমাকে অ্যাকশন নিতে হবে।'
'তোমার মাথা আছে, বনি,' প্রশংসা করল স্যাটান। 'ক্যালিফোর্নিয়ার উইলোস বেণ্ডে আমি যাব। ওখানে আমাকে তুমি খুঁজে নিও—দুজনে মিলে আমরা পৃথিবী জয় করব।'
মুখোশটা তাড়াতাড়ি খুলে দিয়ে দ্রুত ঘুরে আর সব ব্যবস্থা করতে চলে গেল সে। কালো ঘোড়াটাকে গুহার মুখে আনা হল। কিন্তু দামী জিনটা বদলে অন্য একটা জিন চড়ান হল প্লুটোর পিঠে। এই কাজে মূল্যবান কিছুটা সময় নষ্ট হল। কাজ শেষ করে মাত্র আড়ালে লুকিয়েছে, এই সময় তিনজন আরোহীকে উপত্যকার মাথায় দেখা গেল। সংকেত পেয়ে ওরই মত পোশাক পরা একজন প্লুটোকে নিয়ে ছুটে রওনা হয়ে গেল। হ্যাটের তলায় পিছন দিক থেকে লাল মুখোশটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। নতুন আগন্তুক-রা ওকে দেখতে পেল, একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার দিয়ে কালো ঘোড়ার পিছু নিল ওরা। স্যাটানের ঠোঁটে বিজয়ের হাসি ফুটে উঠল।
'ছোট্ট বোকার দল,' বিড়বিড় করে বলল সে। 'প্লুটো ক্লান্ত হলেও ওকে ধরতে ধরতে আমি নিরাপদে সরে পড়তে পারব। ওরা যদি তোমাকে গুলি করে মেরে ফেলে, বনি, খুব দুঃখজনক ব্যাপার হবে—কিন্তু নিরাশ হওয়া থেকে বাঁচবে। উইলোস বেণ্ড বলে ক্যালিফোর্নিয়ায় কোন জায়গা নেই।'
আরোহীরা অদৃশ্য হলে দ্বিতীয় গুহায় ঢুকে হালকা সুরে ডাকল, 'জুলিয়া।' অন্ধকার ছায়ায় দাঁড়ান মেয়েটা ঘুরল। ওকে দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠল স্যাটান।
'তুমি?' ফুঁপিয়ে শ্বাস টানল সে। 'তুমি—তুমি এমন একটা ধোঁকা দিতে সাহস পেলে?'
'হ্যাঁ, সাহস পেয়েছি,' সহজ গলাতেই বলল বনি। কিন্তু ওর বুকের ভিতরটা টিপটিপ করছে। 'তোমার জন্যেই কাজটা করেছি।' এই প্রথম স্যাটানের উন্মুক্ত চেহারায় বনি একটা পিশাচকে দেখতে পাচ্ছে। ডান

হাতের ছড়ান আঙুলগুলো। ধীর গতিতে ওর পিস্তলের বাঁটের দিকে এগোচ্ছে। বনি বুঝতে পারছে তার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে।

'শোন, হাভি, ডাবল কে হারিয়েছ তুমি, ওই মেয়েও তোমাকে ওটা ফিরিয়ে দিতে পারবে না। ওকে দিয়ে তোমার কি লাভ হবে? আমি ভিন্ন, অনেকটা তোমার টাইপ—নেকড়ের মত। পৃথিবীর বিরুদ্ধে লড়তে প্রস্তুত। এক্ষেত্রে তোমার হার হয়েছে বটে, কিন্তু তোমার মত মানুষ কখনও হারে না—আবার খেলায় নামে—এবং জেতে।'

অলক্ষ্যে হাতটা থেমেছে। নিজেকে সামলে নিয়ে মাটিতে পা ঠুকে চিৎকার করল বনি, 'এক মাসের মধ্যে ওই পুতুলের মত সুন্দর মেয়েটার ওপর থেকে তোমার মন উঠে যাবে—ওর চেয়ে আমি খারাপ কিসে?' বনির উগ্রমূর্তির সৌন্দর্যে অভিভূত হল স্যাটান। ওর চোখের ভাষা বদলাতে দেখে নরম সুরে মেয়েটা আবার বলল, 'তুমিই একদিন আমাকে বলেছিলে ভালবাসার ক্ষমতা অসীম—একটা উপায় ঠিকই বেরিয়ে যায়—এবং ভালবাসা ক্ষমাশীল। আমি ভালবাসি, একটা উপায়ও বের করেছি—এখন ক্ষমা করা তোমার ওপর।'

সমর্পণের ভঙ্গিতে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে ডেলওরেস। কিন্তু বুঝতে পারছে তারই জিত হয়েছে। তার সৌন্দর্য, উদ্যম, আর সেই সাথে প্রচ্ছন্ন চাটুবাদ স্যাটানের বর্তমান পরাজয়ের গ্লানি মুছিয়ে দিয়েছে। আবেগে দুহাতে ওকে বুকে টেনে নিল চীফ।

'ঠিকই বলেছ,' বলে উঠল সে। 'আমি অন্ধ—'

জন্তুর নিচু স্বরে গর্জনের আওয়াজে কথা থেমে গেল ওর। ঘুরে দেখল গুহার দরজায় সিলভার দাঁড়িয়ে আছে। চার্জ করার ভঙ্গিতে মাথাটা একটু নিচু, লম্বা হাত দুটো দুলছে।

'ওটা আমার মেয়েমানুষ,' ভারি স্বরে বলল বেঁটে বামুন। 'তুমি আমাকে কথা দিয়েছিলে কাজ ঠিক মত করলে ও আমার হবে!'

কুঁকড়ে প্রেমিকের কাছ থেকে সরে গেল বনি। মেয়েটার চোখে ঘৃণা। 'তুমি—তুমি তাই বলেছিলে?' ফিসফিস করে বলল সে। 'তুমি একটা জানোয়ারের হাতে আমাকে তুলে দিতে চেয়েছিলে?'

'তোমার নিরাপত্তার জন্যেই ওকে মিছে লোভ দেখিয়েছিলাম, বনি,' প্রতিবাদ করল স্যাটান। 'আসলে আমি চাইনি...' মুখ দেখে বুঝল বনি

ওর কথা বিশ্বাস করেনি। ঘুরে সিলভারকে ধমক লাগাল সে। 'বেরিয়ে যাও!'

'আমার মেয়েমানুষ আমি চাই,' ঘোঁৎ করে উঠল বেঁটে। 'আমি এখনই ওকে নিয়ে যাব।'

সামনে বাড়ল সিলভার—দাঁত বেরিয়ে পড়েছে—ভয়ানক একরোখা মূর্তি। বিরাট হাতের থাবা বারবার খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে। কামনার তাড়নায় ভয় ভুলে গেছে ও। সাধের বনি ডেলওরেস ছাড়া আর কিছুই সে দেখতে পাচ্ছে না।

ভৃত্যের অবাধ্যতায় স্যাটানের মাথায় রক্ত চড়ে গেল। ঝট করে একটা পিস্তল তুলে সিলভারের চওড়া বুকে গুলি করে দিল সে। একটু কেঁপে উঠল লোকটা, কিন্তু ওর এগিয়ে আসা থামল না। আবার গুলি করল স্যাটান। এবার থামল—শূন্য চোখে চেয়ে রইল—ঠোঁট দুটো নিঃশব্দে নড়ে উঠল। তারপরেই চওড়া দেহটা হাঁটু মুড়ে মাটিতে পড়ে গেল। গাছের গুঁড়ির মত পা দুটোও ওকে ধরে রাখতে পারল না। ফ্যাকাসে মুখে সিলভারের লাশের দিকে চেয়ে আছে বনি।

পেইন্টেড ভ্যালির কাছে এসে এরফানের ঘোড়া খোঁড়াতে শুরু করল। সঙ্গীদের এগিয়ে যেতে বলে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল সে। একটা নাল খুলে পড়ে গেছে। তার কপালটাই খারাপ। ডাবল ডায়মণ্ড র‍্যাঞ্চের ঘোড়া এনেই এই বিপদে পড়েছে। র‍্যাকিকে আনলে হয়ত তাকে এই মুহূর্তে ঝামেলায় পড়তে হত না।

ঘোড়ার পিঠে উঠে ওকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল এরফান। নাল ছাড়া জোরে ছোটা অসম্ভব। ওর সঙ্গীরা প্রায় সিকি মাইল এগিয়ে গেছে। দূরে কালো ঘোড়ার পিঠে একটা লোক ছুটে পালাচ্ছে। এরফানের সঙ্গীরা চিৎকার করে ওর পিছনে ধাওয়া করল।

একটু থমকাল এরফান। ঘোড়াটা স্যাটানের এতে সন্দেহ নেই—তবু ওর মনে খটকা লাগছে কেন? আরোহীকে একটু বেশি ছোট দেখাচ্ছে না? অনেক দূর থেকে দেখছে—তাই কি?

কালো ঘোড়াটাকে ধাওয়া করে অদৃশ্য হল হাভি, হপার আর ফ্রস্ট। বউলের নিচে পাহাড়ের গায়ে দুটো গুহা দেখতে পাচ্ছে এরফান। চট করে একটা ঝোপের আড়ালে লুকাল—এইমাত্র একটা লোককে গুহায় ঢুকতে

দেখেছে। সাবধানে ঘোড়াকে হাঁটিয়ে ঝোপের আড়াল দিয়ে গুহার দিকে এগোলো লেসাপ।

গুহার সামনে সমতল খোলা জায়গাটার কাছে পৌঁছেছে। এরফান প্রায় নিশ্চিত যাকে গুহায় ঢুকতে দেখেছে সেই লোকটাই স্যাটান। কিন্তু ওই কালো ঘোড়ার পিঠে তাহলে কে ছিল ?

ঝোপের আড়াল দিয়ে আর একজন গুহায় ঢুকল। লোকটা সিলভার। ওই আকৃতি আর কারও হতে পারে না। এখন এরফান নিঃসন্দেহ, আগে যাকে ঢুকতে দেখেছে সেই লোকটাই স্যাটান। ধুরন্ধর লোকটা নিশ্চয় কালো ঘোড়ার পিঠে আর কাউকে পাঠিয়ে ওদের ধাপ্পা দিয়েছে।

একটা গুলির আওয়াজ পেল। তারপর আর একটা। আর কোন আওয়াজ নেই। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল এরফান। এখনই দাঁড়াবে সে স্যাটানের মুখোমুখি।

গুহার ভিতর ফ্যাকাসে মুখে দাঁড়িয়ে আছে বনি ডেলওরেস।

'খুনী,' ফ্যাঁসফ্যাসে স্বরে বলল সে।

স্যাটান কোন জবাব দেয়ার আগেই বাইরে থেকে একটা স্বর শোনা গেল।

'র‍্যান্ডল, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।'

স্যাটানের মুখ থেকে রক্ত সরে গেল। কাগজের মত সাদা হয়ে গেছে ওর চেহারা। এর জন্যে মোটেও প্রস্তুত ছিল না সে। বনির দিকে চেয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'এখন কি করব ?'

'অন্তত একবার পৌরুষের পরিচয় দাও,' কর্কশ ভাবে বলল মেয়েটা। সে বুঝল তার নিজের শঠতাই আজ বনির ভালবাসাকে ঘৃণায় পরিণত করেছে। আতঙ্কে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে ওর। এতদিন সে ছিল দোর্দণ্ডপ্রতাপ ডাকাত চীফ 'স্যাটান'। কিন্তু আজ আর সাহায্য করার মত কেউ ওর পাশে নেই। অনেক মানুষকে সে পরপারে পাঠিয়েছে কিন্তু এখন ...অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে ওর। সে তরুণ, শক্তিশালী, তবু, হয়ত বাইরে ওর জন্য মৃত্যুই অপেক্ষা করছে।

'র‍্যান্ডল !'

ওই একটা শব্দই যেন হুমকির মত শোনাল। পাথরের মূর্তির মত স্থির

দাঁড়িয়ে মেয়েটা ওর ভয়ের বিরুদ্ধে মনে মনে লড়া খেয়াল করছে। ব্যাঙের মত হাসল লোকটা। ওর অভিনেতা-মূর্তি আবার ফিরে আসছে।

'করণীয় একটাই আছে,' বলে ভারি পায়ে বাইরে বেরিয়ে এল সে।

পনের গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে এরফান। হাত দুটো দুপাশে ঝুলছে। একাই আছে দেখে ওর কিছুটা আশা হল। সিলভারকে মেরে ফেলায় এখন ওর দুঃখ হচ্ছে।

'আমার কাছে কি চাও তুমি ?' প্রশ্ন করল স্যাটান।

'পাওনা আদায় করতে এসেছি,' কঠিন স্বরে জবাব দিল এরফান। 'তুমি লিস্টারকে হত্যা করতে বাধ্য করেছিলে আমাকে—অথচ ওকে সাহায্য করতেই এসেছিলাম আমি।'

এরফানের কথার পুরোপুরি অর্থটা ধীরে স্যাটানের মাথায় প্রবেশ করল। ভয়ের পরিবর্তে ক্রোধ ফুটে উঠল ওর চেহারায়। গভর্নরের এই প্রতিনিধি তাকে প্রতি পদে বুদ্ধির খেলায় হারিয়েছে। শেষ পর্যন্ত এই লোকই হেল সিটিকে ডেথ সি.টি বানিয়েছে। ওকে খুন না করলে তার কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। লোকটা একাই আছে, এতদিন পিস্তল চালান সে বৃথা প্র্যাকটিস করেনি।

'ও, তাহলে তুমিও একজন ঘৃণ্য স্পাই ?' হিসহিসিয়ে উঠল স্যাটান। 'তবে গুলি করছ না কেন।'

'তুমি যে সুযোগ কাউকে দাওনি, সেটাই তোমাকে দিচ্ছি,' জবাব দিল এরফান। 'দুজনই সামনে এগোব আমরা—তিন গোনার সাথেসাথে পিস্তল বের ক'রো।'

একপা এগিয়ে সে বলল, 'এক'; পরেরটায়, 'দুই'; ঠিক এই সময়েই ঘটনাটা ঘটল। অত্যন্ত দ্রুত গতিতে পিস্তল তুলে গুলি করল স্যাটান। কিন্তু এরফান ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে। ডান দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। ওর কোমরের পাশে একটা হলুদ ঝিলিক দেখা গেল। সামনে ঝুঁকে পড়ে গেল স্যাটান। কয়েকবার ঘাস খামচে স্থির হয়ে গেল ওর হাত। কপালের মাঝখানে লেগেছে গুলি।

পিস্তল হাতে এগোল এরফান। এখনও সিলভারের সাথে ওকে যুঝতে হবে। কিন্তু গুহা থেকে সিলভারের বদলে বনি ডেলওরেস বেরিয়ে এল। শুকনো চোখে মৃত দেহটার দিকে এক নজর চেয়ে সে বলল, 'কালো—

ওর পুরোটাই কালো।'

'মিস জুলিয়া কোথায়?' প্রশ্ন করল জেসাপ। জানার পরে সে আবার বলল, 'আমাদের ঋণী করেছ তুমি।'

'না, নিজের স্বার্থেই আমি তা করেছি। ওকে আমার পথ থেকে সরাতে চেয়েছিলাম।'

ওর মাঝে একটা সৎ মানুষের রূপ দেখতে পেল এরফান।

'এখন আমাকে নিয়ে কি করবে তুমি?' প্রশ্ন করল মেয়েটা।

'তোমার জায়গায় আমি থাকলে, একটা ঘোড়া নিয়ে হাওয়া হয়ে যেতাম। শেরিফ হপারের এখানে পৌঁছতে আর বেশি দেরি নেই।'

মেয়েটার চেহারা আরও নরম হল। 'তুমি সত্যিই ভাল। আমি—'

'ওরা শিগগিরই ফিরে আসবে। ওই সুন্দর জিন চড়ান ঘোড়াটা তুমি নাও।'

মেয়েটা বুঝল। স্যাটান নিশ্চয় খালি হাতে হেল সিটি ছাড়েনি। রওনা হয়ে গেল বনি। এরফান তাকিয়ে আছে। উপত্যকার শেষ প্রান্তে পৌঁছে হাত নাড়ল মেয়েটা। তারপর ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হল।

ঘুরে দেখল, জুলিয়াকে নিয়ে ফিরে আসছে হার্ভি, ফ্রস্টি আর শেরিফ।